কবিকথা।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভাস।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

প্রণীত।

কলিকাতা,

৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৬।

মূল্য ২৲ টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস
৫নং ছিদামমুদীর লেন, কলিকাতা

নিবেদন।

কবিকথার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডে কালিদাস ও ভবভূতির নাটকাবলী কথা বা আখ্যায়িকার আকারে লিখিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে মহাকবি ভাসের নাটকসকল সেই রূপ ভাবেই লিখিত হইয়াছে। ইহার কতক অংশ শাশ্বতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রন্থই প্রকাশিত হইল।

ভাসের গ্রন্থাবলী আবিষ্কৃত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যজগতে এক অভাবনীয় ব্যাপার উপস্থাপিত করিয়াছে। আমরা বঙ্গসাহিত্যের সহিত তাহার পরিচয় স্থাপনের জন্য কবিকথা দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা করিলাম। বঙ্গসাহিত্যের দিন দিন পরিপুষ্টি সাধিত হয়, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ, তাই সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডারের এই অভিনব রত্নের আলোকে বঙ্গসাহিত্যকে যথাসাধ্য আলোকিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কত দূর সফল হইয়াছি, বলিতে পারি না। এই সকল রত্ন এত দিন খনিমধ্যে লুক্কায়িত থাকায়, ইহাদের আলোক আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই, কাজেই তাহার দ্বারা অন্য বস্তু সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করিতে চেষ্টা করা কতদূর কষ্টসাধ্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সে যাহা হউক, আমরা ইহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে মহাকবি ভাসের কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

সংস্কৃতসাহিত্যে যে সকল নাটক প্রচলিত দেখা যায়, ভাসের নাটকাবলী তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্থির হইয়া থাকে, কালিদাসপ্রভৃতি ভাসের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ভাস যে

একজন প্রাচীন কবি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার লিখনভঙ্গি হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান নাট্যসূত্রের নিয়ম তাঁহার গ্রন্থে দেখা যায় না, বর্ত্তমান ব্যাকরণসূত্রের নিয়মের অনেক ব্যতিক্রমও তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে তাঁহার প্রাচীনত্ব স্থির হয়। ভাসের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের পর যে সময়ে ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক ধর্ম্মের প্রাধান্য একেবারে নষ্ট হয় নাই, সেই সময়ে তিনি আবির্ভূত হইাছিলেন। কৌটিল্য বা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে ভাসের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইঁহাকে চাণক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় অনুমান করেন যে, নন্দবংশের কোন রাজার সময় ভাস বিদ্যমান ছিলেন। সে যাহা হউক, ভাসের নাটকাবলী প্রচলিত সংস্কৃত নাটকসমূহের মধ্যে যে প্রাচীনতম তাহাতে সন্দেহ নাই। কালিদাস, ভবভূতিপ্রভৃতির গ্রন্থে ভাসের ছায়া সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার চারুদত্ত গ্রন্থ লইয়া শূদ্রক মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছেন। কালিদাসাদির গ্রন্থের আদর বর্দ্ধিত হওয়ায়, ক্রমে ভাসের গ্রন্থসমূহ বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভাসের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে, তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাঁহাকে একজন মহাকবি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ভাস রামায়ণ, মহাভারত এবং বৎসরাজ উদয়নপ্রভৃতির প্রসিদ্ধ চরিত অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে দুই একটি বিশিষ্টত্বও লক্ষিত হয়। ভাস লক্ষ্মণকে ভরত অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, এবং গোপকুমারীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা স্থানান্তরে এসকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাসের গ্রন্থাবলী এতদিন লুকায়িত ছিল, সম্প্রতি তাহাদের আবিষ্কার ঘটিয়াছে। যেখান হইতে এই লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইয়াছে, আমরা তাহার উল্লেখ করা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করি। ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট ভাসের গ্রন্থাবলীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃতপাণ্ডুলিপিসমূহের অধ্যক্ষ ও গণপতি শাস্ত্রীমহাশয়ের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই লুপ্তরত্নসকল আবিষ্কৃত হইয়া সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডারে স্থাপিত হইয়াছে, এ জন্য ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট ও শাস্ত্রীমহাশয় যে সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গভাষায় ভাসের নাটকাবলী কথাকারে অনূদিত করার জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করায়, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। নিম্নে উক্ত অনুমতিপত্রের নকল প্রদান করিতেছি।

No. 220

Office of the Curator for the publication of Sanskrit Mss.

Trivandrnm 6th April 1915.

Dear Sir,

In reply to your kind letter dated 5—3—15, I have great pleasure to inform you that the Government have permitted you to translate into Bengali the works of BHASA in the form of a tale. You may also consult with advantage the Pratimanataka one of the best works of Bhasa and also an improved second edition of Svapnavasavadatta ; both will be published in a month.

I am, Dear Sir,
Yours truly,
(Sd.) T. GANAPATI SASTRI
CURATOR.

TO NIKHIL NATH ROY ESQ.
Vakil, etc.

ভাসের গ্রন্থাবলীর আলোচনাকালে আমরা এথোড়া, শ্রীশচন্দ্র ইনষ্টি-টিউশনের প্রধানপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামামৃত পঞ্চতীর্থমহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অনেক চেষ্টা করিয়াও কবিকথা দ্বিতীয় খণ্ডকে মুদ্রাকরপ্রমাদ হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই। সাধারণে সেজন্য ত্রুটি গ্রহণ না করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, মহাকবি ভাসের সহিত পরিচিত হইবার জন্য সকলে যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

গ্রন্থকার

সূচী।

চিত্রসূচী।



স্বপ্নালাপ

Mohila Press, Cal.

কবিকথা ।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ

(১)

ভরতবংশের রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে চিরনিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, কৌশাম্বী নগরীতে এক্ষণে তাঁহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, বৎসরাজ উদয়ন সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট। যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বান্ নামে উদয়নের দুই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে রাজা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ওদিকে আবার অবন্তিরাজমহাসেন প্রদ্যোত আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। সকল রাজাই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, কেবল বৎসরাজ তাঁহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়।

অবন্তিরাজের মহিষীর নাম অঙ্গারবতী। পরমসুন্দরী বাসবদত্তা তাঁহাদের কন্যা। বাসবদত্তার বিবাহকাল উপস্থিত, রূপে গুণে ভূষিত উদয়ন ব্যতীত তাঁহার আর যোগ্যপাত্র ছিল না, অথচ অবন্তিরাজে ও বৎসরাজে ঘোরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, এরূপ স্থলে তাঁহাদের মিলনসংঘটন অসম্ভব হইয়া উঠে।

উদয়ন গজমৃগয়া ভালবাসিতেন। যৌবনের চাঞ্চল্যে তিনি মৃগয়া করিবার জন্য নর্ম্মদাতীরের নাগবনে গমন করেন, সঙ্গে সৈন্যসামন্ত এবং মন্ত্রী রুমণ্বান্‌ও ছিলেন। প্রদ্যোত বাসবদত্তার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছায় সেই সময়ে উদয়নকে কৌশলে ধৃত করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে নাগবনে পাঠাইয়া দেন। মন্ত্রী শালঙ্কায়ন এক কপটগজ স্থাপন করিয়া বৎসরাজকে প্রলোভিত করিয়া তুলেন। উদয়ন অমাত্য ও সৈন্যসামন্ত-দিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়া, সামান্য কয়েকজন অনুচরেসর হিত যেমন সেই কপটগজের নিকট অগ্রসর হইলেন, অমনি অবন্তিরাজের সৈন্যেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল। মন্ত্রী শালঙ্কায়ন তাঁহাকে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া রাজধানী উজ্জয়িনীতে লইয়া গেলেন।

যৌগন্ধরায়ণ কৌশাম্বীতেই ছিলেন। তিনি প্রথমে এ সকল ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই, তবে চরমুখে প্রদ্যোতের কৌশল অবগত হইয়া মন্ত্রী রাজাকে সতর্ক করিবার জন্য একটি লোক পাঠাইতেছিলেন। লোকটির নাম সালক। সালক সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলে, যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে বলিলেন,—"সালক, তুমি অবশ্য সজ্জিত হইয়া আসিয়াছ, কিন্তু তোমাকে বহুদূর যাইতে হইবে।"

সালক উত্তর দিল,—"আপনার প্রতি আমার ভক্তিও ত কম নহে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে তুমি যাইতেছ, কিন্তু তোমার প্রয়োজনটি বড়ই গুরুতর। কর্ম্ম দুষ্কর হইলে, যথাক্রমে তাহা স্নেহপাত্রে অর্পণ করিতে হয়, অথবা যে আদৃত গুণাবলীর বিজ্ঞাতা, তাহার প্রতিও ভার দেওয়া চলে, কিংবা যে কোন ব্যক্তির সামর্থ্য ক্রয় করা যায়, তাহাতেও ন্যস্ত করা যাইতে পারে। তবে দৈববশে তাহা

ভ্রষ্টও হইয়া যায়, আবার সম্পন্ন হইয়াও উঠে। মহারাজ বেণুবন হইতে কল্যই নাগবনে যাইবেন। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

সালক কহিল,—"তাহা হইলে একখানি পত্র দিন, তাহাতেই আমাকে চালিত করিবে ও সমস্ত কার্য্যই আয়ত্ত হইবে।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রতীহারী বিজয়াকে আহ্বান করিয়া পত্র ও মঙ্গলসূত্র আনিতে আদেশ দিলেন। তাহার পর সালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি পূর্ব্বে কি এ পথ দেখিয়াছ?"

সালক উত্তর দিল,—"দেখি নাই, তবে তাহার কথা শুনিয়াছি বটে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তাহা হইলে দেখিতেছি, তোমার ত বেশ স্মৃতিশক্তি আছে। এক্ষণে শুন, রাজা প্রদ্যোত একটা কপট নীলহস্তী স্থাপন করিয়া স্বামীকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ সংবাদ আমরা পাইয়াছি, এক্ষণে যদি স্বামীর বুদ্ধিভ্রংশ না ঘটে। প্রদ্যোত বৎসরাজকে ভয় করিয়াও থাকেন, তাঁহার অক্ষৌহিণীরও সামর্থ্য নাই, যদিও তিনি অনেক সৈন্য বাহির করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা একটি কার্য্যও সম্পন্ন হয় না। তাঁহার সৈন্যমধ্যে বিখ্যাত বীরপুরুষসকল আছে বটে, কিন্তু একজনও অনুরক্ত নয়। তাই যুদ্ধকালে সকল সেনাই অনুরাগহীনা ভার্য্যার ন্যায় ছলেরই আদর করিয়া থাকে।"

সেই সময় বিজয়া পত্র লইয়া আসিল, আর বলিল,—"রাজমাতা বলিতেছেন যে, সকল বধূজনই মঙ্গলসূত্র শীঘ্র শীঘ্রই গাঁথিতেছেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"তাঁহাকে গিয়া বল যে, সকলের গ্রথিত অথবা একগাছি হইলেও চলিবে।"

বিজয়া আবার মঙ্গলসূত্র আনিতে গেল। সহসা নির্ম্মুণ্ডক নামে প্রতীহার আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজার নিকট হইতে উপাধ্যায় হংসক আসিয়াছেন। একাকী হংসকের আসা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তিনি সালককে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া, হংসককে আনিবার জন্য নির্ম্মুণ্ডককে আদেশ দিলেন, নির্ম্মুণ্ডক হংসককে আনিতে গেল, সালকও বিশ্রামের জন্য গমন করিল।

হংসকের আগমনে যৌগন্ধরায়ণের মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তিনি বলিতেছিলেন,—"হংসক সর্ব্বদাই স্বামীর নিকট থাকে, তবে সে একাকী আসিল কেন? ইহাতে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। কুলবান্ধবহীন ব্যক্তি বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহের সংবাদের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেইরূপ প্রিয় কি অপ্রিয় শুনিব, এই বুদ্ধিশঙ্কা আমারও ঘটিতেছে।"

তাহার পর নির্ম্মুণ্ডক হংসককে আনিয়া মন্ত্রীর নিকট পঁহুছিয়া দিল। হংসক মন্ত্রীকে সুখপ্রশ্ন করিলে, যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"মহারাজ অবশ্য নাগবনে যান নাই।"

হংসক উত্তর দিলেন,—"তিনি কল্যই গিয়াছেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে লোক পাঠান নিষ্ফল। হায়! আমরা প্রতারিত হইয়াছি, এখনও কি প্রত্যাশা আছে? আজিই বোধ হয়, তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

হংসক কহিলেন,—"স্বামী জীবিতই আছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তিনি বাঁচিয়া আছেন? তবে বিপদ সেরূপ গুরুতর হয় নাই, তাহা হইলে তিনি ধৃত হইয়া থাকিবেন।"

হংসক উত্তর দিলেন,—"আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন, মহারাজ ধৃত হইয়াছেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি, স্বামী ধৃত হইয়াছেন? হায়! প্রদ্যোতের ভাগ্যবশে তিনি একটি গুরুভার হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। আজ হইতে বৎসরাজের সচিবগণের অসামর্থ্য ও অযশ প্রতিষ্ঠিত হইল। এক্ষণে সেই ভবিষ্যকার্য্যপণ্ডিত রুমণ্বান্ কোথায় গেলেন? সেই অশ্বারোহিগণই বা কোথায় গেল? স্নেহপাত্র, আত্মীয়, কুলজাত, বলিষ্ঠ, গুণবান্ পুরুষসকল কি শত্রুকর্ত্তৃক ক্রীত, গহন দুর্গে বিনষ্ট, অথবা প্রবল যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া পড়িল?"

হংসক কহিলেন,—"মহারাজ যদি সমগ্র সৈন্যবেষ্টিত থাকিতেন, তাহা হইলে এ দোষ ঘটিত না।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তবে কি স্বামীর সহিত অধিক লোকজন ছিল না?"

হংসক উত্তর দিলেন,—"তবে শুনুন।"

যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি পথশ্রমে কাতর হইয়াছ, বসিয়া বল।"

উপবেশন করিয়া হংসক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে যে সময়ে বাহনারোহণে সুখবোধ হয়, সেই সময়ে মহারাজ বালুকাঘাটে নর্ম্মদানদী পার হইয়া, বেণুবনে পরিবারাদি রাখিয়া, ছত্রমাত্র লইয়া, গজযূথদলনের উপযোগী সৈন্যের সঙ্গে ভগ্ন মল্লিকাবনের পথে নাগবনে উপস্থিত হন। তাহার পর সূর্য্য অল্পমাত্রই আকাশে উঠিলে, আমরা কতকদূরে আসিয়া পড়িলাম, তখনও মদয়ন্তী-পর্ব্বতে পঁহুছিতে পারি নাই, তাহা একক্রোশ দূরেই ছিল। সেই সময়ে তড়াগপঙ্কে লিপ্ত অর্দ্ধখোদিত শিলাখণ্ডের ন্যায় বিষমদর্শন হস্তিযূথ

আমরা দেখিতে পাইলাম। যখন সৈন্যগণ শঙ্কিতভাবে তাহাদের প্রতি মনোনিবেশ করিতেছিল, তখন একটা পদাতি মহারাজের নিকট আসিয়া এই অনর্থ বাধাইয়া তুলিল।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"থাম, সে সময়ে একক্রোশ দূরে মল্লিকাসালে আচ্ছাদিত নখদন্তহীন একটা নীলহস্তী দেখার কথা পদাতিক বলিয়াছিল কিনা?"

হংসক কহিলেন,—"আর্য্য দেখিতেছি, এ সকল জানেন। সাবধান থাকিলেও এ দোষটা ঘটিয়াছিল।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"সাবধান হইলে কি হইবে? দৈব যে বলবান্।"

হংসক আবার বলিতে লাগিলেন,—"সেই পদাতিটা নীলহস্তীর সংবাদ দিলে, মহারাজ একশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বলিলেন যে, হস্তিশাস্ত্রে নীলকুবলয়শরীর চক্রবর্ত্তী হস্তীর কথা পড়িয়াছি বটে। তোমরা এই হস্তিযূথের প্রতি সতর্ক হও, আমি একাকীই বীণাটিমাত্র সঙ্গে লইয়া তাহাকে আনিতেছি।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"রুমণ্বান্ তখন স্বামীকে উপেক্ষা করিলেন কেন?"

হংসক উত্তর দিলেন,—"না, না, তিনি তাহা করেন নাই। তিনি বরঞ্চ মহারাজকে প্রসন্ন করিয়া জানাইলেন যে, আপনার পক্ষে ঐরাবতাদি দিগ্‌গজের গ্রহণও অসম্ভব নহে, তবে সম্যক্‌প্রকারে রক্ষার অভাবে যে কোন কার্য্যে দোষ ঘটিতে পারে। তাহাতে আবার সীমান্তবাসীরা নির্লজ্জ ও নীচকুলোদ্ভব। তাই বলিতেছি, এই যূথের প্রতি কেবল পদাতিদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া, আমরা সকলেই আপনার অনুসরণ করি, মহারাজের একাকী গমন কর্ত্তব্য নহে।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—“এ কথা কি অমাত্য সকলের সমক্ষেই বলিয়াছিলেন? তাহা হইলে, তাঁহার স্বামীভক্তির প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই। তাহার পর কি হইল, বল।”

হংসক বলিতে লাগিলেন,—তাহার পর নিজজীবনের দিব্য দিয়া, অমাত্যকে নিবারণ করিয়া, নীলবলাহক হস্তী হইতে নামিয়া, সুন্দরপাটল অশ্বে উঠিয়া, মধ্যাহ্ন হইতে না হইতে কেবল বিংশতিজন পদাতির সহিত স্বামী চলিয়া গেলেন।”

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—“স্বামী কি বিজয়লাভের জন্য যাত্রা করিলেন? হা ধিক্, আসক্তির জন্য তিনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিচার করিয়া দেখিলেন না?”

হংসক আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করিলে, শালবনের ছায়ায় হস্তীটার নীলবর্ণ মিশিয়া যাওয়ায়, অশরীর হইতে বিনির্গত দন্তযুগলের ন্যায় তাহার উজ্জ্বল দন্ত দুইটিতেই কেবল তাহাকে দিব্যহস্তীর ছবির ন্যায় নিকটে দেখা যাইতে লাগিল।”

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—“হংসক, উহা হস্তী নহে, আমাদের পরিতাপ, ইহাই বল।”

হংসক বলিতে লাগিলেন,—“তাহার পর মহারাজ অশ্ব হইতে নামিয়া, দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া, বীণা গ্রহণ করিলেন, অমনি একটা পূর্ব্বনিশ্চিত মিলিত সিংহনাদ শুনা গেল।”

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—“কি সিংহনাদ? তাহার পর?”

হংসক বলিলেন,—“তাহা জানিবার জন্য যেমন আমরা ফিরিলাম, অমনি দেখিতে পাইলাম, সেই কৃত্রিম হস্তীটার উপর আরূঢ় অবন্তিরাজের প্রধান মন্ত্রী ও অস্ত্রধারী সৈন্যগণ অগ্রসর হইল। তখন স্বামী কুলপুত্রদিগকে নামগোত্রস্মরণে উৎসাহিত করিয়া, ‘ইহা প্রদ্যোতের

কৌশল, তোমরা আমার অনুসরণ কর, দেখ, আমি পরাক্রমসহকারে শত্রুপক্ষের এ কার্য্য কিরূপ করিয়া তুলি,' এই বলিয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"একেবারেই প্রবেশ করিলেন? তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। মানী সত্ত্বগুণান্বিত বীরশ্রেষ্ঠ এরূপভাবে লজ্জিত ও বঞ্চিত হইয়া একাকী কি আর করিতে পারেন? তাহার পর বলিয়া যাও।"

হংসক আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তাহার পর তিনি আবার সুন্দরপাটলে উঠিয়া যেন খেলা করিতে করিতেই শত্রুপক্ষকে বিষম প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক থাকায়, তাঁহাকে অপরিসীম পরিশ্রম করিতে হইল। ক্রমে আমাদের সকল লোকজন প্রাণত্যাগ করিল। তখন আমি—না, না, স্বামী নিজেই আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অশ্বটিও যার পর নাই আঘাত পাইয়া পড়িয়া গেল, এবং স্বামীও যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া রবিকরতপ্ত বেলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"কি, স্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন?"

হংসক বলিতে লাগিলেন,—"পরে নিকটস্থ বন হইতে কতকগুলি অজ্ঞাত কর্কশলতা আনিয়া নীচজনের ন্যায় স্বামীকে বাঁধিয়া ফেলিল।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি, স্বামীকে বন্ধন করিল? যাহার স্কন্ধদেশ স্থূল, পর্ব্বসকল উৎকৃষ্ট, আকার হস্তিশুণ্ডের ন্যায়, যাহাতে চাপাস্ফালন ও বাণারোপণ সাধিত হয়, যাহা ব্রাহ্মণসেবায় তৎপর, এবং আলিঙ্গনদানে সুহৃদ্গণের সৎকার করিয়া থাকে, মহা-

রাজের সেই বাহু দুইটির বলয়স্থানের পরে বন্ধন পড়িল! তাহার পর কখন স্বামীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল?"

হংসক উত্তর দিলেন,—"পাপগুলার গর্ব্ব শেষ হইয়া আসিলে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"ভাগ্যে তাঁহার শরীরের ধর্ষণ হইয়াছে, তেজের নহে।"

হংসক আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তাহার পর মহারাজকে চৈতন্যলাভ করিতে দেখিয়া, 'এ আমার পিতাকে, আমার পুত্রকে, আমার বন্ধুকে বধ করিয়াছে' ইত্যাদি স্বামীর পরাক্রম বর্ণন করিতে করিতে সেই পাপগুলা আবার তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। সেই সময় একটা আশ্চর্য্য ব্যাপারও ঘটিল। একটা লোক অকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া, মহারাজকে দক্ষিণমুখে ফিরাইয়া, কোন সম্মান না দেখাইয়া, যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত তাঁহার কেশরাশি আকর্ষণ করিয়া করবালের দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"হংসক, তোমার বৃত্তান্ত কিছুক্ষণ রাখ, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া লই।"

হংসক বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু সেই নৃশংসটা রুধিররঞ্জিত ভূমিতে নিজবেগেই স্খলিতচরণে পড়িয়া মরিয়া গেল। কাজেই তাহার উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া পড়িল।"

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"পাপটা পড়িয়া গেল? বেশ, তাহা হইলে পরচক্রে অনাক্রান্তা ধর্ম্মসঙ্করবর্জ্জিতা রক্ষিতা ভূমিই বিপন্ন ভর্ত্তাকে রক্ষা করিলেন, দেখিতেছি।"

হংসক আবার বলিলেন,—"স্বামী প্রথমে ভল্লাঘাতে প্রদ্যোতের অমাত্য শালঙ্কায়নকে মূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি চেতনা লাভ করিয়া 'সাহস পরিত্যাগ কর, সাহস পরিত্যাগ কর' বলিতে বলিতে

সেই খানে আসিলেন। তাহার পর স্বামীকে তৎকালদুর্লভ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে শরীরযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"স্বামী বিমুক্ত হইলেন? সাধু, শালঙ্কায়ন, সাধু। অবস্থায় শত্রুকেও মিত্র করিয়া তুলিতে পারে। হংসক, বিপদ হইতে মন কিছু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই সাধু-জন কি করিলেন?"

হংসক উত্তর দিলেন,—"তাহার পর সেই আর্য্য অনেক শান্তিবাক্য বলিয়া, স্বামীকে বাহনে বসিতে অশক্ত জানিয়া, বস্ত্রশয্যায় স্থাপন করিয়া উজ্জয়িনীতে লইয়া গেলেন।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"স্বামীকে লইয়া গেলেন? তবে ত সেই অনর্থ ঘটিল! ইহাত সেই উপায়াভাব, এ ব্যাপার মনোরথেরও অতীত। আজ কিনা প্রদ্যোতের মনস্বিতার জন্য স্বামী দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন! সেই নরেন্দ্র পূর্ব্বে যাহাকে গ্রাহ্য করেন নাই, এক্ষণে কেমন করিয়াই বা তাহাকে দেখিবেন? তিনি সিদ্ধবাক্য, অপুরুষের বাক্যই বা শুনিবেন কিরূপে? আর এই নিষ্ফল ক্রোধই বা সহ্য করিবেন কেন? তবে নিরুদ্ধ ব্যক্তি পূজিত বা অবমানিত হইলে, অবনত হইয়া থাকে।"

সেই সময়ে প্রতীহারী বিজয়া মঙ্গলসূত্র লইয়া আসিল, এবং যৌগন্ধরায়ণকে জানাইল। যৌগন্ধরায়ণ তাহাকে কিছু না বলিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন,—"সময় অতীত হইয়াছে। ভাগ্যক্ষয়ে এক্ষণে এ সকল নিষ্ফল হইয়াই উঠিল। যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে অশ্বের আরতি ও কৌতুকমঙ্গ-লের প্রয়োজনই বা কি?"

প্রতীহারী আবার মঙ্গলসূত্রের কথা বলিল, যৌগন্ধরায়ণ তাহা রাখিতে বলিলেন। প্রতীহারী তখন রাজমাতাকে কি জানাইবে

জিজ্ঞাসা করিল, যৌগন্ধরায়ণ স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রতীহারী বারংবার জিজ্ঞাসা করায়, যৌগন্ধরায়ণ এ সকল ব্যাপার গোপন রাখিতে পারিবেন না বলিয়া বুঝিলেন, এবং রাজমাতাকে তাহা জানাইতে হইবে স্থির করিলেন। পরে প্রতীহারীকে কহিলেন,— "বিজয়ে, আত্মা স্থির কর।"

এই বলিয়া তাহার কাণে কাণে সমস্ত কথাই বলিলেন, এবং তাহাকে চঞ্চল হইতে নিষেধ করিলেন।

প্রতীহারী তখন বলিল,—"হতভাগিনী আমি তবে যাইতেছি।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি সহসা রাজমাতাকে স্বামীর ধৃত হওয়ার কথা বলিবে না, স্নেহদুর্ব্বল মাতৃহৃদয় রক্ষা করিতে হইবে।"

প্রতীহারী উত্তর দিল,—"তবে কিরূপে তাঁহাকে নিবেদন করিব ?"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"শুন, প্রথমে যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত দোষ বলিয়া তাঁহার মনে সংশয়ের চিন্তা উৎপাদন করিতে হইবে। তাহার পর রাজার বিনাশের সন্দেহে যখন তাঁহার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইবে, তখন প্রকৃত কথাটি জানাইবে।"

'তাহাই করিব' বলিয়া প্রতীহারী চলিয়া গেল। যৌগন্ধরায়ণ তখন আবার হংসককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি স্বামীর সহিত গেলে না কেন ?"

হংসক উত্তর দিলেন,—"আমি আত্মাকে অনুগৃহীত করার জন্য তাহা নিশ্চয় করিয়াছিলাম বটে, তবে শালঙ্কায়ন আমাকে নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তুমি গিয়া কৌশাম্বীতে এই সংবাদ দাও।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"কি উদ্দেশে তোমাকে পাঠাই-

লেন? আশাতীত ব্যবহার দেখাইতে? না, রাজার নিকট হইতে স্নেহপাত্র সরাইয়া দিতে?"

হংসক কহিলেন,—"তাহাই বটে।"

তাহার পর যৌগন্ধরায়ণ হংসককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শালঙ্কায়ন কি বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়াছিলেন? অথবা কার্য্যসিদ্ধিতে তাঁহাকে প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হইয়াছিল? স্বামী আমাকে কোন কথা কি বলিয়া পাঠান নাই?"

হংসক উত্তর দিলেন,—"কথা আছে। আমি যখন অশ্রুপূর্ণলোচনে স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, তিনি অনেক কথা বলিতে চাহেন। কিন্তু বলিলেন,—'যাও, যৌগন্ধ'—"

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে বল, ইহা স্বামিবাক্য।"

হংসক কহিলেন,—"তিনি বলিলেন, যৌগন্ধরায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"ইহা কখনই নহে, সকল সচিবমণ্ডল অতিক্রম করিয়া কেবল যৌগন্ধরায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এইকথা তিনি বলিলেন?"

হংসক কহিলেন,—"তাহাই বলিয়াছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে যদি আমাকে প্রতীকারে পরাঙ্মুখ, ভর্তৃপিণ্ডের অভক্ষক, এবং রাজসৎকারের অনুপকারী মনে করিয়া দেখিতে বলিয়া থাকেন।"

হংসক বলিলেন,—"তাহাই বটে।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তাহাই যদি হয়,

তাহা হইলে স্বামী আমাকে ছদ্মবেশে দেখিতে পাইবেন। রিপুরাজ-নগরেই হউক, কারাগারেই হউক, বনেই হউক, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বা মরিয়াই হউক, তাঁহারই সমান আমাকে অবস্থিত দেখিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি যে, জয়বুদ্ধিতে প্রফুল্ল সেই রাজাটাকে বঞ্চনা করিয়া স্বামী রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্লাঘ্য আমাকে তাঁহারই পার্শ্বে দেখিতে পাইবেন।"

সেই সময়ে অন্তঃপুর হইতে 'হা স্বামী' এই রব উঠিতে লাগিল। যৌগন্ধরায়ণ বলিতে লাগিলেন,—"শোকপ্রতীকার যথাশক্তি জানান যাইবে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা মন্ত্রীদের অসামর্থ্যের কথাই প্রকাশ করিতেছে।"

সহসা প্রতীহারী বিজয়া আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"রাজ-মাতা বলিতেছেন, এইরূপ সুহৃজ্জনে পরিবৃত বৎসরাজের এই ব্যাপার ঘটিল। দৈব ব্যতীত কাহার কি সাধ্য। এক্ষণে সুহৃদ্গণকে সম্মান করিয়া উৎসাহিত করা উচিত। যিনি সঙ্কটে বিষন্ন নহেন, বিষমাবস্থায়ও প্রতিকূল না হইয়া উঠেন, বঞ্চিত হইয়া দুঃখিত না হন, প্রতিহত হইয়া প্রাণত্যাগ না করেন, সেই বুদ্ধিমান্, প্রথমে আমার বৎসের বয়স্য, পরে অমাত্য, তাঁহাকে গিয়া বল, তিনি যখন আমার পুত্রতুল্য, তখন আমার পুত্রটিকে আনিয়া দিন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"রাজমাতা রাজবংশের অনু-রূপই ধীরবাক্য বলিয়াছেন। তাঁহার সংবর্দ্ধনাকে আমিও পূজা করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি প্রতীহারীকে জল আনিতে বলিলেন। প্রতী-হারী জল লইয়া আসিলে, তিনি আচমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিজয়ে, রাজমাতা কি বলিয়াছেন?"

বিজয়া উত্তর দিল,—"তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, এক্ষণে আমার পুত্রকে আনিয়া দাও।"

তাহার পর হংসককে বলিলেন,—"হংসক, স্বামী কি বলিয়া দিয়াছেন?"

হংসক কহিলেন—"যৌগন্ধরায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—"যদিও মহারাজ রাহুকর্ত্তৃক চন্দ্রমার ন্যায় শত্রুকবলগ্রস্ত হইয়াছেন, তথাপি আমি তাঁহাকে মুক্ত করিব। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি।"

'তাহাই হউক', বলিয়া প্রতীহারী চলিয়া গেল।

সহসা প্রতীহার নির্ম্মুণ্ডক আসিয়া কহিল,—"আর্য্য, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। স্বামীর শান্তির নিমিত্ত উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করিতে দেখিয়া একজন উন্মত্তবেশধারী ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, 'তোমরা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর, রাজবংশের নিশ্চয়ই অভ্যুদয় ঘটিবে,' এই কথা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন।"

যৌগন্ধরায়ণ 'এ কথা কি সত্য' বলিতে না বলিতে ব্রাহ্মণবেশধারী তাঁহার একজন গুপ্তচর কতকগুলি পরিচ্ছদ হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"আপনি এই পরিচ্ছদগুলি নিজ প্রয়োজনের জন্য রাখিয়াছিলেন, ইহাতে আচ্ছাদিত হইয়া ভগবান্ দ্বৈপায়ন আসিয়াছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন—"এইরূপ ভাবেই দ্বৈপায়ন আসিয়াছেন?"

'তাহাই বটে' বলিয়া ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন।

'তাহা হইলে এগুলি আমি একবার দেখি' বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ

পরিচ্ছদগুলি লইলেন, এবং তাহাতে আচ্ছাদিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার এখন অন্য রূপ হইল। আমি যেন স্বামীর নিকট উপস্থিতই হইয়াছি। এক্ষণে, যেন আমার উপদেশের জন্যই রক্ষিত এই পরিচ্ছদ, যাহা সেই সাধুকে উন্মত্তবেশ ধারণ করাইয়াছিল, তাহাই রাজাকে মুক্ত করাইবে, এবং আমাকেও প্রচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে।"

সেই সময় প্রতিহারী বিজয়া আবার আসিয়া যৌগন্ধরায়ণকে জানাইল যে, রাজমাতা তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। যৌগন্ধরায়ণ তখন ব্রাহ্মণকে শান্তিগৃহে অপেক্ষা এবং হংসককে বিশ্রাম করিতে বলিয়া বিজয়ার সহিত অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে তিনি বলিতেছিলেন,—"মন্থন করিলে তবে কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদিত হয়, পৃথিবীকে খনন করিলেই জল বাহির হইয়া থাকে। উৎসাহী জনগণের অসাধ্য কিছুই নাই, সর্ব্বযত্ন যথারীতি আরব্ধ হইলেই ফল প্রদান করে।"

(২)

অবন্তিরাজপুত্রী বাসবদত্তার সহিত বিবাহের কথা লইয়া প্রতিদিনই রাজাদিগের নিকট হইতে উজ্জয়িনীতে দূত আসিতেছে, কিন্তু রাজা মহাসেন প্রদ্যোত সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছেন না। অদ্য কাশীরাজের নিকট হইতে উপাধ্যায় জৈবন্তি দূতস্বরূপে আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সামান্য দূতের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া অতিথিসৎকারের তুল্য সমাদরেরই ব্যবস্থা হইল।

কাঞ্চুকীয় বাদরায়ণ জৈবন্তিকে প্রবেশ করাইয়াই তাঁহার সৎকার করিতে প্রতীহারীকে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি কিন্তু রাজার কন্যাপ্রদানে মনোযোগ না দেওয়ায় কিছু চিন্তিত হইয়া পড়েন। কাঞ্চুকীয়

বলিতেছিলেন,—"প্রত্যহই ত দেখিতেছি, অনুরূপবংশ রাজকুল হইতে কন্যার বিবাহের জন্য দূত আসিতেছে। কিন্তু মহাসেন কাহাকে প্রত্যাখ্যানও করিতেছেন না, অনুগ্রহও দেখাইতেছেন না। ইহার কারণ কি? অথবা কন্যাপ্রদানে দৈবই বলবান্। কৈ, দূতসকল বিবাহবিষয়ে অবহিত হইলেও এখন পর্য্যন্তত তাহার প্রকাশ ঘটিতেছে না। তাই দৈবের প্রতীক্ষা করিয়া অবন্তিরাজ অন্য রাজগণের গুণাবলী জানিয়াও যেন জানিতেছেন না।"

সেই সময় রাজা অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া সেই দিকে আসিতেছিলেন। তিনি দুর্ব্বাঙ্কুরতুল্য স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলমণিকিরণে উজ্জ্বল স্বর্ণকেয়ূরে ভূষিত বাহুমূলে শোভিত হইয়া, কার্ত্তিকেয়ের শরবন হইতে নির্গমনের ন্যায় নিবিড় কনকতালবন হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। কাঞ্চুকীয় তখন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজা আসিতে আসিতে বলিতেছিলেন,—"আমার অশ্বখুরে উত্থিত পদধূলি নৃপতিগণ ভৃত্যস্বরূপে মুকুটতটে বিলগ্ন করিয়া বহন করিতেছে। কিন্তু ইহাতে আমার সন্তোষ জন্মিতেছে না। কারণ, গুণশালী হস্তিজ্ঞানগর্ব্বিত বৎসরাজ আমার নিকট অবনত হইতেছে না।"

তাহার পর তিনি কাঞ্চুকীয় বাদরায়ণকে আহ্বান করিলে, তিনি আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন। রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জৈবন্তিকে প্রবেশ করান হইয়াছে কি?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"হাঁ, প্রবেশ করাইয়া রীতিমত সৎকার করা হইয়াছে।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তুমি যখন রাজবংশের গুণাভিলাষী, তখন ন্যায্য কার্য্যই করিয়াছ, সমাগত ব্যক্তিদের পূজা করাই উচিত।"

তাহার পর তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"কন্যাপ্রদানের

বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে, সকলেই পরের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।"

পরে কাঞ্চুকীয়কে দেখিয়া বলিলেন,—"বাদরায়ণ, তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, তুমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ।"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিয়া কহিলেন,—"এমন কিছু নয়, তবে কন্যাদান সম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায় আছে বটে।"

তখন রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাতে সঙ্কোচ কেন? সর্ব্বসাধারণেরই এইরূপ বিধি। কি বলিতে ইচ্ছা কর, বল।"

সে সময় কাঞ্চুকীয় বলিতে লাগিলেন,—"আমি বলিতেছি কি, প্রত্যহ অনুরূপবংশ রাজকুল হইতে কন্যার বিবাহের জন্য দূত আসিতেছে। কিন্তু মহাসেন কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না, অনুগ্রহও দেখাইতেছেন না, ইহার কারণ কি?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বাদরায়ণ, শুন তবে, বরগুণের অতিলোভে ও বাসবদত্তার প্রতি অতিস্নেহে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রথমে শ্লাঘ্য কুলেরই আকাঙ্ক্ষা করিতে হয়, তাহার পর সদয় কুলের, এ গুণটি মৃদু হইলেও প্রবল। পরে আকৃতিতে কান্তি আছে কি না দেখিতে হয়, অবশ্য তাহা গুণের জন্য নহে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ভয়ে। অবশেষে প্রবল বীর্য্যের পরীক্ষা করা। তাই বলিয়া যুবতীগণ যে পরিপাল্যা নহে, তাহা নয়।"

কাঞ্চুকীয় বলিয়া উঠিলেন,—"মহাসেন ব্যতীত আর কোথায়ও ত এ সকল গুণ দেখি না।"

রাজা বলিলেন,—"সেই জন্যই চিন্তা করিতেছি। পিতার যত্নেই কন্যার বরসম্পত্তি লাভ হয়, শেষ দৈবের আয়ত্ত, ইহাই দেখা গিয়াছে,

অন্য প্রকার নহে। কন্যাপ্রদানকালে মাতারাই দুঃখিতা হইয়া থাকেন। সেই জন্য দেবীকে ডাকিয়া আন।"

কাঞ্চুকীয় তখন রাজার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন, রাজা আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"কাশীরাজ দূত প্রেরণ করায়, বৎসরাজকে ধরিতে শালঙ্কায়নের যাওয়ার কথাই ভাবিতেছি। আজিও পর্য্যন্ত সে ব্রাহ্মণ কোন সংবাদ পাঠাইল না কেন? বৎসরাজের মন তাহার লীলাতেই বদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু তাহার সচিবেরা যে সচেষ্ট রহিয়াছে।"

সেই সময়ে মহিষী অঙ্গারবতী পরিচারিকাগণের সহিত তথায় আসিলেন। তিনি রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজা তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। রাণী উপবেশন করিয়া রাজা তাঁহাকে কি আজ্ঞা করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা বলিলেন,—"বাসবদত্তা কোথায়?"

রাণী উত্তর দিলেন,—"বৈতালী উত্তরার নিকট নারদীয়া বীণা শিখিতে গিয়াছে।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহার আবার সঙ্গীতশাস্ত্রে ইচ্ছা জন্মিল কেন?"

রাণী কহিলেন,—"কোন সূত্রে কাঞ্চনমালাকে বীণাশিক্ষা করিতে দেখিয়া তাহারও শিখিতে অভিলাষ হইয়াছে।"

'বাল্যকালের সদৃশ কার্য্য বটে' বলিয়া রাজা নীরব হইলেন। রাণী তখন বলিলেন,—"আমি একটা কথা বলিতে চাহিতেছি।"

রাজা 'কি বলিতে ইচ্ছা কর' জিজ্ঞাসা করিলে, রাণী উত্তর দিলেন, —"বাসবদত্তার জন্য একজন আচার্য্য চাই।"

সে কথায় রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহার বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন আবার আচার্য্যে প্রয়োজন কি? তাহার পতিই তাহাকে শিখাইবে।"

রাণী কহিলেন,—"সে কি? এখনই কি আমার কন্যার বিবাহ-সময় হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন,—"প্রত্যহ 'ইহার বিবাহ দিলেনা' বলিয়া অনুরোধ করিয়া এখন আবার দুঃখিত হইয়া উঠিতেছ কেন?"

রাণী উত্তর দিলেন,—"বিবাহ দিতে ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু তাহার বিয়োগ সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাহা হইলে কাহাকে দান করিবে বলিয়া কথা দিয়াছ?"

রাজা বলিলেন,—"এখনও পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

শুনিয়া রাণী কহিলেন,—"এখনও পর্য্যন্ত নয়?"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"কন্যা অদত্তা শুনিয়া লজ্জা উপস্থিত হয়, আবার দত্তা শুনিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। ধর্ম্ম ও স্নেহের মধ্যে পড়িয়া কন্যার মাতারা দুঃখিত হইয়াই পড়েন। বাসবদত্তার এক্ষণে শ্বশুরসেবার কাল হইয়াছে, আবার কাশীরাজের উপাধ্যায় আর্য্য জৈবন্তি দূত হইয়া আসিয়াছেন, রাজার চরিত্রেও প্রলোভিত করিয়া তুলিতেছে।"

রাণী তখন অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, তিনি রাজার কথায় লক্ষ্য না করায়, রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"অশ্রুপতনে আকুলা হইয়া কিরূপেই বা আমার কথায় মন দিবেন? যাহা হউক, ভাল করিয়াই বলি।"

তাহার পর রাণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"শুনিতেছ, আমার সহিত সম্বন্ধস্থাপনের জন্য রাজারা সব আসিতেছেন।"

রাণী উত্তর দিলেন,—"বেশী কথার প্রয়োজন কি? যেখানে দান করিলে দুঃখিত হইতে না হয়, সেই খানেই অর্পণ কর।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"এক্ষণে নানা লীলায় দুঃখ প্রকাশ হইতেছে, পরে আবার তিরস্কার শুনিতে হইবে। তাই বলিতেছি, দেবি, স্থির কর। শুন তবে, মগধেশ্বর, কাশীরাজ, এবং বঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মিথিলা ও মথুরা প্রভৃতির রাজারা নানা গুণের প্রলোভন দেখাইয়া আমার সহিত সম্বন্ধস্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কে তোমার কন্যার পাত্র হইবেন?"

সহসা কাঞ্চুকীয় আসিয়া কহিলেন,—"বৎসরাজ।"

বিরক্তিসহকারে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"বৎসরাজের কথা কি বলিতেছ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"মহাসেন, ক্ষমা করুন, প্রিয়সংবাদ জানাইবার জন্য আমি বলার ক্রম রাখিতে পারি নাই।"

রাজা বলিলেন,—"কিসের প্রিয়সংবাদ?"

সেই সময়ে রাণী রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলেন। সহর্ষে রাজা তাঁহাকে কহিলেন,—"প্রিয়সংবাদটি না শুনিয়া যাইতেছ কেন? ব'স।"

রাজার বিরক্তিতে কাঞ্চুকীয় তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ভূতলে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে উঠিতে বলিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আদেশ দিলেন। তখন কাঞ্চুকীয় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অমাত্য শালঙ্কায়ন বৎসরাজকে ধৃত করিয়াছেন।"

সহর্ষে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কি বলিলে তুমি?"

কাঞ্চুকীয় আবার বলিলেন,—"অমাত্য শালঙ্কায়নের হস্তে বৎসরাজ ধৃত হইয়াছেন।"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"কে? উদয়ন? শতানীকের পুত্র?

সহস্রানীকের পৌত্র? কৌশাম্বীর অধীশ্বর? সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ? সেই বৎসরাজ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"তিনিই বটেন।"

রাজা আবার বলিলেন,—"তাহা হইলে যৌগন্ধরায়ণ কি মরিয়াছে?"

কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"না, তিনি ত কৌশাম্বীতেই আছেন।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে বৎসরাজ ধৃত হয় নাই।"

কাঞ্চুকীয় বলিলেন,—"আমার কথা বিশ্বাস করুন।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"করতলে মন্দরপর্ব্বতঘূর্ণনের ন্যায় আমি তোমার কথিত উদয়নের গ্রহণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যুদ্ধে রিপুসকল যাহার শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকে, এবং যাহার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মত আমাদের নিকট ধ্বনিত হইতেছে, তাহার গ্রহণ অসম্ভব।"

কাঞ্চুকীয় তখন সভয়ে বলিতে লাগিলেন,—"মহাসেন, প্রসন্ন হউন। আমি বৃদ্ধব্রাহ্মণ, মহাসেনের নিকট মিথ্যা বলি নাই।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"থাক ও কথা, শালঙ্কায়ন কাহাকে প্রিয়দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"কোন লোক পাঠান নাই, তবে বেগশীল খররথে বৎসরাজকে অগ্রে করিয়া নিজেই আসিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"এইরূপে আসিয়াছেন? বেশ, তাহা হইলে আজ হইতে অক্ষৌহিণী বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করুক, যাহাদের নিকট প্রচ্ছন্ন দূত প্রেরিত হইত, সেই রাজগণও নিঃশঙ্ক হইয়া উঠুক, এই সংক্ষিপ্ত কথা। আজই আমি যথার্থ মহাসেন হইলাম।"

তখন মহিষী বলিয়া উঠিলেন,—"কি, অমাত্য তাঁহাকে আনিয়াছেন? ইহার জন্য ত আর কাহাকেও বাসবদত্তা দিতে ইচ্ছা করি নাই।"

রাজা বলিলেন,—"এখন সে আমার যুদ্ধে পরাজিত শত্রু।"

তাহার পর তিনি কাঞ্চুকীয়কে শালঙ্কায়ন কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, কাঞ্চুকীয় ভদ্রদ্বারে আছেন বলিয়া উত্তর দিলেন। তখন আবার রাজা তাঁহাকে কহিলেন,—"মন্ত্রী ভরতরোহককে গিয়া বল যে, কুমারগণের সৎকারবিধিতে বৎসরাজকে অগ্রে করিয়া অমাত্যকে পাঠাইয়া দেন।"

কাঞ্চুকীয় যাইতে উদ্যত হইলে, রাজা আবার তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—"বৎসরাজকে যাহারা দেখিতে আসিবে, তাহাদিগকে যেন সরাইয়া দেওয়া না হয়। পুরবাসিগণ তাহার নিজ কার্য্যের জন্য পূর্ব্বে তাহার কথা শুনিয়াছে, এক্ষণে উৎসবে বদ্ধ অন্তর্নিহিতক্রোধ সিংহের ন্যায় সেই শত্রুকে দেখুক।"

'আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য' বলিয়া কাঞ্চুকীয় চলিয়া গেলেন। রাণী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এই রাজবংশে অনেক অভ্যুদয় দেখিয়াছি, কিন্তু মহাসেনের এমন প্রীতিকর ব্যাপার আর ঘটিয়াছে কিনা, স্মরণ হইতেছে না।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বৎসরাজকে ধৃত করিয়া আনয়নের ন্যায় এরূপ প্রীতিকর ব্যাপার পূর্ব্বে শুনিয়াছি বলিয়াও মনে পড়িতেছে না।"

রাণী রাজাকে বলিলেন,—"আচ্ছা, সকল রাজাই ত আমাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপনের জন্য লোক পাঠাইতেছেন, কিন্তু কৈ, ইহার কোন লোক ত পূর্ব্বে আসে নাই?"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"মহাসেন শব্দকেই সে গ্রাহ্য করে না। সম্বন্ধের ইচ্ছা ত দূরের কথা।"

মহিষী বলিলেন,—"গ্রাহ্যই করে না? সে কি বালক, না মূর্খ?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বালক বটে, কিন্তু মূর্খ নহে।"

রাণী কহিলেন,—"তবে কিসে উহাকে গর্ব্বিত করিয়া তুলিতেছে?"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"যাহাতে রাজর্ষিনামের প্রকাশ ও যাহা বেদমন্ত্রে অভিহিত, সেই ভারতবংশ উহাকে গর্ব্বিত করিয়াছে, আর বংশপরম্পরাক্রমে আগত গান্ধর্ব্ববেদও উহার দর্পের কারণ, বয়সসহজ রূপ উহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, আর কোনরূপে উৎপন্ন পৌরজনের অনুরাগ ইহার মনে একটা বিশ্বাসও জন্মাইয়াছে।"

শুনিয়া রাণী কহিলেন,—"তাহা হইলে ত ইহাতেই সমস্ত বরগুণ রহিয়াছে দেখিতেছি। তবে কার প্রতিকূলাচরণে দোষ ঘটিল?"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"অযথাকালে বিস্মিত হইয়া উঠিলে কেন? অগ্নি যেমন তৃণখণ্ডে পরিত্যক্ত হইলেও সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিয়া, পরে দহনের কোন বিষয় না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, আমার প্রদীপ্ত শাসনও সেইরূপ।"

সেই সময়ে কাঞ্চুকীয় আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন—"আপনার উপদেশানুযায়ী সৎকারের পর শালঙ্কায়ন প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে, ভরতকুলের উপভুক্ত ও বৎসরাজকুলে দর্শনীয় ঘোষবতীনামে বীণারত্ন মহারাজকে প্রদান করিবে।"

এই বলিয়া কাঞ্চুকীয় রাজাকে বীণাটি দেখাইলে, তিনি তাহা হস্তে লইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"জয়মঙ্গলকে গ্রহণ করিলাম।"

তাহার পর বলিতে লাগিলেন,—"এই কি সেই ঘোষবতী? যে শ্রুতিসুখমধুরা ও স্বভাবতই রাগযুক্তা? অগ্রভাগ ও তন্ত্রী নখমুখে ঘর্ষিত হওয়ায় যে ঋষিবাক্যগতা মন্ত্রবিদ্যার ন্যায় সবলে গজহৃদয়কে বশ করিয়া ফেলে? যুদ্ধবিজিত রত্ন প্রিয়জনে ভোগ করিলেই প্রীতি জন্মে।

কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র গোপালক অর্থশাস্ত্রের গুণগ্রাহী, আর কনিষ্ঠ অনুপালক ব্যায়ামশালী ও গান্ধর্ব্বদ্বেষী। তাহা হইলে এক্ষণে ইহা কাহাকে অর্পণ করা যায়?"

অবশেষে তিনি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি, বাসবদত্তা বীণাশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে না?"

রাণী উত্তর দিলেন—"হাঁ।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হইলে তাহাকেই এইটি দাও।"

রাণী বলিয়া উঠিলেন,—"বীণাটি দিলে সে আবার উন্মত্তা হইয়া উঠিবে।"

তাহাতে রাজা বলিলেন,—"এখন খেলা করুক, শ্বশুরকুলে তাহা সুলভ হইবে না।"

রাজা কাঞ্চুকীয়কে বৎসরাজ কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অমাত্যের সহিত প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।

রাজা আবার বলিলেন,—"কুমারদের মধ্যে তাহাকে রাখা হইয়াছে ত?"

কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"বিনয়পরিত্যাগের জন্য পাদে ও অঙ্গে অনেক আঘাত পাওয়ায়, তাঁহাকে স্কন্ধে বহনযোগ্য শয্যায় করিয়া মাঝের ঘরে রাখা হইয়াছে।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"অনেক আঘাত লাগিয়াছে? অসংস্কৃত তেজেরই এই দোষ। আমি সে সময় নৃশংসের ন্যায়ই উপেক্ষা করিয়াছি।"

তাহার পর তিনি মন্ত্রী ভরতরোহককে বৎসরাজের ব্রণপ্রতীকারের জন্য কাঞ্চুকীয়কে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। কাঞ্চুকীয় যাইতে উদ্যত হইলে, রাজা আবার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"ইহার সর্ব্বপ্রকার

তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, সৎকার পরিত্যাগ করা না হয়, প্রীতি হইল কি না তাহা আকারেই জানিতে হইবে, পূর্ব্বযুদ্ধের কথা না যলা হয়, হাঁচিপ্রভৃতি পড়িলে আশীর্ব্বাদ করা চাই, সময়ানুরূপ প্রশংসাবাক্যে তুষ্ট করারও প্রয়োজন।”

‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া কাঞ্চুকীয় গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তিনি জানাইলেন,—“পথেই বৎসরাজের ব্রণের প্রতীকার করা হইয়াছে, অন্যান্য প্রতীকারের এখনও সময় আসে নাই। মধ্যাহ্নবেলা উপস্থিত হইয়াছে।”

রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে বীরমানী এক্ষণে কোথায়?”

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—ময়ূরযষ্টিমুখে।”

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“সে স্থান অবস্থানের যোগ্য নহে, আতপনিবারণের জন্য তাহাকে মণিভূমিকায় লইয়া যাইতে বল।”

কাঞ্চুকীয় রাজাদেশপালনে চলিয়া গেলেন, আবার ক্ষণকাল পরেই আসিয়া কহিলেন,—“আপনার আদেশ সমস্ত প্রতিপালিত হইয়াছে, কিন্তু মন্ত্রী ভরতরোহক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।”

রাজা বলিলেন,—“বুঝিয়াছি, বৎসরাজের সৎকারে তাঁহার রুচি হইতেছে না, এ যে তাঁহার নীতির বিরুদ্ধ। সে যাহা হউক, আমিই গিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিতেছি।”

শুনিয়া রাণী বলিয়া উঠিলেন,—“তবে কি সম্বন্ধ নিশ্চয় করিলে?”

রাজা উত্তর দিলেন,—“এখনও কিছুই স্থির করি নাই।”

রাণী বলিলেন,—“তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই, আমার কন্যা বালিকা।”

রাজা কহিলেন,—“তোমার যাহা অভিরুচি, এক্ষণে অভ্যন্তরে যাও।”

'যাহা আদেশ করিতেছ' বলিয়া রাণী পরিচারিকাগণের সহিত চলিয়া গেলেন। রাজা চিন্তা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"উহার গর্ব্বের জন্য পূর্ব্বে শত্রুতা হইয়াছিল, এক্ষণে আনীত হওয়ায় সে আমার বধ্য। কিন্তু যুদ্ধক্লিষ্ট, সংশয়স্থ ও বিপন্ন হওয়ার কথা শুনিয়া আমারও সংশয় জন্মিতেছে।"

(৩)

উদয়নের উদ্ধারের জন্য যৌগন্ধরায়ণ নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি রুমণ্বান্ ও বিদূষক বসন্তককে লইয়া প্রচ্ছন্নবেশে উজ্জয়িনীতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, অবন্তিরাজের অন্তঃপুরে ও বাহিরে চারপুরুষদিগকেও প্রচ্ছন্নভাবে রাখার ব্যবস্থা হইল। চারিদিক্ হইতে সংবাদ লইয়া কিরূপে বৎসরাজকে মুক্ত করা যায়, তাহারই চেষ্টা হইতে লাগিল। ওদিকে আবার উদয়ন বাসবদত্তার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন, কাজেই বাসবদত্তাকে লইয়া যাওয়ারও ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল কার্য্যের পরামর্শের জন্যই তাঁহারা একস্থানে মিলিত হওয়ার অভিপ্রায় করিলেন।

উজ্জয়িনীর মহাকালমন্দির চিরপ্রসিদ্ধ, তথায় সাধারণে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে। সেইখানেই তাঁহারা মিলিত হইবেন স্থির হইল। প্রথমে বিদূষক প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া চামুণ্ডাপূজার ব্রাহ্মণভোজনের মধ্যে বসিয়া গেলেন। ভোজনের পর কিছু মোদক মন্দিরপীঠে রাখিয়া স্বর্ণমাস দক্ষিণাগুলি গণিয়া লইতেছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহার মোদকগুলি অপহৃত হয়। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আর সে সকল দেখিতে পান নাই। জনৈক ভিক্ষুককে তিনি একটি মোদক দান করিয়াছিলেন, সে তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া আর তাঁহার অনুসরণ করে

নাই। প্রাচীরের উচ্চতার জন্য কুক্কুরের প্রবেশও অসাধ্য, পথিকদিগের নিকট অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদি থাকায়, তাহাদের লোভের সম্ভাবনা নাই, কাজেই সে মোদকগুলা কোথায় গেল, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। হস্তে দুই একটি যাহা ছিল, তখন তিনি তাহাই খাইতে আরম্ভ করিলেন, ও উদ্গার তুলিতে লাগিলেন। শূকরের মুত্রাশয় হইতে বহির্গত বায়ুর ন্যায় কেবল তাঁহার উদ্গার উঠিতে লাগিল। তাহার পর বিদূষকের মনে হইল, মহাদেব চামুণ্ডার পূজার দ্রব্য নিজেরই মনে করিয়া বোধ হয় মোদকগুলি লইয়া থাকিবেন। যদিও তিনি ব্রহ্মচারী, তথাপি অনেক রূপে অবিনয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার পর তিনি স্থির করিলেন, সত্যসত্যই মহাদেব মোদক চুরি করিয়াছেন, এবং তাহা তাঁহার পাদমূলে দেখা যাইতেছে। তখন তিনি শিবের নিকট তাহা চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন মোদকগুলি চিত্রিত। দুঃখান্ধকারের জন্য তিনি তাহা ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলেন না, পরে মাজিবার ইচ্ছা করিয়া তিনি যতই মাজিতে আরম্ভ করিলেন, বর্ণের যথাযথ সন্নিবেশের জন্য সেগুলি ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। বিদূষক তাহাদের চিত্রকরকে ধন্যবাদ দিলেন। অবশেষে তিনি জল লইয়া মাজিতে ইচ্ছা করিলেন, নিকটে একটি সুন্দর ও পবিত্র তড়াগও ছিল। শিব ও তিনি উভয়েই মোদকে নিরাশ হন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় জন্মিল।

মোদকের জন্য বিদূষক যে সমস্ত কথার প্রয়োগ করিতেছিলেন, বাহিরে লোকে তাহা তাঁহার মোদকহরণের কথা বুঝিলেও, তাহার অভ্যন্তরে তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শেরই কথা ছিল। সেই সময়ে নিকটে 'মোদক মোদক, হা, হা, হা,' এইশব্দ শুনা গেল পরক্ষণেই একজন উন্মত্ত সেইদিকে হাসিতে হাসিতে আসিতে লাগিল। তাহার নিকট কতকগুলি

মোদক ছিল। তাহাকে দেখিয়া বিদূষকের বোধ হইল যেন বর্ষাকালীন রাজপথের ফেনিল মলিন জলরাশি ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার হস্তের মোদক নিজের মনে করিয়া বিদূষক দণ্ডাঘাতে তাহার মস্তক ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করিলেন।

এ উন্মত্ত আর কেহই নহে, স্বয়ং যৌগন্ধরায়ণই সেই বেশে আসিতেছিলেন, লোকে কিন্তু তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়াই মনে করিল। উন্মত্তে ও প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণে তখন মোদক লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহারই মোদক বলিয়া ঐগুলি চাহিতে লাগিলেন, উন্মত্ত তাহা দিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কি? মোদক? কোথায় মোদক? কার মোদক? মোদক কি দান করে? অথবা নিক্ষেপ করে? কিম্বা ভক্ষণ করিয়া থাকে?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"ভক্ষণ করে না, দানও করে না।" তাহাতে উন্মত্ত বলিতে লাগিল,—"আমারই মোদক খাইতে জিহ্বা হইতে জল পড়িতেছে, তোমাকে দিব কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"অহে উন্মত্ত, আমার মোদক লইয়া এস, পরের দ্রব্যে লোভ করিয়া ব্যাঘাত ঘটাইও না।"

তখন উন্মত্ত বলিয়া উঠিল,—"কে আমার ব্যাঘাত ঘটাইবে? এই মোদকগুলিই আমাকে রক্ষা করিবে। নানাবেশে ভূষিত হইয়া এগুলি প্রীতি জন্মাইতেছে। রাজপথে মূল্য দিয়া কিনিয়াছি, তবে বাসি হওয়ার জন্য কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বটে।"

এ কথাগুলির মধ্যেও তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ নিহিত ছিল। প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ বিদূষক তখনও পর্য্যন্ত মোদক চাহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"ইহার জন্য আমাকে উপাধ্যায়ের নিকট যাইতে হইবে।"

উন্মত্ত কহিল,—"আমাকেও ইহার উপর বিশ্বাস করিয়া যোজন-শত যাইতে হইবে।"

প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি তুমি ঐরাবত?"

উন্মত্ত উত্তর দিল,—"আমি ঐরাবত ত বটি, তবে দেবরাজ আমার উপর আরোহণ করেন না। আমি শুনিয়াছি যে, তিনি ধারাশৃঙ্খল পাদরজ্জুতে বদ্ধ হইয়াছেন, তাই বিদ্যুৎ-কশাঘাতে তাড়না ও বায়ুর উর্দ্ধভ্রমণে পরিভ্রমণ করিয়া মেঘবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।"

ইহাতেও গুপ্ত পরামর্শের কথা ছিল। মোদক না পাইয়া বিদূষক বিলাপ করিবেন বলিলে, উন্মত্ত তাঁহাকে চীৎকার করিয়া বিলাপ করিতে কহিল। বিদূষক তখন 'অব্রহ্মণ্য, অব্রহ্মণ্য' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। উন্মত্তও 'ইন্দ্রবদ্ধ, ইন্দ্রবদ্ধ', বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে এক শ্রমণ 'ব্রাহ্মণোপাসক, ভয় নাই, ভয় নাই' বলিয়া প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণকে অভয় প্রদান করিতে করিতে সেখানে আসিলেন—এই শ্রমণই রুমণ্বান্।

বিদূষক তখন বলিয়া উঠিলেন,—"চন্দ্রের আগমনে সকল নক্ষত্রই আসিল। ব্রহ্মণ্যকে ধিক্। কারণ, শেষে কি না শ্রমণে অভয় দিতে লাগিল?"

নিকটে আসিয়া শ্রমণ আবার বিদূষককে কহিলেন,—ব্রাহ্মণো-পাসক, ভয় নাই, এখানে কে, কে, আছে? কি কাজ? বিলাপ করিতেছ?"

বিদূষকের মনে হইল শ্রমণ যেন দ্বাররক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন।

তখন তিনি শ্রমণকে মোদকের কথা বলিলেন, শ্রমণও উন্মত্তের নিকট মোদক দেখিতে চাহিলেন, সেও দেখাইতে লাগিল। শ্রমণ

তখন তাহাতে থু থু দিলেন। তাহাতে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"উন্মত্তের হস্তে থু থু দিয়া শ্রমণক কিনা আমার মোদকগুলাকে দেখা-মাত্রই সার করিয়া দিল।"

এদিকে শ্রমণক উন্মত্তকে বলিতে লাগিল,—"উন্মত্তোপাসক, এগুলা ফেলিয়া দাও। কস্তুরীফেনের মত পীত, বধূচ্ছিষ্টের ন্যায় কোমল, ব্যঞ্জনযুক্ত, সুরার ন্যায় মত্ততাদায়ক এগুলা খাইও না। খাইলে ক্ষয়-রোগ জন্মিবে।

বিদূষক দেখিলেন যে, তাঁহার মোদকগুলি একেবারে যায়, তখন তিনি 'হায়, হায়' করিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রমণ উন্মত্তকে মোদক দিবার জন্য শাপের ভয় দেখাইলে, সে ভীত হইয়া তাঁহাকে মোদকগুলি দিতে উদ্যত হইল। শ্রমণ তখন ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রভাবের কথা বলিলেন। বিদূষকও দেখিলেন যে, উন্মত্ত শাপের ভয়ে অগ্রাঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া মোদকগুলি ধরিয়া রহিয়াছে, শ্রমণ বিদূষককে কহি-লেন,—"আপনি যান, এবং এগুলার দ্বারা আমাকে স্বস্তি বলান।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—"বেশ, আমার দ্রব্যেই আমি স্বস্তি বলাইব? আমি একজন পোষ্যবর্গযুক্ত ব্যক্তির নিকট এগুলি প্রতি-গ্রহ করিয়াছিলাম, আর এইগুলা তোমার উপঢৌকন হইবে? তাহা হইলে তাহার ত বেশ মঙ্গল ঘটিবে দেখিতেছি।"

সেই সময়ে উন্মত্ত অগ্নিগৃহের দিকে যাইতেছিল, তখন মধ্যাহ্নও উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্বাহ্নেও এ সকল স্থান শূন্য থাকে। বিদূষক দক্ষিণাগুলি চত্বরে রাখিয়া সেই দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে তিনি বলিতেছিলেন,—"একজনের শাটির, আর একজনের মূল্যের প্রয়োজন।"

কথাটির মধ্যে তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শেরই ইঙ্গিত ছিল। তাহার

পর যৌগন্ধরায়ণ, বসন্তক ও রুমণ্বান্ তিন জনেই অগ্নিগৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়াই যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে বলিলেন,—"বসন্তক, এ স্থান শূন্য দেখিতেছি, এক্ষণে তোমরা দু'জনেই আমাকে আলিঙ্গন কর।"

বসন্তক ও রুমণ্বান্ তাহাই করিলে, যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাদিগকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া বসিতে বলিলেন। তখন সকলে সেখানে উপবেশন করিলেন।

তাহার পর যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার সহিত স্বামীর দেখা হইয়াছে কি?"

বিদূষক 'হইয়াছে' বলিলে, যৌগন্ধরায়ণ বলিতে লাগিলেন,—"অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর রক্ষা রাত্রিতে কিছুই হইল না, এক্ষণে দিবসই পালন করা যাক। দিন গেলে রাত্রিরই প্রতীক্ষা করিতে হয়, শুভ প্রভাতে আবার দিবসের চিন্তা আসে। যাহারা ভবিষ্য অশুভের আশঙ্কা করে, তাহারা যে সময়টি কাটিয়া যায়, তাহাই দেখিয়া সুখ লাভ করে।"

সে কথায় রুমণ্বান্ কহিলেন,—আপনি "যথার্থই বলিয়াছেন, দিনরাত্রি সমান হইলেও বন্ধনপ্রভৃতিতে রাত্রিতেই বহু দোষ ঘটে, এবং সংসারে যাহারা ব্যবহারে অসাধ্য বা বিরাগবিশিষ্ট, এবং প্রভাতে যাহাদের দোষ দৃষ্ট হয়, সেই সকল শত্রুই রাত্রিতে ভয়ের কারণ হইয়া উঠে।"

যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বসন্তক, স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিয়াছ কি?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"অনেক দিন হইল দেখা হইয়াছিল, আজ আবার চতুর্দ্দশীস্নানের সময় দেখা পাইয়াছিলাম।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে আজ কি স্বামী স্নান করিতে পারিয়াছেন ?"

'পারিয়াছেন' বলিয়া বিদূষক উত্তর দিলেন।

তখন আবার যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন কি ?"

তাহার উত্তরে বিদূষক বলিলেন,—"প্রণামমাত্রেই তাহা সারিয়াছেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে স্বামীর বেশ সমাদরের অবস্থা ঘটিয়াছে দেখিতেছি। যিনি স্নান করিয়া দৈবকার্য্যে ব্রতী হইলে, পুণ্যাহঘোষণার বিরামের পর পটহ নিনাদিত হইত, কালপ্রভাবে এক্ষণে তাঁহার তিথিপূজায় দৈবপ্রণামে চলিত শৃঙ্খলই শব্দ করিতেছে।"

সে কথায় রুমণ্বান্ বলিলেন,—"এক্ষণে আপনার যত্নে স্বামীর তিথিসৎকারাদি ঘটুক।"

তাহার পর যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—বসন্তক, তুমি গিয়া আবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কর, এবং তাঁহাকে জানাও যে, পূর্ব্বে যে ভাবে পলায়নের কথা হইয়াছে, আগামী কল্যই তাহার প্রয়োগকাল। নলাগিরি হস্তীর অবস্থিতিস্থানে, স্নানের জলাশয়ে, তৃণভূমিতে, শয্যায়, আহারস্থানে এবং বাসস্থানে ওষধি রাখিয়া, মন্ত্রৌষধি ও পুরাণোক্ত কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে ব্যামোহিত করা হইবে। ধূপ সজ্জিত করিয়া অনুকূল মারুতে তাহার গন্ধ বিস্তার করা যাইবে। তাহার পর উহার রোষের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ হস্তীর অহঙ্কার উত্তেজিত করিতে হইবে। হস্তীদিগের ভয়োৎপাদনের জন্য হস্তিশালার নিকটস্থ গৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া

যাইবে, সেই সময়ে দেবমন্দিরে স্থাপিত শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে এবং হস্তিগণের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিবে। কল্য যখন তাহারা চীৎকার করিতে থাকিবে, তখন প্রদ্যোত স্বামীর শরণ লইবে। শত্রুর আদেশে কারাগার হইতে বাহির হইয়া, স্বামী বিপন্না ঘোষবতী গ্রহণ করিয়া নলাগিরিকে বশীভূত করিয়া ফেলিবেন। তাহার পর তাহাতে আরোহণ করিয়া ধাবিত হইবেন। নলাগিরি যখন বেগে গমন করিতে থাকিবে, তখন শত্রুসৈন্যগণের মন কেবল তাহার জঘনেই বদ্ধ রহিবে। তাহার পর স্বামী সিংহের গর্জ্জন নিবৃত্ত হইতে না হইতে বিন্ধ্যারণ্য অতিক্রম করিয়া একদিনেই বিপদে, বনে ও স্বনগরে তিন প্রকার দশা প্রাপ্ত হইবেন, এবং যে হস্তিছলে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতেই আবার বাহির হইয়া আসিবেন।"

শুনিয়া রুমণ্বান্ বলিয়া উঠিলেন,—"বসন্তক, এখন কি ভাবিতেছ?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"আমি ভাবিতেছি, আপনাদের এত যত্ন বিফলই হইবে।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বান্ উভয়েই বলিয়া উঠিলেন,—"কৈ, আমরা ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না।"

বিদূষক বলিলেন,—"আগে আমি জানিয়াছি, পরে আপনারাও জানিবেন।"

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"কিরূপে কার্য্যবিপত্তি ঘটিবে?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"বৎসরাজের আত্মকার্য্যে।"

যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কিরূপ?"

বিদূষক তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তবে শুনুন, যে কালাষ্টমীটা কাটিয়া গিয়াছে, সেই দিনে রাজকন্যা বাসবদত্তা ধাত্রীর সহিত কন্যাদর্শন দোষের নয় বলিয়া অনাচ্ছাদিত শিবিকায় পয়ঃ-

প্রণালীর সলিলোচ্ছ্বাসে পূর্ণ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া কারাগারের সম্মুখ দিয়া ভগবতী যক্ষিণীর স্থানে দেবকার্য্য করিতে যাইতেছিলেন। স্বামীও সেই সময়ে কারারক্ষক শিবকের অনুমতিক্রমে কারাগারের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহকেরা স্কন্ধ পরিবর্ত্তন করায়, সহসা শিবিকাও তথায় স্থির হইল। অমনি স্বামী প্রাণ খুলিয়া রাজকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর?"

বিরক্তিসহকারে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহার পর আর কি? কারাগারকে প্রমদবন মনে করিয়া রাগলীলা আরম্ভ হইয়াছে।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তাঁহার প্রতি নিশ্চয়ই স্বামীর অভিলাষ জন্মে নাই।"

বিদূষক কহিলেন,—"অনর্থ যে দল বাঁধিয়াই আসে, তাহা এই-রূপেই জানিবেন?"

তখন যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বান্‌কে বলিলেন,—"সখে, আত্মা স্থির কর, এই বেশেই জরায় পৌঁছিতে হইবে।"

বিদূষক কিন্তু বলিতে লাগিলেন—"রাজা বলিয়া দিয়াছেন, যৌগন্ধ-রায়ণকে বলিও, তাঁহাদের উপায় আমার ভাল লাগিতেছে না। সসম্মান গমনেই প্রদ্যোতের অপমান ঘটিবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। আমাকে যেন তাঁহারা কামুক মনে না করেন, অপমানের প্রতিশোধই অন্বেষণ করিতে হইবে।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"ইহা শত্রুর উপহাসের কথা, বুদ্ধির নির্লজ্জতা, সুহৃজ্জনের সন্তাপের কারণ। দেশকাল বিবেচনা না করিয়াই স্বামী ললিত কামনা করিতেছেন। শিবিরে আচ্ছাদিত স্বহস্তরচিত ভূমিই দর্প উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। তবে পদের শৃঙ্খল-

শব্দ কন্দর্পকে আশ্রয় করিতেও পারে। কারণ, কারাগারে রক্ষিপুরুষগণের নিকট রাজশব্দ শুনিয়া কে মন্মথপটু হইয়া না উঠে?"

তখন বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"স্নেহ দেখান ও পুরুষকার প্রকাশ করা হইল, এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তুমি বসন্তক, তোমার এরূপ বলা উচিত নহে। যিনি সুহৃজ্জনের সঙ্গে থাকিয়া সময় বুঝিতে পারেন না, সেই দুঃখে ও মদনে সন্তপ্ত স্বামীকে আমরা কি করিয়া পরিত্যাগ করিব?"

শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে এরূপ ভাবেই জয়লাভ করিতে হইবে।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"সেও ভাল।"

বিদূষক কহিলেন,—"ভাল বটে, যদি লোকে জানিতে পারে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"লোকে আমাদের কোনই কাজ নাই, স্বামীর উপকারের জন্যই আমরা চেষ্টা করিতেছি।"

বিদূষক বলিলেন,—"কিন্তু তিনি যে কিছুই জানিতে পারিতেছেন না।"

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"কালে জানিতে পারিবেন।"

বিদূষক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কাল কখন আসিবে?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"যে সময়ে এই আরম্ভের শেষ হইবে।"

শুনিয়া বিদূষক বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনি কারাগার হইতে রাজাকে ও অন্তঃপুর হইতে রাজকন্যাকে বাহির করিয়া আনুন।"

রুমণ্বান্ উত্তর দিলেন,—"এখনই তুমি তাহা দেখিবে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"সত্য সত্যই দুজনাকেই আনিব।

এই আমি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অর্জ্জুনের সুভদ্রার ও নাগের পদ্মলতার ন্যায় রাজা যদি রাজকন্যাকে হরণ না করেন, তাহা হইলে আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি। আরও বলিতেছি, যদি ঘোষবতী, নলা-গিরি, আয়তলোচনা বাসবদত্তা এবং রাজাকে হরণ না করিতে পারি, তাহা হইলে আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি।"

সেই সময়ে বাহিরে শব্দ শুনা গেল। যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে তাহা জানিতে বলিলে, বিদূষক বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কহি-লেন,—"বেলা গত হওয়ায় লোকজন অবিরল সঞ্চরণ করিতেছে, তবে এক্ষণে আমরা কি করিব?"

রুমণ্বান্ উত্তর দিলেন,—"অগ্নিগৃহের চারিটি দ্বার রহিয়াছে, এক্ষণে আমরা আপনাদের মিলন ভঙ্গ করি।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, আমাদের মিলন অভিন্ন, শত্রুরই মিলন ভঙ্গ হউক।"

তাহার পর তাঁহারা সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ আবার উন্মত্তবেশে রাজপথে ছুটিতে লাগিলেন, এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রাহু চন্দ্র গিলিতেছে, চন্দ্রকে ছাড়, চন্দ্রকে ছাড়, যদি না ছাড়, মুখ চিরিয়া ছাড়াইয়া লইব। একটা দুষ্ট অশ্ব বন্ধন ছিঁড়িয়া দৌড়াইতেছে। এই যে রাস্তার চৌমাথা, ইহাতে আরোহণ করিয়া পূজার দ্রব্যগুলি খাই। বালকপ্রভুসকল, আমাকে তাড়না করিও না, আমাকে নাচিতে বলিতেছ? এই যে নাচিতেছি। আবার লাঠি লইয়া তাড়না করিতে আসিলে? তাহা হইলে আমিও তাড়না করিব।"

এইরূপ ভাণ করিতে করিতে তাঁহারা আপন আপন গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন।

(৪)

এইবার উদয়ন ও বাসবদত্তাকে উজ্জয়িনী হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। নলাগিরির সহিত অন্যান্য হস্তীদিগের বিবাদ আরম্ভ হইল, বৎসরাজ তজ্জন্য কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া ঘোষবতীর সাহায্যে নলাগিরিকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বাসবদত্তাকে লইয়া ভদ্রবতী করিণীতে আরোহণ করিয়া উজ্জয়িনী হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার লোকজনের সহিত অবন্তিরাজের সৈন্যগণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল, যৌগন্ধরায়ণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অবশেষে ধৃত হইলেন।

রাজার পলায়নের পূর্ব্বে বাসবদত্তার একজন পরিচারক ভদ্রবতীর চালককে আহ্বান করিতেছিল। বাসবদত্তা ভদ্রবতীতে আরোহণ করিয়া উদকক্রীড়ায় যাইবেন বলিয়া সে তাহাকে ডাকিতে আসে। চালকটির নাম গাত্রসেবক, গাত্রসেবক যৌগন্ধরায়ণের চারপুরুষ। শুণ্ডিকালয় হইতে সুরাপান করিয়া হাসিতে হাসিতে, টলিতে টলিতে জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণলোচনে সে আসিতেছিল। পরিচারক তাহাকে দেখিয়া ভয়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। গাত্রসেবক তখন ঘৃত, মরিচ ও লবণলেপিত মাংসখণ্ড চিবাইতে চিবাইতে সুরার প্রশংসা করিতেছিল। তাহার মতে যাহারা সুরায় মত্ত হয়, গাত্রে সুরা লেপন ও সুরায় স্নান করে, এবং সুরাতে মরিয়াও যায়, তাহারাই ধন্য, এবং তাহাদের ন্যায় দরিদ্রদিগের স্ত্রীপুত্রের কষ্ট শুনিয়া ধনবান্‌গণের সুরাতড়াগ করিয়া দেওয়া উচিত।

পরিচারক বাসবদত্তার উদকক্রীড়ার জন্য ভদ্রবতীকে না আনিয়া সে কেন মত্ত হইয়া উঠিতেছে বলিলে, গাত্রসেবক উত্তর দিল যে, সে

একা মত্ত নহে, রাজকন্যাও মত্ত, উদয়নও মত্ত, ও সে পরিচারকও মত্ত, সকলেই মত্তের মত হইয়া উঠিয়াছে। পরিচারক তাহাকে বারংবার ভদ্রবতীকে আনিতে বলিলে, সে বলিতে লাগিল. তাহার অঙ্কুশ, ক্ষুরপ্র, ঘণ্টা ও কশা প্রভৃতি ফেলিয়া আসিয়াছে! পরিচারক নিরীহা পুষ্পমালায় বন্ধনীয়া জলক্রীড়ার অভিলাষিণী ভদ্রবতীর জন্য সে সকলের প্রয়োজন নাই বলিলে, সে অবশেষে বলিয়া উঠিল যে, ভদ্র-বতীকেই ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহাতে পরিচারক কহিল যে, ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই, যে রাজবাহন লইয়া সুরা দেয়, সেই শুণ্ডিকিনীরই দোষ। তাহাতে গাত্রসেবক বলিল যে, সে তাহাকে মূল-বুদ্ধি নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছে। সেই সময়ে একটা শব্দ উঠিতে লাগিল, তাহাতে গাত্রসেবক বলিয়া উঠিল যে, শুণ্ডিকালয় ভেদ করিয়া ভদ্রবতী পলায়ন করিল।

সেই সময়ে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে, বৎসরাজ বাসব-দত্তাকে লইয়া নির্গত হইয়া গেলেন। শুনিয়া গাত্রসেবক হর্ষসহকারে বলিয়া উঠিল,—"স্বামীর অবিঘ্ন হউক।"

পরিচারক তাহাকে 'এখনও তুমি মত্ত হইয়া বেড়াইতেছ' বলিলে, গাত্রসেবক উত্তর করিল—"কে মত্ত? আর কাহারই বা মদ? আমরা সকলেই চারপুরুষ, আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ আমাদিগকে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আমি সুহৃদ্দিগকে জানাইয়া দিতেছি। এই যে তাঁহারা নিরোধমুক্ত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় চারিদিকে ধাবিত হইতেছেন।"

তাহার পর সে কৌশাম্বীর লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল,—"অহে সুহৃদ্‌গণ, ভর্ত্তৃপিণ্ডে পুষ্ট হইয়া যে তাহার জন্য যুদ্ধ না করে, মৃত্যুর পর সলিলে পূর্ণ সুসংস্কৃত কুশে আচ্ছাদিত নূতন শরাব

সে যেন উপভোগ করিতে না পায়, ও নরকে যেন তাহার গতি হয়।"

সেই সময় যৌগন্ধরায়ণ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। তিনি তখন উন্মত্ত বেশ সংহার করিয়াছেন। শাণিত উজ্জ্বল তরবারি তাঁহার দক্ষিণহস্তে ও স্বর্ণখচিত ঢাল বামহস্তে শোভা পাইতেছিল। নানা পরিচ্ছদ ও শ্বেত উষ্ণীষে তিনি তখন ভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যুন্ময় ও ঈষদ্ বহির্গত চন্দ্রে শোভিত জলদের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

যৌগন্ধরায়ণ পরাক্রমসহকারে হস্তী, অশ্ব, আরোহী ও বীরগণকে বিনাশ করিয়া, অক্ষৌহিণী দলন করিতে লাগিলেন। পরে বিজয়সুন্দর হস্তীর দন্তে তাঁহার হস্ত আহত হওয়ায়, তাঁহার অসি ভগ্ন ও বিচ্যুত হইয়া পড়িল। তথাপি তিনি অরিসৈন্যদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিরস্ত্র হইয়া কতক্ষণ আর যুদ্ধ করিতে পারেন? অবশেষে ধৃত হইলেন। গাত্রসেবক তাহা দেখিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য চলিল। পরিচারকও তখন প্রাচীর ও তোরণ ভিন্ন সর্ব্বত্র কৌশাম্বীর লোক দেখিয়া মন্ত্রীকে সমস্ত সংবাদ জানাইবার জন্য তথা হইতে চলিয়া গেল।

যৌগন্ধরায়ণকে লইয়া রক্ষিপুরুষেরা আসিতেছিল, তাহারা সকলকে সরিয়া যাইতে বলিল, কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিতেছিল না। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেও বাসবদত্তার অপনয়নে উদ্‌ভ্রান্ত লোকসকল তাহাতে মনোযোগ প্রদানই করে নাই। কেহ কেহ সরিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা যৌগন্ধরায়ণের ধৃত হওয়ার কথা বলিল, এবং বিজয়সুন্দর হস্তীর দন্তাঘাতে অসি ভগ্ন হওয়ায় তিনি যে ধৃত হইয়াছেন, তাঁহার নিজের যে কোন দোষে নহে,

তাহাও জানাইয়া দিল। সে সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল যে, প্রাচীর ও তোরণ ব্যতীত সকলস্থানই যেন কৌশাম্বীর লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা সকলকে সাবধান করিতে লাগিল।

যৌগন্ধরায়ণের বাহু বন্ধন করিয়া কাষ্ঠফলকে তুলিয়া তাহারা আনিতেছিল। রক্ষীরা তাঁহাকে ফলক হইতে নামিতে বলিলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে আমি নামিতেছি। রিপুগত বৎসরাজকে অপসারিত করিয়া, স্বশস্ত্রদোষে বদ্ধ হইয়া, স্বামীর দুঃখ দূর করিবার জন্য জয়লাভ করিয়াই এক্ষণে রাজভবনে প্রবেশ করিতেছি। ভার্য্যাহীন লোকদিগের কান্তারপ্রবেশই সুখ, আর প্রাপ্তমনোরথদিগের বিনাশ তাহা অপেক্ষা রমণীয়, আবার সঞ্চিতধর্ম্মদিগের মৃত্যু পশ্চাত্তাপের কারণ হয় না। আমি শক্রতা, ভয়, পরিভব যুগপৎ পরিত্যাগ, নীতি, বিনয় ও শরে কর্ত্তব্যসাধন এবং শক্রর শ্রী ও সুহৃদের অযশ হরণ করিয়া বিজয়, বৎসরাজ ও মহতী খ্যাতি লাভ করিলাম।"

রক্ষীরা লোকজনদিগকে সরাইতে আরম্ভ করিলে, যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"যাহারা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও সরাইবার প্রয়োজন নাই। বলবান্ রাজপুরুষেরা আমাকে দেখুক, আমি রাজার প্রতি অনুরাগের জন্যই বিপন্ন হইয়াছি। যে মনে মনে অমাত্যশব্দের প্রার্থনা করে, তাহাদের অভিলাষ হয় দৃঢ় হউক, না হয় বিনষ্ট হইয়া যাক্।"

রক্ষীরা তথাপি লোকজনকে সরাইতে লাগিল ও বলিয়া উঠিল,—"আর্য্য যৌগন্ধরায়ণকে তোমরা কি পূর্ব্বে দেখ নাই?"

তাহার উত্তরে যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"পূর্ব্বে দেখিতে পারে, কিন্তু এ ভাবে নহে। প্রচ্ছন্ন উন্মত্তবেশে যে রাজপথে ধাবিত হইত, তাহার এই নিন্দিত রূপ ও কার্য্য এক্ষণে দেখিতেছে।"

সেই সময়ে একজন পরিচারিক আসিয়া কহিল,—"আর্য্য, একটি প্রিয়সংবাদ দিতেছি, বৎসরাজ ধৃত হইয়াছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা হইতেই পারে না। অনেকক্ষণ হইল, যিনি অরিনগরে কারামুক্ত হইয়া ভদ্রবতীর সাহায্যে বনে পঁহুছিয়াছেন, নিমেষমাত্রে যিনি যোজন পথ গমন করেন, তিনি ধৃত হইলেন বলা অসম্ভব।"

তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপে রাজা ধৃত হইয়াছেন শুনিলে?"

সে উত্তর দিল,—"নলাগিরি তাঁহাদের অনুসরণ করায়।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"বাহনসামর্থ্যে তাহা ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু নলাগিরি ত চালকশূন্য ছিল, চালকযুক্ত হইলে সুশিক্ষায় হস্তীর বেগ বাড়িতে পারে। কিন্তু বৎসরাজ তাহাকে ত্যাগ করায়, কে তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইবে?"

পরিচারক তখন যৌগন্ধরায়ণকে বলিল,—"আর্য্য, অমাত্যের আদেশ পুরুষরক্ষিত এই আয়ুধাগারে প্রবেশ করুন।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা হাসির কথা বটে, বৎসরাজরূপ আগুন বাঁধিয়া যে সময়ে চারিদিক্ রক্ষা করা উচিত ছিল, সে সময়ে অমাত্যেরা ঘুমাইয়াই কাটাইয়া দিলেন! রত্ন নীত হইলে তাহার পাত্রনিরোধে ফল কি?"

তাহার পর পরিচারক তাঁহাকে আয়ুধাগারে লইয়া গেল। আর একজন পরিচারক আসিয়া বলিল,—"অমাত্য ইঁহার বন্ধন মোচন করিতে বলিতেছেন।"

তাহা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"অবশ্য আমাকে অক্ষীণ করিয়া দাও। বুঝিতেছি, ভরতরোহক আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতে-

ছেন। আমিও তাঁহাকে দেখিতে চাহি, আমার অসাবধান কথা শুনিয়া রোষে বিদীর্ণহৃদয়, আরব্ধনীতিকৌশলে বিচলিত, তুল্যাধিকার হইতে পরিভ্রষ্ট, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টসুবাক্যহীন, আমার বুদ্ধিবশে অধিকপরিমাণে বঞ্চিত, অপকার্য্যে মৃতপ্রায়, লজ্জায় অধোমুখ সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।”

সেই সময়ে অবন্তিরাজের মন্ত্রী ভরতরোহক আসিলেন। তিনি যৌগন্ধরায়ণ কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“যে নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, ও বঞ্চনাপ্রভাবে দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছে, স্বামীর জন্য বিপন্ন তাহার সহিত কিরূপে কথা বলিব? সে এখন অবনতকার্য্য প্রযুক্তমন্ত্র ভুজঙ্গের ন্যায় ধর্ষিত ও উন্নত হইয়াই আছে।”

পরিচারক যৌগন্ধরায়ণ অস্ত্রাগারে আছেন বলিলে, ভরতরোহক সেই দিকে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—“নীলহস্তীর ছলে যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রিত্বে বঞ্চিত হইয়াছ, সেই বৈরপ্রত্যাখ্যানের জন্য সে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে।”

পরিচারক ভরতরোহককে যৌগন্ধরায়ণ কোথায় দেখাইয়া দিলে, তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, যৌগন্ধরায়ণও উত্তর দিলেন। তাঁহার স্বরের গম্ভীরতা শুনিয়া পরিচারক বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, উত্তরের একটিমাত্র অক্ষরে যেন সে স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। ভরতরোহক তখন উপবেশন করিয়া যৌগন্ধরায়ণকে বলিলেন,—“যৌগন্ধরায়ণ, এই অশরীর বাক্য শুনিয়াছি বটে, ভাগ্যক্রমে আজ আপনাকে দেখিলাম।”

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—“ভাগ্যক্রমে আমিও আপনাকে দেখিলাম। আমাকে ভাল করিয়াই দেখুন। এক্ষণে আমি রুধির-

প্লাবিত অঙ্গে বীরনিয়মে স্থিত হইয়া গুরুশক্রবিনাশের পর শান্ত দ্রোণীর ন্যায় অবস্থান করিতেছি।"

শুনিয়া ভরতরোহক কহিলেন,—"ইহা দেখিতেছি, ছলক্রমে যে গজব্যাপার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই জন্য আত্মপ্রশংসা।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি, সেটা ছল? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অনুচিত হয় নাই। যে বঞ্চনা মল্লিকাশালবৃক্ষে রচিতা হইয়া নাগাশ্রিতা হইয়াছিল, যাহার জন্য আমাদের নরপতি বাহুপধানে ক্ষিতিশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তিনিগ্রহের পরিচয়জন্য যে বীণাশ্রিতা বঞ্চনার অবতারণা হয়, তাহা আপনাদেরই পূর্ব্বপ্রস্তুত। আমি তাহার অনুসরণমাত্র করিয়াছি, কাজেই আমার কোন অপরাধ নাই।"

শুনিয়া ভরতরোহক একটু বিরক্তিসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অগ্নি সাক্ষী করিয়া মহাসেনের কন্যাকে শিষ্যা বলিয়া স্বীকারের পর অদত্তা তাহাকে হরণরূপ তস্করবৃত্তি যুক্তিযুক্তই বটে।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"ওরূপ কথা বলিবেন না। ইহা নিশ্চয়ই স্বামীর বিবাহ। ভরতবংশে জাত, বৎসকুলের বলবান্ পতি দারনির্দ্দেশ না করিয়া কখনও উপদেশ দিতে পারেন না।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"আজিও পর্য্যন্ত মহাসেন বৎসরাজের সৎকার করিয়াছেন। তাহা বিবেচনা করা হইল না কেন?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"ও কথা বলিবেন না, নলাগিরি শিক্ষিতদিগের কথা শুনায়, রাজার আজ্ঞা মানিবে বলিয়া, তাহারই জন্য বৎসরাজ বিমুক্ত হন। মহাসেন নিজ শরীর ও যশ এবং সুহৃদ্‌গণের জীবনরক্ষার জন্যই তাহা করিয়াছিলেন।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"যদি নলাগিরির জন্য তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন, তবে আবার বদ্ধ হইলেন না কেন?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"লোকনিন্দার ভয়ে।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"প্রত্যক্ষ রাজব্যবহারে আপনি অভ্যস্ত, ভাল, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধজিত শত্রুর পক্ষে ব্যবস্থা কি?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"বধ।"

ভরতরোহক বলিয়া উঠিলেন,—"বৎসরাজ বধযোগ্য হইলে, তবে আমরা তাঁহার সৎকার করিলাম কেন?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"যাহাতে তাঁহার শরীর নষ্ট না হয়, ইহা আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য সৎকার করিয়াছিলেন।"

ভরতরোহক বলিলেন,—"স্বামী কি তাহা শ্লাঘা মনে করিয়াছিলেন?"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা আপনাদের হস্তগত হওয়ায়, সেই সাধু যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, নাগেন্দ্রে আরোহণ না করিলে, কখনও বৈজয়ন্তী পাতিত করা যায় না।"

ভরতরোহক কহিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই যেন হইল। কিন্তু মহাসেনের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া কৌশাম্বীর প্রতি আপনি কি বুদ্ধি চালিত করিয়াছিলেন?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"ইহা হাসিরই কথা। যে আপনাদের অগ্রে গমন করে, তাহার শেষ কার্য্যের আবার কথা কি? বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলে, শাখা ছেদন করিতে কি অধিক পরিশ্রম হয়?"

সেই সময়ে কাঞ্চুকীয় আসিয়া ভরতরোহকের কাণে কাণে কি বলিলে, তিনি তাঁহাকে তাহা প্রকাশ্যে বলিতে কহিলেন। তখন কাঞ্চুকীয় যৌগন্ধরায়ণকে বলিতে লাগিলেন,—"রাজা বলিতেছেন,

নানা যুক্তিযুক্ত কারণে বুঝিতেছি, তুমি আমার কোন অপকার কর নাই, গুণে আমার দ্বেষ নাই, সুতরাং ভৃঙ্গার প্রতিগ্রহণ কর।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"হা ধিক্! আমার প্রজ্বালিত গৃহ এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, মন্ত্রীদিগের হৃদয়ও সেইরূপ, আমার ন্যায় দণ্ডধারী কৃতাপরাধ ব্যক্তির এরূপ সৎকার বধতুল্য।"

সহসা অন্তঃপুর হইতে হাহাকার শব্দ উঠিল। তাহা শুনিয়া ভরতরোহক বলিতে লাগিলেন,—"শ্যেনপক্ষীর আক্রমণে ত্রস্ত কুররীকুলের ধ্বনির ন্যায় প্রাসাদাগ্র হইতে ও কিসের শব্দ আসিতেছে?"

তাহার পর তিনি কাঞ্চুকীয়কে তাহা জানিতে বলিলে, তিনি চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, ও বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বাসবদত্তার অপহরণে মহিষী অঙ্গারবতী প্রাসাদ হইতে পতিত হইবার ইচ্ছা করায়, রাজা মহাসেন তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলেন যে, ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তোমার কন্যার বিবাহ অভিপ্রেত। এই হর্ষকালে দুঃখিত হইতেছ কেন? এক্ষণে চিত্রফলকে অঙ্কিত বৎসরাজ ও বাসবদত্তার বিবাহানুষ্ঠান কর। সেই জন্য স্ত্রীলোকেরা সহসা হর্ষব্যাকুলা হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে মঙ্গলময়ী কৌতুকক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"মহাসেন এইরূপ সম্বন্ধের ইচ্ছা করিতেছেন? তবে ভৃঙ্গার দাও।"

কাঞ্চুকীয় তখন তাঁহাকে ভৃঙ্গার প্রদান করিলে, ভরতরোহক বলিলেন,—"এক্ষণে মহাসেন আপনার আর কি উপকার করিবেন বলুন।"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"যদি মহাসেন প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি আর ইচ্ছা করিব? তথাপি গোসকল রজঃশূন্য হউক, পরচক্র শান্ত হইয়া উঠুক, আর রাজসিংহ এই সমগ্র মেদিনী শাসন করিতে থাকুন।"

স্বপ্নবাসবদত্ত।

(১)

অবন্তিরাজকন্যা বাসবদত্তার সহিত পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া বৎসরাজ উদয়ন সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন কখনও সমভাবে যায় না, ভাগ্যও স্থির থাকে না। অন্ধকারের পর আলোক, আবার আলোকের পর অন্ধকার, দুঃখের পর সুখ, আবার সুখের পর দুঃখ, ইহাই জগতের নিয়ম। বৎসরাজ যে সেই নিয়মেরই অধীন হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই আবার তাঁহার দশা-পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার অধিকাংশ রাজ্য শত্রুহস্তগত হইয়া গেল, কৌশাম্বীতে এক্ষণে আর তাঁহার রাজধানী নাই, তিনি লাবাণকে বাস করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ আবার ভ্রষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে সিদ্ধ জ্যোতির্বিদগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মগধেশ্বর দর্শকরাজার ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত পরিণীত হইলে, শত্রুহৃত সমগ্র রাজ্য বৎসরাজের অধিকারে আসিবে। কিন্তু বাসবদত্তা থাকিতে পদ্মাবতীর সহিত বিবাহ ঘটা অসম্ভব মনে করিয়া, যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বান্ তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। একদিন বৎসরাজ মৃগয়ায় বাহির হইলে, অমাত্যেরা লাবাণক গ্রামে অগ্নিদাহ ঘটাইলেন, পরে প্রকাশ করিলেন যে, বাসবদত্তা তাহাতে দগ্ধা হইয়াছেন। যৌগন্ধরায়ণও তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া অগ্নিমধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। সকল লোকে তাহাই বুঝিল, কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ তাহার

পূর্ব্বেই পরিব্রাজকের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, বাসবদত্তাকে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার বেশে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, ও তাঁহাকে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সময়ে বাসবদত্তার নাম হইল আবন্তিকা।

ক্রমে তাঁহারা একটি তপোবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈবক্রমে তথায় মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতীও আসেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে ভৃত্যেরা লোকজনদিগকে সরিয়া যাইতে বলিল।

তাহা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"এ তপোবনেও কি জন্য লোকজন সরাইয়া দিতেছে? ধীর আশ্রমবাসী বনফলে তুষ্ট মানী বল্কলধারিগণের যে ইহারা ত্রাস জন্মাইতেছে দেখিতেছি। চঞ্চলভাগ্যে বিস্মিত, নিজে গর্ব্বিত এবং যাহার লোকজন বিনয়-হীন, কে এমন আদেশপ্রচারে এই নিভৃত তপোবনকে গ্রাম করিয়া তুলিতেছে?"

বাসবদত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্য, কে এ সরাইয়া দিতেছে?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"যে ধর্ম্ম হইতে আপনাকে সরাইয়া লইতেছে।"

বাসবদত্তা বলিলেন,—"আমি সে ভাবে বলি নাই, আমি বলিতেছি, আমাকেও কি সরিতে হইবে?"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"অজ্ঞাত ভাগ্য এইরূপই অনাদৃত হইয়া থাকে।"

বাসবদত্তা বলিয়া উঠিলেন,—"আমার এত পরিশ্রমেও খেদ জন্মে নাই। কিন্তু এ অবজ্ঞা অসহ্য।"

সে কথায় যৌগন্ধরায়ণ বলিতে লাগিলেন,—"আপনি এ সকল

ভোগও করিয়াছেন, আবার ত্যাগও করিয়াছেন। এ বিষয়ে আর চিন্তা করিবেন না। পূর্ব্বে আপনারও এই ভাবে গমন অভিমত ছিল, আবার স্বামীর বিজয়লাভের পর শ্লাঘ্য অবস্থাই ঘটিবে। কালক্রমে জগতের পরিবর্ত্তমান ভাগ্যপংক্তি চক্রের অরশ্রেণীর মতই কখনও বা উচ্চে আবার কখনও বা নিম্নে গমন করিয়া থাকে।"

ভৃত্যেরা কিন্তু লোকদিগকে সরাইতেই লাগিল। সহসা মগধ-রাজের কাঞ্চুকীয় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ভৃত্য-দিগকে তপোবনের লোকজন সরাইতে নিষেধ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমরা রাজার এ অপবাদ পরিত্যাগ কর। আশ্রম-বাসিগণের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও না। এই মনস্বিগণ নগরের অবজ্ঞা পরিহারের জন্যই বনে আসিয়া বাস করিতেছেন।"

তখন ভৃত্যেরা নিবৃত্ত হইল। কাঞ্চুকীয়কে দেখিয়া যৌগন্ধরায়ণের তাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হইল। সেই বিশ্বাসে তিনি বাসবদত্তাকে লইয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ কাঞ্চুকীয়কে লোকজন সরাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে তপস্বী বলিয়া সম্বোধন করায়, যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তপস্বী সম্ভাষণটি গৌরবজনক বটে, কিন্তু আমার সহিত তাহার পরিচয় না থাকায় মনে লাগিতেছে না।"

ওদিকে কাঞ্চুকীয় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুনুন তবে, গুরুজনে যাঁহাকে দর্শক বলিয়া অভিহিত করেন, আমাদের সেই মহারাজের ভগিনী পদ্মাবতী আসিতেছেন। মহারাজের মাতা এক্ষণে আশ্রমবাসিনী, পদ্মাবতী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহারই অনুমতিক্রমে রাজগৃহে ফিরিয়া যাইতেছেন। তাই আজ তপোবনে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা তীর্থোদক, সমিধ,

কুসুম, কুশপ্রভৃতি তপস্যার ধনসকল বন হইতে আহরণ করিয়া আমুন, ধর্ম্মপ্রিয়া নৃপসুতা তপস্বীদিগের ধর্ম্মপীড়া ইচ্ছা করেন না, ইহাই তাঁহাদের কুলব্রত।”

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে বলিলেন,—“তাহা হইলে ইনিই সেই মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতী। পুষ্পকভদ্রপ্রভৃতি জ্যোতিষিকেরা ইঁহাকেই স্বামীর দেবী হইবেন বলিয়া আদেশ করিয়াছেন। সংকল্প-বশে বিদ্বেষ বা আদর জন্মিয়া থাকে। প্রভুপত্নীর অভিলাষে ইঁহাতে আমার আত্মীয়তাই জন্মিতেছে।”

পদ্মাবতী রাজকন্যা শুনিয়া বাসবদত্তার মনেও তাঁহার প্রতি ভগিনীস্নেহ জন্মিল। সেই সময়ে পরিজনে বেষ্টিত হইয়া পরিচারিকার সহিত পদ্মাবতী আসিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া আশ্রমে আনিতেছিল। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া এক তাপসীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তাপসী তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। বাসব-দত্তা মনে মনে রাজকন্যার বংশানুরূপ রূপের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতী তাপসীকে বন্দনা করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—“চিরজীবিনী হও, এস, বৎসে, এস, তপোবন অতিথি-দিগেরই নিজ গৃহ।”

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—“আর্য্যে, আমার তাহাতে বিশ্বাস জন্মি-তেছে, এই সম্মানবাক্যে অনুগৃহীত হইলাম।”

বাসবদত্তা মনে মনে বলিলেন,—“কেবল রূপ নহে, ইহার কথাও মধুর।”

তাপসী তখন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভদ্রমুখের ভগিনীটিকে কোন রাজা বরণ করেন নাই কি?”

পরিচারিকা উত্তর দিল,—"উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত পুত্রের জন্য দূত পাঠাইতেছেন।"

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিলেন,—"তাহাই হউক, তাহা হইলে ত আমারই আত্মীয়া হইতেছেন।"

তাপসী কহিলেন,—"ইহার রূপটি এইরূপ আদরেরই যোগ্য বটে, আবার এই দুই রাজকুলও মহৎ বলিয়া শুনা যায়।"

পদ্মাবতী তখন কাঞ্চুকীয়কে বলিতেছিলেন,—"আর্য্য, অভিপ্রেত বস্তু-দানে আমাকে অনুগৃহীত করার জন্য মুনিজনের দর্শনলাভ করিলেন কি? কে কি ইচ্ছা করেন, এই বলিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করুন।"

'যাহা আপনার অভিপ্রায়' বলিয়া কাঞ্চুকীয় তপস্বীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা শুনুন, ইনি মগধরাজপুত্রী, এই বিশ্বাসে বিশ্বস্তা হইয়া ধর্ম্মার্থে নিমন্ত্রণ করিয়া জানাইতেছেন যে, কাহার কলসে প্রয়োজন, কেহ বা বস্ত্র অন্বেষণ করেন, দীক্ষিতেরা কি গুরু-দক্ষিণা চাহেন? আমাদের ধর্ম্মাভিরামপ্রিয়া রাজকন্যা এইরূপে আপ-নাকে অনুগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাই যাঁহার যাহা অভি-প্রেত, আপনারা বলুন, কাহাকে কি প্রদান করিতে হইবে?"

যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে কোথায় রাখিয়া দিবেন বলিয়া যে চিন্তা করিতেছিলেন, তাহারই উপায় উপস্থিত দেখিয়া কাঞ্চুকীয়ের নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আমি একজন প্রার্থী।"

তখন পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে আমার তপোবনে আগমন সফল হইল দেখিতেছি।"

তাপসী কিন্তু বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের আশ্রমের তপস্বীরা সকলেই সন্তুষ্ট, এ কোন আগন্তুক হইবে।"

কাঞ্চুকীয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে আপনার কি করিতে হইবে?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"এটি আমার ভগিনী, ইনি এক্ষণে প্রোষিতভর্ত্তৃকা, তাই ইঁহাকে কিছুকাল রক্ষা করিবার জন্য রাজকুমারীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমার অর্থে, ভোগে অথবা বস্ত্রে প্রয়োজন নাই, আর বৃত্তির জন্যও আমি এই কাষায় ধারণ করি নাই। রাজকুমারীকে দেখিয়া তাঁহাকে ধীরা ও ধর্ম্মশীলা বলিয়া মনে হইতেছে, তাই তিনি আমার ভগিনীর চরিত্র রক্ষা করিতে পারিবেন।"

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ আমাকে এই তপোবনেই নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিতেছি, তবে বিবেচনা না করিয়া তিনি কিছু করিবেন না।"

কাঞ্চুকীয় পদ্মাবতীকে বলিলেন,—"এ বিষয়টি বড়ই গুরুতর, কিরূপেই বা প্রতিজ্ঞা করি। কারণ, অর্থ ও প্রাণ সুখে দান করা যায়, তপস্যা করাও সুখকর, আর সকলই সুখের বটে, কিন্তু গচ্ছিত বস্তুর রক্ষা অত্যন্ত দুঃখকর।"

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"সে কি! প্রথমে কে কি ইচ্ছা কর, উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া এক্ষণে বিচার করা অনুচিত। ইনি যাহা বলিতেছেন, তাহারই অনুষ্ঠান করুন।"

কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"আপনার অনুরূপই কথা বলিয়াছেন।"

পরিচারিকা ও তাপসী পদ্মাবতীকে এরূপ সত্যবাদিনী দেখিয়া তাঁহাকে 'চিরজীবিনী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কাঞ্চুকীয় তখন অগ্রসর হইয়া যৌগন্ধরায়ণকে জানাইলেন,—"আপনার ভগিনীর পরিপালনে রাজকুমারী স্বীকৃতা হইয়াছেন।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"অনুগৃহীত হইলাম।"

তাহার পর তিনি বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর নিকট যাইতে বলিলে, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“এক্ষণে আর উপায় কি, তবে মন্দ-ভাগিনী আমি চলিলাম।”

বাসবদত্তা পদ্মাবতীর নিকট গমন করিলে, তিনি তাঁহাকে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—“ভালই হইল, ইনি এক্ষণে আমাদের আত্মীয়া হইলেন।”

তাপসী অনেকক্ষণ হইতে বাসবদত্তাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন,—“ইঁহার আকৃতি দেখিয়া ইঁহাকেও রাজকন্যা বলিয়াই মনে হয়।”

সে কথায় পরিচারিকা বলিয়া উঠিল,—“আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, আমারও মনে হইতেছে, ইনি সুখেই ছিলেন।”

বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর হস্তে অর্পণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। তাই তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—“আজ আমার ভারের অর্দ্ধাবসান হইল। মন্ত্রীদিগের সহিত যেরূপ পরামর্শ করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। তাহার পর স্বামী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি যখন দেবী বাসবদত্তাকে লইয়া যাইব, সে পর্য্যন্ত এই মগধরাজপুত্রী আমার বিশ্বাসপাত্রী হইয়া থাকিবেন। মহারাজের বিপদ দেখিয়া যাঁহারা প্রথমে আদেশ করিয়াছিলেন যে, পদ্মাবতী নরপতির মহিষী হইবেন, তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই কার্য্য করিলাম। দৈব কখনও সুপরীক্ষিত সিদ্ধবাক্য অতিক্রম করিতে পারে না।”

সেই সময়ে একজন ব্রহ্মচারী তপোবনে প্রবেশ করিলেন। মধ্যাহ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন, পরে বিশ্রামের জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সেইখানেই আগমন করেন, ও তাহাকে তপোবন বলিয়া বুঝিতে পারেন।

ব্রহ্মচারী দেখিতেছিলেন যে, তথায় হরিণসকল স্থানের প্রত্যয়ে বিশ্বস্ত ও অচকিতভাবে বিচরণ করিতেছে, বৃক্ষগুলি পুষ্পফলে শোভিত শাখায় ভূষিত হইয়া সদয়ভাবে রক্ষিত হইতেছে, কপিল গোধনসকল দলে দলে রহিয়াছে, কোন দিকে ক্ষেত্র নাই, প্রচুর পরিমাণে ধূম উঠিয়া সমস্তই ছাইয়া ফেলিতেছে। এই সকল দেখিয়া সে স্থানটিকে তাঁহার নিঃসন্দেহে তপোবন বলিয়াই মনে হইল।

তাহার পর তিনি তপোবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঞ্চুকীয়কে দেখিয়া তাঁহাকে আশ্রমবিরুদ্ধ লোক বলিয়া মনে করিলেন। পরে তপস্বিগণকেও দেখিতে পাইলেন, তখন আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে কাঞ্চুকীয় তাঁহাকে কহিলেন,—"আপনি স্বচ্ছন্দে আসুন, আশ্রম সর্ব্বসাধারণেরই।"

ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া বাসবদত্তা লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন, পদ্মাবতী তাঁহাকে পরপুরুষদর্শন পরিহার করিতে দেখিয়া আপনার ন্যাসকে সুপরিপালনীয় বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চুকীয় ব্রহ্মচারীকে কহিলেন,—"আমরা পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

ব্রহ্মচারী আচমন করিয়া পরিশ্রমশান্তি হইল বলিলে, যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন, ও তাঁহার কোথায় বা থাকা হয়।

তাহার উত্তরে ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন,—"আমি রাজগৃহ হইতে আসিতেছি, বেদাধ্যয়নের জন্য বৎসভূমি লাবাণক গ্রামে বাস করিতাম।"

লাবাণকের কথা শুনিবামাত্র বাসবদত্তার সন্তাপ যেন নূতন হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল। যৌগন্ধরায়ণ ব্রহ্মচারীর বিদ্যা শেষ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হয় নাই বলিলেন। যৌগন্ধরায়ণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তবে কি জন্য তিনি এদিকে আসিতেছেন।

তাহার উত্তরে ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন,—"সেখানে একটি বিপদ ঘটায়, আমাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। লাবাণকে উদয়ন নামে এক রাজা থাকেন, তাঁহার মহিষী অবন্তিরাজপুত্রী বাসবদত্তাকে রাজা বড়ই ভালবাসিতেন। রাজা মৃগয়ায় গমন করিলে, গ্রামদাহে রাণী দগ্ধা হইয়া যান।

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিলেন,—"ইহা মিথ্যা কথা, হতভাগিনী আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।"

ব্রহ্মচারী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তাহার পর তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও অগ্নিতে পতিত হন। মৃগয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজা ঐ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তাঁহাদের বিয়োগে আগুনে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, অমাত্যেরা অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছেন।"

সে কথায় বাসবদত্তা মনে মনে বলিলেন,—"আমার প্রতি আর্য্যপুত্রের দয়ার কথা জানি।"

ব্রহ্মচারী আবার কহিলেন,—"মহিষীর দগ্ধাবশিষ্ট আভরণাদি আলিঙ্গন করিয়া রাজা শেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।"

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে আর্য্য যৌগন্ধরায়ণের অভিলাষ পূর্ণ হউক।"

তাহার পর তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা

পদ্মাবতীকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে. তিনি উত্তর করিলেন,—"দয়াবশেই ইঁহার অশ্রুপাত হইতেছে।"

যৌগন্ধরায়ণ তখন বলিয়া উঠিলেন—"তাহাই বটে, আমার ভগিনী স্বভাবতঃই দয়াশীলা।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"তাহার পর ধীরে ধীরে রাজা সংজ্ঞা লাভ করিলেন।"

শুনিয়া পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"ভাগ্যক্রমে তিনি বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, মূর্চ্ছিত শুনিয়া আমার হৃদয় যেন শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।"

ব্রহ্মচারী আবার বলিতে লাগিলেন,—"তাহার পর সেই রাজা ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে ভূমি-শয্যা হইতে সহসা উঠিয়া, 'হা বাসবদত্তে, হা অবন্তিরাজপুত্রি, হা প্রিয়ে, হা প্রিয়শিষ্যে' এইরূপ কত কি বলিতে বলিতে অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। অধিক আর কি বলিব? এক্ষণে চক্রবাকও সেরূপ নহে, অথবা বিশিষ্টা স্ত্রীর বিয়োগে আর কাহাকেও এরূপ দেখা যায় না। যাঁহাকে স্বামী এরূপ ভাবে জানেন, সেই স্ত্রীই ধন্যা, ভর্ত্তৃস্নেহের জন্য তিনি দগ্ধা হইলেও অদগ্ধা।"

যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজাকে কি কোন অমাত্য প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেন নাই?"

ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন,—"রুমণ্বান্ নামে অমাত্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি রাজার ন্যায় অনাহারে থাকিয়া সর্ব্বদা কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষীণবদন হইয়া রাজার সমদুঃখে শরীরে সংস্কারাদি না করিয়া, দিবারাত্রি সযত্নে রাজার পরিচর্য্যা করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজাকেও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ভাগ্যক্রমে আর্য্য-পুত্র এক্ষণে ভাল লোকের হস্তেই পড়িয়াছেন।"

যৌগন্ধরায়ণও মনে মনে বলিতেছিলেন,—“হায়! রুমণ্বান্ তাহা হইলে গুরুভারই বহন করিতেছেন, আমার ভার ত এক্ষণে বিশ্রাম-যুক্ত হইল, কিন্তু তাঁহাতে অর্পিত ভার শ্রমযুক্তই রহিল। রাজা যাঁহার অধীনে, সকলেই তাঁহার অধীন বলিতে হইবে।”

তাহার পর তিনি প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“রাজা কি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন?”

ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন,—“তাহা বলিতে পারি না। রাজা ‘এখানে তাঁহার সহিত হাসিয়াছিলাম’, ‘এখানে কথা কহিয়াছিলাম’, ‘এখানে বাস করিয়াছিলাম’, ‘এখানে রাগিয়া উঠিয়াছিলাম’, ‘এখানে শুইয়া-ছিলাম’, এই সকল বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করায়, অমাত্যেরা তাঁহাকে সে গ্রাম হইতে লইয়া গিয়াছেন। তাহার পর আমি চন্দ্র-নক্ষত্রহীন আকাশের মত সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি।”

ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া তাপসী বলিলেন,—“এই আগন্তুকের নিকট রাজার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে গুণবান্ বলিয়াই বোধ হইতেছে।”

পরিচারিকা পদ্মাবতীকে কহিল,—“ভর্ত্তৃদারিকে, আর কোন স্ত্রী কি ইঁহার হস্তগত হইবে?”

পদ্মাবতী মনে মনে বলিলেন,—“আমার মনের কথাটিই বলিয়াছে।”

তাহার পর ব্রহ্মচারী যৌগন্ধরায়ণ ও কাঞ্চুকীয়কে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যৌগন্ধরায়ণও যাইবার জন্য পদ্মাবতীর অনুমতি চাহিলেন। কাঞ্চুকীয় সে কথা তাঁহাকে জানাইলে, পদ্মাবতী বলিলেন,—“আর্য্যের ভগিনী তাঁহারই জন্য উৎকণ্ঠিতা হইবেন।”

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—“সাধুজনের হস্তে পড়ায় ইনি আর উৎকণ্ঠিতা হইবেন না।”

তাহার পর তিনি কাঞ্চুকীয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন, কাঞ্চুকীয়ও পুনর্দ্দর্শনের অভিলাষ করিয়া সম্মতি দিলেন। পরে কাঞ্চুকীয় পদ্মাবতী ও বাসবদত্তাকে লইয়া আশ্রমমধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করিলেন। পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা তাপসীকে বন্দনা করিলে, তিনি পদ্মাবতীকে অনুরূপ পতিলাভের ও বাসবদত্তাকে সত্বর স্বামীর সহিত মিলনের আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাসবদত্তা 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া উত্তর দিলেন। তাহার পর কাঞ্চুকীয় তাঁহাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইলেন।

সেই সময়ে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায়, পক্ষিসকল কুলায়ে আসিতেছিল, মুনিগণ সলিলে অবগাহন করিতেছিলেন, অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল, তপোবনে ধূমরাশি ছড়াইয়া পড়িতেছিল, সংক্ষিপ্তকিরণ সূর্য্যদেব দূরে পরিভ্রষ্ট হইয়া রথ প্রতিনিবৃত্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে অস্তশিখরে আশ্রয় লইতেছিলেন।

(২)

তপোবন হইতে বাসবদত্তাকে লইয়া পদ্মাবতী রাজগৃহে আসিয়াছিলেন, রাজগৃহ মগধের রাজধানী। বাসবদত্তা তথায় আবন্তিকা নামেই পরিচিতা রহিলেন। পদ্মাবতী তাঁহার সহিত সখীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। একদিন পদ্মাবতী প্রমদবনমধ্যে মাধবীলতামণ্ডপের পার্শ্বে কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলেন। অলকগুলি কর্ণের উপর তুলিয়া দেওয়ায় ও ব্যায়ামজনিত স্বেদবিন্দুতে শোভিতা হওয়ায়, তাঁহার বদনখানি রমণীয়ই বোধ হইতেছিল।

বাসবদত্তা তাঁহার নিকটেই ছিলেন, পদ্মাবতীর কন্দুকটি হাতে করিয়া বাসবদত্তা তাঁহাকে বলিলেন,—"এই তোমার কন্দুক লও।"

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"এখন এই পর্য্যন্তই থাক।"

বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে কহিলেন,—"তা বটে, অনেকক্ষণ খেলা করায় তোমার হাত দুটি যে অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে, যেন আর কাহারও হাত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

সে কথায় পদ্মাবতীর পরিচারিকা কহিল,—"খেলুন, ভর্ত্তৃদারিকা খেলুন, এই রমণীয় কন্যাকাল এইভাবেই কাটুক।"

বাসবদত্তা পদ্মাবতীর দিকে একটু অন্যভাবে দৃষ্টি করায়, পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যা আমাকে পরিহাস করার জন্য যেন তাকাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।"

বাসবদত্তা উত্তর দিলেন,—"না, না, আজ যেন তোমার শ্রী আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাই সম্মুখেই তোমার বরের মুখ দেখিতেছি।"

পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি সরিয়া যান, আমাকে পরিহাস করিবেন না।"

বাসবদত্তা বলিলেন,—"মহাসেনের ভবিষ্যপুত্রবধূ, আমি নীরবই হইলাম।"

পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাসেন কে?"

বাসবদত্তা উত্তর দিলেন,—"তিনি উজ্জয়িনীর রাজা, নাম প্রদ্যোত, তবে তাঁহার সৈন্যপরিমাণের জন্য তাঁহাকে মহাসেন বলিয়া থাকে।"

পরিচারিকা কহিল,—"ভর্ত্তৃদারিকা তাঁহার সহিত সম্বন্ধস্থাপনের ইচ্ছা করেন না।"

বাসবদত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এক্ষণে কাহাকে অভিলাষ করিতেছেন?"

পরিচারিকা উত্তর দিল,—"বৎসরাজ উদয়নের গুণ শুনিয়া তাঁহাকে ইচ্ছা করিতেছেন।"

তখন বাসবদত্তা মনে মনে বলিলেন,—"আর্য্যপুত্রকেই স্বামী ইচ্ছা করিতেছে?"

তাহার পর প্রকাশ্যে বলিয়া উঠিলেন,—"কি কারণে?"

পরিচারিকা কহিল,—"তিনি অত্যন্ত দয়ালু বলিয়া।"

বাসবদত্তা তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"জানি, জানি, এ জনও এই ভাবে উন্মাদিত হইয়াছে।"

পরিচারিকা পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা ভর্ত্তৃদারিকে, যদি সে রাজা বিরূপ হন?"

বাসবদত্তা বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, তিনি সুদর্শন।"

পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কিরূপে জানিলেন?"

বাসবদত্তা সহসা ঐ কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাই পদ্মাবতীর কথায় মনে মনে বলিতেছিলেন,—"আর্য্যপুত্রের প্রতি পক্ষপাতে নিজ অভিপ্রায়ও অতিক্রম করিতে হইয়াছে। তাহা হইলে এক্ষণে কি করি?"

তাহার পর কি বলিবেন স্থির করিয়া লইয়া উত্তর দিলেন,—"উজ্জয়িনীতে লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।"

শুনিয়া পদ্মাবতী কহিলেন,—"তাহা হইতে পারে বটে, কারণ, তিনি উজ্জয়িনীতে দুর্লভ নহেন। সকল লোকের মনোভিরাম হওয়ারই নাম সৌন্দর্য্য।"

সেই সময়ে পদ্মাবতীর ধাত্রী আসিয়া কহিল,—"ভর্ত্তৃদারিকার জয় হউক, আপনার সম্প্রদান হইয়া গেল।"

বাসবদত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহাকে?"

ধাত্রী উত্তর দিল,—“বৎসরাজ উদয়নকে।”

বাসবদত্তা বলিলেন,—“সে রাজার কুশল ত?”

ধাত্রী কহিল,—“সকুশলেই ত তিনি আসিয়াছেন, এবং ভর্ত্তৃদারিকার গ্রহণে স্বীকারও করিয়াছেন।”

শুনিয়া বাসবদত্তা বলিয়া উঠিলেন,—“অত্যাহিত।”

ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—“এখানে আবার কিসের অত্যাহিত?”

বাসবদত্তা উত্তর দিলেন,—“বিশেষ কিছু নয়, তবে ঐরূপ সন্তপ্ত হইয়া আবার তিনি উদাসীন হইয়া পড়িলেন?”

ধাত্রী তখন বলিতে লাগিল,—“আর্য্যে, মহাপুরুষদিগের হৃদয় শাস্ত্রজ্ঞানে পূর্ণ থাকে, ও তাহা সহজেই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে।”

তখন আবার বাসবদত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তিনি কি নিজেই বরণ করিয়াছেন?”

ধাত্রী উত্তর দিল,—“না, না, অন্য প্রয়োজনে এখানে আসায়, তাঁহার বংশ, জ্ঞান, বয়স ও রূপ দেখিয়া আমাদের মহারাজ নিজেই দান করিয়াছেন।”

বাসবদত্তা তখন মনে মনে বলিলেন,—“তাহা হইলে আর্য্যপুত্রের কোন অপরাধ নাই।”

সহসা আর একটি পরিচারিকা আসিয়া পদ্মাবতীকে বলিতে লাগিল,—“শীঘ্র শীঘ্র আসুন, আজকার নক্ষত্র ভাল, আজই কৌতুকমঙ্গল করিতে হইবে, আমাদের কর্ত্রী তাহাই আদেশ করিতেছেন।”

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“যতই তাড়াতাড়ি ঘটিতেছে, আমার হৃদয়ও ততই অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে।”

তাহার পর ধাত্রী পদ্মাবতীকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল, অন্য সকলেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

(৩)

পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল, নারীগণ বিবাহামোদে মত্ত হইলেন, বাসবদত্তার এ সকল কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তিনি অন্তঃপুরচতুঃশালে পদ্মাবতীকে রাখিয়া নিজ ভাগ্যের দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রমদবনে আসিলেন, ও বেড়াইতে লাগিলেন। আজ তাঁহার মহাবিপদ, তাঁহার স্বামী আজ অপরের হইতে চলিলেন।

কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর বাসবদত্তা একটি প্রিয়ঙ্গুলতামণ্ডপের শিলায় উপবেশন করিলেন, ও আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"চক্রবাকবধূই ধন্যা, কারণ, সে চক্রবাক হইতে বিরহিতা হইলে আর বাঁচিয়া থাকে না। কিন্তু আমি ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, আর্য্যপুত্রকে দেখিব, এই মনোরথেই বাঁচিয়া আছি।"

সেই সময় একটি পরিচারিকা কতকগুলি ফুল লইয়া তাঁহার সন্ধানে আসিল, পদ্মাবতীর নিমিত্ত কৌতুকমালা গাঁথার জন্য সে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর তাঁহাকে চিন্তাশূন্য হৃদয়ে নীহারাচ্ছন্ন চন্দ্রলেখার ন্যায় অসজ্জিত অথচ ভদ্রবেশে লতামণ্ডপের শিলায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল, ও তাঁহাকে বলিল যে, সে তাঁহাকে অনেকক্ষণ হইতে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

বাসবদত্তা কি নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিতে লাগিল,—"আমাদের কর্ত্রী বলিলেন যে, আপনি মহাকুলপ্রসূতা, স্নেহময়ী ও নিপুণা, তাই আপনাকে কৌতুকমালা গাঁথিতে হইবে।"

বাসবদত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার জন্য গাঁথিব?

পরিচারিকা উত্তর দিল,—"আমাদের ভর্তৃদারিকার জন্য।"

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ইহাও আমাকে করিতে হইল? দেবতারা নিতান্তই নিষ্ঠুর।"

পরিচারিকা বলিয়া উঠিল,—"আপনি এখন আর কিছু চিন্তা করিবেন না, জামাতা মণিভূমিতে স্নান করিতেছেন, তাই বলিতেছি, শীঘ্র শীঘ্র মালা গাঁথিয়া দিন।"

বাসবদত্তা মনে মনে বলিলেন,—"আমি যে আর কিছু চিন্তা করিতে পারিতেছি না।"

তাহার পর তিনি পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি জামাতা দেখিয়াছ?"

পরিচারিকা উত্তর দিল,—"ভর্ত্তৃদারিকার প্রতি স্নেহবশে ও নিজে-দের কৌতূহলের জন্য দেখিয়াছি বৈকি?"

বাসবদত্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ জামাতা বল দেখি?"

পরিচারিকা বলিল,—"সত্য বলিতেছি আর্য্যে, এরূপ আর কখনও দেখি নাই।"

বাসবদত্তা কহিলেন,—"বল দেখি, তিনি কি দেখিতে মনোহর?"

পরিচারিকা বলিতে লাগিল,—"কি আর বলিব? যেন ধনুর্ব্বাণ-হীন ভগবান্ কামদেব।"

বাসবদত্তা বলিয়া উঠিলেন,—"থাক্ ও কথা।"

পরিচারিকা কহিল,—"বারণ করিতেছেন কেন?"

বাসবদত্তা উত্তর দিলেন,—"পরপুরুষের কথা শুনিতে নাই।"

পরিচারিকা বলিল,—"তাহা হইলে শীঘ্র করিয়া মালা গাঁথিয়া দিন।"

তখন বাসবদত্তা তাহাকে পুষ্পাদি আনিতে বলিলেন, ও মনে মনে আপনার মন্দভাগ্যের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ফুলের সহিত দুই একটি ঔষধও ছিল, বাসবদত্তা তাহার একটি লইয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"এ ঔষধটির নাম কি?"

পরিচারিকা বলিল,—"অবিধবাকরণ।"

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিলেন,—"তাহা হইলে ইহা আমার ও পদ্মাবতীর উভয়েরই বহুবার গাঁথার প্রয়োজন।"

তাহার পর আর একটি ঔষধ লইয়া বলিলেন,—"এটি কি?"

পরিচারিকা উত্তর দিল,—"সপত্নীমর্দ্দন।"

বাসবদত্তা বলিলেন,—"এটি আমি গাঁথিব না।"

পরিচারিকা কেন গাঁথিবেন না জিজ্ঞাসা করিলে, বাসবদত্তা বলিয়া উঠিলেন,—"তাঁহার ভার্য্যা মরিয়াছে, কাজেই ইহার প্রয়োজন নাই।"

সহসা আর একটি পরিচারিকা আসিয়া কহিল,—"শীঘ্র শীঘ্র করুন, এয়োগণ জামাতাকে লইয়া অন্তঃপুরের চতুঃশালায় গিয়াছেন।"

বাসবদত্তা তখন মালা গাঁথিয়া শেষ করিয়াছিলেন, তাহারা তাহা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর বাসবদত্তা বলিতে লাগিলেন,—"এরা ত গেল। হায়! কি অত্যাহিতই ঘটিল, আর্য্যপুত্র আজ পরের হইলেন! উহু! শয্যায় গিয়াই দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করি, যদি কোনরূপে নিদ্রা আসে।"

এই বলিয়া তিনি প্রমদবন হইতে ধীরে ধীরে নিজ আবাস-গৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন, অশ্রুজলে তখন তাঁহার বদনখানি ভাসিয়া যাইতেছিল।

(৪)

মহাসমারোহে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। বৎসরাজ ও তাঁহার সহচরগণ মগধরাজের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, সকলেই তাহাতে আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ বিদূষক বসন্তকের আর আনন্দের সীমা রহিল না, এই শুভবিবাহের উৎসব তাঁহার নিকট রমণীয় বলিয়াই বোধ হইল। অনর্থ-সলিলাবর্ত্তে প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহারা যে তথা হইতে উঠিতে পারিবেন, এ আশা পূর্ব্বে করিতে পারেন নাই, কাজেই এরূপ সুখের অবস্থা আসায়, তাহাতে যে তাঁহারা প্রীত হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ কি? এইরূপে প্রাসাদে বাস, অন্তঃপুর-দীর্ঘিকায় স্নান, মধুরকোমল মোদকভক্ষণ প্রভৃতি বিদূষকের নিকট অপ্সরাসংসর্গহীন উত্তরকুরুবাসের ন্যায়ই বোধ হইতে লাগিল। এই সকল সুখের মধ্যে একটি প্রধান দোষ ঘটিতেছিল যে, বিদুষকের প্রচুর আহারটির পরিপাক হইতেছিল না, আর একটি দোষ এই যে, সুন্দররূপে আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি নিদ্রা লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি দেখিতেছিলেন, যেন সম্মুখে বাতরক্ত রহিয়াছে, এবং রোগে অভিভূত ও প্রাতর্ভোজনবর্জ্জিত হওয়াটা সুখের নহে বলিয়া তিনি মনে করিতেছিলেন।

বিদূষক যখন এই সকল বিষয় ভাবিতেছিলেন, সেই সময় একজন পরিচারিকা কর্ত্রীর আদেশক্রমে তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, বৎসরাজ স্নান করিয়াছেন কি না? বিদূষক বৎসরাজ স্নাত বলিলে, পরিচারিকা পুষ্পচন্দনাদি আনিতে গেল। বিদূষক তাহাকে সমস্তই আনিতে বলিয়া কেবল ভোজনসামগ্রী আনিতে নিষেধ করিলেন। পরিচারিকা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক

উত্তর দিলেন যে, কোকিলের চক্ষুপরিবর্ত্তনের ন্যায় তাঁহার উদরটিও উলট্ পালট্ করিতেছে। পরিচারিকা তখন 'তাহাই হইবে' বলিয়া চলিয়া গেল, বিদূষকও রাজার নিকট যাইতে লাগিলেন।

এই সময় পদ্মাবতী বাসবদত্তা ও অন্যান্য পরিজনের সহিত প্রমদ-বনে আসিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর পরিচারিকা তাঁহার প্রমদবনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন,—"শেফা-লিকাগুচ্ছে ফুল ফুটিয়াছে কি না, দেখিতে আসিয়াছি।"

শুনিয়া পরিচারিকা উত্তর দিল,—"ফুটিয়াছে, আহা! যেন প্রবালান্তরিত মুক্তামালায় গুচ্ছগুলি ছাইয়া গিয়াছে।"

তখন পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা যদি হয়, তবে আর বিলম্ব করিতেছ কেন? ফুল তুলিয়া আন।"

পরিচারিকা বলিল,—"আপনি তাহা হইলে এই শিলার উপর বসুন, আমি ফুল তুলিয়া আনিতেছি।"

পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে লইয়া শিলার উপর বসিলেন, কিছু পরে পরিচারিকা ফুল লইয়া আসিয়া বলিতে লাগিল,—"দেখুন, দেখুন, ভর্ত্তৃদারিকে, মনঃশিলাখণ্ডের ন্যায় শেফালিকাফুলে আমার অঞ্জলিটি ভরিয়া গিয়াছে।"

ফুল দেখিয়া পদ্মাবতী অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিলেন ও বাসবদত্তাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন, বাসবদত্তা তাহার প্রশংসা করিলেন। পরিচারিকা আর তুলিবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মাবতী নিষেধ করিলেন, তাহাতে বাসবদত্তা বলিলেন,—"নিষেধ করিতেছ কেন?"

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"আর্য্যপুত্র এখানে আসিয়া এই কুসুম-সমৃদ্ধি দেখিলে আমি সম্মানিতা হইব।"

তখন বাসবদত্তা কহিলেন,—"কেমন, স্বামী তোমার নিকট প্রিয় বোধ হইতেছেন ত ?"

পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা জানি না, তবে তিনি নিকটে না থাকিলে উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠি।"

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমি ত দুষ্কর কার্য্য করিতেছি, ইহারও ত ঐ কথা।"

পরিচারিকা বলিয়া উঠিল,—"ভর্ত্তৃদারিকা যথার্থই বলিয়াছেন, স্বামী আমার প্রিয়'।"

তাহার পর পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে বলিলেন,—"আমার একটা সন্দেহ হয়।"

বাসবদত্তা তাহা কি জানিতে চাহিলে, পদ্মাবতী বলিলেন— "আর্য্যপুত্র আমার যেমন প্রিয়, আর্য্যা বাসবদত্তারও সেইরূপ ছিলেন কি না ?"

শুনিয়া বাসবদত্তা বলিলেন,—"ইহার অপেক্ষাও অধিক।"

পদ্মাবতী তিনি কিরূপে জানিলেন জিজ্ঞাসা করিলে, বাসবদত্তা মহাসঙ্কটে পড়িলেন। বৎসরাজের পক্ষপাতে তাঁহার অভিপ্রায় অতিক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে কি বলিবেন, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিমেষমধ্যে তাহা স্থির করিয়া লইয়া তিনি উত্তর দিলেন,—"যদি তাঁহার অল্প স্নেহই থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখন স্বজন পরিত্যাগ করিতেন না।"

'হইতে পারে' বলিয়া পদ্মাবতী নীরব হইলেন। পরিচারিকা তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—"ভর্ত্তৃদারিকে, স্বামীকে বলুন, আমায় বীণা শিক্ষা দিন।"

পদ্মাবতী বলিলেন,—"আমি তাহা বলিয়াছি।"

বাসবদত্তা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহাতে তিনি কি উত্তর দিলেন?"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"কিছু না বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, ও নীরব হইয়া রহিলেন।"

শুনিয়া বাসবদত্তা বলিলেন,—"তাহাতে তুমি কি মনে করিলে?"

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"আমার মনে হইল, আর্য্যা বাসবদত্তার গুণ স্মরণ করিয়া দাক্ষিণ্যবশে আমার সম্মুখে রোদন করেন নাই।"

বাসবদত্তা তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমি ধন্যা।"

সেই সময় বৎসরাজ বিদূষকের সহিত প্রমদবনে আসিলেন। উদ্যানমধ্যে কতকগুলি কৃতচয়ন বন্ধুকপুষ্প ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকায়, বিদূষকের নিকট প্রমদবনটি রমণীয়ই বোধ হইতেছিল।

তিনি রাজাকে অগ্রসর হইতে বলিলে, রাজা বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, এই আমি আসিতেছি। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যখন আমি উজ্জয়িনী গিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা লাভ করিয়াছিলাম, সেই সময় অবন্তিরাজতনয়াকে স্বচ্ছন্দে দর্শন করায়, মন্মথ পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে কয়েকটি আজিও হৃদয়ে শল্যের ন্যায় বিঁধিয়া রহিয়াছে। আবার এখনও তিনি বিদ্ধ করিতেছেন। মদন যখন পঞ্চবাণ, তখন এ ষষ্ঠ শরটি কেমন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন?"

বিদূষক তখন পদ্মাবতীকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পদ্মাবতী লতামণ্ডপে আছেন, কিংবা অসনকুসুমব্যাপ্ত ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত পর্ব্বততিলক নামে শিলাখণ্ডে রহিয়াছেন, অথবা অধিককটুগন্ধে পূর্ণ সপ্তপর্ণবনে প্রবেশ করিয়াছেন, কিংবা মৃগপক্ষিবিচিত্র দারুপর্ব্বতে

গিয়াছেন, ইহাই প্রথমে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর শরতের নির্ম্মল আকাশে বলদেবের প্রসারিত বাহুর ন্যায় সারসশ্রেণী যাইতে দেখিয়া রাজাকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন।

রাজাও বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“বয়স্য, আমি তাহা দেখিতেছি বটে, সরল আয়ত বিরল নতোন্নত, পরিবর্ত্তনে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ন্যায় কুটিল ইহারা যেন ত্যক্তনির্ম্মোক ভুজঙ্গোদরের ন্যায় নির্ম্মল আকাশতলের সীমা বিভাগ করিয়া দিতেছে।”

পরিচারিকাও পদ্মাবতীকে সারসশ্রেণী দেখাইয়া বলিতেছিল,—“দেখুন, দেখুন, ভর্ত্তৃদারিকে, কোকনদমালার ন্যায় পাণ্ডুবর্ণে রমণীয় সারসপংক্তি কেমন অবিচলিত ভাবে উড়িয়া যাইতেছে।”

তাহার পর রাজার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িলে, সে পদ্মাবতীকে তাহা জানাইয়া দিল। পদ্মাবতীও তখন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। বাসবদত্তা তাঁহার সহিত থাকায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—“আপনার জন্য আর্য্যপুত্রের দর্শন পরিহার করিতে হইতেছে, চলুন, আমরা মাধবীমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করি।”

এই বলিয়া তাঁহারা লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। ওদিকে বিদূষক রাজাকে বলিলেন,—“পদ্মাবতী এখানে আসিয়া আবার চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।”

বিদূষক কিরূপে তাহা জানিলেন রাজা জানিতে চাহিলে, বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—“এই দেখুন না, শেফালিকাগুচ্ছ হইতে ফুল তোলা হইয়াছে।”

দেখিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“বসন্তক, আহা, ফুলগুলির কি বিচিত্রতা!”

সে কথায় বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“বসন্তক

কথাটি শুনিয়া আমার আবার মনে হইতেছে, যেন আমি উজ্জয়িনী-তেই রহিয়াছি।"

রাজা আবার বিদূষককে কহিলেন,—"এস, বসন্তক, আমরা এই শিলাতলে বসিয়া পদ্মাবতীর জন্য অপেক্ষা করি।"

কিছুক্ষণ বসিয়া বিদূষক উঠিয়া পড়িলেন ও বলিলেন,—"শরৎ-কালের তীক্ষ্ণ রৌদ্র অসহ্য; চলুন, আমরা মাধবীমণ্ডপের মধ্যে যাই।"

শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"বেশ, তবে তুমি আগে চল।"

তাহার পর তাঁহারা লতামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলে, পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য বসন্তক দেখিতেছি, সকলকে ব্যাকুল করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এক্ষণে কি করা যায়?"

পরিচারিকা উত্তর করিল,—"দাঁড়ান, এই মধুকরপূর্ণ অবলম্বিত লতাটি কাঁপাইয়া ভর্ত্তাকে আসিতে বারণ করিতেছি।"

পদ্মাবতী বলিলেন,—"তবে তাহাই কর।"

পরিচারিকা লতাটি কম্পিত করিলে মধুকরসকল উড়িতে লাগিল, বিদূষক তাহাতে রাজাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"দাসীপুত্র মধুকর-গুলা আমাকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"না না, তুমি ব্যস্ত হইও না, মধুকরের ভয় পরিত্যাগ কর। দেখ, মধুমদকল মধুকরগুলি মদনপীড়িতা প্রিয়ার দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া আছে। পাদন্যাসে বিষণ্ণ হইয়া ইহারা আমাদের ন্যায় কান্তাবিযুক্ত হইয়া পড়িবে। তাই বলিতেছি, এই-খানেই আমরা উপবেশন করি।"

তাহার পর দুই জনে সেই মাধবীমণ্ডপের নিকটেই বসিলেন।

দেখিয়া পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—“ভাগ্যক্রমে আর্য্যপুত্র বসিয়া পড়িয়াছেন।”

বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“ভাগ্যক্রমে আর্য্যপুত্রের শরীরটিকে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি।”

তখন তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছিল।

পরিচারিকা বলিয়া উঠিল,—“ভর্ত্তৃদারিকে, আমরা কিন্তু রুদ্ধ হইলাম, আর আর্য্যার চক্ষুও জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।”

বাসবদত্তা তখন তাড়াতাড়ি বলিলেন,—“মধুকরের উৎপাতে কাশকুসুমের রেণু চক্ষে পড়ায় তাহাতে জল আসিতেছে।”

শুনিয়া পদ্মাবতী কহিলেন,—“তাহা হইতে পারে বটে।”

এদিকে বিদূষক রাজাকে বলিতেছিলেন,—“প্রমদবন ত এখন শূন্য দেখিতেছি, তাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।”

রাজা উত্তর দিলেন,—“যাহা তোমার ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বল।”

তখন বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—“আমার কথাটি এই। আচ্ছা, কে আপনার প্রিয়তমা? বাসবদত্তা, না পদ্মাবতী?”

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—“তুমি যে দেখিতেছি, আমাকে গুরুতর আদরসঙ্কটে ফেলিলে?”

সে সময় পদ্মাবতী কহিলেন,—“তাই ত, আর্য্যপুত্র বেশ সঙ্কটে পড়িলেন দেখিতেছি।”

বাসবদত্তা মনে মনে আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এ দিকে বিদূষক আবার রাজাকে কহিলেন,—“আপনি স্বচ্ছন্দেই বলুন। একজন ত মরিয়া গিয়াছেন, আর একজন নিকটে নাই।”

রাজা উত্তর দিলেন,—"সখে, আমি বলিব না, তুমি বড়ই মুখর।"

শুনিয়া পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যপুত্র এতদূর বলিয়া ফেলিলেন?"

বিদূষক রাজার কথায় বলিলেন,—"আমি দিব্য করিতেছি, কাহাকেও বলিব না। এই দেখুন, জিব কাটিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি জিহ্বা দংশন করিলেন। তাহাতেও রাজা কহিলেন,—"সখে, বলিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

বিদূষক রাজাকে ছাড়িতেছেন না দেখিয়া পদ্মাবতী বলিতে লাগিলেন,—"ইহার দোষদর্শিতাটা আশ্চর্য্য বটে, ইহাতেও কি মন বুঝিতে পারিতেছে না?"

এদিকে বিদূষক রাজাকে বলিতেছিলেন,—"কি, আমাকে বলিবেন না? তাহা হইলে এই শিলাপাট হইতে আপনাকে একপদও যাইতে দিব না, এই আপনাকে রোধ করিলাম।"

শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"তুমি কি তবে বলপূর্ব্বক আমার কথা শুনিবে?"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, বলপূর্ব্বকই শুনিব।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা, দেখা যাক।"

তাহাতে বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"আপনি প্রসন্ন হউন, সত্য না বলিলে বয়স্যভাবে দিব্য দিব।"

রাজা তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আর কি উপায়? তবে শুন, পদ্মাবতী যদিও রূপে, শীলে ও মাধুর্য্যে আমার আদরের পাত্রী, তথাপি বাসবদত্তায় বদ্ধ আমার চিত্তটিকে তিনি হরণ করিতে পারিতেছেন না।"

শুনিয়া বাসবদত্তা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে

আমার খেদের পুরস্কার সত্যই হইল। এক্ষণে অজ্ঞাতবাস বহুগুণের বলিয়া মনে হইতেছে।”

রাজার কথা শুনিয়া পরিচারিকা পদ্মাবতীকে বলিয়া উঠিল,—“ভর্ত্তৃদারিকে, আপনার স্বামী দাক্ষিণ্যহীন।”

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—“ও কথা বলিও না, আমার আর্য্যপুত্র দাক্ষিণ্যেই পূর্ণ, তিনি এখনও আর্য্যা বাসবদত্তারই গুণ স্মরণ করিতেছেন।”

তাহাতে বাসবদত্তা তাঁহাকে বলিলেন,—“তুমি বংশানুরূপ কথাই বলিয়াছ।”

রাজা আবার বিদূষককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এক্ষণে তুমি বল, কে তোমার প্রিয়?—বাসবদত্তা, না পদ্মাবতী?”

শুনিয়া পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—“আর্য্যপুত্র দেখিতেছি যে বসন্তক হইয়া উঠিলেন।”

বিদূষক উত্তর দিলেন,—“আমি আর বিশেষ কি বলিব, উভয়েই আমার সম্মানের পাত্রী।”

সে কথায় রাজা বলিলেন,—“মূর্খ, আমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক শুনিয়া এক্ষণে নিজে কিছু বলিতেছ না কেন?”

বিদূষক কহিলেন—“তাহা হইলে আপনিও কি বলপূর্ব্বক শুনিবেন নাকি?”

রাজা উত্তর দিলেন,—“হাঁ, আমিও বলপূর্ব্বক শুনিব।”

বিদূষক বলিলেন,—“তাহা হইলে আপনি শুনিতে পাইবেন না।”

রাজা তাহাতে বলিয়া উঠিলেন,—“মহাব্রাহ্মণ, প্রসন্ন হও, নিজের ইচ্ছামতই বল।”

বিদূষক তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“তবে শুনুন, বাসব-

দত্তা আমার সম্মানের পাত্রী। আর পদ্মাবতী তরুণী, সুদর্শনা, অকোপনা, অনহঙ্কারা, মধুরভাষিণী, দাক্ষিণ্যপূর্ণা। বাসবদত্তার একটা মহাগুণ ছিল যে, তিনি মধুর ভোজনসামগ্রী লইয়া আমার প্রত্যুদ্গমন করিয়া আর্য্য বসন্তক কোথায় গেলেন বলিয়া অনুসন্ধান করিতেন।"

শুনিয়া বাসবদত্তা বলিলেন,—"বসন্তক, এখন ইহাকেই স্মরণ কর।"

বিদূষকের কথায় রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা, দেবী বাসবদত্তাকে এ সমস্তই বলিব।"

তাহাতে বিদূষক কহিলেন,—"বাসবদত্তা কোথায়? তিনি ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছেন।"

রাজা তখন বিষণ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বটে, বাসবদত্তা মরিয়াছেন। এইরূপ পরিহাসে আমার মন আক্ষিপ্ত হওয়ায়, পূর্ব্বাভ্যাসবশে ঐ কথাগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

পদ্মাবতী বলিতে লাগিলেন,—"রমণীয় কথাগুলি নৃশংসের জন্য ভিন্নরূপ হইয়া গেল।"

বাসবদত্তা মনে মনে বলিতেছিলেন,—"আমার এখন বিশ্বাস হইল, এমন কথা পরোক্ষে শুনাই প্রিয়।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি ধৈর্য্য ধরুন, দৈব অতিক্রম করা যায় না, ইহাকে এখন এইরূপই জানিবেন।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বয়স্য, আমার অবস্থা তুমি জানিতে পারিতেছ না, দুঃখ ত বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার প্রতি অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাই তাহা স্মরণ করিয়া আমার দুঃখ আবার নূতন হইয়া উঠিতেছে। অশ্রুবিসর্জ্জনই এক্ষণে আমার

একমাত্র উপায়, তাহাতে বুদ্ধি ঋণমুক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করিতেছে।"

বলিতে বলিতে রাজার নয়ন হইতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল ও তাঁহার মুখমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"চক্ষুজলে আপনার মুখটি আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। আমি মুখপ্রক্ষালনের জন্য জল আনিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তখন পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে বলিলেন,—"আর্য্যে, আর্য্যপুত্রের মুখ অশ্রুজলে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চলুন, এই সময়ে আমরা বাহির হইয়া যাই।"

বাসবদত্তা উত্তর দিলেন,—"সেই ভাল, অথবা তুমি থাক, উৎকণ্ঠিত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে, আমিই যাইতেছি।"

পরিচারিকা বলিল,—"আর্য্যা যথার্থই বলিয়াছেন, ভর্ত্তৃদারিকে, আপনি অগ্রসর হউন।"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"আমি কি তাহা হইলে নিকটে যাইব?"

'যাও সখি' বলিয়া বাসবদত্তা তথা হইতে পলাইয়া গেলেন। সেই সময়ে আবার বিদূষক জলপূর্ণ পদ্মপত্রহস্তে আসিতেছিলেন, পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

বসন্তককে জল আনিতে দেখিয়া পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্য বসন্তক, এটি কি?"

বিদূষক কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এটা এই, এই এটা।"

পদ্মাবতী তাঁহাকে আবার বলিলেন,—"আর্য্য, বলুন বলুন।"

তখন বিদূষক একটা উত্তর স্থির করিয়া কহিলেন,—"বাতাসে

কাশকুসুমের রেণু চক্ষে পড়ায় মহারাজের মুখে অশ্রুজল পড়িয়াছে, তাই এই জল লইয়া যাইতেছি, আপনিই এইটা গ্রহণ করুন।”

পদ্মাবতী জলপূর্ণ পদ্মপত্র হস্তে লইয়া বলিলেন,—“আহা! দাক্ষিণ্যপূর্ণ লোকের পরিজনকেও যে দাক্ষিণ্যপূর্ণ দেখিতেছি।”

তাহার পর তিনি রাজার নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—“আর্য্যপুত্রের জয় হউক, এই যে মুখপ্রক্ষালনের জল।”

রাজা পদ্মাবতীকে সম্ভাষণ করিয়া চুপে চুপে বিদূষককে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদূষক তাঁহার কাণে কাণে সমস্তই বলিয়া দিলেন। রাজা বিদূষককে সাধুবাদ দিয়া জল লইয়া আচমন করিলেন ও পদ্মাবতীকে বসিতে বলিলেন, পদ্মাবতীও উপবেশন করিলেন।

তাহার পর তিনি পদ্মাবতীকে বলিতে লাগিলেন,—“শরৎ-শশাঙ্কের ন্যায় শ্বেত কাশপুষ্পের রেণু বাতাসে উড়িয়া পড়ায় আমার মুখে অশ্রুপতন হইয়াছিল।”

কিন্তু মনে মনে বলিলেন,—“এই নবোঢ়া বালা হয় ত সত্য কথা শুনিয়া ব্যথা পাইবে, যদিও ইহার স্বভাব ধীর, তথাপি কাতর হওয়াই স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি।”

পাছে পদ্মাবতী উদয়নের মনোভাব বুঝিতে পারেন, সে জন্য রাজাকে তথা হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়ার ইচ্ছায় বিদূষক কৌশল করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“অপরাহ্নে আপনাকে সঙ্গে লইয়া সুহৃজ্জনকে দর্শন করা মগধরাজের উচিত, সৎকার সৎকারের দ্বারা স্বীকৃত হইলেই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। তাই বলি উঠুন।”

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“তাহাই হইবে, এ অভিপ্রায়টি

ভাল বটে। গুণ বা বিপুল সৎকারের কর্ত্তা লোকে সুলভ বটে, কিন্তু বোদ্ধাই দুর্লভ।"

তাহার পর সকলে তথা হইতে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন, বিদূষকেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

(৫)

পদ্মাবতীর শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, সহচরী পদ্মিনিকা ও মধুকরিকা তজ্জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আবন্তিকার মধুর কথায় তাঁহার বেদনার হ্রাস হইতে পারে মনে করিয়া পদ্মিনিকা তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য মধুকরিকাকে পাঠাইয়া দিল, এবং নিজেও রাজাকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত বিদূষক বসন্তকের নিকট চলিল। সমুদ্রগৃহে তাহারা পদ্মাবতীর শয্যা রচনা করিয়াছিল।

বৎসরাজ পদ্মাবতীর সহিত পরিণীত হইয়া বাসবদত্তার বিয়োগে অধিকতর কাতর হইয়া পড়িলেন, বিবাহের মঙ্গলোৎসবে তাঁহার কাতরতা আরও বাড়িয়া উঠে। বিদূষক তাহারই আলোচনা করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে পদ্মিনিকা তাঁহার নিকট গিয়া পদ্মাবতীর শিরঃ-পীড়ার কথা জানাইল, এবং রাজাকে সংবাদ দিতে বলিল। বিদূষক তাহার নিকট হইতে সমুদ্রগৃহে পদ্মাবতীর শয্যা রচনা হইয়াছে জানিয়া রাজার নিকট অগ্রসর হইলেন, পদ্মিনিকাও মস্তকের অনুলেপ-নাদি সংগ্রহে চলিয়া গেল।

বিরলে বসিয়া রাজা বাসবদত্তাকেই স্মরণ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—"কালক্রমে আমি আবার দায়ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু লাবাণকে হুতাশন যাঁহার অঙ্গযষ্টি দগ্ধ করিয়াছে,

হিমহতা পদ্মিনীর ন্যায় আমার অনুরূপা সেই শ্লাঘনীয়া অবন্তিরাজ-পুত্রীকেই চিন্তা করিতেছি।”

সহসা বিদূষক আসিয়া তাঁহাকে পদ্মাবতীর শিরঃপীড়ার কথা জানাইলেন, ও শীঘ্র অগ্রসর হইতে বলিলেন। রাজা কে সংবাদ দিল জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক জ্ঞাপন করিলেন যে, পদ্মিনিকার নিকট হইতে তিনি শুনিয়াছেন। তখন রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—“হায়! কি কষ্ট, রূপশ্রীতে শোভিতা গুণবতী প্রিয়া লাভ করিয়া পূর্ব্বাভিঘাতে পীড়িত আমার শোক এক্ষণে যেন কিছু মন্দ হইয়াছিল, কিন্তু আবার নূতন দুঃখও অনুভব করিতে হইল! তাই পদ্মাবতীকেও বাসবদত্তার ন্যায় দুঃখের কারণ বলিয়া মনে করিতেছি!”

তাহার পর রাজা পদ্মাবতী কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক উত্তর দিলেন যে, তাঁহার জন্য সমুদ্রগৃহে শয্যা রচনা করা হইয়াছে। রাজা তখন বিদূষকের সহিত অগ্রসর হইলেন, বসন্তক তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। সমুদ্রগৃহের নিকট আসিয়া বিদূষক রাজাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, রাজা প্রথমে তাঁহাকেই যাইতে বলিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া বিদূষক নিষেধ করিলেন।

রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—“দীপালোকে ভূমিতলে একটা সর্পকে লুটাইতে দেখা যাইতেছে।”

রাজা তখন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—“মূর্খ, এই কি তোমার সর্প? তোরণের সরল আয়ত চঞ্চল মালাগাছি ভূতলে বিচ্যুত হইয়া পড়ায়, তুমি তাহাকে সর্প বলিয়া মনে করিতেছ। মন্দানিলে

পরিবর্ত্তিত হইয়া রাত্রিতে তাহা সর্পের ন্যায় কিছু চেষ্টা দেখাইতেছে বটে।"

শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি সত্যই বলিয়াছেন, এটা সর্প নহে বটে।"

তাহার পর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"পদ্মাবতী এখানে আসিয়া আবার চলিয়া গিয়াছেন বোধ হয়।"

রাজা কহিলেন,—"না না, তিনি এখানে আসেন নাই।"

রাজা কিরূপে জানিলেন বিদূষক জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন,—"দেখ, শয্যাটি অবনত হইয়া যায় নাই, সমভাবেই বিস্তৃত আছে, তাহার আবরণটিও কুঞ্চিত দেখা যাইতেছে না, আর শিরঃপীড়ার ঔষধে মস্তকের উপাধানটিও মলিন হইয়া উঠে নাই, এবং রোগের জন্য চক্ষুর প্রীতিসম্পাদন করিবার জন্য কোন প্রকার শোভাই করা হয় নাই, আর রোগী শয্যা পাইলে শীঘ্র তাহা নিজে পরিত্যাগ করিতে চাহে না।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"তাহা হইলে আপনি কিছুক্ষণ এই শয্যায় বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করুন।"

'তাহাই হউক' বলিয়া রাজা শয্যায় উপবেশন করিলেন, ও বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, আমার নিদ্রা আসিতেছে, তুমি একটি কথা আরম্ভ কর।"

বিদূষক কহিলেন,—"আমি বলিতেছি, আপনি 'হুঁ' দিয়া যান।"

রাজা বলিলেন,—"তাহাই হইবে।"

তখন বিদূষক আরম্ভ করিলেন,—"উজ্জয়িনীনামে একটি নগরী আছে, সেখানকার 'উদকদান' পরম রমণীয় বলিয়া শুনা যায়।"

শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"উজ্জয়িনীর কথা কেন?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"তাহা যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে অন্য কথা বলিতেছি।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"বয়স্য, তাহা যে আমার অনভিপ্রেত তাহা নহে। কিন্তু আমাদের প্রস্থানকালে স্বজনদিগকে স্মরণ করিতে করিতে অবন্তিরাজপুত্রী যে নয়নকোণলগ্ন অশ্রুধারা স্নেহভরে আমার বক্ষে পাতিত করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিতেছি। আর বহুবার বীণাশিক্ষা দিলেও আবার তাহার শিক্ষার ছলে আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে থাকায় বীণাবাদনের যষ্টিটি পড়িয়া যাওয়ায়, তিনি যে শূন্যহস্তে শূন্যে বাজাইতেছিলেন, তাহাও মনে পড়িতেছে।"

সে কথায় বিদূষক কহিলেন,—"তবে আর একটি বলিতেছি, ব্রহ্মদত্ত নামে নগর আছে, তাহার রাজার নাম কাম্পিল্য।"

রাজা বিদূষক কি বলিতেছেন জানিতে চাহিলে, বিদূষক আবার সেই কথাই বলিলেন। শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"মূর্খ, রাজা ব্রহ্মদত্ত-নগর কাম্পিল্য, তাহাই বল।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"কি, রাজা ব্রহ্মদত্ত, নগর কাম্পিল্য?"

রাজা 'তাহাই বটে' বলিলে, বিদূষক কহিলেন,—"তাহা হইলে আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি ওটা মুখস্থ করিয়া লই।"

তাহার পর তিনি 'রাজা ব্রহ্মদত্ত, নগর কাম্পিল্য' অনেকবার এই কথা বলিয়া মুখস্থ করিতে লাগিলেন। পরে রাজাকে শুনাইতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। সে সময় শীত অনুভূত হওয়ায়, বিদূষক উত্তরীয় আনিবার জন্য তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

বাসবদত্তা পরিচারিকার সহিত সেই দিকে আসিতেছিলেন, তিনি পদ্মাবতী সমুদ্রগৃহে আছেন মনে করিয়া, তথায় উপস্থিত হন। পরি-

চারিকা তাঁহাকে সমুদ্রগৃহ দেখাইয়া দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে বলিয়া শিরঃপীড়ার অনুলেপন আনিতে গেল।

বাসবদত্তা আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"দেবতারা বড়ই নির্দ্দয়। পদ্মাবতী এক্ষণে বিরহবিধুর আর্য্যপুত্রের বিশ্রামস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেও অসুস্থ হইয়া পড়িল।"

তাহার পর তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজাকেই পদ্মাবতী বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। কেবল প্রদীপমাত্র রাখিয়া পদ্মাবতী-স্থানীয় রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, তিনি সহচরীদিগকে অনবধানা মনে করিতে লাগিলেন। শয্যার নিকট গিয়া তাঁহার বোধ হইল পদ্মাবতীই নিদ্রা যাইতেছেন। তখন তিনি সেই শয্যাতেই বসিলেন। অন্য আসনে বসিলে অল্প স্নেহ প্রকাশ পাইবে বলিয়া তিনি মনে করিলেন। কিন্তু আজ যেন পদ্মাবতীর নিকট বসিতে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। রাজার নিঃশ্বাস অবিচ্ছিন্ন ভাবে পতিত হওয়ায় তাঁহার বোধ হইল, পদ্মাবতীর রোগ দূরে গিয়াছে। রাজাকে শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিতে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, যেন পদ্মাবতীর ইচ্ছা তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। তখন বাসবদত্তা শয্যায় শয়ন করিলেন।

এই সময় রাজা স্বপ্নে 'হা বাসবদত্তা' বলিয়া উঠিলেন। তাহাতে বাসবদত্তা উঠিয়া পড়িলেন ও বলিতে লাগিলেন,—"এ কি আর্য্যপুত্র? পদ্মাবতী নয়? আমাকে ইনি দেখিলেন নাকি? তাহা হইলে আর্য্য যৌগন্ধরায়ণের মহান্ প্রতিজ্ঞাভার আমার দর্শনে নিষ্ফল হইয়া উঠিল!"

রাজা আবার স্বপ্নে বলিতে লাগিলেন,—"হা! অবন্তিরাজপুত্রি।"

বাসবদত্তা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা স্বপ্ন দেখিতেছেন,

তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভাগ্যক্রমে আর্য্যপুত্র স্বপ্ন দেখিতেছেন। এখানে আর কেহ নাই, আমি একটু থাকিয়া চক্ষু ও হৃদয়কে পরিতুষ্ট করিয়া লই।"

রাজা স্বপ্নে আবার বলিয়া উঠিলেন,—"হা প্রিয়ে, হা প্রিয়শিষ্যে, আমার কথার উত্তর দাও।"

তখন বাসবদত্তা তাহার উত্তর দিয়া কহিলেন,—"এই যে আমি কথা কহিতেছি।"

রাজা কহিলেন,—"তুমি কি রাগ করিয়াছ?"

বাসবদত্তা উত্তর দিলেন,—"না না, দুঃখিতা হইয়াছি।"

তাহাতে রাজা কহিলেন,—"যদি রাগ না করিয়া থাক, তাহা হইলে অলঙ্কার নাই কেন?"

বাসবদত্তা বলিলেন,—"ইহার পর আর কি?"

রাজা কহিলেন,—"তুমি কি বিরহিকাকে স্মরণ করিতেছ?"

রোষভরে বাসবদত্তা উত্তর দিলেন,—"তুমি যাও, এখানেও বিরহিকা?"

রাজা আবার বলিলেন,—"তাহা হইলে বিরহিকার জন্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি।"

এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া বাসবদত্তা বলিতে লাগিলেন,—"আমি অনেকক্ষণ আছি, পাছে কেহ দেখিতে পায়, তাহা হইলে এখন চলি, অথবা আর্য্যপুত্রের শয্যাবলম্বিত হস্তখানি শয্যাতেই রাখিয়া দিয়া যাই।"

তাহার পর বাসবদত্তা রাজার হস্তখানি লইয়া শয্যাতেই স্থাপন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার হস্তস্পর্শে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সহসা উত্থিত হইয়া 'বাসবদত্তা, দাঁড়াও

দাঁড়াও' বলিতে বলিতে যেমন বাহিরে যাইবার অভিপ্রায় করিলেন, অমনি দ্বারপার্শ্বে আহত হইলেন। তখন স্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে আমি দ্বারপক্ষের দ্বারা তাড়িত হইলাম, সেইজন্য স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু আমার মনোরথ যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সেই সময়ে বিদূষক আসিয়া কহিলেন,—"এই যে আপনি জাগরিত হইয়াছেন দেখিতেছি।"

রাজা বলিলেন,—"সখে, তোমাকে একটি প্রিয়সংবাদ দিতেছি, বাসবদত্তা জীবিত আছেন।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"কোথায় বাসবদত্তা? তিনি ত অনেক-দিন মরিয়াছেন।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"বয়স্য, তাহা নহে, আমাকে শয্যায় নিদ্রিত দেখিয়া তিনি জাগরিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাসবদত্তা দগ্ধা হইয়াছেন বলিয়া রুমণ্বান্ আমাকে প্রতারিত করিয়াছে।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"এটা অসম্ভব নয়, আমার নিকট উজ্জয়িনীর 'উদকদানের' কথা শুনিয়া আপনি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন।"

সে কথায় রাজা উত্তর দিলেন,—"যদি ইহা স্বপ্ন হয়, তাহা হইলে আমার অপ্রতিবোধনই ধন্য। আর যদি ইহা ভ্রম হয়, তাহা যেন চিরকালই থাকে।"

বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"এরূপে আপনাকে পরিহাসাস্পদ করিয়া তুলিবেন না। শুনিয়াছি, এই রাজবাটীতে অবন্তিসুন্দরী নামে একটি যক্ষিণী আছেন, বোধ হয় তাঁহাকেই দেখিয়া থাকিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"না, না, স্বপ্নশেষে যখন আমি জাগরিত হইয়া

উঠি, তখন চরিত্ররক্ষণে রতা তাঁহার অঞ্জনহীন নেত্রে ভূষিত দীর্ঘ অলকে শোভিত মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আর এই দেখ, সম্ভ্রান্তা দেবী আমার যে বাহু নিপীড়ন করিয়াছিলেন, স্বপ্নেও তাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়া সে রোমহর্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"আপনি এখন আর অনর্থ চিন্তা করিবেন না, আসুন, আমরা চতুঃশালায় যাই।"

সহসা কাঞ্চুকীয় তথায় উপস্থিত হইয়া, রাজার জয় উচ্চারণ করিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের মহারাজ দর্শক আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনার অমাত্য রুমণ্বান্ অনেক সেনাসামন্ত লইয়া আরুণিকে বধ করার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের হস্তী, অশ্ব, পদাতি প্রভৃতি বিজয়াঙ্গ সকলও সজ্জিত হইয়াছে। তাই আপনি উঠিয়া আসুন। তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন, রিপুসকলকে পরস্পর ভেদ করা হইয়াছে, আর আপনার গুণমুগ্ধ পুরবাসীরাও আশ্বাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার প্রস্থানসময়ে পশ্চাদ্ভাগ রক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। শত্রুদলনে যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্তই আমরা করিয়াছি, সৈন্যসকল গঙ্গা পার হইয়াছে, বৎসগণও আপনারই হস্তে আসিয়াছে।"

শুনিয়া রাজা উত্থিত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন,—"বেশ। আমিও তাহা হইলে এক্ষণে নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গে উত্তীর্ণ বিকীর্ণ শরনিকরে তরঙ্গায়িত মহার্ণবের ন্যায় রণসাগরে দারুণকর্ম্মদক্ষ আরুণিকে বিনাশ করিতেছি।"

তাহার পর সকলে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

(৬)

বৎসরাজ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সংবাদ উজ্জয়িনীতে পঁহুছিল, বাসবদত্তার দাহসংবাদও তথায় সকলে জানিয়াছেন। রাজ্য-প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া রাজা মহাসেন রৈভ্যগোত্রীয় কাঞ্চুকীয়কে ও বাসবদত্তার নিমিত্ত সান্ত্বনাদানের জন্য মহিষী অঙ্গারবতী ধাত্রী বসুন্ধরাকে উদয়নের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা বৎসরাজের রাজধানীর রত্ন-তোরণদ্বারের নিকট আসিয়া রক্ষকের সন্ধান করিলে, প্রতীহারী বিজয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। কাঞ্চুকীয় তাহাকে রাজার নিকট তাঁহাদের আগমনসংবাদ দিতে বলিলে, প্রতীহারী দ্বারপালের পক্ষে স্থান ও সময় উপযুক্ত নয় বলিয়া প্রথমে যাইতে অসম্মত হইল।

রাজা তখন শয্যামহাপ্রাসাদে ছিলেন, সেই সময়ে কোন ব্যক্তি বীণা বাজাইতেছিল, তাহা শুনিয়া রাজা ঘোষবতীর শব্দ বলিয়া অনুমান করেন। ঘোষবতীও অনেক দিন হইতে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। রাজা সে ব্যক্তিকে বীণা কোথায় পাইল জিজ্ঞাসা করায়, সে তাহাকে নর্ম্মদাতীরে গুল্মলগ্ন দেখিতে পায় বলিয়া উত্তর দেয়, এবং রাজার প্রয়োজন থাকিলে তাহা লইতেও বলে। রাজা তখন ঘোষবতীকে অঙ্কে লইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাহার পর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে অশ্রুপূর্ণলোচনে ঘোষবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, তোমাকে ত দেখিলাম, কিন্তু কৈ, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। ক্রমে রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। সেই জন্য প্রতীহারী সংবাদদানের স্থান ও সময় নহে বলিয়া কাঞ্চুকীয়ের কথায় রাজার নিকট যাইতে সম্মত হইতেছিল না। কাঞ্চুকীয় তাহাকে সেই বিষয়েরই কথা বলিতে তাঁহারা

আসিয়াছেন বলিলে, প্রতীহারী সম্মত হইল। সেই সময়ে রাজা শয্যা-মহাপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করায় সংবাদদানের সুযোগও ঘটিল।

রাজা বিদূষকের সহিত আসিতেছিলেন, ঘোষবতী তাঁহার হস্তেই ছিল, তিনি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন,—"তোমার ধ্বনিতে শ্রুতিসুখ জন্মে, দেবীর বক্ষে ও জঘনে সুপ্ত থাকিয়া, বিহগগণের ধূলিতে ধূসরিত হইয়া কিরূপে ভীষণ অরণ্যে বাস করিয়াছিলে? আর ঘোষবতি, তুমি স্নেহহীনা, কারণ, সেই তপস্বিনীর শ্রোণীভারে পার্শ্ব-নিপীড়ন, স্বেদলগ্ন বক্ষঃস্থলের সুখকর আলিঙ্গন, বিরহে আমার উদ্দেশে খেদ, এবং বাদ্যের মধ্যে মধ্যে সস্মিত কথাগুলি ত স্মরণ করিতেছ না।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"আপনি এক্ষণে আর অধিক সন্তাপ করিবেন না।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"সখে, ও কথা বলিও না, আমার চিরসুপ্ত অভিলাষ আবার এই বীণায় জাগরিত হইয়া উঠিল। ঘোষবতী যাঁহার প্রিয়তমা, সেই দেবীকে যে দেখিতে পাইতেছি না। বসন্তক, তুমি শীঘ্র শিল্পীর নিকট হইতে ঘোষবতীকে নূতন তার দিয়া বাঁধাইয়া আন।"

বিদূষক বীণাটি লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে প্রতীহারী আসিয়া রাজাকে রৈভ্য কাঞ্চুকীয় ও ধাত্রী বসুন্ধরার সংবাদ জানাইল। রাজা প্রথমে পদ্মাবতীকে ডাকিতে বলিলেন। প্রতীহারী তাঁহার আজ্ঞা-পালনে গমন করিলে, রাজা বলিতে লাগিলেন,—"এত শীঘ্র মহাসেন এ সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন?"

কিছুক্ষণ পরে প্রতীহারী পদ্মাবতীকে লইয়া তথায় আসিল। পদ্মাবতী রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"পদ্মাবতি, মহাসেন ও অঙ্গারবতীর নিকট হইতে রৈভ্য কাঞ্চুকীয় ও ধাত্রী বসুন্ধরার আগমনের কথা শুনিয়াছ কি ?"

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"শুনিয়াছি, আত্মীয়গণের কুশলসংবাদ শুনিতে পাওয়া আমারও প্রিয় বটে ?"

তাহাতে রাজা বলিলেন,—"তুমি যথার্থই বলিয়াছ। বাসবদত্তার স্বজন আমারও স্বজন বটে। পদ্মাবতি, এখানে ব'স, তুমি বসিতেছ না কেন ?"

শুনিয়া পদ্মাবতী কহিলেন,—"আমার সহিত বসিয়া কি আপনি ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ?"

রাজা বলিলেন,—"তাহাতে দোষ কি ?"

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"আর্য্যপুত্রের আবার বিবাহ হইয়াছে, ইহাতে ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাইবে।"

সে কথায় রাজা কহিলেন,—"যাহারা স্ত্রীদর্শন করিতে পারে, তাহাদিগকে তাহা না করিতে দিলে অনেক দোষ ঘটে। তাই বলিতেছি, তুমি ব'স।"

'যাহা আর্য্যপুত্র আজ্ঞা করেন' বলিয়া পদ্মাবতী তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন। তাহার পর রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যপুত্র, তাত ও মাতা কি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছি।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"পদ্মাবতি, তাহাই বটে, তাঁহারা কি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে আমার হৃদয়ও শঙ্কিত হইতেছে। আমি তাঁহাদের কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। চঞ্চল ভাগ্যবশে গুণের অপচয়ে যে পিতার রোষ জন্মায়, সেই পুত্রের মত আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিতেছি।"

সে কথায় পদ্মাবতী বলিলেন,—"প্রাপ্তকালে কিছুতেই রক্ষা করা যায় না।"

প্রতীহারী আসিয়া কাঞ্চুকীয় ও ধাত্রীর উপস্থিতি জানাইলে, রাজা তাঁহাদিগকে আসিতে বলিলেন। প্রতীহারী তাঁহাদিগকে লইয়া আসিল। আসিতে আসিতে কাঞ্চুকীয় বলিতেছিলেন,—"কুটুম্বের রাজ্যে আসিয়া অত্যন্ত হর্ষ হইতেছে বটে, কিন্তু রাজকন্যার মৃত্যু স্মরণ করিয়া বিষাদও আসিতেছে। দৈব, তুমি কি না করিলে? হায়, যদি এরূপ হইত যে, বৎসরাজের রাজ্য পরহস্তে রহিত, আর দেবী কুশলে থাকিতেন।"

প্রতীহারী তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলে, কাঞ্চুকীয় ও ধাত্রী অগ্রসর হইয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিলেন।

রাজা তখন সম্মান প্রদর্শন করিয়া কাঞ্চুকীয়কে বলিতে লাগিলেন,—"পৃথিবীর রাজগণের যিনি উদয়াস্তের প্রভু, এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত বান্ধব, সেই রাজার কুশল ত?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"হাঁ, মহাসেনের কুশল বটে, তিনিও এখানকার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।"

শুনিয়া রাজা আসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন,—"মহাসেন কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

তাহাতে কাঞ্চুকীয় বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা বৈদেহীপুত্রের উপযোগী কার্য্য বটে, আপনি আসনস্থ হইয়াই মহাসেনের সংবাদ শুনুন?"

'মহাসেন যাহা আজ্ঞা করেন' বলিয়া উদয়ন আবার আসনে উপবেশন করিলেন।

"তখন কাঞ্চুকীয় বলিতে লাগিলেন,—"মহাসেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ভাগ্যক্রমে আপনি আবার শত্রুহৃত রাজ্য অধিকার করিয়া-

ছেন, যাহারা কাতর বা অশক্ত, তাহাদের উৎসাহ জন্মে না, উৎসাহী-রাই প্রায় রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিয়া থাকে।"

শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"এ সকলই মহাসেনের প্রভাব। আমি পরাজিত হইয়াও তাঁহার পুত্রগণের সহিত লালিত হইয়াছি, আবার তাঁহার কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু রক্ষা করিতে পারি নাই। তাঁহার নিধন শুনিয়াও মহাসেন আমার প্রতি সেইরূপ আত্মীয়তাই দেখা-ইয়াছেন। বৎসদিগকে যে পাইয়াছি, তাহাতে সেই রাজাই কারণ।"

তাহার পর কাঞ্চুকীয় বলিলেন,—"এই পর্য্যন্ত মহাসেনের সংবাদ, মহিষীর কথা বসুন্ধরাই বলিবেন।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"হা মাতঃ! যিনি ষোড়শ অন্তঃপুরের মধ্যে জ্যেষ্ঠা, পবিত্রা ও নগরদেবতাস্বরূপিণী, আমার প্রবাসদুঃখে কাতরা সে মাতা কুশলিনী ত?"

ধাত্রী উত্তর দিলেন,—"মহিষী সুস্থই আছেন, আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

তাহাতে রাজা বলিলেন,—"সকলের কুশল জিজ্ঞাসা? মাতঃ এই প্রকারই কুশল!"

এই বলিয়া রাজা অধীর হইয়া পড়িলেন, তখন ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি অধিক সন্তপ্ত হইবেন না।"

কাঞ্চুকীয়ও বলিতে লাগিলেন,—"আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। মহাসেনপুত্রী মরিয়াও মরেন নাই। কারণ, আপনি তাঁহার প্রতি এরূপ অনুকম্পা দেখাইতেছেন। অথবা কে কাহাকে প্রাপ্তকালে রক্ষা করিতে পারে? রজ্জুচ্ছেদে কে ঘট ধরিয়া রাখিতে পারে? সংসার ও বনের এইরূপই সমান ধর্ম্ম, কালে কালে তাহাতে ছেদনও হয়, উদ্ভবও হইয়া থাকে।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—“আর্য্য, ও কথা বলিবেন না। মহাসেনের দুহিতা আমার শিষ্যা, মহিষী ও প্রিয়তমা। তাঁহাকে দেহান্তরেও স্মরণ করিব।”

ধাত্রী বসুন্ধরা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“মহিষী বলিয়া দিয়াছেন, বাসবদত্তা ত নাই, আমার বা মহাসেনের গোপালক ও পালক যেমন, তুমিও সেইরূপ প্রথম হইতেই অভিপ্রেত জামাতা। সেইজন্য তোমাকে উজ্জয়িনীতে লইয়া আসিয়াছিলাম, ও অগ্নি সাক্ষী না করিয়া বীণাশিক্ষার ছলে বাসবদত্তাকে দিয়াছিলাম। নিজের চপলতাবশে তুমি বিবাহমঙ্গল সম্পন্ন না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলে। আমরা কিন্তু তোমার ও বাসবদত্তার প্রতিকৃতি চিত্রফলকে অঙ্কিত করিয়া বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলাম। সেই চিত্রফলক তোমার নিকট পাঠাইতেছি, তাহা দেখিয়া এক্ষণে শান্ত হইতে চেষ্টা কর।”

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“তিনি অতি স্নেহপূর্ণ অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন, শতরাজ্যলাভ হইতে এ কথা প্রিয়তর। কারণ, আমি অপরাধী হইলেও তিনি স্নেহ বিস্মৃত হন নাই।”

চিত্রফলকখানি দেখিবার ইচ্ছায় পদ্মাবতী কহিলেন,—“আর্য্যপুত্র, চিত্রগত গুরুজনকে দেখিয়া অভিবাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।”

ধাত্রী তখন ‘দেখুন দেখুন, ভর্ত্তৃদারিকে’ বলিয়া বাসবদত্তার চিত্র-খানি পদ্মাবতীর হস্তে দিলেন। চিত্র দেখিয়া পদ্মাবতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“এ কি! এ চিত্র যে আর্য্যা আবন্তিকার অতিসদৃশ দেখিতেছি।”

তাহার পর তিনি প্রকাশ্যে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ প্রতিকৃতি কি আর্য্যার সদৃশী?”

রাজা উত্তর দিলেন,—“কেবল সদৃশী নয়, তাঁহাকেই যেন মনে

করিতেছি। হায় কি কষ্ট, কেমন করিয়া এই স্নিগ্ধবর্ণের দারুণ বিপত্তি ঘটিল! আর এই মুখমাধুর্য্য অগ্নিদেব বা কিরূপে দূষিত করিলেন ?"

তাহার পর পদ্মাবতী রাজার চিত্র দেখিয়া বাসবদত্তার চিত্র স্থির করিবার জন্য বলিলেন,—"আর্য্যপুত্রের প্রতিকৃতি দেখিয়া জানিতে চাহি যে, ইহা আর্য্যার সদৃশী কি না ?"

ধাত্রী তখন রাজার চিত্রখানি তাঁহাকে দিয়া দেখিতে বলিলেন। রাজার সদৃশীই তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া পদ্মাবতী কহিলেন,—"আর্য্য-পুত্রের সদৃশী প্রতিকৃতি দেখিয়া জানিতেছি যে, ইহা আর্য্যারও সদৃশী বটে।"

চিত্র দেখিতে দেখিতে পদ্মাবতী হৃষ্টা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিতে-ছিলন। রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"আর্য্যপুত্র, এই প্রতিকৃতির সদৃশী এখানেই আছেন।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কি, বাসবদত্তার সদৃশী ?"

পদ্মাবতী বলিলেন,—"হাঁ।"

তখন রাজা আবার কহিলেন,—"তাহা হইলে তাঁহাকে শীঘ্রই লইয়া এস।"

পদ্মাবতী বলিতে লাগিলেন,—"আমার কুমারী-অবস্থায় কোন এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তাঁহার ভগিনী বলিয়া আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা, পরপুরুষ দর্শন করেন না, তাই তাঁহাকে আমার সহিতই আগতা দেখিয়া আর্য্যপুত্র বুঝিয়া লইবেন।"

তাহাতে রাজা বলিলেন,—"যদি তিনি ব্রাহ্মণের ভগিনী হন, তাহা

হইলে নিশ্চয়ই অন্য কেহ হইবেন। লোকে পরস্পরগত রূপের তুল্যতা দেখা যায়।"

সহসা প্রতীহারী আসিয়া জানাইল যে, উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিয়া মহিষীর হস্তে গচ্ছিত তাঁহার ভগিনীকে চাহিতেছেন। রাজা তখন পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পদ্মাবতী, ইনি কি সেই ব্রাহ্মণ?"

পদ্মাবতী উত্তর দিলেন,—"হইতে পারে।"

রাজা প্রতীহারীকে অন্তঃপুরের নিয়মানুযায়ী শিষ্টাচারে তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলে, প্রতীহারী রাজার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল। রাজা তখন পদ্মাবতীকে আবন্তিকার আনয়নের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিছু পরে প্রতীহারী যৌগন্ধরায়ণকে লইয়া উপস্থিত হইল।

যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে বলিতেছিলেন,—"রাজার কল্যাণের জন্য মহিষীকে লুক্কায়িত রাখিয়া এবং তাহা হিতকর কার্য্য মনে করিয়াই আমি এ সকল করিয়াছি। এক্ষণে কার্য্য সিদ্ধ হইলেও রাজা কি বলিবেন, তাহাই ভাবিয়া হৃদয় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে।"

প্রতীহারী যৌগন্ধরায়ণকে অগ্রসর হইতে বলিলে, তিনি রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"এ স্বর যেন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। অহে ব্রাহ্মণ, আপনি কি আপনার ভগিনীকে পদ্মাবতীর হস্তে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"তাহাই বটে।"

তখন রাজা প্রতীহারীকে শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার ভগিনীকে আনিতে বলিলেন। কিছু পরে পদ্মাবতী আবন্তিকাবেশধারিণী বাসবদত্তা

ও প্রতীহারীর সহিত উপস্থিত হইলেন। আসিতে আসিতে পদ্মাবতী আবন্তিকাকে বলিতেছিলেন,—"আসুন, আসুন, আর্য্যা আপনাকে একটী প্রিয়সংবাদ দিতেছি, আপনার ভ্রাতা আসিয়াছেন।"

আবন্তিকা উত্তর দিলেন,—"ভাগ্যক্রমে এখনও পর্য্যন্ত মনে করিতেছেন।"

বাসবদত্তাকে একটু অন্তরালে রাখিয়া, পদ্মাবতী রাজার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"আর্য্যপুত্র, এই সেই গচ্ছিতা।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে গচ্ছিত বস্তু ফিরাইয়া দাও। সাক্ষী রাখিয়াই তাহা করিতে হয়। আর্য্য রৈভ্য ও মাননীয়া বসুন্ধরা সাক্ষী থাকুন।"

পদ্মাবতী তখন যৌগন্ধরায়ণকে কহিলেন,—"আর্য্য, এই আর্য্যাকে গ্রহণ করুন।"

অবন্তিকাকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া বসুন্ধরা বলিয়া উঠিলেন,—"এ যে ভর্ত্তৃদারিকা বাসবদত্তা।"

ব্যগ্র হইয়া রাজা বলিলেন,—"কি মহাসেনপুত্রী? দেবি! পদ্মাবতীর সহিত অভ্যন্তরে এস।"

তাহাতে যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"না না, প্রবেশ করা হইবে না। ইনি যে আমার ভগিনী।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"আপনি কি বলিতেছেন? ইনি মহাসেনপুত্রী।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনীত, জ্ঞানবান্, শুচি ও রাজধর্ম্মের গুরু হইয়া আপনার বলপূর্ব্বক হরণ করা উচিত নহে।"

শুনিয়া রাজা উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হউক, আমি রূপ-সাদৃশ্যই দেখিব।"

তাহার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আবরণ উন্মোচন কর।"

অমনি যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"স্বামীর জয় হউক।"

বাসবদত্তাও কহিলেন,—"আর্য্যপুত্রের জয় হউক।"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"এই যৌগন্ধরায়ণ, আর ইনি মহাসেন-পুত্রী! তবে ইহা কি সত্য, না স্বপ্ন? আবার তাঁহাকে দেখিতে পাই-তেছি। সেই স্বপ্নসময়ে ইঁহাকে দেখিয়াও কিন্তু বঞ্চিত হইয়াছিলাম।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"স্বামিন্, দেবীর অপনয়নের জন্য আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাই ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি রাজার চরণে নিপতিত হইলে, রাজা তাঁহাকে উঠাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তুমি ত যৌগন্ধরায়ণই বটে। মিথ্যা উন্মাদে, যুদ্ধবলে, শাস্ত্রদৃষ্ট মন্ত্রণাকৌশলে তুমি যে সকল যত্ন দেখাইয়াছ, তাহার দ্বারাইত বিপদ্‌মগ্ন আমরা আবার উদ্ধার পাইয়াছি।"

শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—"আমরা কেবল স্বামিভাগ্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকি।"

পদ্মাবতী বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! ইনিই আর্য্যা?"

তাহার পর তিনি বাসবদত্তাকে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যে, সখী-জনের ন্যায় ব্যবহারে প্রকৃত আচার অতিক্রম করিয়াছি, তাই অবনত-মস্তকে প্রসন্ন করিতেছি।"

এই বলিয়া পদ্মাবতী বাসবদত্তার চরণে নিপতিতা হইলেন। তিনি তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন,—"অবিধবে, উঠ, অর্থীর নিজ শরীরই অপরাধী।"

'অনুগৃহীতা হইলাম' বলিয়া পদ্মাবতী উত্তর দিলেন।

রাজা যৌগন্ধরায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বয়স্য যৌগন্ধরায়ণ, কি বুদ্ধিতে তুমি দেবীকে অপনয়ন করিয়াছিলে?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন,—"কেবল কৌশাম্বী রক্ষা করিব বলিয়া।

রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর পদ্মাবতীর হস্তে তাঁহাকে গচ্ছিত করার কারণ?"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"পুষ্পকভদ্রপ্রভৃতি জ্যোতিষিকগণ আদেশ করিয়াছিলেন যে, ইনি মহারাজের মহিষী হইবেন।"

শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"রুমণ্বান্ এ সকল জানিত?"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—"ইহা সকলেই জানিত।"

তাহাতে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে রুমণ্বান্ বড়ই শঠ।"

অবশেষে যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে বলিলেন,—"দেবীর কুশলসংবাদ দিবার জন্য আর্য্য রৈভ্য ও মাননীয়া বসুন্ধরা তাহা হইলে অদ্যই ফিরিয়া যান।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"না, না, আমরা সকলেই দেবী পদ্মাবতীকে লইয়া সেখানে যাইব। আর রাজসিংহ এই সাগরপ্রান্তা হিমালয়বিন্ধ্য-কুণ্ডলা একচ্ছত্রা মহী শাসন করিতে থাকুন।"

-:o:-

অবিমারক

(১)

সিন্ধুনদের নিকটে সৌবীরনামে একটি রাজ্য ছিল। সৌবীর-রাজের সহিত বৈরন্ত্যনগরেশ্বর কুন্তিভোজ রাজার ভগিনী সুচেতনার বিবাহ হয়, কুন্তিভোজের অপরা ভগিনী সুদর্শনা কাশীরাজের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। সুদর্শনা অগ্নিদেব হইতে এক পুত্ররত্ন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনী সুচেতনার পুত্র প্রসবসময়েই স্বর্গগত হওয়ায়, সুদর্শনা আপনার পুত্রটিকে সুচেতনার হস্তে দেন, সৌবীররাজ তাহার বিষ্ণুসেন নাম রাখেন। বিষ্ণুসেন অমানুষিক রূপলাবণ্য ও বলবীর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবে তিনি মেষ বা অবিরূপধারী ধূমকেতুনামে অসুরকে বিনাশ করিয়া অবিমারক নাম প্রাপ্ত হন।

সৌবীররাজ কোন কারণে চণ্ডভার্গবনামক ব্রহ্মর্ষির কোপে পড়ায়, তিনি তাঁহাকে সপরিবারে একবৎসরের জন্য চণ্ডাল হইয়া থাকিতে অভিশাপ দেন। সেইজন্য সৌবীররাজ স্ত্রীপুত্রপ্রভৃতি লইয়া চণ্ডালবেশে অজ্ঞাত ভাবে কুন্তিভোজের রাজধানীতে দিন কাটাইতেছিলেন। কুন্তিভোজের অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা কুরঙ্গী সেই সময়ে বিবাহবয়সে উপনীত হন, রাজা সেজন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। একদিন কুরঙ্গী উদ্যানভ্রমণে গিয়া ফিরিয়া আসার সময় এক মত্ত হস্তীর সমক্ষে পড়িয়া যান, সহসা অবিমারক আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অবিমারকের এই পরাক্রম ও করুণার কথা গৃহে গৃহে আলোচিত হইতে থাকে। সেদিন হইতে অবিমারক ও কুরঙ্গী পরস্পরের মধ্যে আবার অনুরাগেরও সঞ্চার হয়।

কুরঙ্গী উদ্যানে গেলে, রাজা উপাসনাগৃহে বসিয়া তাঁহারই বিবা-হের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। রাজা বলিতেছিলেন,—"আমি অনেক যজ্ঞ করিয়াছি, ব্রাহ্মণেরা আমার প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন, গর্ব্বিত রাজাদিগেরও ভয় জন্মাইয়াছি, ইহাতেও আমার মনে হর্ষ আসিতেছে না, কারণ, কন্যার পিতাকে বহু চিন্তাই করিতে হয়।"

তাহার পর তিনি কেতুমতীনামে প্রতীহারীকে মহিষীকে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন, প্রতিহারী তাঁহার আজ্ঞাপালনে গমন করিল। কিছু পরে মহিষী পরিচারিকাগণের সহিত সেখানে আসিলেন। তিনি রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজা তাঁহার প্রসন্ন বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি, নিত্যপ্রসন্না তোমায় আজ যেন অতি-প্রসন্না দেখিতেছি। তোমার এ হর্ষের কারণ কি?"

মহিষী উত্তর দিলেন,—"মহারাজ বলেন নাই কি যে, কুরঙ্গীর জন্য দূত আসিয়াছে। তাই অচিরে জামাতা দেখিতে পাইব মনে করিতেছি।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"সেইরূপই হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কিছুই নিশ্চয় হয় নাই।"

এই বলিয়া রাজা মহিষীকে বসিতে বলিলেন,—মহিষী রাজাজ্ঞা পালন করিলেন।

রাজা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেবি, অনেক পরীক্ষা করিয়াই তবে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। কারণ, জামাতার সম্পত্তি চিন্তা না করিয়া পিতার নিজ অভিলাষে কন্যাদান করিলে সে কন্যা গর্ব্বিতা হইয়া উঠে, এবং ক্ষুব্ধজলা নদীর দুকুলভঙ্গের ন্যায় সেও নিজের দুইকুল নষ্ট করিয়া ফেলে।"

সেই সময়ে দূরে একটা কোলাহল উঠিল, শব্দবাহুল্যে সেই

দূরস্থিত কোলাহল যেন নিকটে বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। তাহার সহস্র কারণ থাকিলেও রাজা কুরঙ্গীর বিপদাশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মহিষীও কন্যার উদ্যানগমনের কথা ভাবিতেছিলেন। রাজা কেহ নিকটে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, একজন পরিচারক আসিয়া জানাইল যে, মন্ত্রী কৌঞ্জায়ন রাজার নিকটে কিছু নিবেদন করার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে শীঘ্র আসিতে বলিলে, পরিচারক গিয়া কৌঞ্জায়নকে পাঠাইয়া দিল।

আসিতে আসিতে কৌঞ্জায়ন আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিতেছিলেন,—"অমাত্যের কার্য্য কি কষ্টকর! কার্য্য সিদ্ধ হইলে লোকে রাজার বলে ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, বিপদ হইলে মন্ত্রিবুদ্ধিরই দোষ দেয়। রাজাদের নিকট হইতে অমাত্য এ কথাটি শুনিতে সুখকর ও উদার বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে বুদ্ধিবলপটু ব্যক্তিরাও দণ্ডিত হয় এবং কুপুরুষই হইয়া উঠে।"

তাহার পর তিনি জয়সেন নামে প্রতীহারের নিকট হইতে রাজার উপাসনাগৃহে অবস্থানের কথা শুনিয়া এবং তথায় নিঃশঙ্ক ভাবে গমন করা যাইতে পারে জানিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্কোচে বসিতে বলিলেন ও সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন।

তখন কৌঞ্জায়ন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মহারাজ আমাকে রাজকুমারীর সহিত উদ্যানে যাইতে আদেশ দিলে, আমি তাঁহার পশ্চাতে যাই। সেখানে যথাসুখ ক্রীড়া করিয়া ফিরিয়া আসার সময় কুমারীর দাসদাসীর হাস্যপরিহাস ও কথাবার্ত্তায় উত্তেজিত হইয়া অঞ্জনগিরি নামে হস্তী গর্জ্জন করিতে করিতে মদজলে সিক্ত হইয়া

দুর্দ্দিনের ন্যায় আননে আরোহী পুরুষকে নিহত ও পাতিত করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতশরীরে অব্যক্ত ভীমমূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান্ পবনের মত দৃষ্টাদৃষ্ট লঘু গতিতে যেন অমাত্যগণের নিন্দা জন্মাইতে ও কোন পুরুষবিশেষের আবির্ভাব ঘটাইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।”

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“থাম, বেশী বলিতে হইবে না, কুরঙ্গীর কুশল ত?”

কৌঞ্জায়ন কহিলেন,—“স্বামিভাগ্যে তাঁহার কি অকুশল ঘটিতে পারে?”

তাহার পর রাজা তাঁহাকে সমস্ত বলিতে বলিলে, কৌঞ্জায়ন আবার বলিতে লাগিলেন,—“পরে সাধারণ লোকসকল পলাইতে আরম্ভ করিল, স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদ তুলিল, সাহসী পুরুষেরা সেখানে দাঁড়াইয়া তাহাকে বাধা দিতে গিয়া সকলে নিহত হইলেন। আমি নীতিগুপ্তই ছিলাম, উদ্যানগত উপকরণ সকল দেখিবার জন্য আমাকে ছুটিয়া যাইতে হইল, তাই মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ঘটায়, হস্তীটা সহসা কুমারীর যানের নিকট ছুটিয়া আসিল।”

শুনিয়া রাণী বলিয়া উঠিলেন,—“ইহার পর না জানি কি ঘটিবে!”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহা হইলে কুরঙ্গীকে কে রক্ষা করিল?”

কৌঞ্জায়ন পরে ‘কোন দর্শনী’—এইমাত্র বলিয়া নীরব হইলে, রাজা বলিলেন,—“তুমি সমস্তই বলিয়া যাও, বিপদ ত পরিহার করা যায় না।”

তখন আবার কৌঞ্জায়ন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“তাহার পর কোন দর্শনীয় অথচ অবিস্মিত, যুবা অথচ অনহঙ্কার, বীর অথচ দাক্ষিণ্যপূর্ণ, সুকুমার অথচ বলবান একটি পুরুষ হস্তীর আক্রমণে

পতিতা রাজকুমারীকে সে সময়ে দুর্লভ অভয় দিতে দিতে হস্তীটার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।”

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“দেখিতেছি সে যুবক করুণার সমস্ত ঋণই পরিশোধ করিয়াছে। পরে কি হইল বল।”

কৌঞ্জায়ন বলিতে লাগিলেন,—“তাহার পর সেই যুবাপুরুষ ললিত-ভঙ্গিতে অথচ সবেগে করতলে হস্তীটিকে তাড়না করিলে, সেই দুষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া কুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল।”

সে কথায় রাণী বলিয়া উঠিলেন,—“আহা, তাহার কুশল হউক।”

রাজাও পরে কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে, কৌঞ্জায়ন বলিতে আরম্ভ করিলেন,— “অবশেষে আমি ও মন্ত্রী ভূতিক উপস্থিত হইয়া রাজ-কুমারীকে আবার তাঁহার যানে তুলিয়া শীঘ্র শীঘ্র আনিয়া কন্যান্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছি।”

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—“এ যে দেখিতেছি বিষম প্রমাদ। আচ্ছা ভূতিক আসিল না কেন?”

কৌঞ্জায়ন উত্তর দিলেন,—“ভূতিক আমাকে বলিলেন, ‘আপনি গিয়া মহারাজকে সমস্ত ব্যাপার বলুন, আমি এই যুবকের বৃত্তান্ত ও বংশাদি জানিয়া শীঘ্রই যাইতেছি’।”

সে কথায় রাজা কহিলেন,—“তাহা হইলে দেখিতেছি ভূতিক সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই আসিবে।”

তাহার পর তিনি কৌঞ্জায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আচ্ছা, কৌঞ্জায়ন, সেই পরবিপদের সহায় কোন কুলে জন্মিয়াছে?”

কৌঞ্জায়ন উত্তর দিলেন,—“মহারাজ অন্ত্যজ বলিয়া তিনি আপনাকে ভুল বুঝাইতেছেন।”

শুনিয়া রাণী বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ অকুলীনে কি দয়া প্রকাশ করিতে পারে ?"

রাজা কহিলেন,—"এ ব্যাপারটি যে কি কিছুই বুঝা যাইতেছে না।"

সেই সময়ে মন্ত্রী ভূতিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিতে আসিতে বিস্ময়সহকারে ভূতিক বলিতেছিলেন,—"পৃথিবীতে অনেক রত্ন প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই পুরুষটির অকপট পরাক্রমে মনস্বীদিগের বিক্রমবুদ্ধিকে মন্দীভূত করিয়া দিয়াছে। আমার একটি সংশয় হইতেছে, কি জন্য ইনি আপনাকে ও আপনার বংশ গোপন করিতেছেন ? অথবা কে হস্তের দ্বারা সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে ? সৎপুরুষেরা পৃথিবীতে কোনরূপে প্রচ্ছন্ন থাকেন বটে, তাহা নিজের কোন কারণে অথবা গুরুজনের আদেশেও ঘটিতে পারে। কিন্তু পরের বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহা মোচন করার জন্য আপনাদের পূর্ব্বনিয়ম বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা প্রকাশিত হইয়াই পড়েন।"

তাহার পর তিনি প্রতীহার জয়সেনের নিকট হইতে রাজার উপাসনাগৃহে অবস্থিতি ও সে স্থান নিঃশঙ্ক জানিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন, ও রাজাকে মহিষীর সহিত উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। পরে রাজার নিকট অগ্রসর হইলেন, ও তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন।

রাজা তখন মহিষীকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কুরঙ্গীকে সান্ত্বনা করিতে বলিলে, মহিষী রাজাজ্ঞাপালনের জন্য তথা হইতে চলিয়া গেলেন। মহিষী গমন করিলে রাজা ভূতিককে বলিলেন,—"পরের জন্য যে নিজ শরীর উপেক্ষা করিয়াছিল, সেই পুরুষটির বৃত্তান্ত কি ?"

ভূতিক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুনুন মহারাজ, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে অবহেলাক্রমে ধীরে ধীরে ললিতভঙ্গিতে প্রিয়বয়স্যের ন্যায়

হস্তীটার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই কার্য্যে যেন লজ্জিত হইয়া বহুলোকের প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া, অবনতমস্তকে মন্দ মন্দ গতিতে নিজ আবাসে গমন করিলেন।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"আমি প্রীত হইলাম, ইহা আমার দ্বিতীয় লাভ।"

ভূতিক আবার বলিতে লাগিলেন,—"পরে হস্তিনীদিগের দ্বারা হস্তীটাকে আনাইয়া গজশালায় প্রবেশ করাইয়া আমি সেই পুরুষের বৃত্তান্ত ও বংশ জানিবার জন্য কোন একটি ছলে গমন করি।"

সে কথায় রাজা বলিলেন,—"তাহা হইলে কি নিশ্চয় করিলে? আমরা শুনিয়াছি সে নাকি অন্ত্যজ।"

ভূতিক বলিয়া উঠিলেন,—"ও কথা বলিতে নাই, তিনি তাহা নহেন, কোন কারণে আপনাকে ও আপনার বংশ গোপন করিতেছেন।"

তাহাতে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি তাহার কি পরীক্ষা করিলে?"

ভূতিক উত্তর দিলেন,—"আমি আর কি পরীক্ষা করিব? তাঁহার দেবতার ন্যায় রূপ, ব্রাহ্মণের ন্যায় বাক্য, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তেজ, সুকুমারতা ও বল দেখিয়া যদি তাঁহাকে সত্যসত্যই অন্ত্যজ বলা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের শাস্ত্রমার্গের পরিশ্রমও যে বৃথা তাহাও বলিতে হইবে।"

তখন রাজা বলিলেন,—"ইহার পরিবারাদি আছে কি?"

ভূতিক কহিলেন,—"ইহার সকল পরিবারই আছে, কিন্তু নিজে অনাসক্ত।"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"যদি সে স্ত্রীদর্শনই পরিত্যাগ

করিয়াছে, তাহা হইলে, তাহার পিতাকে পরীক্ষা করিলে না কেন?”

ভূতিক উত্তর দিলেন,—“সেই সৎপুত্রসম্পন্ন মহাত্মাকেও দেখিয়াছি। তাঁহার ব্যায়ামে সুদৃঢ় বিপুল উন্নত ও আয়ত. অংস এবং জ্যাঘাতে সঞ্চিতচিহ্ন প্রবল প্রকোষ্ঠ দেখিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিলেও আকৃতিতে রাজভাবই লক্ষিত হইতেছিল, এবং তাঁহাকে মেঘান্তর্গত রবির ন্যায়ই মনে করিতেছিলাম।”

তাহাতে রাজা বলিলেন,—“এক্ষণে আর ও প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই, আবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।”

‘মহারাজ যাহা আদেশ করেন’ বলিয়া ভূতিক উত্তর দিলেন। তাহার পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহা হইলে কাশীরাজের দূতের প্রতি কি করা যায়?”

ভূতিক বলিলেন.—“মহারাজ, শত শত দূত আসিতেছে ও আসিবে, তাহাদের প্রতি কোনই কর্ত্তব্য নাই, কন্যার পিতাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। মল্লগণ যেমন পতাকার প্রতি লক্ষ্য রাখে, রাজাসকলও সেইরূপ রাজকন্যাকে পাইবার জন্য চিন্তা করেন।”

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—“তোমার অভিপ্রায়টা কি?”

তখন ভূতিক বলিতে লাগিলেন,—“সর্ব্বত্র দাক্ষিণ্যপ্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। গুণবাহুল্য, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের আশা ভাবিয়া ক্ষিপ্রতা ও দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিয়া দেশকাল-অনুসারে কার্য্য সাধিত করিতে হইবে, ইহাই আমার বক্তব্য।”

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—“ভূতিক উপযুক্ত কথাই বলিয়াছে, কৌঞ্জায়ন, তুমি যে নীরব রহিলে?”

সে কথায় কৌঞ্জায়ন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“মহারাজ, অনেক

রাজা থাকিলেও পূর্ব্ব সম্বন্ধে আপনার ভগিনীপতিদ্বয় সৌবীররাজ ও কাশীরাজ উভয়ে তুল্য, এবং তাঁহাদেরই সহিত সম্বন্ধ যোগ্য বলিয়া স্বামী চিন্তা করিয়াছেন। সৌবীররাজ পূর্ব্বে পুত্রের জন্য দূত পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের কন্যা বালিকা বলিয়া আমরা দূতের সৎকার করিয়া বিদায় দিয়াছিলাম। এক্ষণে কাশীরাজ পুত্রের জন্য দূত পাঠাইয়াছেন। এ বিষয়ের বলাবলচিন্তা মহারাজই করুন।"

তাহাতে রাজা বলিলেন,—"কৌঞ্জায়ন যথার্থই বলিয়াছে। ভূতিক, সকল রাজাকে ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে এ দুইজনের মধ্যে কাহার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়?"

ভূতিক উত্তর দিলেন,—"ভৃত্যগণের রাজাদিগের দোষপ্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে, সকল রাজাই অমাত্যদিগের স্বামী।"

সে কথায় রাজা বলিলেন,—"তোমার আর সম্ভ্রমের প্রয়োজন নাই, কি নিশ্চয় করিতেছ বল।"

ভূতিক বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে। মহারাজ, সৌবীররাজ ও কাশীরাজ উভয়ে আপনার ভগিনীপতি হওয়ায়, তুল্য হইলেও সৌবীরেন্দ্র দেবীর ভ্রাতা বলিয়া অধিকগুণযুক্ত মনে হইতেছেন।"

তখন রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি আমার সঙ্কল্পের অনুযায়ী কথাই বলিয়াছ।"

শুনিয়া ভূতিক কহিলেন,—"তাহা হইলে আমি দুইপ্রকারেই অনুগৃহীত হইলাম।"

রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু সৌবীররাজ আর দূত পাঠাইতেছেন না কেন?"

ভূতিক উত্তর দিলেন,—"তাহাতে আমার কিছু সন্দেহ আছে,

উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সে বিষয় মহারাজকে জানাইব, একথা পূর্ব্বে বলি নাই।"

সে কথায় রাজা বলিলেন,—"তাঁহার কুশল ত ?"

ভূতিক বলিতে লাগিলেন,—"চারপুরুষেরা বলে যে, তাঁহাকে বা তাঁহার পুত্রকেও দেখা যাইতেছেনা, অমাত্যেরা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহার কোন কারণ জানা যাইতেছে না, কারণ রাজভবনে প্রবেশ করা ঘটিতেছে না।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"না জানি এ ব্যাপার আবার কি ? তিনি কি কামাহত হইয়া কুমতি সচিবগণের বশে পড়িলেন ? কিম্বা রোগাতুর হইয়া স্বজনের অনুরাগ পরীক্ষা করিতেছেন ? অথবা কোন ব্রাহ্মণের শাপে পড়িয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া শান্তিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? সৌবীররাজের গৃহে রুদ্ধ থাকার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, শীঘ্র এ ব্যাপার ভাল করিয়া পরীক্ষা কর।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া ভূতিক উত্তর দিলেন। রাজা তখন আবার কৌঞ্জায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে এক্ষণে কাশীরাজের দূতের প্রতি কি করা যায় ?"

তাহার উত্তরে কৌঞ্জায়ন বলিলেন,—"যখন এরূপ ব্যাপার উপস্থিত, তখন কাশীরাজের দূতকে সমাদর করিতে হয়। বিবাহ বহুমুখ, তাহা আবার ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন করিতে হয়।"

সে কথায় রাজা বলিলেন,—"অমাত্যদিগের বুদ্ধি কেবল কার্য্যেরই অপেক্ষা করে, স্নেহের ধারও ধারে না।"

সেই সময় প্রহরীরা জানাইয়া দিল যে, বেলা দশদণ্ড হইয়াছে, তাহাতে ভূতিক বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ, ইহার শেষাংশ আমরা

অভ্যন্তরেই চিন্তা করিব, স্নানবেলা অতিক্রান্ত হইয়াছে, রাজকুমারী-কেও আশ্বস্ত করিতে হইবে, মহাদেবীও অনেকক্ষণ হইতে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হস্তীর উপদ্রবের জন্য অনেক লোকে মহারাজকে দেখিতে চাহিতেছে।"

তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—"রাজ্যের ভার মহান্ লোকেই বহন করিয়া থাকে। কারণ, এ বিষয়ে প্রথমে ধর্ম্মচিন্তা কর্ত্তব্য, পরে নিজের বুদ্ধিবলে সচিবদিগের মতিগতি দেখিতে হয়, রাগরোষ গোপন করিয়া সময়ানুসারে মৃদু ও পরুষ ভাবে কার্য্য করার প্রয়োজন ঘটে, লোকের আচরণ জানিতে হয়, বিশ্বস্ত চারচক্ষে রাজমণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, রাজকার্য্যে আপনাকে যত্নে রক্ষা করিতে হয় বটে, কিন্তু সময়ে নিজের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য না রাখাই উচিত।"

এই বলিতে বলিতে রাজা সেখান হইতে উঠিয়া অভ্যন্তরের দিকে যাইতে লাগিলেন, ভূতিক ও কৌঞ্জায়নও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

(২)

অবিমারকের সহিত তাঁহার প্রিয়বয়স্য সন্তুষ্টনামে বিদূষকও আসিয়াছিলেন, তিনিও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেন। কুরঙ্গীর দর্শনাবধি অবিমারক চঞ্চল হইয়া উঠায় সন্তুষ্ট তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন।

তিনি রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিলেন,—"রাজপুত্রেরা আপনাদের অবস্থা পর্য্যন্তও জানে না। এই আমাদের কুমার অবিমারক ঋষিশাপে কুলভ্রষ্ট হওয়া, অন্ত্যজ কুলে বাস করা, আপনার জ্ঞান ও গুরুজনদিগের বিষয় না ভাবিয়াই সেই হাতীটার গোলযোগের দিনে

কুন্তিভোজের কন্যা কুরঙ্গীকে দেখিয়া অবধি অন্যরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। অধিক কি আর বলিব, আমারও সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করেন না। সকল সময় কেবল চিন্তা করিয়াই কাটান। তাই সেই লোকপ্রবাদটা 'অনর্থ দল বাঁধিয়া আসে', সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। ইঁহাদের সম্বন্ধ কেমন করিয়া ঘটিবে? সেই রাজকন্যা নিজেই তাঁহাকে অন্ত্যজ বলিতেছেন। আমিও এখন ব্রাহ্মণপরিবাদ পরিহারের জন্য ব্রাহ্মণবাটীতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কুমারের আবাসেই যাই।"

সেই সময়ে চন্দ্রিকা নামে সৌবীররাজের একটি পরিচারিকা রাজপথ দিয়া যাইতেছিল। তাহাদের রাজকুলের অবস্থাপরিবর্ত্তন ঘটায়,তাহার তত কাজকর্ম্ম ছিলনা, সেজন্য সে নগর দেখিতে বাহির হয়। পরিচারিকা বিদূষককে দেখিয়া তাঁহার সহিত রহস্যালাপে কিছুক্ষণ চিত্তবিনোদের ইচ্ছা করিল। সে মিছামিছি করিয়া তাহার সঙ্গিনী কৌমুদিকাকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, সে ব্রাহ্মণভোজনের জন্য কোন ব্রাহ্মণ পাইয়াছে কি না? তাহার পর যেন কৌমুদিকার উত্তর শুনিয়া নিজেই বলিয়া উঠিল,—"কি বলিতেছ, পাও নাই?"

চন্দ্রিকার কথা শুনিয়া বিদূষক ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর দিল,—"একটি ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করিতেছি।"

কি কারণে বিদূষক আবার জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—"ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে।"

তখন বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—"আমি কি তবে শ্রমণক?"

পরিচারিকা কহিল—"তোমাকে লোকে অবৈদিক বলিয়া থাকে।"

তাহার উত্তরে বিদূষক বলিলেন,—"আমি অবৈদিক কিসে? শুন

তবে, আমি রামায়ণনামে নাট্যশাস্ত্রের পাঁচটি শ্লোক একবৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে পড়িয়াছি।"

সে কথায় চন্দ্রিকা কহিল,—"আপনাদের কুলোচিত এরূপ মেধার পরিচয় জানি বটে।"

বিদূষক আবার বলিতে লাগিলেন,—"আরও শুন, কেবল শ্লোক নয়, তাহাদের অর্থও জানি। আর একটা কথা এই যে, অক্ষরজ্ঞ ও অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন।"

তখন পরিচারিকা বিদূষকের বিদ্যা পরীক্ষা করার জন্য নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বল দেখি, এ অক্ষরগুলি কি?"

বিদূষক মহাসঙ্কটে পড়িলেন, তাঁহার অক্ষরপরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। মনে মনে একটা স্থির করিয়া উত্তর দিয়া বলিলেন,—"এ অক্ষর আমার পুস্তকে নাই।"

শুনিয়া পরিচারিকা বলিল,—"যদি তোমার অক্ষরজ্ঞানও নাই, তাহা হইলে দক্ষিণা না লইয়া ভোজন করিতে পার।"

'তাহাই হইবে' বলিয়া বিদূষক উত্তর দিলেন। তাহার পরে পরিচারিকা বিদূষকের অঙ্গুরীটি দেখিতে চাহিলে, বিদূষক 'দেখ আমারটি কেমন সুন্দর' বলিয়া চন্দ্রিকাকে দেখিতে দিলেন। অঙ্গুরীটি লইয়া চন্দ্রিকা বলিয়া উঠিল,—"ঐ যে রাজকুমার এদিকে আসিতেছেন।"

বিদূষক তখন মুখ ফিরাইয়া 'তিনি কোথায়' বলিতে বলিতে পথের দিকে চাহিতে লাগিলেন। চন্দ্রিকা সেই অবকাশে বিলোভিত মুগ্ধ ব্রাহ্মণকে চতুষ্পথে বঞ্চিত করিয়া অঙ্গুরীটি লইয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল।

বিদূষক ফিরিয়া দেখিলেন যে চন্দ্রিকা নাই, তখন চারিদিকে চাহিয়া

'চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রিকা কোথায়? সে তখন পলায়ন আরম্ভ করিয়াছে। বিলাপ করিতে করিতে বিদূষক তখন বলিতে লাগিলেন,—"হায়! আমি শেষে বঞ্চিত হইলাম! গাঁইট কাটা দাসীটার চরিত্র জানিয়াও ভোজনের বিশ্বাসে প্রতারিত হইয়া পড়িলাম। এ ভোজনের ব্যাপারটাও মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে।"

তাহার পর তিনি সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চন্দ্রিকা দৌড়িয়া পলাইতেছে, তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অরে অধর্ম্মিষ্ঠা দাসি, থাম, থাম।"

চন্দ্রিকা তাহাতে থামিল না, সে ছুটিতেই লাগিল, বিদূষকও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, কিন্তু তিনি দৌড়াইতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার পা দুটি স্বপ্নাবস্থায় হস্তীর আক্রমণে চলিতে না পারিয়া যেমন একস্থানেই পড়ে, এখনও সেইরূপ পড়িতেছে। যাহা হউক, এই কুট্টিনীটার কথা রাজপুত্রকে গিয়া জানাইতেছি।"

এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে অবিমারকের আবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। অবিমারক তখন নিজ আবাসে বসিয়া কুরঙ্গীর বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন,—"হস্তিকরশীকরে শীতলাঙ্গী ভয়াকুল চঞ্চল ও বিষণ্ণ নেত্রে শোভিতা সেই বালাটিকে নিত্য স্বপ্নে দেখিয়া আবার জাগরণসময়ে আজপর্য্যন্তও জাতিস্মরের প্রথম জন্মস্মরণের ন্যায় স্মরণ করিতেছি। উহু! অনঙ্গের কি বল! কারণ, সে অবধি আমার দৃষ্টি আর অন্যরূপের ইচ্ছা করিতেছে না, বুদ্ধি তাহাকে স্মরণ করিতে করিতে হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছে, বদন পাণ্ডু ও শরীর কৃশ হইতেছে, দিবসে শোকে আবার রাত্রিতে মোহে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু পুরুষদিগের ধৈর্য্যহীন হওয়া উচিত

নহে। সঙ্কল্প করিতে করিতে মদন প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সে জন্য এখন আর সঙ্কল্প করিব না।"

এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ স্থির হইয়া আবার কুরঙ্গীকে স্মরণ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! তাহার রূপসম্পদ্, রূপানুরূপ যৌবন. যৌবনসদৃশ সুকুমারতা কি বিস্ময়কর! বিধাতা যেন তাহাকে স্ত্রীরূপরাশির প্রতিকৃতি করিয়া রচনা করিয়াছেন! কিম্বা চন্দ্রকান্তি যেন স্ত্রীরূপে পরিণত হইয়াছে! অথবা অনন্তশয়নে সুপ্ত বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়ব্যাকুলা লক্ষ্মী অন্য স্ত্রীরূপ ধরিয়া রাজার গৃহে বাস করিতেছেন।"

কিন্তু তাঁহার চিন্তা উচিত নহে মনে করিয়া অবিমারক বলিতে লাগিলেন,—"আবার কেন তাহাকে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম, তবে এক্ষণে আর কি করিব? মন আমার ইচ্ছায় রহিতেছে না, তাহাকে প্রযত্নসহকারে প্রতিষেধ করিলেও ক্ষণমাত্র থাকিতেছে না, দুরায়ত্ত শাস্ত্রের ন্যায় চিরাভ্যস্ত পথেই চলিতেছে। কৈ মনকে ত জয় করিতে পারিতেছি না। তাহা হইলে তাহাকেই চিন্তা করা যাক্। আহা! সকল স্ত্রীগুণের কেমন একত্র সমবায়!"

এই বলিয়া অবিমারক কুরঙ্গীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। সেই সময়ে কুরঙ্গীর ধাত্রী জয়দা এবং তাহার কন্যা ও কুমারীর সহচরী নলিনিকা সেই দিকে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে ও বিতর্ক করিতে করিতে জয়দা বলিতেছিল,—"হায়! এখন যে দেখিতেছি কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত। যদি তাহাদের মিলন ঘটাই, তাহা হইলে রাজকুল দূষিত হইয়া পড়িবে, আবার যদি তাহা না করি, তাহা হইলে কুরঙ্গীর বিপদ ঘটিবে। আমি অনেক প্রকারে এ বিষয় বিচার করিয়া দেখিয়াছি। কুরঙ্গী আজও পর্য্যন্ত আমার নিকট গোপন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই গোপন

রাখিতে পারিতেছে না। সে অবধি তাহার পুষ্পানুলেপনে ইচ্ছা নাই, আহারেও রুচি দেখা যায় না, পাঁচজনের সহিত কথাবার্ত্তাও কহে না, কেবলই দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে, অসম্বদ্ধ কথা সকল বলে, কি বলিতেছে তাহারও জ্ঞান থাকে না, নির্জ্জনে কখনও হাসে, কখনও বা কাঁদে, রোগের ছল করে, ক্রমে কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিজের এরূপ অবস্থা ঘটিলেও লজ্জা, ভয়, কুলমান ও বালভাবের জন্য কাহারও সহিত কিছুই বলে না।"

সেকথা শুনিয়া নলিনিকা বলিয়া উঠিল,—"কেন বলিবেন না, আমার নিকট সমস্তই বলিয়া থাকেন।"

জয়দা উত্তর দিল,—"তাহা হইলে তোমার অভিপ্রায় বুঝিতেছি যে, অবস্থা জানিয়া তাহাদের মিলন ঘটান।"

তখন নলিনিকা বলিল,—"সেই সকল গুণে ভূষিত হইয়া তিনি কি অকুলীনই হইবেন?"

ধাত্রী উত্তর দিয়া কহিল,—"তাহাতে সন্দেহ আছে। আমি শুনিয়াছি, মহিষীর সমক্ষে অমাত্যেরা বলিয়াছেন যে, তিনি সেরূপ নহেন। কোন কারণে দুষ্কুলে জাত বলিয়া আপনাকে গোপন করিতেছেন।"

সন্দেহে পড়িয়া নলিনিকা তখন বলিতে লাগিল,—"না জানি, কে রাজকুমারীর বর হইবেন?"

তাহাতে ধাত্রী কহিল,—"যদি তিনি নীচজাতীয় না হন, তাহা হইলে আর কোন্ গুণবান্ ব্যক্তি জামাতা হইবেন?"

সেই সময়ে এক শব্দ হইল,—"যদিও কুলবিকলদিগের বিভব, রূপ, জ্ঞান ও বলাদি থাকিতে পারে, কিন্তু কখনও তাহাদের চিত্তশুদ্ধি

থাকে না। যথাসময়ে ইহার কুলের কথা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইবে। এক্ষণে কুলগত শঙ্কা ত্যাগ করিয়া শুভমিলনের চেষ্টা কর।"

চমকিত হইয়া জয়দা কহিল,—"কে এ কথা বলিল ?"

বিস্ময়সহকারে চারিদিকে চাহিয়া নলিনিকা উত্তর দিল,—"কৈ, কাহাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না।"

ধাত্রী তখন বলিতে লাগিল,—"আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্চয়ই ইহা দৈববাণী। এখন আমি বুঝিতেছি তিনি কেবল মানুষ নহেন।"

তখন নলিনিকা বলিয়া উঠিল,—"তাঁহার কুলসন্দেহ ত দূরে গেল, তবে ভাবিতেছি, আমাদের কথা রাখেন কি না ?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে আবার সে বলিতে লাগিল,—"যিনি আমাদের রাজকুমারীকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই ধন্য ! অধিক কি স্বয়ং কামদেবও ভর্ত্তৃদারিকার রূপ দেখিয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাই মনে হইতেছে, তিনিও কষ্ট পাইতেছেন।

তাহার পর তাহারা অগ্রসর হইয়া অবিমারকের আবাসদ্বারে আসিয়া পঁহুছিল, আবাস দেখিয়া ধাত্রী বলিয়া উঠিল,—"এই যে তাঁহার আবাস। হস্তীর গোলযোগের দিন কৌতূহলবশে আমরা এখানেইত ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম।"

সুসজ্জিত প্রবেশদ্বার দেখিয়া নলিনিকা বলিতে লাগিল,—"দ্বার-মুখটি সজ্জিত হওয়ায় বেশ সুন্দর দেখাইতেছে। এস, আমরা প্রবেশ করি।"

তাহার পর তাহারা আবাসমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিমারকের অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, তিনি চতুঃশালে আছেন। তখন তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিল তিনি একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। চতুঃ-

শালে প্রবেশ করিয়া ধাত্রী অবিমারককে সুখপ্রশ্ন করিল, কিন্তু অবিমারক তখন কুরঙ্গীর ধ্যানে এরূপ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ধাত্রীর কথা শুনিতে পাইলেন না। তিনি আপন মনে বলিতেছিলেন,—“আহা তাহার রূপসম্পদ কি বিস্ময়কর!”

তাহা শুনিয়া ধাত্রী কিছু ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং ব্যাপার কি ভাবিতে লাগিল, পরে আবার অবিমারককে সুখপ্রশ্ন করিল।

অবিমারক সেবারও শুনিতে পাইলেন না। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“স্তনতটালস বক্ষঃস্থলে, জঘনভারখিন্ন তনুতে,নয়নপ্রিয় মুখখানিতে ও প্রকৃতিতাম্র বিম্বাধরে ভূষিত তাহার আকৃতিটি যদি ভয়েও নয়নপাত্র দ্বারা পানের যোগ্য হয়, তাহা হইলে প্রগাঢ়মিলনকালে নানা বিভ্রমে পূর্ণ হইয়া না জানি কি হইয়া উঠিবে।”

ধাত্রী প্রথমে তাহার কথা শুনিয়া প্রলাপ ভাবিতেছিল, পরে যে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছে তাহাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছিল। অবশেষে সমস্ত শুনিয়া কার্য্যসিদ্ধি হইল বলিয়া বুঝিয়া লইল, এবং কুরঙ্গী যে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছে, ইহাও স্থির করিল। সে কথা নলিনিকাকেও বলিল।

নলিনিকা তখন বলিয়া উঠিল,—“আমি ত তখন ঠিকই বলিয়াছিলাম যে, ইনিও কষ্ট পাইতেছেন।”

‘তুমি ঠিকই বুঝিয়াছিলে’ বলিয়া ধাত্রী উত্তর দিল। সে আবার অবিমারককে সুখপ্রশ্ন করিল, এইবার অবিমারকের ধ্যান ছুটিল। তিনি লজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। তাহারা উভয়েই আবার সুখপ্রশ্ন করিলে, অবিমারক উত্তর দিলেন যে, তাহাদের দর্শনে তাঁহার সুখ ঘটিবে।

তখন জয়দা জিজ্ঞাসা করিল,—“আর্য্য কি চিন্তা করিতেছিলেন?”

অবিমারক বলিলেন,—"শাস্ত্র।"

তাহাতে ধাত্রী বলিয়া উঠিল,—"নির্জ্জনে বসিয়া যাহা চিন্তা করিতেছেন সেই রমণীয় শাস্ত্রটি কি ?"

অবিমারক উত্তর দিলেন,—"যোগশাস্ত্র।"

ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ধাত্রী বলিল,—"আপনার মঙ্গলবাক্য মানিয়া লইলাম, উহা যোগশাস্ত্রই হউক।"

অবিমারক তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এ কথার অর্থ কি ? ইহা অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহাকে অভিলাষবশে আর এক প্রকারই মনে করিতেছি।"

পরে তিনি ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার অভিপ্রায়টি কি ?"

ধাত্রী উত্তর দিল,—"আমরাও যোগ ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি, আপনারও ত যোগ অভিপ্রেত, তাই বলিতেছি, আমাদের রাজভবনের নির্জ্জন স্থানে যোগানুষ্ঠানটা সম্পন্ন করুন। সেখানেও কোন একজন আরও বেশী যোগের চিন্তা করিতেছে, তাহারই সহিত তথায় আর্য্যের বিশেষরূপে যোগের ব্যবস্থা করুন।"

সে কথা শুনিয়া অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে কি এখনও আমার ভাগ্যের অবশেষ আছে ?"

তাহার পর তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনি আজ আবার আমার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন। কারণ, তাহার ভয়াকুলিত দৃষ্টি-বিষে পূর্ণ মনোজ্ঞ সৌম্য ও অতিতীক্ষ্ণ বদনখানি দেখিয়া আমি ত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছি! কিন্তু এক্ষণে আবার আপনার বাক্যামৃতে চৈতন্য লাভ করিলাম।"

ধাত্রীও বলিয়া উঠিল,—"আমিও অনুগৃহীত হইলাম। অধিক

কথায় আর প্রয়োজন নাই, কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইবে। কন্যান্তঃপুরের রক্ষক অমাত্য আর্য্য ভূতিক মহারাজের শিষ্ট আদেশে কাশীরাজের দূতের সহিত চলিয়া গিয়াছেন।"

শুনিয়া অবিমারক বলিলেন,—"এরূপ অভিপ্রায় ভালই বটে, কোন্ রোগী ঔষধ পাইয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকে ?"

ধাত্রী তখন কহিল,—"প্রবেশ করাই কঠিন, অভ্যন্তরে অনেক দিন ধরিয়া থাকা যাইতে পারে।"

অবিমারক উত্তর দিলেন,—"আমি প্রবেশ করিলে আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন, প্রাসাদসকল অনর্গল করিয়া যেন রাখা হয়।"

ধাত্রী বলিল,—"তাহাই করা যাইবে, অভ্যন্তরে যাহা যাহা করিতে হয়, তাহাও করিব। আপনি সাবধানে প্রবেশ করিবেন।"

অবিমারক রাজভবনের কিরূপ সংস্থান জানিতে চাহিলে, ধাত্রী তাঁহার কাণে কাণে সমস্ত বলিয়া দিল। তখন অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"রাজভবনের সংস্থান শুনিয়া আমি বোধ করিতেছি যেন তাহাতে প্রবেশ করিয়াই বসিয়াছি। কিন্তু দৈব যদি প্রতিকূল না হইত, তাহা হইলে পুরুষের অনুচিত এরূপ পরদূষণীয় কার্য্য করিতে হইত না।"

তাহার পর তিনি একটু চিন্তা করিয়া ধাত্রীকে এ কার্য্যের প্রত্যয় কি জিজ্ঞাসা করিলে, ধাত্রী ও নলিনিকা তাঁহার প্রত্যয় জন্মাইয়া দিল। পরে তাহারা অবিমারকের জয় উচ্চারণ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অবিমারক তাহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তাহারা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিল।

সেই সময়ে বিদূষক সন্তুষ্ট অবিমারকের নিকটে আসিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। নগরের শোভা তাঁহার নিকট মনোরম

বোধ হইতেছিল। অস্তাচলে আরূঢ় সূর্য্যদেবকে তিনি দধিধবল প্রাসাদ ও আপনালিন্দে প্রসারিত গুড়মধুর মিশ্রণের ন্যায় মনে করিতেছিলেন। গণিকা ও নাগরিকেরা পরস্পরে পরস্পরের অপেক্ষায় সুবেশে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে দেখাইবার জন্য আপনাপন প্রাসাদে নানা বিলাসে সঞ্চরণ করিতেছিল। এই সমস্ত দেখিয়া অবিমারকের মনশ্চাঞ্চল্য ঘটার সন্দেহে বিদূষক তাঁহার সহিত রাত্রিযাপনের ইচ্ছায় নগর হইতে বাহির হইলেন, ও অবিমারকেয় আবাসের দিকে চলিলেন। তাঁহাদের দুর্ভাগ্যবশেই অবিমারক যে কোন একটা অনর্থ চিন্তা করিয়া এইরূপ হইয়া উঠিতেছেন বিদূষক তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন।

তাহার পর তিনি অবিমারকের আবাসগৃহের নিকট আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি নগরাপণের অলিন্দে শুনিয়া আসিয়াছিলেন যে, জয়দা ও নলিনিকা অবিমারকের ভবন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহারা কি কার্য্যের জন্য আসিয়াছিল, বিদূষক তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট পুরুষের ভাগ্য হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চল বলিয়া মনে হইতেছিল। যাহাতে তাঁহাদের অনর্থ দূর হয়, বিদূষক তাহাও ভাবিতেছিলেন। তাহার পর তিনি বর্ত্তমান অবস্থানুরূপ তাঁহাদের রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া বিদূষক দেখিতে পাইলেন যে, অবিমারক কামুকজনোচিত গন্ধদ্রব্যে লিপ্ত হওয়ার ন্যায় পাণ্ডুভাবে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাহা দেখিয়া বিদূষক বোধ করিলেন যে, সকলই সুরূপের অলঙ্কার হইতে পারে। পরে অবিমারকের নিকটে গিয়া তিনি তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন।

বিদূষককে দেখিয়া অবিমারক বলিলেন—"বয়স্য, তুমি নগরে বড়ই বিলম্ব করিয়াছ।"

তাহাতে বিদূষক উত্তর দিলেন,—"তুমি ত কেবল নিমন্ত্রণে বঞ্চিত ব্রাহ্মণের ন্যায় দিনরাত্রিই চিন্তা করিতেছ। আমিও আবার দিবসে নগরে বেড়াইয়া ভোগহীনা সাধারণ গণিকার ন্যায় রাত্রিতে তোমার পাশে শুইতে আসিলাম।"

অবিমারক কহিলেন,—"সখে, তোমাকে একটি প্রিয়কথা বলিতেছি।"

শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের ঋষিশাপ কি শেষ হইল?"

সে কথায় অবিমারক বলিলেন,—"মূর্খ, যাহা ঘটিবেই তাহাতে আবার সন্দেহ কি?"

বিদূষক কহিলেন,—"তবে আর কি শুনিব?"

তখন অবিমারক বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কি কুরঙ্গীর ধাত্রী ও তাঁহার সহচরী নলিনিকাকে দেখ নাই?"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, তাহাদিগকে দেখিয়াছি বটে, তাহারা কি আনিয়াছিল?"

অবিমারক উত্তর দিলেন,—"আমার শোকের ঔষধ।"

বিদূষক বলিলেন,—"কৈ দেখি?"

অবিমারক কহিলেন,—"সময়ে দেখিবে, এখন শুন।"

বিদূষক তাহাতে বলিলেন,—"তবে বল, শুনা যাক্।"

অবিমারক তখন বলিতে লাগিলেন,—"অধিক কি বলিব, ধাত্রী বলিয়া গেলেন, আজই কন্যাপুরে প্রবেশ করিতে হইবে।"

হাসিতে হাসিতে বিদূষক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কোনরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তুমি কি নিজের জীবন গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? কুন্তিভোজের অমাত্যেরা বিষম লোক।"

তাহাতে অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"তুমিও ভয় করিতেছ? দেখ, আমি একাকীই সসৈন্য শত্রুপক্ষকে ভগ্ন করিয়াছি, আজিও তাহাদের গন্ধমাত্রও নাই। মানুষের কথা কি আর বলিব, সেই অবিরূপধারী অসুরেশ্বরও আমার এই ভুজবলে নিহত হইয়াছে।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"তোমার অমানুষিক কার্য্যসকল জানি, তবে রাত্রিতে গুপ্তভাবে পরগৃহপ্রবেশে ভয় করিতে হয়।"

অবিমারক বলিলেন,—"ফল কথা এই যে, কুন্তিভোজের কন্যাপুরে প্রবেশ করিতেই হইবে। তাই হে মহাব্রাহ্মণ! অনুমতি প্রদান কর।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে আমাকে ছাড়িয়া যাইবে কেন? আমি ত তোমাকে কখনও ছাড়িয়া থাকি না। একজনকেও সঙ্গে লইতে হয়, সে আক্রোশকারী হইলেও তবুও তাহাকে লওয়া উচিত।"

অবিমারক উত্তর দিলেন,—"তুমি শাস্ত্রের কথা জান না, একাকীই পরগৃহে যাইতে হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করা উচিত, আর অনেকের সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়। সেই জন্য আমি একাকীই কুন্তিভোজের কন্যাপুরে প্রবেশ করিব, তাহাতে তোমাদের শঙ্কার কারণ নাই। দেখ, কুন্তিভোজের সৈন্যগণ অল্পবীর্য্য, সামর্থ্য-বশে রাজভবনে অনায়াসেই প্রবেশ করা যাইবে। ভুজই আমাদের প্রধান আয়ুধ। কাজেই ইহাতে তোমার কি শঙ্কা হইতে পারে?"

তখন বিদূষক বলিলেন,—"যদি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে এখন চল, নগরে যাই। সেখানে আমার একটি মিত্র আছে, তাহার বাটীতে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইবে।"

অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ বলিয়াছ, এক্ষণে অভ্যন্তরে গিয়া আহ্নিকাদি করা যাক্। তাহার পর মহারাজের অনুমতি লইয়া

বাসগৃহে শয্যাবিন্যাসের কাছে গিয়া সেখান হইতে অজ্ঞাত ভাবে নগরের দিকে যাওয়া যাইবে। শেষে তোমার মিত্রভবনে গিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব।"

সহসা একজন পরিচারিকা আসিয়া স্নানজল প্রস্তুত আছে জানাইলে, অবিমারক তাহাকে অগ্রে যাইতে বলিয়া নিজে পশ্চাৎ যাইতেছেন বলিলেন। তখন দিবাকর অস্তমিত হইয়াছেন, পূর্ব্বদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং পশ্চিম দিক্ সান্ধ্য অরুণাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, আকাশতল মধ্যভাগে বিভক্ত হইয়া যেন অর্দ্ধনারীশ্বরের শোভা ধারণ করিতেছে। অবিমারক তাহা বিদুষককে জানাইলে তিনিও দেখিলেন যে, দিন শেষ হইয়াছে এবং সন্ধ্যাও উপস্থিত। সূর্য্যতিলক মুছিয়া গিয়াছে, নক্ষত্রমালা উদিত হইয়াছে, রৌদ্র আর নাই, মৃদু মনোহর শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কামুকগণ মিলিত ও চোরসকলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া মনুষ্যলোকের নববেশধারণের ন্যায় মনে করিয়া অবিমারক জগতের বিচিত্র স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বিদুষক সন্তুষ্টের সহিত তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

(৩)

এদিকে কুরঙ্গী কন্যান্তঃপুরে বসিয়া অবিমারকের চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন, অনুরাগানলে তিনিও দগ্ধ হইতেছিলেন, কোনরূপে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। অনবরত নলিনিকার পথপানে চাহিতেছিলেন, কখনও কখনও নলিনিকাভ্রমে অন্য পরিচারিকার সহিত আলাপও করিতেছিলেন, আবার লজ্জিতা হইয়া আত্মগোপনে প্রবৃত্তাও হইতেছিলেন।

মাগধিকা ও বিলাসিনী নামে দুই সহচরী তাঁহার নিকটে ছিল, সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি বলিল ?"

মাগধিকা উত্তর করিল,—"ভর্ত্তৃদারিকা, কে ?"

কুরঙ্গী তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হতভাগিনী আমি কি বিদীর্ণ হইয়া যাই ?"

পরে তাহাকে কহিলেন,—"কন্যাপুরের পরিচারক।"

মাগধিকা বলিল,—"তাহার সহিত দেখা ও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কৈ সে ত কিছু বলিল না।"

শুনিয়া কুরঙ্গী বলিয়া উঠিলেন,—"থাক্, আমি মহিষীকে জানাইতেছি যে, সে আমার শুকপিঞ্জর করিয়া দিতেছে না।"

তাহাতে মাগধিকা কহিল,—"শুকপিঞ্জর ত প্রস্তুত হইয়াছে।"

বিরক্তিসহকারে কুরঙ্গী বলিলেন,—"তুমি বড়ই বাচাল, ও কি বলিতেছ ? সে আর একটা।"

'তাহাই হইবে' বলিয়া মাগধিকা নীরব হইল।

তখন আবার কুরঙ্গী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কত বেলা ?"

মাগধিকা উত্তর দিয়া কহিল,—"সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে।"

শুনিয়া কুরঙ্গী বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি প্রাসাদে উঠিব।"

তাহাতে মাগধিকা বিলাসিনীকে কহিল,—"তুমি আগে গিয়া শয্যাদি ঠিক কর।"

বিলাসিনী বলিয়া উঠিল,—"তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে ? কোন্ কালে শয্যা করা হইয়াছে।"

মাগধিকা উত্তর দিল,—"তোমার আলস্য কি আমার জানা নাই, দিনের করা শয্যাকে এখন করিয়াছ বলিতেছ।"

বিলাসিনী কহিল,—"ও কথা বলিও না, ভর্ত্তৃদারিকা না যাওয়ায় অন্য রূপ দেখাইতেছে।"

শুনিয়া মাগধিকা বলিল,—"আচ্ছা, গিয়া জানিব।"

তাহার পর প্রাসাদের নিকটে আসিলে মাগধিকা কুরঙ্গীকে তাহা দেখাইয়া দিল, কুরঙ্গী তাহাকেই অগ্রে যাইতে বলিলেন। পরে সকলে প্রাসাদে উঠিতে লাগিলেন। বাহিরে শিলাতলে শয্যারচনা দেখিয়া মাগধিকা বিলাসিনীকে বলিয়া উঠিল,—"বেশ, বিলাসিনী বেশ, আপনার নামানুরূপ কাজই করিয়াছ, এই শিলাতলে শয্যা রচনা করিয়াছ ?"

বিলাসিনী উত্তর দিল,—"ভিতরের ঘরেও করা হইয়াছে, আমার আলস্য ভাল করিয়াই দেখ।"

মাগধিকা কহিল,—"তুমি খুব পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছ, এইরূপ পণ্ডিত একটি বর লাভ কর।"

তাহাদের আলাপন শুনিতে শুনিতে কুরঙ্গী বলিয়া উঠিলেন,—"এই শিলাতলে কিছুক্ষণ বসা যাক্।"

মাগধিকা উত্তর দিল,—"যাহা আপনার অভিরুচি।"

তখন সকলে মিলিয়া সেখানে বসিলেন, তাহার পর মাগধিকা কহিল,—"ভর্ত্তৃদারিকা গল্প বলি শুনুন।"

কুরঙ্গী কহিলেন,—"তোমার অসম্বদ্ধ প্রলাপের কথা জানি।"

মাগধিকা কহিল,—"একটা নূতন কথা বলিতেছি।"

কুরঙ্গী তাহাতে উত্তর দিলেন,—"ক্ষমা কর, আর আগ্রহ দেখাইও না, আমি একটু শয়ন করিব।"

বিলাসিনী বলিয়া উঠিল,—"ভর্ত্তৃদারিকা সুখে শয়ন করুন, তুমি আমাকেই বল।"

শিলাতলে শয়ন করিয়া কুরঙ্গী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"না জানি কি হইবে।"

বিলাসিনীর জিজ্ঞাসায় মাগধিকা উত্তর দিল,—"আচ্ছা, ভর্ত্তৃদারিকার শুনিয়া কাজ নাই, তুমিই শুন।"

তাহাতে কুরঙ্গী বলিয়া উঠিলেন,—"রহস্য বুঝিয়াছি, আমি পরিভ্রষ্টা হইয়াছি।"

বিলাসিনী মাগধিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথায় শুনিলে?"

মাগধিকা উত্তর দিল,—"মহিষীর পরিচারিকা বসুমিত্রার নিকট।"

শুনিয়া বিলাসিনী কহিল,—"তাহা হইলে ইহা স্বয়ং মহিষীরই কথা।"

তাহার পর মাগধিকা বলিতে আরম্ভ করিল,—"কাশীরাজপুত্র জয়বর্ম্মাকে ভর্ত্তৃদারিকার বাগ্‌দান হইয়াছে। তাঁহার দূত আসিয়াছিলেন, মহারাজ তাঁহার সৎকার করিয়াছেন, পত্রও স্বীকার করা হইয়াছে।"

মনে মনে কুরঙ্গী বলিতেছিলেন,—"এ মিথ্যা কথা। আমার উপর আমার নিজেরই আধিপত্য আছে।"

মাগধিকা আবার বলিতে লাগিল,—"মহিষী কিন্তু বলিলেন যে, আমার কন্যা বালিকা, তাহাকে না দেখিয়া আমি একদিনও বাঁচিব না, যদি মহারাজ আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে এই খানেই জামাতাকে লইয়া আসুন। মহারাজও তাহাতে সম্মত হইয়া আজ ভাল নক্ষত্র থাকায়, দূতের সহিত আর্য্য ভূতিককে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

কুরঙ্গী মনে মনে বলিতেছিলেন,—"কার্য্যের যে কেবলই বিলম্ব ঘটিতেছে।"

মাগধিকার কথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিয়া উঠিল,—"ভর্ত্তৃদারিকার রূপযৌবন যে সফল হইল ইহাই আমাদের প্রিয়।"

সেই সময়ে নলিনিকা কুরঙ্গীর নিকটে আসিতেছিল, আসিতে, আসিতে সে বলিতেছিল,—"মা বলিয়া দিয়াছেন, 'ভর্ত্তৃদারিকাকে গিয়া বৃত্তান্তটা বলিস্, প্রিয়ব্যক্তির দ্বারা প্রিয়সংবাদ জানাইলে তাহা প্রিয়তরই হয়। অথচ তিনি আমাকে দেখিয়া সমস্ত গোপনীয় কথা বলেন না, আমিও যথাসময়ে পার্শ্বেই থাকিব।' তাহা হইলে এখন ভর্ত্তৃদারিকাকে গিয়া প্রিয়সংবাদটি জানাই।"

কুরঙ্গী তখন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—"আমি কি একটা অভূতপূর্ব্ব রোগের চিন্তা করিতেছি, সেই রোগেইত আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। পুষ্পানুলেপনে ইচ্ছা নাই, পাঁচজনের সহিত আলাপেও প্রীতি জন্মিতেছে না। ইহা দারুণ হইলেও মনোরম বটে।"

তাহার পর তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"নলিনিকা একি?"

সে কথা শুনিয়া মাগধিকা কহিল,—"ভর্ত্তৃদারিকা আমি মাগধিকা।"

বিলাসিনী বলিল,—"আমি বিলাসিনী।"

সহসা নলিনিকা আসিয়া বলিয়া উঠিল,—"ভর্ত্তৃদারিকা এই যে আমি নলিনিকা। সোপানশব্দে আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন, কর্ত্রী এই কথা বলিতেছেন।"

কুরঙ্গী তাহা কি জানিতে চাহিলে, নলিনিকা তাঁহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল, শুনিয়া কুরঙ্গী বলিয়া উঠিলেন,—"হুঁ, হীনচরিত্র!"

তাহাতে নলিনিকা কহিল,—"তিনি কিন্তু আদরণীয়, তিনিইত সেই।"

কুরঙ্গী তাহার পর নলিনিকাকে সংবাহন করিতে বলিলেন, নলিনিকাও তাঁহার আজ্ঞাপালনে রত হইল।

বিলাসিনী নলিনিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বিবাহ কবে হইবে?"

দূরে শব্দ হইল,—"অদ্য।"

নলিনিকা তাহাতে অমনি বলিয়া উঠিল,—"চিরজীবী হও।"

আবার শব্দ হইল,—"রাজপুরুষসকল! অমাত্য গমন করায় কোন অমাত্যভৃত্য কন্যাপুররক্ষায় আসে নাই। যাহা হউক, আমি কাল একথা মহারাজকে জানাইব।"

বিলাসিনী আবার নলিনিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলিলে?"

নলিনিকা উত্তর দিল,—"যখন সেই রাজকুমার রাজভবনে প্রবেশ করিবেন, তখনই বিবাহ হইবে।"

শুনিয়া বিলাসিনী বলিয়া উঠিল,—"তিনি নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করুন।"

নলিনিকাও বলিল,—"আহা! তাহাই হউক।"

মাগধিকা বিলাসিনীকে কহিল,—"এস, আমরা চতুঃশালে গিয়া বসি।"

বিলাসিনী উত্তর দিল,—"বেশ, সন্ধ্যাও অতীতপ্রায়, জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

নলিনিকা তাহাদিগকে বলিল,—"আমার বিছানাটাও করিও।"

মাগধিকা কহিল,—"এখনও অবকাশ আছে, ভর্ত্তৃদারিকা যতক্ষণ নিদ্রা না যান, ততক্ষণ তাঁহার সেবা কর।"

'আচ্ছা' বলিয়া নলিনিকা কুরঙ্গীর সংবাহন করিতে লাগিল, মাগধিকা ও বিলাসিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অর্দ্ধরাত্রি উপস্থিত হইলে অবিমারক রাজভবনের দিকে আসিতে লাগিলেন। তিনি চোরের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, হস্তে খড়্গ ও রজ্জু ছিল। রাজপথ দিয়া আসিতে আসিতে তিনি আপনাপনি বিতর্ক করিয়া বলিতেছিলেন,—"হায়! যৌবন কি কষ্টকর! কারণ, ইহা অনুরাগের বিকাশ ঘটায়, প্রমাদ আশ্রয় করে, কোনরূপ দোষের কথা ভাবে না, সাহস অবলম্বন করিয়া থাকে, নিজের অভিপ্রায়ে চলে, নীতিপথের অভিলাষ করে না, এমন কি ইহাতে সুপণ্ডিতদিগেরও নির্ম্মল বুদ্ধিকে অবশ করিয়া দেয়। সে যাহা হউক, আমার নিজায়ত্ত প্রয়োজনে মন্দ ভাব আসিতেছে কেন? আমি নগরবাসী সকলেরই নিকট পরিচিত, রক্ষিগণের বলও আমার জানা আছে, এই অর্দ্ধরাত্রিও গাঢ় অন্ধকারে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, অসিও আমার সুসহায়, অন্তরাত্মাও সুদৃঢ়, সুতরাং অধিক বিচারের প্রয়োজন কি? আমার দ্বারা কোন্ কার্য্যই বা দুঃসাধ্য?"

তাহার পর তিনি নিশীথকালের ভীষণতা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সে সময়ে সকল লোক গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, সুখসুপ্ত নীরব জনসমূহে পূর্ণ প্রাসাদগুলি ধ্যানমগ্নের মত দেখাইতেছিল, বৃক্ষসকল অন্ধকাররাশিতে গ্রস্ত হওয়ায় কেবল স্পর্শের দ্বারাই অনুমিত হইতেছিল, প্রচ্ছন্নরূপ সমগ্র জগতের যেন বিলয় ঘটিতেছিল। অবিমারক সেই দিনেই যেন কালরাত্রির আবির্ভাব মনে করিতেছিলেন, মার্গনদীসকলে তিমিরপ্রবাহ ছুটিতেছিল, হর্ম্ম্যমালাকে পুলিনের ন্যায় দেখাইতেছিল, দশদিক্ অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই অন্ধকাররাশি উত্তীর্ণ হইতে যেন সন্তরণের প্রয়োজন ঘটিতেছিল।

যাইতে যাইতে অবিমারক গীতবাদ্যের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

তাহাতে তিনি মনে করিলেন যে, কোন সর্ব্বকালসুখী পুরুষ কান্তার সাহিত সঙ্গীতরস অনুভব করিতেছে। পুরুষটি নিজেই বীণা বাজাইতেছিল বলিয়া তাঁহার মনে হইল, কারণ, উচ্চ হর্ম্ম্যের নিরুদ্ধ গবাক্ষ ভেদ করিয়া অনুরণিত তন্ত্রিনাদ শুনা যাইতেছিল। বাহিরে স্পষ্টভাবে এরূপ স্বরপ্রয়োগের সাঁমর্থ্য কদাচ স্ত্রীকরাঙ্গুলির অগ্রভাগে থাকিতে পারে না বলিয়াই তিনি বিবেচনা করিতেছিলেন। তবে রমণীটি যে গান গাহিতেছিল, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ঘটে নাই, তাহার মন্দ ও সুস্পষ্ট তানে এবং মুখনাসিকার দ্বারা সঞ্জাত নাদে তাহা বুঝা যাইতেছিল। তাহার স্থূল কারণ এই ছিল যে, বলয়শব্দের সহিত করতালিধ্বনিটি উঠিতেছিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি আর এক স্থান লক্ষ্য করিলেন, সেখানে মনে হইল, কেহ যেন মানিনী কান্তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহার অপরাধটি গুরুতর বলিয়াই অবিমারকের বোধ হইতেছিল, কারণ, সে সময় পর্য্যন্তও তাহার প্রিয়তমা প্রসন্না হয় নাই, অথবা সে প্রসন্না হইয়াও ছল অবলম্বন করিয়াছিল। রমণীটি বাষ্পরুদ্ধ জড়, গদ্‌গদ ও মন্দ কণ্ঠে 'আমি তোমার কে' এইরূপ অসম্পূর্ণ কথা প্রণয়বশে বলিতেছিল। সদ্ভাবে প্রিয়তমের বশে আসিলেও স্ত্রীভাবের জন্য প্রতিকূল বাক্যসকল প্রয়োগ করিতেছিল।

সেই সময়ে একটি পক্ষী ভৈরব স্বরে ডাকিয়া উঠিল। অবিমারক তাহাকে পেচক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। সহসা পুরুষটির হাস্যধ্বনি শুনা গেল, তাহাতে অবিমারক মনে করিলেন যে, পেচকের রব শুনিয়া রমণীটি সে বেচারীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

তাহার পর তিনি বয়সের অনুরূপ পরব্যাপারদর্শনে কোন ফল নাই ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে নগরাপণালিন্দের

দিকে আবার লক্ষ্য করিলেন। সেখানে কোন একজন সশঙ্কিত ভাবে মৃদু মৃদু আলাপ করিতেছিল, সে বেচারীকে অবিমারকের নিজ সহপাঠী বলিয়া মনে হইল। তাহার কোন পরিজন তাহাকে ধীরে ধীরে 'বল' বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতেছিল, সে কিন্তু ভূষণশব্দে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। মদনাভিভূত হওয়ায় পরিজনের সঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সে সঙ্কেতের ইচ্ছা করিতেছিল বটে, কিন্তু প্রত্যুদ্গমন করিতে তাহার অভিপ্রায় হইতেছিল না।

সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার অগ্রসর হইলেন। সহসা একটি আলোক দেখিতে পাইয়া তাঁহার জ্যোৎস্না বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু তাহা তাঁহার ভ্রম, পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে, রাজপথের দুই পার্শ্বের প্রাসাদসকলের গবাক্ষ ভেদ করিয়া দীপপ্রভা আসিতেছে। তথায় তিনি একটু সাবধান হইলেন। সেই সময়ে একটি চোর যাইতেছিল, দৃঢ় কটিবন্ধে হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরগৃহের কথার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে করিতে সে দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে দীপালোকের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতেছিল, এবং পদশব্দে ভীত হইয়া উঠিতেছিল। অবিমারক তাহাকে পরিহারের জন্য লুকাইয়া রহিলেন, সে নৃশংসটা চলিয়া গেলে তিনিও প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদূরে গেলে রক্ষীরা আসিতেছে দেখিতে পাইলেন, তখন কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিয়া চতুষ্পথস্থিত লম্পটদিগের সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

রক্ষীদিগকে দেখিয়া সরিয়া আসায় তিনি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই আপনাপনি বলিতেছিলেন,—"অল্পবীর্য্য রক্ষীদিগের নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া আমার খড়্গ যেন আমাকে উপহাস করিতেছে। এই রক্ষীগুলা যে আমার ভার হইয়া উঠিত,

তাহা নহে। নিজের কার্য্যসাধনে রত হওয়ায় আমাকে এখানে প্রবেশ করিতে হইল।"

রক্ষীরা গমন করিলে অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"রক্ষীগুলাত গেল, যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, তাহাকে আবার কাহারা রক্ষা করিবে? অল্পপুরুষের সহায় বীর্য্য লইয়া কাম, লোভ, মোহে আসক্ত লোকগুলা রাত্রিতে বিচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ রাত্রিচর পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুষকারের সাক্ষীস্বরূপ, বহুলোকের পক্ষে বিষম এবং নিজেও সুখী।"

তাহার পর তিনি রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার সুদৃঢ় ও উন্নত প্রাচীর দেখিয়া অবিমারক বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। এরূপ স্থলেই পুরুষদিগের কটিবন্ধের প্রয়োজন ঘটে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। প্রাচীরের অগ্রভাগ দৃঢ় হইলে তিনি অনায়াসে ভবনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন, ও কুরঙ্গীর পরিজনেরা তখন যে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ইহাও আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সেইখান হইতেই রজ্জুক্ষেপের অভিপ্রায়ে অবিমারক প্রজাপতি সিদ্ধগণ, বলি, শম্বর, মহাকাল প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রাত্রি ঘোরা হইয়া উঠুক, নিদ্রা বাড়িয়া যাক্, পন্থা অনুমতি দিন, সর্ব্ববিঘ্ন লয় পাক, বিরোধীরা নিহত হউক।"

তাহার পর ভগবতী কাত্যায়নীর জয় উচ্চারণ করিয়া তিনি রজ্জু নিঃক্ষেপ করিলেন, সেই কর্কটক রজ্জুটি তখন প্রাচীরের অগ্রভাগে লাগিয়া গেল। একেবারেই রজ্জুটি বদ্ধ হওয়ায় অবিমারক কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনায় ভবিতব্যতার প্রভাবে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, এবং ভগবান্ প্রজাপতির বলেও তাঁহার বিস্ময় জন্মিল।

এই সমস্ত আলোচনা করিতে করিতে অবিমারক বলিতেছিলেন,—

"যত্ন করিলে যদি সিদ্ধিলাভ না ঘটে, তাহা হইলে আর দোষ কি? ইহা আমারই বলিয়া যদি কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেনই বা সে সিদ্ধিলাভ না করিবে? শুভযত্নেই মনুষ্যদিগের পুরুষত্ব ঘটে, তবে কার্য্যসিদ্ধি দৈববিধানের অনুসরণ করিয়া থাকে বটে।"

তখন তিনি রজ্জু অবলম্বন করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিলেন, সেখান হইতে রাজভবনের শোভা তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। হর্ম্ম্যমালাভূষিত সেই রাজভবনটি বিপুল হইলেও বিভাগের জন্য মিতোপম বোধ হইতেছিল, ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া উঠায় তাহাকে নিবিড়ই দেখাইতেছিল, এবং তাহা যেন বসুন্ধরা হইতেই নভঃস্পর্শের ইচ্ছা করিতেছিল।

অবিমারক সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না, প্রাসাদশিখরের গৃহ, অভ্যন্তরের পথ প্রভৃতিতে বিঘ্ন ঘটিতে পারে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তাহার পর তিনি সেই রজ্জু ধরিয়াই নীচে নামিলেন, তখন আবার রজ্জুটি কোথায় গোপন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষে রজ্জুটি ছিঁড়িয়া হস্তিশালায় নিক্ষেপ করিলেন।

ক্রমে অগ্রসর হইয়া যুবতীদিগের অস্ফুটমধুর গীতধ্বনির সহ তন্ত্রি-নাদ তিনি শুনিতে পাইলেন। সেখান হইতে আবার অন্যদিকে চলি-লেন। যাইতে যাইতে হস্তীর মদগন্ধে মিশ্রিত গন্ধামোদে তাঁহাকে প্রীত করিয়া তুলিল, তিনি তথায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেন। সেই সময়ে দীপালোকে রক্ষিপুরুষদিগকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তিনি কি করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজ-ভবনটি তখন সেই গভীর রাত্রিতে তাঁহার নিকট মুদ্রিত কমলসমূহের ন্যায় প্রশান্ত বোধ হইতেছিল।

পরে তিনি যাইতে আরম্ভ করিলেন, অল্প দূরেই ধাত্রী ও নলিনিকার কথিত পথ দেখিতে পাইলেন। মন্দাকিনী, দারুপর্ব্বত, উপাসনাসভা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া তিনি কন্যাপুরপ্রাসাদের সমীপে আসিলেন। অধিক পরিমাণে কাষ্ঠের কার্য্য ও নিকটেই গবাক্ষ থাকায়, তাহাতে অনায়াসেই আরোহণ করা যাইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইল, অথবা তাহা দুরারোহ হইলেও তিনি যখন মনোভিলাষবশে কান্তাসমীপে আসিয়াছেন, তখন প্রাসাদারোহণে শঙ্কা করিবেনই বা কেন? ঘনসন্নিবিষ্ট পদ্মনালের কণ্টকে ভীত হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি কি পুষ্করিণী পরিত্যাগ করিয়া থাকে?

এইবার অবিমারক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। ধাত্রীর কথিত গবাক্ষ দেখিতে পাইয়া তিনি তাহা উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিলেন, পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেই মনোহর ভবন দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল যেন তাহা স্বর্গকে উপহাস করিতেছে, সে জন্য তিনি রাজা কুন্তিভোজকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। তথায় মণিরত্নশিলাতলে হংসসকল নিদ্রা যাইতেছিল, বৈদূর্য্য ও মুক্তায় রচিত সিকতাপ্রতান শোভা পাইতেছিল, প্রবালনির্ম্মিত স্তম্ভসকল দাঁড়াইয়াছিল, অধিক কথা কি, প্রদীপসকল মণিদীপে অভিভূত হইয়া মন্দালোক বিতরণ করিতেছিল।

তাহার পর অবিমারক রৌদ্রবেশ প্রতিসংহারের ইচ্ছায় চোরের সজ্জা ত্যাগ করিলেন, ও কটিবন্ধ মোচন করিয়া ফেলিলেন।

নলিনিকা কুরঙ্গীকে সংবাহনই করিতেছিল, তখনও পর্য্যন্ত অবিমারককে দেখিতে না পাইয়া সে বলিতেছিল,—"ভর্ত্তৃদারকের ব্যাপারটা কি? 'আমার প্রিয়তম আসিতেছেন' এই কথা শুনিবামাত্র রাজকুমারী নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছেন, যদিও এ অবস্থায় নিদ্রা দুর্লভই হয়।"

সহসা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"এই আমার ব্যাপার।"

অবিমারককে দেখিয়া নলিনিকা যারপরনাই আনন্দিতা হইল, সে তাঁহাকে স্বাগতসম্ভাষণও করিল।

যাহার জন্য অবিমারক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, শিলাতলে নিদ্রিতা তাঁহার সেই প্রিয়তমাকে দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এই, এই সে? যাহাকে দেখিয়া আমার দৃষ্টি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, সর্ব্বাঙ্গের সহিত যেন তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে, বুদ্ধি শীঘ্র শীঘ্র যেন তাহাকে জাগরিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, অনুরাগ অঙ্গকে চালিত করিয়া যেন অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে, আর অন্তরাত্মাও আনন্দে প্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু আবার অচৈতন্য হইয়াও পড়িতেছে।"

শুনিয়া নলিনিকা মনে মনে বলিল,—"ভগবান্ কামদেব দেখিতেছি, জলপ্রবাহের ন্যায় দুইদিকেই আঘাত করিতেছেন।"

তাহার পর সে অবিমারককে কহিল,—"ভর্ত্তৃদারক, শয্যাতলটি অলঙ্কৃত করুন।"

'আচ্ছা' বলিয়া অবিমারক সেই শিলাতলে রচিত শয্যায় উপবেশন করিলেন। তখন নলিনিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভর্ত্তৃদারক, রাজকুমারীকে কি জাগাইব?"

অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"ভদ্রে, ওরূপ বালচাপল্য দেখাইও না। দেখ, আমার দুইটিমাত্র চক্ষু, সহস্র চক্ষু নাই। বহুদিনের অভিলাষে পূর্ণা বুদ্ধিও জড় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আজ যখন আমার চক্ষু দুইটি কামার্ণবের পার দেখিতে পাইয়াছে, তখন পুনঃ পুনঃ ক্রীড়া করিতেই থাকুক।"



প্রিয়তমা দর্শনে—১৩০ পৃষ্ঠা।

শুনিয়া নলিনিকা বলিল,—"জানি জানি, ভর্ত্তৃদারিকার বিরহে ভর্ত্তৃদারক কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন।"

অবিমারক উত্তর দিলেন,—"আজ সে কষ্ট সফল হইল।"

সেই সময় কুরঙ্গী জাগরিতা হইলেন, তিনি নলিনিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে নির্দ্দয় কি বলিল ?"

নলিনিকা কহিল,—"সে কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

কুরঙ্গীর ভাব দেখিয়া অবিমারক বলিতে লাগিলেন,—"যখন আমার জন্য ইনি মুগ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, তখন জীবন সার্থক হইল বলিতে হইবে।"

কুরঙ্গী তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,—"হায়! আমি পরিভ্রষ্টা হইলাম ?"

তাহার পর তিনি নলিনিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কি বলিলাম ?"

নলিনিকা উত্তর দিল,—"কৈ, আপনিত কিছুই বলেন নাই।"

অবিমারক বুঝিতে পারিলেন যে, কুরঙ্গী কিছু অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন,—"ইঁহাকে সংজ্ঞাশূন্যা দেখিয়া আমার মোহের উপর আবার মোহ ঘটিতেছে।"

কুরঙ্গী আবার নলিনিকাকে বলিলেন,—"তুমি অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া আছ, রাত্রি কত ?"

নলিনিকা কহিল,—"অর্দ্ধরাত্র হইয়াছে।"

শুনিয়া কুরঙ্গী বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ, এস আমাকে আলিঙ্গন কর।"

নলিনিকা তখন চুপে চুপে অবিমারককে বলিল,—"আমি সংবাহন করি, আপনি ভর্ত্তৃদারিকাকে আলিঙ্গন করুন।"

সানন্দে অবিমারক উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা, তুমিও এইরূপ প্রিয়শত শুন।"

কুরঙ্গী বলিতে লাগিলেন,—"বেশী স্নেহ দেখাইতে হইবে না, এদিকে এস।"

নলিনিকা কহিল,—"এইত আমি আছি।"

সহসা কুরঙ্গী অবিমারককে নলিনিকাভ্রমে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সংবাহন চলিতেছিল বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন আবার কে আমায় সংবাহন করিতেছে ?"

নলিনিকা তখন তাঁহার কাণে কাণে সমস্তই বলিল, শুনিয়া সসম্ভ্রমে কুরঙ্গী বলিয়া উঠিলেন, —"হায় ! হীনচরিত্র, আমার ভয় হইতেছে।"

সে কথায় অবিমারক বলিতে লাগিলেন,—"তোমার প্রতি মনের অভিনিবেশে প্রিয়তমে ! তুমি আমার নিকট নূতন নহ, তবে কি জন্য পবনবেগহতা লতার ন্যায় কম্পিতা হইয়া উঠিতেছ ? ভদ্রে, ভয় পরিত্যাগ কর, আমার প্রতি প্রসন্না হও, অধিক কি আর বলিব, এই আমি তোমার শরণাগত হইলাম।"

এই বলিয়া অবিমারক কুরঙ্গীর পদতলে নিপতিত হইলেন, তাহাতে লজ্জিতা হইয়া কুরঙ্গী নলিনিকার দিকে চাহিতে লাগিলেন। নলিনিকা তখন অবিমারককে বলিল,—"উঠুন, উঠুন, ভর্ত্তৃদারক, ভর্ত্তৃদারিকা আপনাকে উঠিতেই বলিতেছেন।"

'আচ্ছা' বলিয়া অবিমারক উঠিয়া বসিলেন। সেই সময়ে ধাত্রী আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল ; অবিমারক তাহাকে 'আপনি কেন ?' বলিলে, ধাত্রী নলিনিকাকে বলিতে লাগিল,—"নলিনিকা, অভ্যন্তরগৃহে শয্যারচনা হইয়াছে, ভর্ত্তৃদারক ও ভর্ত্তৃদারিকাকে সেইখানেই লইয়া এস।"

'তাহাই করিতেছি' বলিয়া নলিনিকা উত্তর দিল।

ধাত্রী তখন চলিয়া গেল, নলিনিকাও অবিমারককে কহিল,—"ভর্ত্তৃদারক, অভ্যন্তরগৃহে শয্যা রচিত হইয়াছে, ভর্ত্তৃদারিকার সহিত সেই খানেই আসুন।"

'তুমিও এইরূপ প্রিয়শত শুন' বলিয়া অবিমারক কুরঙ্গীর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নলিনিকা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল, তাঁহারাও অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে সহর্ষে অবিমারক বলিতেছিলেন,—"আজ আমি যৌবনের নিকট অঋণী হইলাম। কারণ, বাষ্পপরিপ্লুত নেত্রদ্বয়ে, স্বকর-ধৃত কম্পিত স্তনযুগলে, গুরুশ্রোণীভারে লজ্জাবশে অস্পষ্ট পদক্ষেপে রমণীয়া প্রিয়তমাকে লইয়া এইখানেই সপ্তপদীগমনের মিলন সম্পাদিত হইতেছে। যুগশত ব্যাপিয়া যদি এই রাত্রিটি থাকে, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা আর কে ধন্য হইবে।"

এই বলিয়া তিনি কুরঙ্গীকে লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। নলিনিকাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

(৪)

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবিমারক ও কুরঙ্গী কন্যান্তঃপুরে আমোদপ্রমোদে কাটাইলেন। তাঁহাদের সে আনন্দের কিন্তু অবসান ঘটিয়া আসিল। ক্রমে তাঁহাদের বিষয়ে সন্দেহ করিয়া সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, রাজাও তাহা শুনিতে পাইলেন, তখন আবার কন্যান্তঃপুররক্ষার ব্যবস্থা হইল। অবিমারক কোনরূপে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কুরঙ্গীর সহচরী মাগধিকা ও বিলাসিনী এ সকলের কিছুই জানিত না। যেদিন অবিমারক বাহির হইয়া যান, সেদিন পর্য্যন্তও তাহারা কুরঙ্গীর সজ্জার জন্য পুষ্পচয়নাদির ব্যবস্থা করিতেছিল, মাগধিকাই পুষ্পপাত্রহস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে দেখিল, সূর্য্যোদয় হইয়াছে, তথাপি অসাবধান পরিচারকেরা প্রাসাদরচনা করে নাই, পাঁচ জনের কথাবার্ত্তাও শুনা যাইতেছে না। ব্যাপার কি চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে হইল, রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে সকলে নিদ্রা যাইতেছে। তখন সে কুরঙ্গীকে জাগরিতা করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

সেই সময়ে ব্যজনহস্তে বিলাসিনী আসিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে বলিল, তাহাতে মাগধিকা বলিয়া উঠিল,—"আমাকে নিষেধ করিও না, আমি ভর্ত্তৃদারিকার পুষ্পানুলেপন লইয়া যাইতেছি।"

বিলাসিনী উত্তর দিল,—"তাঁহার আবার পুষ্পানুলেপন বা অলঙ্কারের প্রয়োজন কি?"

শুনিয়া মাগধিকা বলিয়া উঠিল,—"অবিনীতে, ওরূপ অমঙ্গলের কথা বলিও না, ভর্ত্তৃদারিকা সর্ব্বদাই অলঙ্কৃতা থাকুন।"

বিলাসিনী বলিল—"তা নয়, আমি বলিতেছি যে, ভর্ত্তৃদারিকার আকৃতিই তাঁহার অলঙ্কার।"

সে কথায় মাগধিকা কহিল,—"ওরে পাগলী, তাহাতে ত ফুলের গন্ধ নাই।"

বিলাসিনী উত্তর দিল,—"ঠিক কথাই বটে, স্বভাবরমণীয় বস্তু ভূষিত হইলে অতিরমণীয় হইয়াই উঠে।"

তখন মাগধিকা বলিল,—"ভর্ত্তৃদারিকার রূপের অনুরূপ ভর্ত্তারই মিলন হইয়াছে।"

শুনিয়া বিলাসিনী বলিয়া উঠিল,—"ওরূপ পক্ষপাতের কথা বলিও না, ভর্ত্তৃদারকের নিকটে ভর্ত্তৃদারিকাকে সূর্য্যের নিকট পদ্মিনীর ন্যায়ই বোধ হয়।"

তাহাতে মাগধিকা কহিল,—"ঠিক বলিয়াছ, আমিও মনে করি, মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ কামদেব এইরূপ হইবেন।"

তখন বিলাসিনী বলিয়া উঠিল,—"সেই জন্যই ত ভর্ত্তৃদারককে ছাড়িয়া ভর্ত্তৃদারিকা ক্ষণমাত্রও আনন্দ পান না।"

সেই সময়ে নলিনিকা অশ্রু মোচন করিতে করিতে তাহাদের দিকে আসিতেছিল। নলিনিকা কুরঙ্গী ও অবিমারকের সমস্ত ব্যাপারই জানিত। আসিতে আসিতে সে বলিতেছিল,—"সুখের যে বহু বিঘ্ন ঘটে, এ লোকপ্রবাদটা সত্য। অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে আমোদপ্রমোদ করিয়া ভর্ত্তৃদারিকা এক বৎসর কাটাইয়া দিয়াছেন, আমাদের পাঁচ-জনেরও উত্তরকুরুবাস ঘটিয়াছে। আজ কিন্তু মহারাজ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছেন। শুনিয়া আমার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, ভর্ত্তৃদারিকাও লজ্জা, ভয় ও মদনের দ্বারা পীড়িতা হইয়া অচেতনপ্রায়া হইয়া উঠিয়াছেন। এ প্রাসাদ হইতে দীপাবলি যেন নিভিয়া গিয়াছে। ভর্ত্তৃদারক বিনা কিছুই আমার হৃদয়ের প্রীতিকর হইতেছে না। তবে তিনি নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়াছেন শুনিয়া মন কতকটা প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এখন ত আবার কন্যাপুর সুরুদ্ধই হইল।"

তাহার পর সে মাগধিকা ও বিলাসিনীকে দেখিতে পাইয়া মাগধিকাকেই জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কি করিতেছে?

মাগধিকা তাহার কথায় উত্তর দিল,—"তুমি ওকি বলিতেছ? ভর্ত্তৃদারিকার সজ্জাবেলা কি হয় নাই?"

অশ্রু মোচন করিতে করিতে নলিনিকা বলিয়া উঠিল,—"উৎসবের শেষ হইয়াছে।"

সে কথায় মাগধিকা ও বিলাসিনী একসঙ্গে বলিল,—"স্বপ্নের ন্যায় এ আবার কি ব্যাপার? বল, শুনিয়া আমরা সকলেই সমদুঃখিনী হই।"

তখন নলিনিকা বলিতে লাগিল,—"ভর্তৃদারক ত একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন, আমিও ভর্ত্তৃদারিকার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া এদিকে চলিয়া আসিলাম।"

শুনিয়া মাগধিকা কহিল,—"ভর্ত্তৃদারিকার অবস্থা দেখিতে পারিব না বটে, তাহা হইলেও চল গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি।"

তখন সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া কুরঙ্গীর নিকট গেল।

কন্যান্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া অবিমারক আর নিজ ভবনে যান নাই, তিনি হতাশহৃদয়ে এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। কুরঙ্গীর বিরহশোকে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সেই নির্জ্জন অরণ্যে দাঁড়াইয়া অবিমারক বলিতেছিলেন,—"কোন-রূপে কন্যাপুর হইতে বিনির্গত ভাগ্যাবশেষ শরীরমাত্র অবলম্বন করিয়া সেই প্রিতমায় অবরুদ্ধ আমার মন আজিও আমাতে ফিরিয়া আসিতেছে না, বা আমার অপেক্ষাও করিতেছে না।"

তাহার পর তাঁহার প্রিয়তমার কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আর সেই কুরঙ্গীরই বা কি অবস্থা ঘটিল? পরিজনগণের পরস্পরের আলাপনে সে নিশ্চয়ই লজ্জিতা ও রাজার আদেশে দৃঢ়ভাবে নিরুদ্ধা হইয়া ভীতা হইয়াই উঠিতেছে, আর প্রতিরাত্রিতে আমাকে না দেখিয়া বাষ্পকলুষিত শরীরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছে। তাহা হইলে আমি এক্ষণে কি করি?"

আবার একটু চিন্তার পর বলিতে লাগিলেন,—"যাহা হউক, উপায় স্থির করিলাম, সে যখন আমার জন্য নিজের প্রতি মমতা রাখিতেছে না, তখন আমিও তাহার জন্য অবশ্যই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

এই বলিয়া তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, যাইতে যাইতে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আজ কয়দিন হইল আমি তাহাকে ছাড়িয়া দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আজ যেন মানসিক ও শারীরিক দুঃখ অসহ্য বলিয়াই বোধ হইতেছে, অকপট পরিচয়ে বর্দ্ধিত অনুরাগে পূর্ণা রূপসী নবযৌবনা মনোহারিণী প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও জীবনধারণ বৃথা। ইহা অপেক্ষা আর কোন কষ্টকরী কৃতঘ্নতা আছে কি?"

সেই সময়ে সহস্ররশ্মি ভগবান্ সূর্য্যদেব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন। তাহা মদনানলে দগ্ধ অবিমারকের নিকট লবণের ন্যায়ই বোধ হইতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া তিনি নিদাঘ-সময়ের ভীষণতা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তখন তপনকরে পীতসারা মহী জ্বরযুক্তার ন্যায় অত্যুষ্ণা হইয়া উঠিয়াছিল, দাবাগ্নির অভিভবে বৃক্ষগুলি ছায়াহীন হইয়া যক্ষ্মাগ্রস্তের ন্যায় দেখাইতেছিল, পর্ব্বতসকল বিশাল গুহামুখ ব্যাদান করিয়া অবশভাবে যেন কাঁদিতেছিল। জগৎ রবি-তাপে নষ্টহৃদয় হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়া পড়িতেছিল।

অবিমারক কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার চলিবার সামর্থ্যও ছিল না। কারণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বালু-কণা বহন করিয়া রূক্ষ পবন তাঁহার শরীরে বিলিপ্ত হইতেছিল, বৃক্ষ-সকলের কর্কশপত্রস্পর্শে ঘর্ম্ম জন্মিতেছিল, দাবাগ্নিতে সূর্য্যপিণ্ড দ্রবীভূত হইয়া যেন গলিয়া পড়িতেছিল, তপনতাপে বিচলিতা পৃথিবী যেন বিদীর্ণা হইয়া যাইতেছিল।

তাহার পর তিনি 'হা প্রিয়ে, হা সুন্দরি, আমার কথার উত্তর দাও বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে মেঘজালে সূর্য্য আচ্ছাদিত হওয়ায় তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন, ও ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পবনচালিত মেঘজালে যে সূর্য্যকে রোধ করিবে তাহা বিচিত্র কি? কিন্তু যদি তাহা আমার হৃদয়স্থিত মদনানলের নিবারণ করিতে পারে, তাহা হইলে বিস্ময়ের কথা বটে।"

এই জীবনমৃত্যুতে কোন ফল নাই, বলিয়া অবিমারকের মনে হইল, তখন তিনি আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা করিলেন। সেখান হইতে উঠিয়া তিনি যাইতে যাইতে কি করিবেন, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই অরণ্যমধ্যে একটি তড়াগ দেখিয়া তাহাতেই পতিত হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু এরূপ মরণোপায় ধর্ম্মসঙ্গত নহে বলিয়া তাঁহার মনে হইল, অভিমানমোহে তিনি মহাপথ বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এবং অন্য প্রকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নিকটস্থ দাবাগ্নির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তাহাতেই তিনি প্রাণাহুতি দিবেন স্থির করিলেন।

অগ্রসর হইয়া তিনি অগ্নিদেবকে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্, যদি আপনি একচিত্তগণের ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে পরলোকেও সে যেন একই রূপে যশস্বিনী হইয়া আমার কান্তা হয়।"

এই বলিয়া তিনি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ না করায়, তিনি কৌতূহলসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এ আবার কি হইল? স্ফুলিঙ্গনিকরে দগ্ধ হইয়া বৃক্ষসকল নিপতিত হইতেছে, কিন্তু আমার নিকট জ্বালামালা যেন মলয়, চন্দন ও পঙ্কের ন্যায় শীতল লাগিতেছে। অগ্নিদেব এই মদনাতুরের প্রতি দেখিতেছি অত্যন্ত

দয়া বিতরণ করিতেছেন, প্রহৃষ্ট পিতার ন্যায় পুত্রকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধিতেছেন।"

এ ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন, ইহার কোন কারণ থাকিতে পারে, তাহার পর আবার অন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দূর গিয়া একটি পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। নীল জলদ-জালে মিশ্রিত হওয়ায়, তাহার শৃঙ্গের সন্দেহ জন্মিতেছিল, পক্ষিসকল তাহাতে বিশ্রাম করিতেছিল, তাহাকে সুকবির বুদ্ধির ন্যায় বিচিত্র ও সূর্য্যের সংযোগে মনোহর বোধ হইতেছিল, আর নিস্ফল বৃক্ষে পূর্ণ হওয়ায়, তাহাকে নীচ নৃপতির ন্যায়ই দেখাইতেছিল।

অবিমারক সেই শৈল হইতে পতিত হইয়া আত্মবিসর্জ্জনের অভিপ্রায় করিলেন, কারণ, উচ্চস্থান হইতে পতনই সর্ব্বার্থসাধক। অবশেষে তিনি সেই পর্ব্বতের উপর উঠিলেন, এবং তাহার জলে স্নান ও আচমন করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে মলয় পর্ব্বতে মহর্ষি অগস্ত্যের আরাধনার জন্য বিদ্যা-ধরগণ এক উৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন। মেঘনাদনামে বিদ্যাধর নিজ প্রিয়তমা সৌদামনীর সহিত তথায় যাইতে অভিলাষী হন। উত্তর-কুরুতে তাঁহারা প্রভাত যাপন করিয়া, মানসসরোবরে স্নানক্রিয়া সমাধা করেন, ক্রমে মন্দরকন্দরে যৌবনসুলভ আমোদপ্রমোদের পর হিমা-লয়ের গুহাসকলে ক্রীড়া করিয়া বেড়ান, তাহার বিচিত্র শোভা দেখিয়া তাঁহাদের দৃষ্টিও লুব্ধ হইয়া পড়ে। এক্ষণে মধ্যাহ্নের নিদ্রাসুখ উপভোগের জন্য মলয় পর্ব্বতের চন্দনবনে যাইতে তাঁহাদের ইচ্ছা জন্মিল।

মেঘনাদ সৌদামনীকে লইয়া আকাশপথে পৃথিবীতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। দূর হইতে ভগবতী বসুন্ধরার রমণীয়া আকৃতি

তাঁহার চক্ষে নিপতিত হওয়ায়, তিনি তাহা স্বীয় প্রিয়তমাকে দেখাইতেছিলেন। তাঁহাদের নিকট তখন বৃহৎ শৈলসকল হস্তিশাবকের ন্যায় বোধ হইতেছিল,সমুদ্রনিকর ক্রীড়াসরোবরের মত লাগিতেছিল, বৃক্ষগুলি শৈবালসম দেখাইতেছিল, নিম্নস্থল অদৃশ্য হওয়ায় পৃথিবী যেন সমতল হইয়া পড়িয়াছিল, নদীসকল সিঁথির ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল, আর সুবিশাল সৌধগুলি যেন এক একটি বিন্দুর মত দেখাইতেছিল। সংক্ষিপ্ত রূপের জন্য সমস্ত জগৎ যেন বিপরীত বলিয়াই বোধ হইতেছিল।

তাহার পর বিদ্যাধর শীতচন্দনের নিলয় মলয় পর্ব্বতে যাওয়ার কথা বিদ্যাধরীকে জানাইয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিলে, তিনি সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত গমনে বিদ্যাধরীর কষ্টবোধ হওয়ায়, বিদ্যাধরকে তাহা জানাইলে, মেঘনাদ কোন একটি পর্ব্বতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে সৌদামনী সন্তুষ্টা হইলেন। তখন তাঁহারা অবতরণ করিতে লাগিলেন, আকাশগমনের বেগে তাঁহাদের বোধ হইতেছিল যেন নিবিড় মেঘরাশি সরিয়া যাইতেছে, সমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবী যেন তাঁহাদের নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, আর বর্ষাকালের মেঘের মত বৃক্ষসকল চারিদিকে বিস্তৃত দেখাইতেছে।

অবিমারক যে পর্ব্বতে ছিলেন, তাহা দেখিতে পাইয়া বিদ্যাধরের মনে হইল, সেই শৈলবর তাঁহাদের আতিথ্য করিতে পারিবে। তখন তাঁহারা তাহাতেই বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বতের বৃক্ষশ্রেণী সে সময়ে প্রস্ফুটিত কুসুমনিকরে শোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। পুষ্পিত বৃক্ষের ষড়্‌ভাগগ্রহণ বিদ্যাধরগণের ধর্ম্ম, সেজন্য বৃক্ষসকলকে অঋণী করিবার নিমিত্ত মেঘনাদ পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, সৌদামনীও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।

পুষ্পচয়ন করিতে করিতে অবিমারকের প্রতি মেঘনাদের দৃষ্টি পড়িল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ইনি কে? নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রভ্রষ্ট বিদ্যাধর, কারণ, আর কাহারও এরূপ রূপ হইতে পারে না। ভাগ্যক্রমে ইঁহার দর্শনলাভ ঘটিল, এক্ষণে এই আত্মবিস্মৃতকে জিজ্ঞাসা করা যা'ক।"

এদিকে অবিমারক দেবকার্য্য শেষ করিয়া শৈল হইতে পতিত হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে মেঘনাদকে দেখিয়া তিনিও বলিতে লাগিলেন,—"ইনি আবার কে? এ কি স্বপ্ন! কৈ আমি ত নিদ্রিত হই নাই। তবে অন্তকালে মানুষে অনেক বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়া থাকে বটে, ইহা তাহাই হইবে। কিন্তু তাহা ত মূঢ়দিগের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে, আমার ত সকল বিষয়ই বিদিত আছে। আচ্ছা, ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।"

এই বলিয়া তিনি মেঘনাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন?"

বিদ্যাধর উত্তর দিলেন,—"শুনুন, আমি বিদ্যাধর, নাম মেঘনাদ, ইনি আমার গৃহিণী, নাম সৌদামনী। আজ মলয় পর্ব্বতে ভগবান্ অগস্ত্যের আধাধনার জন্য বিদ্যাধরগণের উৎসব আরব্ধ হওয়ায়, আমাদেরও সেখানে যাওয়ার আহ্বান আছে, তাই কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য এখানে অবতরণ করিয়াছি, এই ত আমাদের বৃত্তান্ত। এক্ষণে আপনি পৃথিবীকে দেবলোক করিয়া তুলিতেছেন কেন বলুন দেখি?"

অবিমারক মহাসঙ্কটে পড়িলেন, তিনি কি বলিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অন্তকালে মিথ্যা বলাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, অগত্যা নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াই বলিলেন,—"আমি সৌবীররাজের পুত্র, নাম অবিমারক।"

বিদ্যাধরের তাহাতে প্রত্যয় জন্মিল না, তিনি উহা মিথ্যা বলিয়াই মনে করিলেন, কারণ, মানুষের এরূপ আকৃতি হয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না। সে যাহা হউক, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি তবে কি জন্য একাকী এখানে আসিয়াছেন?"

অবিমারক তাহার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধর তখন তাঁহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বিদ্যার আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। তাহার পর জানিতে পারিলেন যে, অবিমারক অগ্নিদেবের পুত্র, অবিমারক কিন্তু তাহা জানিতেন না। মেঘনাদ বিদ্যাপ্রভাবে অবিমারকের কুরঙ্গীর প্রতি অনুরাগ, তাঁহার সহিত সুখে অবস্থান, কন্যাপুর হইতে বিনির্গমন এবং তথায় পুনঃপ্রবেশে অশক্ত হইয়া প্রাণত্যাগের জন্য উচ্চস্থান হইতে পতনের অভিপ্রায়ে সেই পর্ব্বতে আরোহণ, সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কুরঙ্গীও যে জীবনমৃত্যু অনুভব করিতেছিলেন, মেঘনাদ তাহাও জানিতে পারেন। তখন তিনি তাঁহাদের সহায় হওয়ার ইচ্ছা করিলেন।

বিদ্যাধর অবিমারককে বলিয়া উঠিলেন,—"অহে অবিমারক, ছলাভাবকে মিত্রতা বলিয়া জানবেন। আমি যাহা জ্ঞাত হইয়াছি, আপনি তাহা গোপন করিতে পারিবেন না।"

শুনিয়া অবিমারক কহিলেন,—"আপনি কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন?"

তাহাতে বিদ্যাধর বলিলেন,—"আজ হইতে আমাদের মধ্যে মিত্রতা হউক। আমি আপনার সমস্ত অবস্থাই জানিতে পারিয়াছি। আপনি প্রাণপরিত্যাগের জন্য এ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, কেমন?"

'সখে, তাহাই বটে' বলিয়া অবিমারক উত্তর দিলেন।

সে কথায় বিদ্যাধর কহিলেন,—"আপনার প্রণয়ে প্রীত হইলাম, আচ্ছা, যদি অজ্ঞাতভাবে সেখানে প্রবেশের উপায় হয়, তাহা হইলে আপনি কি করেন?"

অবিমারক সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—"আর কি করিব? সেখানে আবার প্রবেশ করিয়াই বসি। সেই জন্যত অন্যদিকে মনোভিনিবেশ করিয়াছি।"

তখন মেঘনাদ তাঁহাকে একটি অঙ্গুরী দেখাইয়া কহিলেন,—"এই অঙ্গুরীটি দেখুন।"

অবিমারক বলিলেন,—"ইহাতে কি হইবে?"

বিদ্যাধর উত্তর দিলেন,—"এই অঙ্গুরী দক্ষিণ অঙ্গুলীতে ধারণ করিলে অদৃশ্য হওয়া যায়, আবার বামে ধারণ করিলে প্রকৃতিস্থ দেখায়।"

শুনিয়া অবিমারক কহিলেন,—"সখে, সত্যই এরূপ হয় নাকি?"

মেঘনাদ উত্তর দিলেন,—"আমি আপনার প্রত্যয় জন্মাইতেছি।"

এই বলিয়া তিনি বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীটি ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কেমন, আমাকে দেখিতে পাইতেছেন ত?"

অবিমারক কহিলেন,—"হাঁ।"

'এইবার আপনি সাবধান হউন,' বলিয়া মেঘনাদ অঙ্গুরীটি দক্ষিণ অঙ্গুলীতে পরিলেন, ও অবিমারককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন বয়স্য, আমাকে দেখিতে পাইতেছেন কি?"

অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"সখে ছায়ামাত্রও দেখিতে পাইতেছি না, শরীরের কথা আর কি বলিব? আপনাদের মত যাঁহারা প্রিয়তমার সহিত গগনে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, হিতালাপ করিতে করিতে পর্ব্বত-

তটে ক্রীড়া করেন, সমস্ত বিষয়ই যাঁহাদের বিদিত, এবং মন্ত্রপ্রভাবে যাঁহারা তিরোহিত ও আবির্ভূত হইয়া অক্লেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাঁহারাই সংসারে সুখী। এক্ষণে আমি যেন উহার দ্বারা প্রবেশ করিয়া বসিয়াছি বলিয়াই মনে করিতেছি।"

তাহার পর মেঘনাদ বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীটি ধারণ করিয়া অবিমারককে তাহা লইতে বলিলে, অবিমারক তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"অনুগৃহীত হইলাম।"

তাহাতে মেঘনাদ বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, আমিই অনুগৃহীত হইয়াছি, যে যাহার আকাঙ্ক্ষা করে, সেই পাত্রে তাহা দান করিয়া সুজন যেমন আনন্দ লাভ করেন, রত্ন প্রাপ্ত হইলেও সেরূপ সন্তুষ্ট হন না।"

অঙ্গুরীটির গুণে অবিমারক বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজের প্রতি প্রয়োগ করিলে কিরূপ ঘটিবে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে তিনি মেঘনাদকে কহিলেন,—"আমার একটা সংশয় হইতেছে, আমার শরীরে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কিরূপ ঘটে, তাহাই ভাবিতেছি, তবে এ কথা বলাও উচিত হয় না।"

সে কথায় মেঘনাদ বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে দক্ষিণ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীটি ধারণ করিয়া দেখুন।"

'আচ্ছা' বলিয়া অবিমারক তাহাই করিলেন। বিদ্যাধর তখন তাঁহার হস্তে একখানি অসি দিলেন, অসিখানি লইয়া অবিমারক তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার বোধ হইতেছিল, যেন অসিখানি প্রচ্ছন্নরূপ অশনি, অথবা বিদ্যুৎ-পুঞ্জ খড়্গের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার এরূপ তেজ, যেন সূর্য্যকর অভিভূত করিয়া সহসা বনমধ্যে দাবাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিতেছে।

মেঘনাদও অগ্নিপুত্র অবিমারকের বীর্য্যে বিস্মিত হইতেছিলেন, কারণ, বিদ্যাধরের মধ্যেও কেহ কেহ এই খড়্গের প্রভাব সহ্য করিতে পারিতেন। অগ্নিদেবই অবিমারককে রক্ষা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

খড়্গের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অবিমারক বিদ্যাদেবীগণের প্রভাবে বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি অদৃশ্য হইলেও নিজ অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছিলেন। অবিমারক বলিতেছিলেন,—"আমি এক্ষণে দিব্য স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই আমি এক্ষণে গুণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছি, নিগুর্ণ মানববৃন্দ ইহা জানিতে পারিতেছে না, অথচ আমার শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে।"

তাহার পর তিনি মেঘনাদকে কহিলেন,—"বয়স্য, আমার কার্য্য সাধিত হইয়াছে। আপনি এক্ষণে অসিখানি গ্রহণ করুন।"

'আপনার যাহা অভিরুচি' বলিয়া বিদ্যাধর অসিখানি লইলেন, ও বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, এই অঙ্গুরীপ্রভাবে যে অন্তর্হিত হইবে, তাহাকে যে স্পর্শ করিবে, তাহারও অন্তর্ধান ঘটিবে, আবার তাহা-কেও যে স্পর্শ করিবে, সেও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চয় বলিয়া জানিবেন।"

শুনিয়া অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"সখে, ইহাতে আরও প্রীত হইলাম, ইহাকে অভ্যুদয়ের উপর অভ্যুদয় বলিয়া মনে হইতেছে।"

পরে তিনি মেঘনাদকে বলিলেন,—"বয়স্য, আমার জন্য আপ-নার বিলম্ব হইতেছে দেখিতেছি, এক্ষণে আর বেলা অতিক্রম করিবেন না।"

বিদ্যাধর উত্তর দিলেন,—"যদি আপনি সম্ভাষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি যাইতেছি।"

সে কথায় অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"আমি অধিক কি আর বলিব? আপনাদের ন্যায় যাঁহাদিগের নিকট বিদ্যা বশীভূত, আমাদের মত কেহ কি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করিতে পারে? আমার জীবন পুনঃপ্রদানের জন্য আমি আপনার ক্রীত হইয়াছি, আদেশ করুন, এ ভৃত্য কি করিবে?"

তাহাতে বিদ্যাধর উত্তর দিলেন,—"আপনার ছলশূন্য বুদ্ধির কথা জানি। যদি আপনি আমার কথা রাখেন, তাহা হইলে আমার ও আমার গৃহিনীর বিষয় আমাদের সখীকে জানাইবেন, আর আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন। এক্ষণে আমি চলিলাম। রাজপুত্রীকে ক্রীড়ারসে বিলোভিত করিয়া তুলুন। কোন কার্য্যে প্রয়োজন হইলে আমাকে আপনার পার্শ্বেই দেখিতে পাইবেন।"

পরে তিনি আবার বলিলেন,—"পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার মনকে ত ছাড়িয়া দিতেছেন না। কি করিব বয়স্য, এক্ষণে তবে আসি।"

অবিমারক কহিলেন,—"আসুন তবে, আবার যেন দর্শন পাই।"

'আচ্ছা' বলিয়া বিদ্যাধর বিদ্যাধরীর সহিত উর্দ্ধে উত্থিত হইলেন। অবিমারক তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মেঘনাদ যেন গগন-সাগরে অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার কেশাগ্র বায়ুবেগে কম্পিত হইতেছিল, মেঘকন্দরে ঘর্ষিত হওয়ায় অঙ্গরাগসকল মুছিয়া যাইতেছিল, অসিখানি বাহুমূলে বদ্ধ দেখাইতেছিল। তাঁহার যুবতী প্রিয়তমা করে প্রিয়তমের কটিদেশটি আলিঙ্গন করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া-ছিলেন, উত্তরীয়খানি বাতাসে বিচলিত হইতেছিল, আর মুকুটমণিগণে তারকাসকল মর্দ্দিত হইয়া উঠিতেছিল, উর্দ্ধগমনের বেগে সেই শ্রীমান্‌কে ক্ষীণ দেখাইতেছিল।

আবার বিদ্যাবলে তাঁহার অনুসরণে রতা প্রিয়তমার কেশপাশে বগ-

বশে শিথিল ও পার্শ্বদ্বয়ে বিমুক্ত হইয়া পড়িতেছিল, স্তনতটকম্পনে তাঁহার কটিদেশটি অবসন্ন হইয়া উঠিতেছিল, আকাশে শরীরের পূর্ব্ব-ভাগটি স্বামী মেঘনাদের অঙ্গে রাখিয়া সৌদামনী মেঘগাত্রে সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণে দৃশ্য ও ক্ষণে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

তাঁহারা অন্তর্হিত হইলে অবিমারক সেই দিনেই নগরে যাইতে অভিলাষ করিলেন। তিনি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন, নামিতে নামিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠায়, কিছুক্ষণ বিশ্রামের ইচ্ছা করিয়া এক শিলার উপর বসিয়া পড়িলেন।

সেই সময়ে বিদূষক সন্তুষ্ট সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্তুষ্ট ধাত্রীর নিকট হইতে অবিমারকের নির্গমনের কথা শুনিয়া তাঁহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রিয়বয়স্যকে দেখিতে না পাইয়া বিদূষক অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"হায়! সুগৃহীতনামা সৌবীররাজের কি দুর্ভাগ্য, তাহারই জন্য তিনি অপুত্রক ছিলেন, পরে কোন নিয়ম প্রতিপালন করিয়া দৈবানুগ্রহে মনুষ্যলোকে দুর্লভ সুপুত্র লাভ করেন, আবার তাঁহাকে হারাইয়া সেই অপুত্রকই হইয়া উঠিয়াছেন। হায়! হায়! আমার জীবনাবসানের জন্য ও বন্ধুজনের দুর্ভাগ্যবশে কুমার নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। আজ ত ধাত্রী বলিলেন, কুমার নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কে জানে যে, সেই অতিসুকুমার রাজকুমার একাকী মদনপীড়িত ও নিরুদ্দেশ হইয়া কুশলে আছেন। আমিও সর্ব্বলোক পরিভ্রমণ করিয়া কুমারকে বা তাঁহার শরীর দেখিবই দেখিব, যদি দেখিতে না পাই, পরকালে তাঁহার সহায় হইব। কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এই বৃক্ষচ্ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যাইব।"

এই বলিয়া তিনি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ওদিকে অবিমারক সন্তুষ্টের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—"এক্ষণে সন্তুষ্টেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা ত জানিতে পারিতেছি না। আমার নির্গমনের কথা যদি সে শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে ভালই হইবে, যদি তাহা না হয়, সে ব্রাহ্মণ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সে ব্যতীত আমার সকল কার্য্যই বৃথা। আহা, সে সভামধ্যে হাস্যোদ্দীপক, সমরসমূহে যোদ্ধা, শোকে গুরু, শত্রুর নিকট সাহসী, আমার হৃদয়ের মহোৎসব। অধিক কি আর বলিব, আমার শরীরটিই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।"

অবিমারক তখন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সহসা তিনি বিদূষককে বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে কোন পথিক মনে করিয়া যেমন তাঁহার নিকটে আসিলেন, অমনি সন্তুষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আমার হৃদয়ের অভ্যুদয় যদৃচ্ছাক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে, মন ইহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া উঠিতেছে।"

সন্তুষ্টও জাগরিত হইয়া পড়িলেন, তিনি অনেকক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন, এক্ষণে যাইবার অভিপ্রায় করিয়া বলিলেন,—"ভ্রষ্টমনোরথদিগের আবার বিশ্রাম কি?"

তাহার পর উঠিয়া দুইচারি পদ গমন করিয়া অবিমারককে দেখিলেন, ও বলিয়া উঠিলেন—"একি! কুমার অবিমারক যে?"

অবিমারকও কহিলেন,—"এস, বয়স্য সন্তুষ্ট।"

তখন দুই বন্ধুতে পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেন।

উচ্চহাস্যসহকারে বিদূষক অবিমারককে কহিলেন,—"বয়স্য, বল দেখি, এতকাল কি করিতেছিলে?"

'ইহাই করিতেছিলাম' বলিয়া অবিমারক সেই অঙ্গুরীটি দক্ষিণ অঙ্গুলীতে ধারণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

বিদূষক তখন বলিতে লাগিলেন,—"হায়! হায়! কুমার কোথায় গেলেন? তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না কেন? একি? তবে তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারই মত দেখিতেছি। আচ্ছা ঠিক করিতেছি।"

তাহার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বয়স্য, যদি তুমি আত্মগোপন কর, তাহা হইলে অভিশাপ দিব।"

শুনিয়া অবিমারক কহিলেন,—"এইত আমি রহিয়াছি।"

তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিদূষক কহিলেন,—"কৈ কোথায় আছ?"

অবিমারক তখন বামাঙ্গুলীতে অঙ্গুরীটি ধারণ করিয়া প্রকাশিত শরীরে বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে আমি।"

তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"আগে শুদ্ধ অবিমারক ছিলে, এক্ষণে দেখিতেছি মায়ী অবিমারক হইয়া উঠিয়াছ। তুমি যখন এরূপ মায়াবী, তখন কন্যাপুরে প্রচ্ছন্নরূপ ধরিয়া বিচরণ কর না কেন?"

অবিমারক উত্তর দিলেন,—"বয়স্য সম্প্রতি ইহা লাভ করিয়াছি।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"আশ্চর্য্য বটে, কোথা হইতে এক্ষণে ইহা পাইলে?"

অবিমারক বলিলেন,—"কন্যান্তঃপুরে সমস্তই বলিব।"

তাহাতে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"সম্প্রতি আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

অবিমারক কহিলেন,—"মূর্খ, শীঘ্র এস, প্রক্ষেপভূমিতে প্রবেশ করি।"

এই বলিয়া তিনি অঙ্গুরীটি দক্ষিণাঙ্গুলীতে ধারণ করিতে করিতে সন্তুষ্টের হস্ত আকর্ষণ করিলেন, ও বলিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার হস্ত পরিত্যাগ না করেন।

অবিমারকের স্পর্শে সন্তুষ্টও অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, আমিও অদৃশ্য হইলাম। আমার শরীর আছে কি নাই বুঝিতে পারিতেছি না, ইহাকে উচ্ছিষ্ট করিয়া রাখি।"

এই বলিয়া বিদূষক নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অবিমারক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিতেছিলেন,—"মূর্খ, বিলম্ব করিও না, কান্তাদর্শনের জন্য আমার মন তাড়াতাড়ি করিতেছে।"

বিদূষক বলিলেন,—"আমার কিন্তু বিশ্বাস হইতেছে না।"

অবিমারক কহিলেন,—"চল, ভোজনবেলা প্রতিপালন করিতে হইবে।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যাইব।"

শুনিয়া অবিমারক বলিয়া উঠিলেন,—"কুরঙ্গী আমাকে কি স্মরণ করিতেছে না?"

বিদূষক বলিলেন,—"সেই নগ্না অন্ধশ্রমণা কি বাঁচিয়া নাই?"

অবিমারক তখন কাতরভাবে কহিলেন,—"দোহাই তোমার, শীঘ্র শীঘ্র এস।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"সমাবর্ত্তনের পর ব্রহ্মচারী যেমন তাড়াতাড়ি করে, তুমি সেরূপ করিতেছ কেন?"

'মূর্খ, এদিকে এস' বলিয়া অবিমারক সন্তুষ্টকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন।

বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"আমাকে টানিও না, এই তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।"

তাহার পর তাঁহারা নগরে উপস্থিত হইলে তাহার শোভা দেখিয়া প্রীত হইয়া উঠিলেন, ক্রমে তাঁহারা রাজভবনের নিকট আসিয়া পঁহুছিলেন।

তাহা দেখিয়া অবিমারক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এইত সেই রাজভবন। এখানে রাত্রিকালে সশঙ্কভাবে সাহস অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার দিবসে মায়া সহায় করিয়া অশঙ্কচিত্তে নিপুণভাবে সাধুবৃন্দের ন্যায় প্রবেশ করিতেছি।"

তাহার পর ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অবিমারক মনে করিতে লাগিলেন যে, কুরঙ্গী হয়ত স্নান করিয়া এক্ষণে প্রাসাদমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন তিনি সেই দিকে যাওয়ার অভিপ্রায় করিলেন।

ওদিকে ক্ষুধায় বিদূষকের উদর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন,—"যেখানে সেখানে প্রবেশ করা যা'ক, ভোজনবেলা অতিক্রান্ত হইতেছে।"

'তবে চল, অভ্যন্তরেই প্রবেশ করি' বলিয়া অবিমারক বিদূষককে লইয়া প্রবেশ করিলেন। সেই পরিচিত স্থান দেখিয়া তখন অবিমারক বলিতে লাগিলেন,—"পূর্ব্বে পুরমধ্যে বা গৃহাভ্যন্তরে সুখে বাস করিয়া যে মনস্বীরা দুর্ল্লভ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া বিনির্গত হইয়াছিল, তাহারাই আবার কৃতার্থ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিশেষ কর্ম্মের সাহায্যে প্রবেশ করিতে সুখ অনুভব করিতেছে।"

(৫)

অবিমারকের বিরহে কুরঙ্গীও অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়েন, কিছুতেই তাঁহার প্রীতি হইতেছিল না। যে সকল সহচরী তাঁহার

মনোভাব জানিত না, তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। বকুল, দেবদারু, শাল, অর্জ্জুন, কদম্ব, নীপ, বেত প্রভৃতি বর্ষাকালের প্রিয় সুরভি কুসুমরাশি আনিয়া তাহারা তাঁহাকে উন্মাদিত করিতে লাগিল। রাজভবনের সরোবরের নিকট ময়ূরসকল কুপিতা কান্তার চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরীদের দ্বারা লালিত হইলেও তাহারা দেশকালের অবস্থা না জানিয়া অধিকজ্ঞের ভাব দেখাইতেছিল। শুক সারিকারাও আলাপন আরম্ভ করিয়াছিল। কুরঙ্গীর ঔদাসীন্য না জানিয়া ভূতিসারিকা আসিয়া সর্ব্বলোকের বৃত্তান্ত জুড়িয়া দিল। পরিজনেরা আগ্রহসহকারে কেবলই তাঁহার পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

এই সকল ব্যাপারের জন্য কুরঙ্গীর কিছুক্ষণ নির্জ্জনে থাকার অভিলাষ হইতেছিল, এমন সময়ে নলিনিকা তাঁহাকে কহিল,—"ভর্ত্তৃদারিকে, আর দুঃখ করিবেন না, চলুন, কন্যাপুরপ্রাসাদে উঠিয়া দৃষ্টির প্রীতি সম্পাদন করি।"

সে কথায় কুরঙ্গী বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি আমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছ? পরিজনেরা আমার পরিতোষের জন্য চেষ্টা করিয়া আমাকে উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে, তাই কিছুক্ষণ প্রাসাদের উপরে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

'যাহা আপনার অভিরুচি' বলিয়া নলিনিকা কুরঙ্গীকে লইয়া প্রাসাদের উপর আরোহণ করিল। সেখানে গিয়া মেঘদর্শনে কুরঙ্গী উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি নলিনিকাকে বলিতে লাগিলেন,—এখানেও যে মহান্ অনর্থ উপস্থিত দেখিতেছি, এই দেখ, বিদ্যুৎ-প্রদীপ লইয়া কালমেঘ উদিত হইয়াছে।"

আকাশের মনোহর শোভা দেখাইতে দেখাইতে নলিনিকা কহিল,—"ভর্ত্তৃদারিকে, উৎকণ্ঠিতা হইবেন না, দেখুন, দেখুন, নবমেঘে সূর্য্যদেব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছেন, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিও পড়িতেছে, আহা! আকাশতল কি রমণীয় হইয়াই উঠিয়াছে।"

'আমি তাহা লক্ষ্য করিতেছি' বলিয়া কুরঙ্গী উত্তর দিলেন। সেই সময়ে অবিমারক ও সন্তুষ্ট প্রাসাদের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কুরঙ্গীকেও উপরে দেখিতে পাইলেন। পীড়ার জন্য তিনি তখন অঙ্গে পীত অগুরু ও চন্দন লেপন করিয়াছিলেন, ভূষণসকল খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, হাব ভাব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ও যুক্তিবর্জ্জিতা বেদশ্রুতির ন্যায় স্বভাবসুন্দরীরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

অবিমারক কুরঙ্গীকে দেখাইয়া দিলে, বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"সখে তুষ্ট হইলাম! তুমি সকললোকের নিকট আপনাকে সুন্দর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক, কিন্তু রাজকুমারী স্বভাবরমণীয় রূপে তোমাকে জয় করিয়াছেন। ইঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে তোমার বিরহে কিছু কৃশা হইয়া পড়িয়াছেন, তবুও বালচন্দ্রলেখার মত চক্ষুর তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছেন।"

শুনিয়া অবিমারক বলিলেন,—"সখে, অতিপণ্ডিতের ন্যায় ও কি বলিতেছ?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"তোমার সঙ্গে নিত্যপরিচয়ে আমাকে পরিহাস করিতেছ, নূতন লোক আমার বুদ্ধির দৌড় জানিতে না পারিয়া কতই প্রশংসা করিয়া থাকে, সেইজন্য আমি নগরে কাহারও সহিত ভাল করিয়া আলাপ করি না।"

তখন অবিমারক বলিতে লাগিলেন,—"আর ঔদাসীন্যে কাজ নাই, অনেক পরিজনের জন্য কান্তাকে প্রবোধ দিবার অবসর পাইতেছি

না। চল, এক্ষণে প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি গিয়া।"

তাহাতে বিদূষক বলিলেন,—"বেশ বলিয়াছ, চল, প্রাসাদেই উঠা যা'ক।"

অবিমারক তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—"সখে, যেন শব্দ না হয়, এরূপ ভাবে উঠিতে হইবে।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"আমি তাহা পারিব না, উচ্ছিষ্ট না করিয়া কে খাইতে পারে? আমি এখানে থাকি, তুমিই উঠ।"

সে কথায় অবিমারক বলিলেন,—"আমি যদি তোমাকে ত্যাগ করি, তাহা হইলে সকলে দেখিতে পাইবে।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, হাঁ, ওটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বার বার মনে করিয়া দিও।"

'তবে এ দিকে এস' বলিয়া অবিমারক বিদূষককে লইয়া প্রাসাদের উপর আরোহণ করিলেন, ও নলিনিকার সহিত কুরঙ্গীকে শিলাতলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন বামকরে মলিন মুখখানি সন্নিবেশ করিয়া মদনসহায় বর্ষাকাল সহ্য করিতে না পারিয়া, ব্যাকুল-ভাবে স্থিরদৃষ্টিতে কি চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি বাষ্পজলে ভরিয়া যাওয়ায়, তাহা নিবারণের জন্য ঊর্দ্ধদিকে চাহিতে-ছিলেন।

কুরঙ্গী মনে মনে বলিতেছিলেন,—"এ জীবনমরণে লাভ কি?"

পরে তিনি নলিনিকাকে স্নানের উপকরণের সহিত মাগধিকাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। নলিনিকা তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না, তখন সেখানে আর কেহই ছিল না। সেই সময়ে হরিণিকা নামে মহিষীর পরিচারিকা একটা ঔষধ হস্তে লইয়া

আসিল, ও কুরঙ্গীর জয় উচ্চারণ করিয়া কহিল যে, মহিষী এক্ষণে তাঁহার শিরঃপীড়া কেমন আছে জানিতে চাহিতেছেন, ও সেই ঔষধটি লেপন করিতে বলিতেছেন।

কুরঙ্গী কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নলিনিকাকে যাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন, তখন আবার বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, তিনি নবমেঘজলে স্নান করিবার ইচ্ছা দেখাইয়া নলিনিকাকে স্নানের উপকরণ আনিতে বলিলেন, অগত্যা নলিনিকা যাইতে উদ্যত হইল।

কুরঙ্গীর ভাব দেখিয়া অবিমারকের মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন কি একটা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কুরঙ্গী আবার নলিনিকাকে ডাকিলেন, নলিনিকা তাঁহার নিকটে গেলে তিনি তাহার শরীর শীতল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তাহা জানে না বলিলে, কুরঙ্গী তাহাকে আলিঙ্গন করিতে বলিলেন, নলিনিকা তাহাই করিল। তাহার শরীর অতি শীতল ও মনোহর বলিয়া কুরঙ্গী বলিতে লাগিলেন, নলিনিকা তাহাতে আপনাকে অনুগৃহীতা মনে করিল। কুরঙ্গী আবার জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার শরীরদাহের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু মনে মনে তাঁহার সখীপ্রণয় দেখান হইল বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন। কুরঙ্গী প্রাণবিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাই নলিনিকার সহিত সেই দিনেই অঙ্গস্পর্শের শেষ হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পরে আবার নলিনিকাকে যাইতে বলিলে, নলিনিকা তখন তাঁহার আজ্ঞাপালনের জন্য চলিয়া গেল।

এদিকে হরিণিকা মহিষীকে কি বলিবে জিজ্ঞাসা করিলে, কুরঙ্গী বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার পীড়ার শান্তি হইয়াছে, এবং তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। সে কিরূপে জানিল মহিষী জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর

দিবে বলিলে, কুরঙ্গী বলিতে বলিলেন যে, সেই ঔষধেই হইয়াছে। তখন হরিণিকাও সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

অবিমারক পূর্ব্ব হইতেই কুরঙ্গীকে সন্দেহ করিতেছিলেন, তিনি যে, মনে মনে একটা কিছু নিশ্চয় করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধারণা হইতেছিল। সেই কৃশাঙ্গী তখন উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন ও বাষ্পপূর্ণ নেত্র দুইটিতে বারম্বার চারিদিকে চাহিতেছিলেন। কাজেই তিনি কিছু স্থির করিয়াছেন বলিয়া অবিমারকের মনে হইতে লাগিল।

সহসা কুরঙ্গী উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন ও উত্তরীয় বসনখানি গলায় বাঁধিয়া প্রাণবিসর্জ্জন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহাতে ভীত হইয়া তিনি 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

অবসর বুঝিয়া অবিমারক বিদূষককে বলিলেন,—"সখে, আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।"

তাহার পর বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীটি ধারণ করিয়া 'প্রিয়তমে ভয় নাই, ভয় নাই' বলিতে বলিতে কুরঙ্গীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইলেন।

কুরঙ্গী তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলেন,—"একি সত্য! আমি ত জ্ঞানহীনা হইয়া পড়িয়াছি।"

'কান্তে, শঙ্কা ত্যাগ কর' বলিয়া অবিমারক তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন, তাহাতে কুরঙ্গী বলিলেন,—"ক্ষণমাত্রেই যেন আমার শরীরদাহ নিবৃত্ত হইল।"

অবিমারক বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমার এই আলিঙ্গন সতত পরিচিত হইলেও মনোনিবেশের জন্য প্রথম সমাগমের অপেক্ষা অধিক

রসপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইতেছে। সাহসী নৃপতি যুদ্ধে যেমন বিজয় অনুভব করেন, আমিও সেইরূপ মনে করিতেছি।"

তখন অশ্রুতে তাঁহাদের নয়ন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তাহা দেখিয়া বিদূষক বলিতেছিলেন,—"তোমরা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলে কেন?" আর দুঃখ করিও না, তাহা হইলে আমিও কাঁদিব। তবে আমার চক্ষু হইতে জল বাহির হওয়া দুর্লভ। আমার পিতা মরিলে অনেক উদ্যোগ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই চক্ষু হইতে জল পড়িল না, অন্য দুঃখ কি আর বলিব। তবুও উৎসুক না হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করি।"

বিদূষকের এরূপ পরিহাস অবিমারকের ভাল লাগিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এরূপ উপহাস করা সঙ্গত নহে, স্নেহ ছলহীন হইয়া থাকে, তোমার বুদ্ধির দোষ দেওয়াই উচিত, কারণ, তুমি যথেচ্ছভাবে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছ। এককার্য্যে প্রাজ্ঞ ও মূর্খের শরীরেরই সমতা দেখা যায় বটে, বুদ্ধি কিন্তু অন্যরূপ হয়।"

সেই সময়ে নলিনিকা আসিয়া দেখিল যে দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। সে হরিণিকাকে ডাকিতে লাগিল, ও দ্বার রুদ্ধ কেন জিজ্ঞাসা করিল। দ্বার-রোধের জন্য তাহার মনে হইতেছিল, প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আপনার সন্তাপ দূর করার জন্য যেন কুরঙ্গী প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে আবার হরিণিকাকে ডাকিতে লাগিল, উত্তর না পাইয়া ভাবিল কুরঙ্গীর বুঝি তাহাই ঘটিয়াছে।

নলিনিকার স্বর বুঝিতে পারিয়া অবিমারক সন্তুষ্টকে দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। দ্বার খুলিয়া বিদূষক নলিনিকাকে প্রবেশ করিতে বলিলেন। বিদূষককে দেখিয়া নলিনিকা বলিয়া উঠিল,—"এখন আবার এপুরুষটি কোথা হইতে আসিল?"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"তুমি ঠিক বুঝিয়াছ বটে, ইহাই রাজ-ভবনের বিশেষত্ব। অন্য কে আমাকে দেখিয়া পুরুষ বলিবে? আমি যে স্ত্রী।"

অবিমারক তখন 'এস নলিনিকা' বলিয়া নলিনিকাকে প্রবেশ করিতে বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া 'একে? ভর্ত্তৃদারক, আপনাকে বন্দনা করি' বলিয়া নলিনিকা অগ্রসর হইল, ও বিদূষককে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ পুরুষটি কে?"

বিদূষক নলিনিকার নাম শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাকে বুঝিতে পারিয়া পরিহাস করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমি পুষ্করিণী নামে পরিচারিকা।"

অবিমারক নলিনিকাকে কহিলেন,—"আমি যে সন্তুষ্টের কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি, এই সেই ব্রাহ্মণ।"

শুনিয়া নলিনিকা বলিল,—"বটে, বটে, এই ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বে নগরা-পণের অলিন্দে দেখিয়াছি বটে।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"আমি যজ্ঞোপবীতে ব্রাহ্মণ, জীর্ণবস্ত্রে রক্তপট, আবার বস্ত্র মোচন করিলে শ্রমণক হইয়া উঠি।"

তাহার পর তিনি নলিনিকার হস্তে স্নানের উপকরণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার হাতে ওকি?"

'ভর্ত্তৃদারিকার স্নানের উপকরণ' বলিয়া নলিনিকা উত্তর দিল।

বিদূষক তখন বলিতে লাগিলেন,—"ক্ষুধিতা ও রোদনরতা রাজ-কুমারীর স্নানের উপকরণে কি হইবে? শীঘ্র ভোজনসামগ্রী লইয়া এস, আমি অগ্রেই বসিয়া পড়িব।"

নলিনিকা বলিয়া উঠিল,—"দুর্ব্রাহ্মণ, কেবল ভোজনের কথাই ভাবিতেছ? ও সকল এখন থাকুক, এই দিবাভাগে রাজপথে বহুলোক

থাকিতে ভর্ত্তৃদারক কিরূপে এখানে প্রবেশ করিলেন, তাহাই এখন শুনি।"

'সন্তুষ্ট সবই তোমাকে বলিবে' বলিয়া অবিমারক তাহাদিগকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। নলিনিকা বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ সম্মান-সূচক বাক্যে অবিমারক তাহাদিগকে বিদায় দিতেছেন। তখন সে বিদূষককে লইয়া চতুঃশালে গিয়া পাঁচজনের সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিল, ও বিদূষককে ধরিয়া টানিতে লাগিল। বিদূষক 'অব্রহ্মণ্য, অব্রহ্মণ্য' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তাহাতে কুরঙ্গী বলিলেন,—"এ ব্রাহ্মণটি হাস্যকর বটে।"

অবিমারক বিদূষককে তাহা শুনাইয়া দিলেন, তখন বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"কে আমাকে অশ্রদ্ধেয় কথা বলিতেছেন? আমি হাস্যকর না তিনিই হাস্যকর। নিজের অবস্থা জানিয়া কি করিতে গিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিয়া সমস্ত ভুলিয়া গেলেন, ও ভূমিতে পড়িলেন।"

শুনিয়া কুরঙ্গী চুপে চুপে বলিলেন,—"ইঁহারা তাহাও দেখিয়াছেন।"

নলিনিকা বিদূষককে বলিতে লাগিল,—"দোহাই তোমার, এদিকে এস, ব্রাহ্মণ।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"যদি ভোজনসামগ্রী দাও, তাহা হইলে যাইব। আগন্তুককে ভোজনদানই প্রিয়কার্য্য।"

নলিনিকা বলিল—"এস, তোমাকে আমার সমস্ত আভরণই দিতেছি।"

বিদূষক কহিলেন,—"ঘৃতের কথা শুনিয়া কখনও পিত্ত শান্তি হয় না, কৈ আমার হাতে দাও।"

'তাহাই হউক', বলিয়া নলিনিকা তাহার সমস্ত আভরণ উন্মোচন

করিয়া বিদূষকের হস্তে দিল, তখন বিদূষক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“শুন তবে।”

তাহা শুনিয়া নলিনিকা বলিয়া উঠিল,—“মূর্খ ব্রাহ্মণ, চতুঃশালে বসিয়া পাঁচজনের সহিত শুনিব।”

অগত্যা বিদূষক বলিলেন,—“তাহাই হইবে, রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছি।”

বিদূষকের বিলম্বে বিরক্ত হইয়া নলিনিকা বলিতে লাগিল,—“তুমি এখন কে? সমস্ত আভরণ লইয়া আমার বল্লভ হইয়াছ। এস, তবে।”

এই বলিয়া বিদূষকের হস্তধারণ করিল, বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—“অমন করিও না, আমি অতি সুকুমার।”

নলিনিকা কহিল,—“জানি, জানি, তোমার সুকুমারতা জানি। যদি তুমি সুকুমার হও, তাহা হইলে শীঘ্র এস।”

‘চল তবে যাই’ বলিয়া বিদূষক নলিনিকার সহিত সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অবিমারক তখন বর্ষাকালের প্রিয়রমণীয় মেঘরাজি কুরঙ্গীকে দেখাইতেছিলেন। সেই নীল জলদজাল বর্ষাকালের ঘোষণা-ধ্বনি করিতে করিতে নানারূপ ক্রিয়ার অভিনয় করিতেছিল, তাহা-দিগকে দেখিয়া যেন ইন্দ্রের একবারপ্রসূত ধেনুপাল বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহারা তারকারাজির যবনিকাস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং বিদ্যুদ্-ভুজঙ্গীর আবাসবল্মীকরূপে শোভা পাইতেছিল, তাহাদিগকে আবার নভোমার্গে রোপিত ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহের ন্যায়ও লাগিতেছিল, মদন-শরের শাণশৈল ও কুপিতা অঙ্গনাগণের মিলনসংঘটক বলিয়া ইহারা চিরপ্রসিদ্ধ, পর্ব্বতশিখরে জল ঢালিয়া দেওয়ায় তাহাদের স্নানঘট বলিয়াও মনে হইতেছিল, সেই মেঘমালা

সমুদ্রের জলভিক্ষারও নিবৃত্তি করিয়া দিতেছিল, এবং রবিচন্দ্রের অর্গল-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে দেবগণের জলচ্ছত্রের স্থায়ও দেখাইতেছিল।

নীরদপুঞ্জের বিচিত্র শোভা দেখিয়া কুরঙ্গীও বলিয়া উটিলেন,—"আর্য্যপুত্র, এক্ষণে ইহারা রমণীয় বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

সেই সময়ে আবার বিপুল ও বিরল ধারাপাত আরম্ভ হইল, আকাশ-সাগরের উর্ম্মির ন্যায় মেঘসকল গর্জ্জন করিতে লাগিল, জলদ-জালের শাখামূলের মত ধারাশ্রেণী পড়িতে আরম্ভ করিল, রাক্ষসীদের ভ্রূকুটির তুল্য বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। তখন নবযৌবনে পূর্ণাঙ্গী প্রিয়তমাকে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবার সময় বলিয়া অবি-মারকের মনে হইল, কুরঙ্গীও প্রিয়তমাকে বারিবর্ষণারম্ভের কথা জানাইয়া দিলেন, তখন অবিমারক অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ইচ্ছা করিলেন, কুরঙ্গীও তাহাতে সম্মত হইলেন।

(৬)

দৈবের কোনই নিয়ম নাই। প্রথমে কুরঙ্গীকে সৌবীররাজ পুত্রের জন্য ইচ্ছা করেন, এদিকে অবিমারক গুপ্তভাবে কুরঙ্গীর সহিত প্রেম-পাশে বদ্ধ হন। কেহই তাঁহার বংশপরিচয় জানিত না, অথচ তাঁহার মনুষ্যলোকে দুর্লভ আকৃতি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল। আবার কাশীরাজপুত্র জয়বর্ম্মা জননী সুদর্শনা ও মন্ত্রী ভূতিকের সহিত রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যজ্ঞ আরম্ভ করায় কাশীরাজ নিজে আসিতে পারেন নাই। কাজেই এক্ষণে যে কি ঘটিবে রাজপরি-চারিকারা তাহারই আলোচনা করিতেছিল।

ধাত্রী জয়দা প্রথমে তাহাই ভাবিতেছিল, সেই সময়ে মহিষীর পরিচারিকা বসুমিত্রা তাহার নিকট আসিয়া পঁহুছিল। জয়বর্ম্মা যেদিন

আসিয়া উপস্থিত হন, সেইদিনই দৈবজ্ঞেরা বিবাহের দিন স্থির করায়, বসুমিত্রা তাঁহাদের বিপরীত চরিত্রের কথা চিন্তা করিতেছিল, তাঁহারা কেবল আপনাদের ভাল সময়ের কথাই ভাবেন, কার্য্যগৌরবের ধারও ধারেন না বলিয়া সে মনে করিতে লাগিল।

তাহার পর বসুমিত্রা জয়দাকে দেখিয়া কহিল যে, রাজ্ঞী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, কি নিমিত্ত সে জানে কি না জয়দা জিজ্ঞাসা করিলে, বসুমিত্রা বিবাহের পরামর্শের কথা বলিল। জয়দা রাণীর মত কি জানিতে চাহিলে, বসুমিত্রা উত্তর দিল যে, নিজ বংশজাত বিষ্ণু-সেনের অবস্থা না জানিয়া তিনি জয়বর্ম্মাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। কিন্তু রাজা কুন্তিভোজ যে সৌবীররাজের পুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া দুঃখিত হইয়া উঠিতেছেন, সে তাহাও বলিল।

সহসা নলিনিকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিধাতা যেন তাহাদের সকল প্রকার সঙ্কটের সঙ্কেত করিতেছিলেন বলিয়া সে মনে করিতেছিল, তাহার মাতাকে বসুমিত্রার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সে তখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য অগ্রসর হইল।

বসুমিত্রা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সে সর্ব্বদা কঞ্চুকীর সঙ্গে থাকায় কোন কথা শুনিয়াছে কিনা। নলিনিকা উত্তর দিয়া কহিল যে, অনেক নূতন সংবাদ আছে। বসুমিত্রা তাহাকে বলিতে অনুরোধ করিলে, সে তখন বলিতে লাগিল যে, সৌবীররাজ্যের অমাত্যেরা পত্রসহ দূত পাঠাইয়া জানাইয়াছেন, তাঁহাদের রাজা কুন্তিভোজের নগরে সপরিবারে গুপ্তভাবে আছেন। সৌবীররাজের গুপ্তচরেরা সে সংবাদ দিয়াছে, অমাত্যেরা রাজা কুন্তিভোজকেও অনুসন্ধান করিতে বলিতেছেন। জয়দা ও বসুমিত্রা তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন বেশের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার পর নলিনিকা

আবার বলিল যে, রাজা ও মন্ত্রী ভূতিকের সহিত তাঁহাদের অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। ইহার পরিণাম কি হইবে, জয়দা তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বসুমিত্রা তখন নলিনিকাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বলিয়া জয়দাকে লইয়া মহিষীর নিকট অগ্রসর হইল।

রাজা কুন্তিভোজ অনুসন্ধান করিয়া সৌবীররাজকে বাহির করিয়াছিলেন। সৌবীররাজ তখন পুত্রবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, সম্বৎসর ব্যাপিয়া তিনি অবিমারকের কোনই সংবাদ পান নাই। কুন্তিভোজ তাঁহাকে নিজ ভবনে লইয়া আসিলেন। দুই আত্মীয় ও বন্ধুতে মিলিত হইলে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পরে কুন্তিভোজ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখে, অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ ঘটিল, এক্ষণে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি হইবে? এস, আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর। সেই বালভাবের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, প্রীতিসহকারে তোমাকে অনিমেষ নয়নে দেখিতে দেখিতে স্নেহবশে আমার বয়স্তভাব যেন নূতন হইয়া উঠিতেছে।"

'যাহা তোমার অভিরুচি' বলিয়া সৌবীররাজ বাহু প্রসারণ করিলেন; তখন দুই বন্ধুতে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেন।

সৌবীররাজ কিন্তু অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। কুন্তিভোজ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমার মন যেন চিন্তাকুল বলিয়া বোধ হইতেছে, কথাও বাষ্পগদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুইটি অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছে, মুখও অপ্রসন্ন দেখাইতেছে, এই আনন্দসময়ে তোমার এরূপ বিকার ঘটিতেছে কেন?"

সৌবীররাজ উত্তর দিলেন,—"তোমার মিলনে আমি নিরানন্দ নহি, কিন্তু পুত্রস্নেহই বলবান্ হইয়া উঠিতেছে। আমার যে পুত্রশোক হৃদয়-

মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে, তোমার ন্যায় বন্ধুর মিলনে আজ তাহা বাষ্প-রূপে বাহির হইয়া আসিতেছে।"

কুন্তিভোজ অবিমারকের কথা জানিতেন না, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পুত্রশোক কিসে?"

মন্ত্রী ভূতিক তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি তাহার উত্তর দিয়া বলিলেন,—"সংবৎসরমধ্যে কুমারকে দেখা যাইতেছে না।"

সৌবীররাজ আবার বলিতে লাগিলেন,—"পুত্রস্নেহ বড়ই বলবান্। দেখ, আজ আমাকে সেই অনুপম বলবীর্য্যে পূর্ণ রূপবান্ পুত্র অবিমারকের বিষয় চিন্তা করিতে হইতেছে। তোমার চরণরজঃস্পর্শে কুঞ্চিত কেশাগ্র লইয়া সে যদি এখানে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে আবার মত কে ভাগ্যবান্ বল?"

শুনিয়া ভূতিক মনে মনে বলিলেন,—"কুমারের বিরহে ইঁহার সন্তাপ বৃদ্ধিই পাইতেছে, আমি তাহা দূর করার চেষ্টা করিব।"

তাহার পর তিনি সৌবীররাজকে তাঁহাদের বিপদ-উপস্থিতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে কুন্তিভোজও বলিয়া উঠিলেন,—"অন্যদিকে মন দেওয়ায় আমিও সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

সৌবীররাজ কহিলেন,—"তবে শুন, ভূতিক ইহা জানেন, কিন্তু আমার মুখ হইতে শুনিতে আবার ইচ্ছা করিতেছেন।"

কুন্তিভোজ বলিলেন,—"বল, আমরা শুনিতেছি।"

তখন সৌবীররাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"চণ্ডভার্গবনামে অতিক্রুদ্ধ ব্রহ্মর্ষিকে অবশ্যই জান।"

কুন্তিভোজ উত্তর দিলেন,—"হাঁ, সেই তপোনিধির কথা শুনিয়াছি বটে।"

তাহার পর আবার সৌবীররাজ বলিতে লাগিলেন,—"তিনি এক

সময়ে আমার রাজ্যে আসিয়াছিলেন। অরণ্যমধ্যে তাঁহার কাশ্যপনামে এক শিষ্যকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে, আমিও সে সময়ে মৃগয়া করিতে গিয়া সেখানে উপস্থিত হই। আমাকে দেখিয়া ঋষি ক্রোধজনিত ভ্রূকুটিভঙ্গিতে মুখখানি ভীষণ করিয়া তুলিয়া লম্বিত জটাভারে সেই শিষ্যের শরীরে হাত রাখিয়া রোষাগ্নিতে যেন দগ্ধ করিতে করিতেই আমার কোন কথা না শুনিয়াই অনেক প্রকার গালিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তখন আমিও ভবিতব্যতার প্রাবল্যে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তিনি কোন কথা না বলায়, অথচ অকারণে গালি দেওয়ায়, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, পরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, আপনি যখন কোন বৃত্তান্তই বলিতেছেন না, অথচ অকারণে যথেচ্ছ ভাবে গালি দিতেছেন, তখন এই ক্রোধের জন্য আপনাকে তপস্যার অপাত্র বলিয়াই বোধ হইতেছে, আপনি দেখিতেছি ব্রহ্মর্ষিরূপে চণ্ডাল।"

তাহা শুনিয়া কুন্তিভোজ বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি অযুক্ত কথাই বলিয়াছিলে।"

সৌবীররাজ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ঐকথা শুনিবামাত্র ঘৃতসিক্ত অগ্নিদেবের ন্যায় প্রজ্বলিতনেত্রে মস্তক কম্পিত করিয়া 'কি, কি,' বলিতে বলিতে তিনি আমাকে শাপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ও বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ আমাকে যখন তুমি চণ্ডাল বলিয়াছ, তখন তুমিই পুত্রকলত্রসহ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

শুনিয়া কুন্তিভোজ কহিলেন,—"মহাজনদিগের অনর্থের মূল অল্পই হয় বটে।"

ভূতিক কিন্তু বলিলেন,—"সৌবীররাজবংশের ইহা সৌভাগ্যই বলিতে হইবে, কারণ, ব্রহ্মর্ষি রুষ্ট হইয়া চণ্ডাল হওয়ারই অভিশাপ দিয়াছেন, কিন্তু সেই মূর্ত্তিতে ভস্মসাৎ করেন নাই।"

ভূতিকের কথায় কুন্তিভোজ কহিলেন,—"তুমি যথার্থই বলিয়াছ।"

সৌবীররাজ পরে বলিতে লাগিলেন,—"তাহার পর তাঁহার অভিশাপ শুনিয়া মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ঋষিকে অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন, একবৎসর প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে হইবে, বৎসর পূর্ণ হইলে শাপমুক্ত হইয়া যাইবে। অবশেষে প্রসন্নচিত্তে তাঁহার শিষ্য কাশ্যপকে সম্বোধন করিয়া উঠিতে বলিলেন, ব্যাঘ্রহত সেই শিষ্য তখন তাঁহার অনুগমন করিলেন। আমিও একবৎসর চণ্ডালব্রত পালন করিয়া অদ্য শাপমুক্ত হইয়াছি।"

শুনিয়া কুন্তিভোজ বলিয়া উঠিলেন,—"যাহা হউক, বিপদের নিবৃত্তি হইল। ভাগ্যক্রমে এক্ষণে তোমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে।"

ভূতিকও সৌবীররাজের জয় উচ্চারণ করিলেন। কুন্তিভোজ আবার বলিতে লাগিলেন,—"বিষ্ণুসেনের মাতা সপরিবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন কি?"

ভূতিক উত্তর দিলেন,—"তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল-সুপ্ত প্রণয় আবার জাগরিত করিয়া তুলিতেছেন।"

তাহার পর কুন্তিভোজ বিষ্ণুসেনের অবিমারক নাম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভূতিকই বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুনুন, মহারাজ, ধূমকেতুনামে অসুর সর্ব্বলোকবিনাশের জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সময় সৌবীররাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাহা নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়।"

কুন্তিভোজের নিকট একথা অপূর্ব্ব বলিয়াই বোধ হইল। ভূতিক আবার বলিতে লাগিলেন,—"সৌবীররাজ নিজ প্রজাবৃন্দের পীড়া দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করেন, কুমার বিষ্ণুসেন সে সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তিনি ধূলিধূসরিত গাত্রে কপোললম্বিত কুঞ্চিত কুন্তলে

সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে দৈবযোগে রক্ষি-পুরুষদিগের অনবধানতাবশে সেই রাক্ষসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

শুনিয়া কুন্তিভোজ বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, ভূতিক আবার বলিলেন,—"তখন সেই রাক্ষসটা কুমারকে দেখিয়া আহার সুসম্পন্ন হইল মনে করিয়া নিজ কার্য্যে উদ্যত হইল।"

রাক্ষসের নৃশংসতায় কুন্তিভোজের শঙ্কা বোধ হইতে লাগিল, ভূতিক কিন্তু বলিয়া দিলেন,—"কুমার তাহাতে একটু হাস্য করিয়া বজ্রপাতে গিরীন্দ্রের মত দাবাগ্নিতে বনপ্রদেশের ন্যায় ললিতভাবে অশস্ত্র যুদ্ধ করিতে করিতে সেই নীচাশয়কে নিহত করিয়া ফেলিলেন।"

তাহাতে কুন্তিভোজ কহিলেন,—"পূর্ব্বেই হস্তীর গোলযোগের দিন আমি বলিয়াছিলাম যে, সে দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল মানুষ নহে।"

সৌবীররাজ কুন্তিভোজকে বলিলেন,—"তুমি ত চরগণে সহস্রনেত্র, অবিমারকের বিষয় কিরূপ চিন্তা করিতেছ?"

ভূতিক সে কথার উত্তর দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্! যে সকল স্থানে যাওয়া যায়, তাহা উত্তমরূপেই পরীক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু কোথাও কুমারকে দেখা যাইতেছে না। এক্ষণে মনের শক্তিতেই তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে, তিনি নিশ্চয়ই মায়ার অনুসরণ করিতেছেন।"

সৌবীররাজ ও কুন্তিভোজ অবিমারকের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলে, দেবর্ষি নারদ তাহা জানিতে পারেন। কুন্তিভোজের পিতার ও তাঁহার আরাধনায় দেবর্ষি অত্যন্ত প্রীত ছিলেন, এক্ষণে তিনি সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করার জন্য সেই দিকে আসিতে লাগিলেন।

অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিতে করিতে নারদ বলিতেছিলেন,—“আমি বেদপাঠে পিতামহকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকি, হরি আমার গানে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন, আর নানা উপায়ে তন্ত্রীতে স্বরলহরী ও সংসারে কলহেরও সৃষ্টি করি।”

পরে বলিতে লাগিলেন,—“কুন্তিভোজের পিতা দুর্য্যোধন অনেক দিন ব্যাপিয়া আমাদিগকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর কুন্তিভোজও আমাদের নিকট ভৃত্যের ন্যায়ই আচরণ করিতেছেন, অবিমারকের অদর্শনে কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজের মহান্ কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, আমি অবিমারককে দেখাইয়া তাঁহাদের ব্যাকুলতা দূর করিব বলিয়াই ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছি।”

তাহার পর তিনি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুন্তিভোজ বলিয়া উঠিলেন,—“একি, দেবর্ষি নারদ যে, ভগবন্! অভিবাদন করি।”

‘তোমার মঙ্গল হউক’ বলিয়া দেবর্ষি আশীর্ব্বাদ করিলেন। ‘অনুগৃহীত হইলাম’ বলিয়া কুন্তিভোজ উত্তর দিলেন। সৌবীররাজও তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, ‘তোমার শান্তি হউক’ বলিয়া দেবর্ষি তাঁহাকেও আশীর্ব্বাদ করিলেন। ‘অনুগৃহীত হইলাম’ বলিয়া সৌবীররাজও দেবর্ষির নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

কুন্তিভোজ ভূতিকের কাণে কাণে পাদ্য, অর্ঘ্য, আনিতে বলিলেন, ভূতিক প্রস্থান করিয়া সে সকল লইয়া আসিলেন, কুন্তিভোজ দেবর্ষিকে পাদ্যার্ঘ্যগ্রহণে অনুগ্রহ করিতে বলিলে, দেবর্ষি সম্মত হইলেন।

কুন্তিভোজ তখন তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“আপনার অবতরণে আজ আমার গৃহ পবিত্র হইল।”

সৌবীররাজও বলিয়া উঠিলেন,—"দেবর্ষিদর্শনে আমিও শাপমুক্ত হইলাম।"

নারদ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমি আজ তোমাদিগকে দেখিতে এখানে আসি নাই, অবিমারকের অদর্শনে তোমরা দুঃখিত হইয়াছ জানিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি।"

তাহাতে উভয়েই বলিয়া উঠিলেন,—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের সন্তাপ দূর হইল।"

দেবর্ষি তখন সুদর্শনাকে আনিবার জন্য ভূতিককে আদেশ দিলেন, ভূতিকও তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার সুদর্শনাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুদর্শনা সত্যসত্যই দেবর্ষি আসিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, ভূতিক তাঁহার প্রত্যয় জন্মাইয়া দিলেন। সুদর্শনা তখন তাঁহার পুত্রের বিবাহ সার্থক হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

পরে অগ্রসর হইয়া তিনি দেবর্ষিকে বন্দনা করিলেন, দেবর্ষিও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"মহাভাগে, তুমি নিত্যই এইরূপ প্রীতি লাভ কর, আর রাজা কুন্তিভোজও নিত্য প্রীতিপীড়িত হইয়া উঠুন।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া সুদর্শনা উত্তর দিলেন। তাহার পর দেবর্ষি কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজকে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতে বলিলে, উভয়েই আপনাদিগকে অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন। কুন্তি-ভোজ প্রথমে বলিয়া উঠিলেন,—"সৌবীররাজের পুত্র জীবিত আছে কি?"

'আছে' বলিয়া দেবর্ষি উত্তর দিলেন। সৌবীররাজ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে অদৃশ্য হইয়া আছে কেন?"

সে কথার উত্তরে নারদ বলিলেন,—"বিবাহে আকৃষ্ট থাকায়।"

শুনিয়া সৌবীররাজ বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি কুমার বিবাহিত হইয়াছে ?"

কুন্তিভোজও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে সে এক্ষণে কোথায় ?"

নারদ উত্তর দিলেন,—"বৈরন্ত্য নগরে।"

তাহাতে কুন্তিভোজ কহিলেন,—"আর একটা বৈরন্ত্য নগর আছে নাকি ? সে যাহা হউক, সে তাহা হইলে কাহার জামাতা হইয়াছে ?"

নারদ বলিলেন,—"কুন্তিভোজের।"

'তিনি আবার কে' কুন্তিভোজ জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ বলিতে লাগিলেন,—"সেই রাজা কুরঙ্গীর পিতা, বৈরন্ত্য নগরের অধিপতি, দুর্য্যোধনের পুত্র, এবং তুমিই কুন্তিভোজ।"

শুনিয়া কুন্তিভোজ বলিয়া উঠিলেন,—"অধিক কি জিজ্ঞাসা করিব ? ভগবান্ তাহা হইলে বলিতেছেন যে, আমার কন্যা কুরঙ্গীর সহিত সে বিবাহিত হইয়াছে।"

'তাহাই বটে' বলিয়া নারদ উত্তর দিলেন। তখন কুন্তিভোজ বলিতে লাগিলেন,—"ইহাতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। কে তাহাকে কন্যা দান করিল ? কেনই বা দিল ? আর কিরূপেই বা সে কন্যাপুরে প্রবেশ করিল ?"

তাহার উত্তরে নারদ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বিধিই পূর্ব্বে তাহাকে দান করিয়াছেন, হস্তীর গোলযোগের দিন তাহার দর্শন ঘটে, আর সেও প্রথমে পৌরুষ অবলম্বন করিয়া পরে আবার মায়ার সাহায্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

তখন কুন্তিভোজ কহিলেন,—"সে যাহা হউক, ঋষিবচনের প্রতিবাদ করা উচিত নহে। ভগবান্ এক্ষণে কুমার ও কুরঙ্গীর বিষয়ে কি কর্ত্তব্য ? অগ্রে কি বিবাহক্রিয়া আরব্ধ হইবে ?"

নারদ উত্তর দিলেন,—"যথাসময়ে গান্ধর্ব্ব মতেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে—"

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র কুন্তিভোজ বলিয়া উঠিলেন,—"আমি অগ্নি সাক্ষী করার ইচ্ছা করিতেছি।"

সে কথায় নারদ বলিলেন,—"অগ্নি নিত্যই স্বাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা হইলেও স্বজনদিগের পরিতোষের জন্য উপাধ্যায়কে দিয়া অন্তঃপুরের আচারমাত্র করাইয়া বরবধূকে শীঘ্র এই খানেই লইয়া এস।"

'ভগবান্ চলিলাম' বলিয়া কুন্তিভোজ যাইতে উদ্যত হইলে, নারদ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া ভূতিককে যাইতে বলিলেন। ভূতিক তাঁহার আজ্ঞাপালনের জন্য সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

তাহার পর কুন্তিভোজ দেবর্ষিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার অভিপ্রায় করিলে, নারদ তাঁহাকে তাঁহার নিকটে আসিয়া স্বেচ্ছাক্রমে বলিতে বলিলেন।

কুন্তিভোজ তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগবন্, সুদর্শনার পুত্র জয়বর্ম্মাকে কুরঙ্গী দান করিব বলিয়া সসম্মানে আনিয়াছি, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য বলুন।"

শুনিয়া নারদ বলিলেন,—"আচ্ছা, যাহা হয় আমি করিতেছি, তুমি একটু সরিয়া যাও।"

কুন্তিভোজ তাহাই করিলে, দেবর্ষি সুদর্শনাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, সুদর্শনা আসিলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন,—"আমাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত শুনিয়াছ ত ?"

সুদর্শনা একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"সৌবীররাজের পুত্রের গুণকীর্ত্তন শুনিলাম বটে।"

তাহাতে নারদ বলিয়া উঠিলেন,—"ওকথা বলিও না, অগ্নিদেব হইতে জাত তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা ভুলিয়া গিয়াছ দেখিতেছি।"

সুদর্শনা তখন চুপে চুপে বলিলেন,—"ইহাও ভগবান্ জানেন!"

পরে দেবর্ষি কহিলেন,—"এক্ষণে আমার আজ্ঞা পালন কর।"

'তাহাই করিষ, ভগবান্ আদেশ করুন' বলিয়া সুদর্শনা উত্তর দিলেন।

নারদ তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমার এই পুত্র অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করে। তোমার ভগিনী সুচেতনার পুত্র প্রসবসময়েই স্বর্গগত হয়, তাই তুমি তোমার পুত্রটিকে তাহাকে দিয়াছিলে। সৌবীর-রাজও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতিসদৃশী ক্রিয়া করিয়া উহার বিষ্ণুসেন নাম রাখেন। অমানুষিক রূপ, বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে দিন দিন সে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর অবিরূপধারী অসুরকে বিনাশ করায়, লোকে তাহাকে অবিমারক বলিতে আরম্ভ করে। অবশেষে সেও ব্রহ্মশাপে পরিভ্রষ্ট হইয়া হস্তির গোলযোগের দিন কুরঙ্গীকে দেখিতে পায়, তাহার প্রতি মদনাভিলাষ উৎপন্ন হওয়ায়, সে পৌরুষ আশ্রয় করিয়া কুরঙ্গীর সমাগম লাভ করে, কিন্তু দর্শনভীত কন্যা-পুররক্ষিগণের পরীক্ষায় নির্গত হইয়া আসে, ভগবান্ অগ্নি সে সময় তাহাকে আচ্ছদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই খেদে সে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহার পিতা অগ্নিদেব প্রীতিসহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখেন, অগ্নি দগ্ধ করিতেছেন না দেখিয়া সে উচ্চস্থান হইতে পতনের অভিপ্রায়ে একটি পর্ব্বতে আরূঢ় হয়।"

শুনিয়া সুদর্শনা 'হায় কি অত্যাহিত' বলিয়া উঠিলেন। দেবর্ষি আবার বলিতে লাগিলেন,—"সেখানে কোন একটি বিদ্যাধর তাহার রূপদর্শনে হৃষ্ট হইয়া প্রীতিসহকারে অন্তর্দ্ধানের সহায়ক এক অঙ্গুরী

প্রদান করে। সেই অঙ্গুরী দক্ষিণ অঙ্গুলীতে ধারণ করিলে অদৃশ্য ও বাম অঙ্গুলীতে স্থাপনে প্রকৃতিস্থ হয়।"

সে কথায় সুদর্শনার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। নারদ আবার বলিলেন,—"অবশেষে সে অঙ্গুরীটি দক্ষিণ অঙ্গুলীতে ধারণ করিয়া সন্তুষ্টনামে ব্রাহ্মণের সহিত নিজ গৃহের ন্যায় কুন্তিভোজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুরঙ্গীর সহিত আমোদপ্রমোদে সুখে বাস করিতেছে। এই ত ব্যাপার, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য বল দেখি।"

তখন সুদর্শনা বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যাকর্ত্তৃক বঞ্চিত হওয়ায় আমার হৃদয় চঞ্চল হইতেছে বটে, কিন্তু কৌতূহলে আবার আনন্দও জন্মিতেছে। এতদিন সকলে কুরঙ্গীকে জয়বর্ম্মার ভার্য্যা বলিতেছিল, আজ হইতে সে তাহার পূজনীয় হইয়া উঠিল।"

তাহাতে নারদ বলিলেন,—"তুমি বংশানুরূপ কথাই বলিয়াছ, তাহা হইলে এক্ষণে জ্যেষ্ঠের পত্নী কনিষ্ঠকে কিরূপে অর্পণ করিবে? তুমি কাশীরাজকে জানাইও যে, জয়বর্ম্মার অপেক্ষা কুরঙ্গীর বয়স অধিক, কুরঙ্গীর কনিষ্ঠা সুমিত্রাই জয়বর্ম্মার ভার্য্যা হইবে।"

'ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য' বলিয়া সুদর্শনা উত্তর দিলেন। তখন দেবর্ষি সুদর্শনাকে কুন্তিভোজের অনুসরণ করিতে বলিলেন, সুদর্শনা তাঁহার আজ্ঞাপালনে রতা হইলেন।

সেই সময়ে বরবেশে সজ্জিত অবিমারক ও কুরঙ্গীকে লইয়া ভূতিক সেই খানে আসিলেন। আসিতে আসিতে অবিমারক বলিতেছিলেন,—"এই ব্যাপারে আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে। হস্তীর গোল-যোগসময়ে আমাকে দেখিয়া যাহারা আমার পরাক্রমের কীর্ত্তন করিয়াছিল, তাহারাই কিনা এই ব্যাপার জানিয়া আমাতে চরিত্রদোষ ঘটাইতেছে।"

তাহার পর তিনি একটু অগ্রসর হইয়া দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই কি সেই ভগবান্ নারদ? যাঁহার বুদ্ধি শাপে ও অনুগ্রহে আসক্ত, এবং যিনি বেদে ও গানে সর্ব্বদা অনুরক্ত। ইনিই ত স্নেহশীলগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া নষ্ট কার্য্যের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন।"

কুন্তিভোজ অবিমারককে দেখিয়া 'এদিকে এস, এদিকে এস' বলিয়া আহ্বান করিলেন ও বলিলেন,—"আত্মকুলদেবতা দেবর্ষিকে অভিবাদন কর।"

অবিমারক তখন দেবর্ষিকে প্রণাম করিলেন, দেবর্ষিও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"সস্ত্রীক তোমার মঙ্গল হউক।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া অবিমারক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। পরে তিনি মাতুল কুন্তিভোজকেও অভিবাদন করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিয়া কুন্তিভোজ বলিতে লাগিলেন,—"তুমি বিপ্রশ্রেষ্ঠদিগকে ক্ষমায়, আশ্রিতগণকে দয়ায়, তত্ত্ববুদ্ধিতে আত্মাকে ও তেজে পার্থিববৃন্দকে জয় কর।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া অবিমারক উত্তর দিলেন। তখনও পর্য্যন্ত তিনি পিতাকে লক্ষ্য করেন নাই, কুন্তিভোজ তাঁহার পিতাকে অভিবাদন করিতে বলিলে, অবিমারক সৌবীররাজকে প্রণাম করিলেন।

'এস বৎস' বলিয়া সৌবীররাজ বলিতে লাগিলেন,—"বিরচিত বর-বেশে তোমাকে রমণীয়ই দেখাইতেছে, গুরুজনদিগের বন্দনায় তোমার বদন শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের ন্যায় তুমিও তনয়দর্শন করিতে করিতে আনন্দাশ্রুতে নেত্রযুগল পরিপূর্ণ করিয়া তুল।"

পরে তিনি আবার অবিমারকের মাতুলকে অভিবাদন করিতে

বলিলেন, অবিমারক তাহাই করিলেন। 'এস বৎস' বলিয়া কুন্তিভোজও বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তুমি নিত্যানুষ্ঠিত শুভযজ্ঞে ইন্দ্রের সমান, সুদৃঢ় সত্যে দশরথের সদৃশ, আর নিত্যার্পিত দানে, নিজ আত্মার অনুরূপ পরাক্রমে, পিতার তুল্য হইয়া উঠ।"

সৌবীররাজ সুদর্শনাকে অভিবাদনের জন্য অবিমারককে বলিলে, কুন্তিভোজ বলিয়া উঠিলেন,—"সুচেতনাকে অভিবাদন না করিয়া সুদর্শনাকে করা উচিত নহে।"

তাহাতে দেবর্ষি বলিলেন,—"তাহার কারণ আছে, তুমি সুদর্শনাকে অভিবাদন কর।"

তখন কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজ উভয়েই তাহা করিতে বলিলেন। অবিমারক সুদর্শনাকে প্রণাম করিলে, সুদর্শনা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"পুত্রবধূর সহিত তুমি চিরজীবী হও।"

তাহার পর তিনি অবিমারককে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম, আজ আমি পুত্রসম্পত্তির রস অনুভব করিতেছি।"

এই বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, ও স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কুন্তিভোজ বলিয়া উঠিলেন,—"এই অশ্রুজলে সিক্ত ও কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে শোভিতা ক্ষরিত দুগ্ধধারায় প্লাবিত স্তনযুগলে ভূষিতা অবহিতা মাতাকে আমার সুচেতনা গোপনে রাখিয়াছে, ও নিজে ধাত্রীই হইয়া উঠিয়াছে।"

শুনিয়া দেবর্ষি কহিলেন,—"আর অধিক স্নেহপ্রকাশে ফল নাই, কন্যাপুরে প্রবেশ কর। বধূসহ পুত্র পাইয়া সুচেতনা সুচেতনা সুদর্শনা সুদর্শনা হইয়া উঠিবে।"

'ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া কুন্তিভোজ ও সুদর্শনা উত্তর দিলেন।

দেবর্ষি আবার বলিতে লাগিলেন,—"সৌবীররাজকে স্বদেশে যাইবার জন্য শীঘ্রই বিদায় দাও, কাশীরাজপুত্র জয়বর্ম্মার হস্তে সুমিত্রাকে অর্পণ কর, তুমিও সন্নিহিত হও।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া কুন্তিভোজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তখন দেবর্ষি বলিলেন,—"কুন্তিভোজ, তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব?"

কুন্তিভোজ উত্তর করিলেন,—"ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ইহার পর আর কি ইচ্ছা করিব? তবে নিত্য গোব্রাহ্মণের হিত ও লোকে সর্ব্বপ্রাণীর সুখ হউক।"

নারদ সৌবীররাজকেও তাঁহার আর কি প্রিয়কার্য্য করিবেন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও বলিতে লাগিলেন,—"ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ইহার পর আর কি ইচ্ছা করিব? তবে বিশাল অর্ণবরূপ নীলবসনে ভূষিতা পৃথিবীকে আমাদের নরেশ্বর পালন করুন, গাভীসকল রজঃশূন্য হউক, পরচক্র শান্ত হইয়া উঠুক, রাজসিংহ এই বিপুল ধরিত্রীকে শাসন করিতে থাকুন।"

চারুদত্ত

(১)

সমৃদ্ধিশালিনী উজ্জয়িনীতে চারুদত্তনামে এক ব্রাহ্মণবণিক্ বাস করিতেন, তিনি নানা বন্দরে বাণিজ্য করিয়া অনেক ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুক্তহস্ততার জন্য সে সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দানই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। এই অপরিমিত দানের জন্য ক্রমে তিনি দরিদ্র হইয়া পড়েন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে, কেবল তাঁহার প্রিয়বয়স্য বিদূষক মৈত্রেয় তাঁহার সহচররূপে অবস্থিতি করিতেন।

একদিন মৈত্রেয় একখানি পুষ্পবাসিত বসনহস্তে চারুদত্তের নিকট যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে জনৈক দরিদ্র নগরবাসী তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করে। মৈত্রেয় কিন্তু ব্যাপৃত থাকায়, তাহাকে অন্য ব্রাহ্মণের চেষ্টা করিতে বলেন। তাহার বাটীতে বিশিষ্ট ভোজনের কথা শুনিয়াও তিনি অধিকমধুর অন্ন অভক্ষ্য জানিতেন বলিয়া, তাহাতে মন দেন নাই। কিন্তু লোকটি যখন তাঁহাকে বারংবার প্রলোভিত করিয়া তুলে, তিনিও তখন ব্যাপৃত আছেন বলিয়া তাহাকে উত্তর দিতে থাকেন। অবশেষে দক্ষিণামাষকের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল যে, লোকটি প্রত্যাখ্যাত হইলেও মনে মনে তাঁহার জন্যই আগ্রহ করি-তেছে। ব্যাপারটি তাঁহার নিকট কিছু গোলযোগের বলিয়াই বোধ হইল। ইহার পরনিমন্ত্রণটা পরিত্যাগ করা উচিত কিনা, তাহাই তাঁহার চিন্তার

বিষয় হইয়া উঠিল। তিনি একদিন চারুদত্তের গৃহে সুপরিপক হিঙ্গু-মিশ্রিত, উদ্গারেও সুগন্ধ, ভ্রূক্ষেপমাত্রে আগত, নানাবিধ খাদ্য মধ্যে মধ্যে পানীয়ের সহিত চিত্রকরের ন্যায় বহুপাত্রে পরিবৃত হইয়া আকণ্ঠ ভোজন করিয়া প্রাঙ্গণের বৃষের মত মোদকের রোমন্থন করিতে করিতে দিন কাটাইতেন। এক্ষণে কি না, আবার তাঁহাকে চারুদত্তের দারিদ্র্যের জন্য পারাবতশ্রেণীর ন্যায় সাধারণবৃত্তি অবলম্বন ও অন্যস্থানে বিচরণ করিয়া তাঁহার আবাসে আসিতে হইতেছে! একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছিল যে, তাঁহার উদরটি অবস্থাবিশেষ জানিত, সে অল্পেই তুষ্ট হইত, বহু পরিমাণে আহার্য্য প্রদান করিলে সে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত বটে, কিন্তু না দিলে আর চাহিত না, তবে কিন্তু প্রত্যাখ্যানও করিত না। এহেন উদরটি লইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন।

চারুদত্তের দেবকার্য্য শেষ হইলে মৈত্রেয় বসনখানি তাঁহাকে দিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতে অভিলাষ করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, চারুদত্ত যথাসাধ্য গৃহদেবতার অর্চ্চনা করিয়া প্রভাতচন্দ্রের ন্যায় সকরুণ অথচ প্রিয়দর্শন হইয়া আসিতেছেন। মৈত্রেয় তখন তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন।

ভূতগণকে বলিপ্রদান করিতে করিতে চারুদত্ত আসিতেছিলেন, পুষ্পপাত্রহস্তে একটি পরিচারিকা তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। মৈত্রেয় তাঁহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

আসিতে আসিতে চারুদত্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছিলেন,—"হায়! দারিদ্র্য মনস্বীপুরুষের জীবনমরণ। আমার যে গৃহপ্রাঙ্গণে বলিপুষ্প হংসসারসগণে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিত, এক্ষণে সেই পূর্ব্ব বলি হইতে উদ্ভূত যবাঙ্কুরে তাহা পূর্ণ হওয়ায়, কীটমুখভক্ষিত বীজরাশিতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—“আপনি এক্ষণে আর অধিক সন্তাপ করিবেন না। পুরুষযৌবনের ন্যায় গৃহযৌবনও দশাবিশেষ অনুভব করিয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের জ্যোৎস্নাপরিক্ষয়ের ন্যায় আসমুদ্রগামী বিপন্নবিভব আপনার এই দারিদ্র্য রমণীয়ই বোধ হইতেছে।”

চারুদত্ত উত্তর দিলেন,—“আমি নষ্টশ্রীর জন্য অনুতাপ করিতেছি না। গুণরসজ্ঞ পুরুষের বিপদ দারুণতর বলিয়াই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কারণ, অন্ধকারে দীপদর্শনের ন্যায় দুঃখানুভবের পর সুখই রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। সুখভোগের পর যাহার দারিদ্র্য ঘটে, সে জীবন্মৃত হইয়া শরীরমাত্রই ধারণ করে।”

বিদূষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আচ্ছা সখে, সমুদ্রপত্তনের সারভূত আপনার সে অর্থসঞ্চয় কোথায় গেল?”

সে কথায় চারুদত্ত বলিলেন,—“যেখানে আমার ভাগ্য গিয়াছে। দেখ, প্রাণিগণের কার্য্যেই আমার অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ যে আমার নিকট বিমানিত হইয়াছে তাহা স্মরণ হয় না। আমার প্রত্যয় আমাকে ইহাই মূল্যস্বরূপ প্রদান করিয়াছে। কিন্তু সখে, আমার মনোবলের হ্রাস ঘটে নাই।”

তাহার পর চারুদত্ত চিন্তামগ্ন হইলে, বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—“আপনি কি অর্থবিভবের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন?”

চারুদত্ত উত্তর করিলেন,—“সত্য বলিতেছি, আমি ধননাশের চিন্তা করিতেছি না, ভাগ্যক্রমে আবার ধনলাভ ঘটিতে পারে। কিন্তু ইহাতেই আমাকে দগ্ধ করিতেছে যে, নষ্টধনশ্রী হওয়ায় আমার সৌহার্দ্দ স্বজনে শিথিল হইয়া উঠিতেছে। আরও শুন, দারিদ্র্যের জন্য লোকের বন্ধুবান্ধবগণ তাহার কথা শুনে না, তাহার মনোবল উপহসিত

হয়, স্বভাবচন্দ্রের কান্তি ম্লান হইয়া উঠে, নির্ব্বের সুহৃদ্‌গণ বিমুখ হন, বিপদসকল স্ফীত হইতে থাকে, এমন কি অন্যের কৃত পাপকর্ম্ম তাহাতেই আরোপিত হয়।"

শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"তাহাতেই যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ ছিল, সেই দাসীপুত্রগুলা মশকভীত গোপবালকগণের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, ধনবিনাশদুঃখের পুনর্ব্বার চিন্তা করিলে, বসন্তে প্রাচীন শরবৃক্ষের অঙ্কুরের ন্যায় ক্রমে তাহা গজাইতেই থাকিবে। তাই বলি, আপনি আর সন্তাপ করিবেন না।"

চারুদত্ত কহিলেন,—"বয়স্য, কি জন্যই বা সন্তাপ করিব? বাস্তবিকই কি আমি দরিদ্র? যাহার বিভবানুসারিণী ভার্য্যা, তোমার ন্যায় সমদুঃখসুখ মিত্র, এবং দরিদ্রের দুর্লভ অপরিভ্রষ্ট মনোবল রহিয়াছে, সে দরিদ্র হইবে কেন?"

সে সময়ে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। নগরীর একটি ঐশ্বর্য্যশলিনী গণিকা বসন্তসেনা তখন রাজপথ দিয়া যাইতেছিল, বিট ও শকার তাহার অনুসরণ করে, বসন্তসেনা তাহাতে ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

শকার তাহাকে বলিতে লাগিল,—"বসন্তসেনা, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি যাইতেছ, ধাইতেছ, প্রধাবিত হইতেছ, স্খলিত হইয়া পড়িতেছ কেন? ওগো আমার প্রতি প্রসন্ন হও. তোমাকে মারিব না, তাই বলি, একটু থাম। অঙ্গারমধ্যে পতিত চর্ম্মখণ্ডের মত আমার শরীরটাকে কাম এক্ষণে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে।"

বিট বলিয়া উঠিল,—"কেন তুমি ভয়ে মৃদুগতি পরিত্যাগ করিয়া নৃত্যশিক্ষার নির্দ্দোষ চরণ নিক্ষেপ করিতেছ, ও উৎকণ্ঠিত চঞ্চল কটাক্ষে

বদ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্যাঘ্রানুসরণে চাকতা হরিণীর ন্যায় পলাইয়া যাইতেছ ?"

বসন্তসেনা তখন অগ্রসরই হইতেছিল, তাহা দেখিয়া শকার বিটকে বলিল,—"মহাশয়, বসন্তসেনা যে চলিয়া যায়। কুক্কুরদ্বয়ের শৃগালীর পশ্চাদ্‌ধাবনের মত আমাদের দুই জনকে তাহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া, সে নূপুরধ্বনি ও মেখলানাদের হাস্থে আমার বেষ্টনযুক্ত হৃদয়-টাকে হরণ করিয়া লইতেছে।"

বিট আবার বলিতে লাগিল,—"বসন্তসেনা, তুমি একপদ হইতে শতপদ নিক্ষেপ করিয়া বিহগরাজের ভয়ে অভিভূতা ভুজঙ্গীর ন্যায় যাইতেছ কেন ? পবনপ্রতিম আমিও সবেগে চলিতেছি, তবে কি তোমাকে ধরিব ? কৈ, সে শক্তিত আমার নাই।"

বসন্তসেনা তখন মহাসঙ্কটে পড়িল, সে ধৃত হইবার ভয়ে আপনার লোকজনদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"পল্লবক, পল্লবক, পরভৃতিকা, পরভৃতিকা, মধুকরক, মধুকরক, সারিকা, সারিকা, তোমরা কোথায় ?"

কাহারও উত্তর না পাইয়া সে তখন বলিয়া উঠিল,—"হা ধিক্, আমার পরিজনসকল কি বিনষ্ট হইল ? এখন দেখিতেছি, আপনা-কেই আত্মরক্ষা করিতে হইবে।"

শুনিয়া শকার বলিতে লাগিল,—"ডাক, ডাক, পল্লবকে, পরভৃতি-কাকে, মধুকরকে, সারিকাকে না হয় সমস্ত বসন্ত কালটাকেই ডাকিয়া ফেল। এখন কে তোমাকে রক্ষা করিবে বল দেখি, বাসুদেব, যম, কুন্তীপুত্র, না জনমেজয়। আমি কিন্তু দুঃশাসনের সীতাহরণের ন্যায় তোমার কেশাকর্ষণ করিতেছি।"

বিট বলিল,—"বসন্তসেনা, আমি সর্ব্বত্রই নির্ভীক, আমার চরিত্র-

দোষে রাত্রির অন্ধকাররাশি আমার পরিচিত, কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় তিমিরে আমি পূর্ব্বে বিমার্গসকল উত্তীর্ণ হইয়াছি। যুবতীজনের সমক্ষে একথা বলিতে নাই, তবুও শুন, বিপণিতে হতাবশেষ রক্ষীরা আমার সাক্ষী আছে।"

তখন বসন্তসেনা আপনাপনি বলিতে লাগিল,—"হাঁ, যে নিজেই আত্মগুণ প্রকাশ করে, সেই দেখিতেছি এক্ষণে সংশয় জন্মাইয়া দিল। এরা কি অকার্য্য করিবে না ?"

বিট আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"বসন্তসেনা, আমাদের অনুনয়টা রক্ষা কর, দেখ, বিনয়ভঙ্গেই রোষ জন্মায়, আমাদের ন্যায় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কিছুই দুঃসাধ্য নহে। আমার এই সমর্থ খড়্গযুক্ত দীর্ঘকর তোমাকে অনুনয় করিতেছে, যুবতীবধের নিন্দা হইতে আমাকে রক্ষা কর, আর তোমার শরীরটাকেও বাঁচাও।"

সে কথায় বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"ইহার অনুনয়েও ভয় জন্মাইতেছে।"

শকার বলিল,—"বসন্তসেনা, মহাশয় ভালই বলিয়াছেন, বলবান্ জনের দুর্লভ অনুনয়কে মান্য করাই উচিত। দেখ, বালা, ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় শ্যামবর্ণ এই তীক্ষ্ণ অসিখানি তোমার মস্তকে নিক্ষেপ করিব, অথবা তোমাকে মারিয়া ফেলিব। আমাদের ন্যায় ব্যক্তির রোষ জন্মাইও না। যে মরিয়া যায়, সে আর বাঁচিয়া থাকে না।"

তখন বসন্তসেনা কহিল,—"আর্য্য, কুলপুত্রগণের শীলপরিতোষই আমার ন্যায় গণিকার উপজীবিকা।"

তাহাতে বিট বলিয়া উঠিল,—"সেই জন্যইত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।"

শুনিয়া বসন্তসেনা কহিল,—"আপনারা আমার নিকট হইতে কি ইচ্ছা করেন? শরীর, না অলঙ্কার?"

বিট উত্তর দিল,—"লতার পুষ্পমোচন উচিত নহে, আমাদের অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই।"

সে কথায় বসন্তসেনা বলিল,—"আমি এক্ষণে নিজ আত্মাকে সন্তাপিত করিতে চাহি না।"

শকার বলিয়া উঠিল,—"বসন্তসেনা, ভর্ত্তৃপুত্র আমাকেই কামনা কর।"

বসন্তসেনা উত্তর দিল,—"শান্ত হও।"

তাহাতে শকার বলিতে লাগিল,—"শুনিলেন, মহাশয়, শুনিলেন, বসন্তসেনা আমাকে শ্রান্ত হইতে বলিতেছে।"

শুনিয়া বিট মনে মনে বলিতেছিল,—"মূর্খটা নিজে যে অভিশপ্ত হইল, তাহা বুঝিতে পারিল না। ধ্বংসকথায় শ্রান্ত ধরিয়া লইল, আর এটা সর্ব্বাঙ্গদ্বারাই বাক্যের অভিনয় করিতেছে, এক একটা অসম্বদ্ধ অর্থও বলিতেছে, অনুচিত ভাবে গমন করিতেছে, কথাগুলাও স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। এটাকে পুরুষাকারে পশুর নবাবতার বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

তাহার পর সে গণিকাটিকে আহ্বান করিয়া কহিল,—"বসন্তসেনা, আমার নিকট তুমি বেশ্যালয়বাসের বিরুদ্ধ কথা বলিলে কেন? দেখ, যুবজনই বেশ্যালয়বাসের সহায় হইয়া থাকে। আর মার্গজাতা লতার ন্যায় তুমিও যে গণিকা ইহাও মনে রাখিও, তোমার শরীরটি ধনদ্বারা ক্রেয় পণ্যস্বরূপ। তাই বলি, ভদ্রে, সুপ্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, সকলকেই তোমার সমভাবে সেবা করিতে হইবে।"

সে কথায় বসন্তসেনা বলিল,—"সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই আমার অভিনিবেশের তৌল করিয়া থাকেন।"

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিল, তাহাতে শকার বলিতে লাগিল,—"মহাশয়, পথসকল অন্ধকারে পূর্ণ হওয়ায় গম্ভীর বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা যেন তাহাকে হারাইয়া না ফেলি। কামদেবের মন্দিরে গমনাবধি কেবল চোখের দেখাতেই পরিচিত দরিদ্র বণিক্‌পুত্র চারুদত্ত ব্রাহ্মণটার প্রতি এ অভিলাষিণী হইয়াছে। এই তাঁহার গৃহের পার্শ্বদ্বার।"

শকারের কথা সত্যই বটে, বসন্তসেনা চারুদত্তেরই অনুরাগিণী ছিল, কিন্তু সে তাঁহার গৃহ জানিত না, এক্ষণে তাহার মহাসুযোগই উপস্থিত হইল।

শকারের কথা শুনিয়া বসন্তসেনা আনন্দিত হইয়া মনে মনে বলিল,—"এই কি তাঁহার গৃহ? তাহা হইলে দেখিতেছি, অমিত্রজনের নিরোধ প্রিয়জনের নিকটে আনিয়া দিল। আচ্ছা, তাহা হইলে সরিয়াই পড়ি।"

এই বলিয়া বসন্তসেনা অপসৃত হইল। তাহাকে আর দেখিতে না পাইয়া শকার বলিয়া উঠিল,—"মহাশয়, নষ্টা, নষ্টা, বসন্তসেনা নষ্টা।"

বিট বলিল,—"নষ্টা হইবে কেন? অন্বেষণ কর।"

শকার উত্তর দিল,—"কৈ, তাহাকেত দেখিতে পাইতেছি না।"

শুনিয়া বিট কহিল,—"হায়! তাহা হইলে আমরা বঞ্চিত হইলাম দেখিতেছি। বসন্তসেনা, তোমাকে এখনও জানিতে পারিতেছি। যদিও প্রদোষের অন্ধকারে জলদোদরে নিরুদ্ধা সৌদামিনীর ন্যায় তোমাকে দেখা যাইতেছে না, কিন্তু বায়ুভরে আনীত মাল্যগন্ধ ও শব্দমুখর ভূষণাবলীতে তোমাকে জানাইয়া দিতেছে।"

বসন্তসেনা তখন মালা পরিত্যাগ করিয়া ভূষণসকল উন্মোচন

করিতে লাগিল। এদিকে বিট বলিতে আরম্ভ করিল,—"কি প্রবল অন্ধকার! এখানে যেন গাঢ় তমোরাশি অঙ্গে লিপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং আকাশও যেন অঞ্জন বৃষ্টি করিতেছে। অসৎপুরুষের সেবার ন্যায় আমার দৃষ্টিও নিষ্ফল হইয়া উঠিতেছে। গহন বন ও ঘোর অন্ধকার উভয়েই ভয়ের সুলভ রক্ষক ও আশ্রয়স্থল, অন্ধকার আবার ভয়প্রদাতা ও ভীত উভয়কেই রক্ষা করিয়া থাকে। দর্শনে বিশাল আমার নেত্রযুগ সহসা তিমিরপ্রবেশে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, উন্মীলিত হইলেও নিমীলিত হইয়া পড়িতেছে।"

চারুদত্তের ভবনের নিকট আসিয়া বসন্তসেনা বলিতে লাগিল,—"আহা! ভিত্তির পরিণামে পার্শ্বদ্বারটি জানাইয়া দিতেছে। অব্যবহারে মলিন হওয়ায়, এখানে অনেক অন্ধকার জমিয়াছে। তাহা হইলে এই খানেই দাঁড়াই।"

এই বলিয়া সে সেই খানে গিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে চারুদত্ত মৈত্রেয়কে চতুষ্পথে মাতৃগণের বলিপ্রদানের জন্য বলিতেছিলেন। বিদূষকের তাহাতে শ্রদ্ধা ছিল না বলিয়া অন্য কাহাকে পাঠাইতে বলেন। চারুদত্ত মৈত্রেয়ের কেন শ্রদ্ধা নাই জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দেন যে, তাঁহার বুদ্ধিটি প্রতিবিম্বের দর্পণগত হওয়ার ন্যায় বামদিকেরটি দক্ষিণে ও দক্ষিণ দিকেরটি বামেই হইয়া থাকে।

চারুদত্ত যথাসাধ্য দেবতার অর্চ্চনা করা উচিত, ও ভক্তিতেই দেবতারা প্রসন্ন হন বলিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার যাইতে বলিলে, তিনি একাকী যাইতে অসম্মত হন। চারুদত্ত তখন পরিচারিকা রদনিকাকে তাঁহার সহিত যাইতে আদেশ দিলে, রদনিকা প্রস্তুত হইল। বিদূষক দীপ লইয়া যাইবার কথা বলিলে, চারুদত্ত তাহাই করিতে বলিলেন।

দীপ হস্তে লইয়া মৈত্রেয় রদনিকাকে পার্শ্বদ্বার খুলিতে কহিলেন। রদনিকা যেমন পার্শ্বদ্বার খুলিতে গেল, অমনি বসন্তসেনা বস্ত্রাঞ্চলে দীপটি নিভাইয়া দিল।

'সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ' বলিয়া বিদূষক চীৎকার করিয়া উঠিলে, চারুদত্ত ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন।

বিদূষক তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পার্শ্বদ্বার খুলিয়া বাহির হইতে হইতে রাজপথে সঙ্কীর্ণ বাতাস পিণ্ডাকারে প্রবেশ করিয়া সহসা আমার হস্তের প্রদীপটি নিভাইয়া দিল।"

চারুদত্ত তাঁহাকে 'মূর্খ' বলিয়া গালি দিলেন, তাহাতে বিদূষক বলিলেন,—"আমার অপরাধটা সামান্যই।"

তাহার পর তিনি রদনিকাকে চতুষ্পথে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া অভ্যন্তরচতুঃশালা হইতে দীপ আনিতে গেলেন, রদনিকাও রাজপথের দিকে অগ্রসর হইল।

তখন বসন্তসেনা মনে মনে বলিতে লাগিল,—"ভাগ্যক্রমে আমার প্রবেশের জন্যই পার্শ্বদ্বারটা খোলা হইল, এখানে চারিত্রভয় করিয়া কি করিব? তবে প্রবেশ করাই যাক।"

এই বলিয়া সে ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে বিট রদনিকাকে দেখিয়া মনে মনে বলিতেছিল,—"ভবন হইতে কোন একটি স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহার দ্বারা শকারটাকে বঞ্চনা করা যাক্।"

পরে সে বলিয়া উঠিল,—"সুরভি জলে স্নানের পর ধূপমিশ্রিত যেন একটা গন্ধ পাইতেছি।"

শুনিয়া শকার বলিতে লাগিল,—"হাঁ, মহাশয়, তাই বটে। আমি

কাণ দিয়া গন্ধটা শুনিতে পাইতেছি। অন্ধকারে নাসাবিবর পূর্ণ হওয়ায় ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না।"

বিট তখন 'কোথায় যাও, দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলিয়া রদনিকাকে ধরিয়া ফেলিল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রদনিকা ভূমিতে পড়িয়া গেল।" 'ধর, মহাশয়, ধর', বলিয়া শকার চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিট বলিতে লাগিল,—"বয়সের দর্পে কুলপুত্রের অবমানিনী এই গণিকাটা এতক্ষণে কুসুমন্যাসে সুসেব্য কেশে ধৃত হইল।"

শুনিয়া শকার বলিল,—"মহাশয়, তাহাকে ধরিয়াছেন কি?"

বিট উত্তর দিল,—"হাঁ হে, গন্ধানুসারে ধরিয়া ফেলিয়াছি।"

তখন শকার বলিয়া উঠিল,—"দাসীপুত্রীর মাথাটা আগে কাটিয়া পরে মারিয়া ফেলিব।"

বিট রদনিকাকে শকারের হস্তে দিলে, শকার তাহাকে লইয়া বলিতে লাগিল,—"এই বালার মাথার চুলের মুটি চাপিয়া ধরিলাম, এক্ষণে তুমি যত পার কূজন কর, ক্রন্দন করিতে থাক, আর্ত্তনাদ ছাড়, বা মহেশ্বর, শঙ্কর কিম্বা ঈশ্বরকে ডাক।"

এই বলিয়া সে সবলে রদনিকার কেশাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, রদনিকা তখন বলিল,—"আপনারা কি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন?"

তাহার স্বর শুনিয়া শকার বলিয়া উঠিল,—"মহাশয়, স্বরযোগে জানিতেছি এ বসন্তসেনা নয়।"

বিট উত্তর দিল,—"ইহাকে ছাড়িও না, এই বসন্তসেনা। নাট্যশালায় প্রবেশ ও নানাবিধ কলা শিক্ষা করায়, এ অন্য স্বরেও আলাপ করিতে পারে। তাই বলি ইহাকে ছাড়িও না।"

সেই সময়ে মৈত্রেয় দীপহস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজপথে

সঙ্কীর্ণ শীতল বাতাসে প্রদীপের তৈলটুকুকে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলায়, তিনি অতিকষ্টে দীপটিকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

মৈত্রেয়কে দেখিয়া রদনিকা শকারকে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল,—"আর্য্য, মৈত্রেয়, দেখুন, একি পরাভব না গর্ব্বপ্রকাশ ?"

বিদূষক 'না, না, ওরূপ করিও না' বলিয়া বিট ও শকারের হস্তে খড়্গ দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন বিট বলিতে আরম্ভ করিল,—"এযে আর্য্য চারুদত্তের বয়স্য মৈত্রেয়কে দেখিতেছি, এওত বসন্তসেনা নহে।"

তাহার পর সে মৈত্রেয়কে বলিল,—"অহে মহাব্রাহ্মণ, আমরা অন্যভ্রমে এইরূপ করিয়াছি, দর্পবশে নহে। আমরা কোন একটি সকামা স্বাধীনযৌবনাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম। সে পরিভ্রষ্টা হওয়ায়, তাহারই ভ্রমে আমাদের এই দুশ্চরিত্রের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।"

শকার বলিয়া উঠিল,—"হায়! হায়! দরিদ্র বণিকৃপুত্র চারুদত্ত ব্রাহ্মণটার পরিচারিকা এটা, বসন্তসেনা নয়। ভালরে বসন্তসেনা ভাল। অন্ধকারে নিকটেই মহাশয় বঞ্চিত হইয়াছেন, আর আমাকেও সেই কূটকপটচরিত্রাটা বঞ্চনা করিল। কি দুষ্কর কাজই করিলাম।"

বিদূষক তাহাদের এরূপ কাজ করা উপযুক্ত হয় নাই বলিলে, বিট তাঁহার নিকট অনুনয়সহকারে অঞ্জলিবদ্ধ করিল। বিদূষক তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আপনি অপরাধী নহেন, অনুনীত হওয়ায় আমিই অপরাধী।"

শকার বিটকে কহিল,—"মহাশয় দেখিতেছি, দরিদ্র বণিকৃপুত্র চারুদত্ত ব্রাহ্মণটাকে বড়ই ভয় করিতেছেন।"

বিট উত্তর দিল—"সত্য সত্যই আমি ভয় পাইতেছি।"

শকার জিজ্ঞাসা করিল,—"কিসে এত ভয়?"

বিট বলিতে লাগিল,—"তাঁহার গুণই ভয় জন্মাইতেছে। দেখ, আমাদের ন্যায় প্রার্থীই তাঁহাকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে, কেহই তাঁহার বিভবে অভূষিত হয় নাই, লোকের তৃষ্ণা দুর করিয়া তিনি এক্ষণে নিদাঘশুষ্ক মহাহ্রদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছেন।"

তাহার পর সে বিদূষককে কহিল,—"মহাব্রাহ্মণ, এ ব্যাপারটা বণিক্‌পুত্রকে বলিবেন না।"

এই বলিয়া বিট চলিয়া গেল। শকার তখন মৈত্রেয়কে বলিতে লাগিল,—"ও মহাশয়, ব্রাহ্মণ মহাশয়, দরিদ্র বণিক্‌পুত্র চারুদত্ত ব্রাহ্মণটাকে আমার এই কথাটা বলিবেন যে, রাজশ্যালক সংস্থানক উষ্ণীষবদ্ধ মস্তকে প্রণাম করিয়া জানাইতেছে যে, বসন্তসেনা নামে একটি সুন্দরী গণিকাকন্যা নটীকে আমরা দুইজনে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে যাইতে সে সহসা স্বর্ণালঙ্কারের সহিত আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। কল্যই তাহাকে বাহির করিয়া দিতে হইবে, দেখিবেন যেন আপনার ও আমার দারুণ ক্ষোভ উপস্থিত না হয়। আরও বলিবেন, যেন পারাবতগণপ্রবিষ্ট মূলকন্দের মত মস্তককপাল মড়মড় করিয়া না উঠে। আর কপাটপার্শ্বে প্রবিষ্ট পক্ক কপিত্থের ন্যায় মাথাটা যেন চূর্ণবিচূর্ণ না হয়।"

'তাহাই হইবে' বলিয়া বিদূষক দীপ লইয়া শকারকে উত্তক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। সে তখন 'মহাশয়, কোথায় গেলেন, মহাশয়, কোথায় গেলেন,' বলিতে বলিতে বিটের অন্বেষণে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

মৈত্রেয় তাহার পর বলিতে লাগিলেন,—"দেবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে গিয়া জানাই।"

পরে তিনি রদনিকাকে কহিলেন,—"তোমার মনঃকষ্টটা দূর কর, এ বৃত্তান্তটা আর অভ্যন্তরে জানাইয়া কাজ নাই।"

রদনিকা উত্তর দিল,—"আমাকে রদনিকা বলিয়াই জানিবেন।"

তাহার পর উভয়ে সেস্থান হইতে ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বসন্তসেনা তখন অগ্রসর হইয়া চারুদত্তের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চারুদত্ত তাহাকে রদনিকা মনে করিয়া দেবকার্য্য হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। বসন্তসেনা তাহাতে বুঝিল যে, চারুদত্ত তাঁহাকে পরিচারিকা ভাবিয়া আহ্বান করিতেছেন, তাহাতে সে রক্ষা পাইল মনে করিল।

প্রদোষকালে বায়ু প্রবল হয় বলিয়া চারুদত্ত রদনিকাজ্ঞানে বসন্তসেনাকে আপনার উত্তরীয়খানি দিলেন, বসন্তসেনা সহর্ষে তাহা লইল। উত্তরীয়ের সুগন্ধে তাহার মনে হইল যে, চারুদত্ত আপনার যৌবনকে উপেক্ষা করিতেছেন না। তাহার পর চারুদত্ত বসন্তসেনাকে রদনিকা সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরচতুঃশালায় লইয়া যাইতে বলিলেন, বসন্তসেনা সে বিষয়ে আপনাকে অভাগিনী মনে করিতে লাগিল। চারুদত্ত রদনিকা যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, বসন্তসেনা মহাসঙ্কটে পড়িল, সে কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। চারুদত্ত রদনিকা বিলম্ব করিতেছে কেন আবার বলিলে, সহসা রদনিকা ও বিদূষক সেখানে উপস্থিত হইলেন।

আসিয়াই রদনিকা বলিয়া উঠিল,—"ভর্ত্তৃদারক, এই যে আমি।"

তাহাতে চারুদত্ত বলিলেন,—"তবে ইনি আবার কে? না জানিয়া উত্তরীয় বস্ত্র প্রয়োগ করায়, ইনি দেখিতেছি, শারদ মেঘে আবৃতা চন্দ্রলেখার ন্যায় তাহাতে অবমানিত হইয়াও শোভা পাইতেছেন।"

বসন্তসেনাও তখন দীপালোকে চারুদত্তের রূপ দেখিয়া তাঁহাকে

ভাল করিয়াই চিনিল, এবং তাঁহারই জন্য সে কেবল নিঃশ্বাসেই অনুভূত শরীরটি ধারণ করিতেছিল।

সেই সময়ে বিদূষক চারুদত্তকে সংস্থানকের কথাগুলি শুনাইয়া দিলেন। তাহাদের বলপূর্ব্বক গ্রহণের কথা শুনিয়া অবসর উপস্থিত বুঝিয়া বসন্তসেনা চারুদত্তকে জানাইল,—"আর্য্য, আমি আপনার শরণাগতা।"

তাহাতে চারুদত্ত বলিলেন—"ভয় নাই, ভয় নাই, একি বসন্তসেনা?"

বিদূষকও বলিয়া উঠিলেন,—"সর্ব্বনাশ! বসন্তসেনা?"

তাহার পর তিনি চুপে চুপে চারুদত্তকে বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, এই বসন্তসেনা বটে। কামদেবের মন্দিরে গমনাবধি যাহাকে দর্শন-মাত্রেই পরিচিত বলিয়া অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে বহন করিতেছেন, এই সেই। তাই বলি, ইহাকে একবার ভাল করিয়াই দেখুন।"

চারুদত্ত উত্তর দিলেন,—"সখে, আমি ইঁহাকে ভাল করিয়াই দেখিতেছি। কিন্তু আমার বিভব ক্ষীণ হওয়ায়, এক্ষণে ইঁহার প্রতি অনুরাগসঞ্চার কাপুরুষের রোষের মত নিজ অঙ্গেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।"

বসন্তসেনা চারুদত্তকে বলিল,—"আপনার গৃহে অনধিকারপ্রবেশের অবমাননার জন্য অপরাধিনী হইয়াছি, তাই অবনতমস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

শুনিয়া চারুদত্ত কহিলেন,—"তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমিও না জানিয়া তোমাকে পরিচারিকাজ্ঞানে আচরণ করায়, অপরাধী হইয়া উঠিয়াছি, ও ক্ষমা চাহিতেছি।"

তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ বিনয়প্রকাশে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"শকটবাহী দুর্ব্বিনীত বলীবর্দ্দদ্বয়ের ন্যায় ইঁহারাও দেখিতেছি পরস্পরকে

ক্লেশ দিতেছেন। আমি তবে এক্ষণে কাহাকে প্রসন্ন করি? ভাল, রদনিকাকেই প্রসন্ন করা যাক্। রদনিকে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

চারুদত্ত বসন্তসেনাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেখ, আমি পরাধীন, এক্ষণে বল, স্নেহ কি অনুষ্ঠান করিবে?"

বসন্তসেনা কিছু মধুর বিষয়েরই ইচ্ছা করিতেছিল। প্রথম দর্শনে সে যথেচ্ছভাবে আসিয়া পড়ায়, সে দিন সেখানে বাস করা শ্লীলতাবিরুদ্ধ বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল। তখন সে চারুদত্তকে বলিল,—"আর্য্য, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই অলঙ্কারগুলি এই খানেই থাকুক, অলঙ্কারের জন্যই পাপগুলা আমার অনুসরণ করিতেছিল। আমি আর্য্যের রক্ষিতা হইয়া গৃহে যাইতে ইচ্ছা করি।"

শুনিয়া চারুদত্ত কহিলেন,—"যথার্থই বলিয়াছ, মৈত্রেয় অলঙ্কার-গুলি ধর।"

মৈত্রেয় উত্তর দিলেন,—"আমার উহাতে শ্রদ্ধা নাই।"

চারুদত্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আবার লইতে বলিলে, বিদূষক তাঁহার আজ্ঞাপালনে সম্মত হইয়া বসন্তসেনাকে অলঙ্কারগুলি দিতে বলিলেন। অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া বসন্তসেনা বিদূষকের হস্তে দিল।

অলঙ্কার লইয়া বিদূষক রদনিকাকে বলিতে লাগিলেন—"রদনিকা, এই সুবর্ণ অলঙ্কারগুলি ধর, ষষ্ঠী, সপ্তমী এই দুইদিন তুমি এগুলি রাখিবে, আমি অনধ্যায় অষ্টমীর দিন লইব।"

হাসিতে হাসিতে রদনিকা বলিল,—"শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ভর্ত্তৃপুত্রের দেখিতেছি, সেইদিন অবসর ঘটিবে।"

তাহার পর সে বিদূষকের হস্ত হইতে অলঙ্কারগুলি লইয়া সেখান



অলঙ্কারন্যাস—১৩২ পৃষ্ঠা।

MOHILA PRESS
Calcutta

হইতে চলিয়া গেল। চারুদত্ত দীপ আনিবার জন্য পরিচারকদিগকে আহ্বান করিলেন।

তাহাতে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"দীপিকাও গণিকার ন্যায় স্নেহশূন্য হইয়াছে।"

সেই সময়ে সর্ব্বজনের সাধনার প্রদীপ ভগবান্ চন্দ্রদেব উদিত হইলেন, শশাঙ্ক গলিত পিণ্ডখর্জ্জুরের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ দেখাইতে লাগিলেন, সেই যুবতীজনের সহায় রাজমার্গের প্রদীপস্বরূপ হইয়া উঠিলেন, শুষ্কজল পঙ্কে ক্ষীরধারাপতনের ন্যায় তিমিররাশির মধ্যে তাঁহার শুভ্র কিরণ নিপতিত হইতে লাগিল।

চারুদত্ত তখন প্রদীপের প্রয়োজন নাই বলিয়া বসন্তসেনাকে রাজ-পথে যাইতে বলিলেন, এবং মৈত্রেয়কে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন। মৈত্রেয় তখন বসন্তসেনাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন, চারুদত্তও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

(২)

চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন কি সে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া তাঁহাতেই মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিল। সর্ব্বদা তন্ময় থাকায় তাহাকে সময়ে সময়ে উন্মত্তার ন্যায়ও বোধ হইতে লাগিল।

একদিন পরিচারিকার সহিত বসিয়া থাকিতে থাকিতে বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"তার পর, তার পর?"

শুনিয়া পরিচারিকা কহিল,—"ও মা, আমি ত কিছু বলি নাই, তবে আপনি তার পর তার পর বলিলেন কেন?"

বসন্তসেনা উত্তর করিল,—"আমি কি কিছু বলিয়াছি নাকি?"

বসন্তসেনার ভাব বুঝিয়া পরিচারিকা বলিতে লাগিল,—"আর্য্যে, স্নেহবশেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, দোষদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইবেন না। কি ভাবিতেছেন বলুন দেখি।"

বসন্তসেনা কহিল,—"আচ্ছা, তুমি কি মনে করিতেছ বল না?"

পরিচারিকা তখন বলিল,—"গণিকাভাবের প্রয়োজন নাই বলিয়া আপনি কাহারও অভিলাষ করিতেছেন মনে করিতেছি

বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"যথার্থই মনে করিয়াছ, তোমার দৃষ্টি অব্যর্থ বটে, এই প্রকারই জানিবে।"

সে কথায় পরিচারিকা বলিতে লাগিল,—"অলঙ্কারহীনা আর্য্যাকে সুভূষিতাই বোধ হইতেছে। ভগবান্ কামদেবই যৌবনের অনিন্দিত উৎসবস্বরূপ।"

তাহার পর বসন্তসেনা পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার অভিপ্রায় বল দেখি, কাহার জন্য আমার উৎকণ্ঠা?"

পরিচারিকা বলিল,—"আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন সম্মাননীয় মনোহর রাজকুমার নয় কি?"

সে কথায় বসন্তসেনা উত্তর দিল,—"আমি ভাল বাসিতেই চাহি, সেবা করিতে চাহি না।"

তখন আবার পরিচারিকা কহিল,—"তাহা হইলে বিদ্যাবিশেষে রমণীয় কোন ব্রাহ্মণকুমার কি?"

বসন্তসেনা বলিল,—"আমার এই সুদৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তিনি পূজনীয়।"

পরিচারিকা আবার কহিল,—"তাহা হইলে কি কোন আগন্তুক বণিক্‌পুত্র?"

বসন্তসেনা উত্তর করিল,—“উন্মত্তে, কোন্ উৎকণ্ঠিতা ক্রমাগত আশাভঙ্গ সহ্য করিতে পারে ?”

শুনিয়া পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল,—“তাহা হইলে আমাদের মনোমত ভগিনীপতিটি কে শুনিতে পাই না কি ?”

বসন্তসেনা বলিল,—“তুমি কি কামদেবের উৎসবে যাও নাই ?”

পরিচারিকা কহিল,—“গিয়াছিলাম বৈকি ?”

বসন্তসেনা বলিল,—“তবে উদাসীনের ন্যায় বলিতেছ কেন ?”

পরিচারিকা বলিতে লাগিল,—“বলুন, বলুন, আর্য্যাই বলুন।”

তখন বসন্তসেনা বলিয়া ফেলিল,—“শুন তবে, বণিকপুত্র চারুদত্তকে জান ত ?”

পরিচারিকা কহিল,—“আপনি শরণাগত হওয়ায়, যিনি আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ?”

বসন্তসেনা বলিল,—“তিনিই বটেন।”

তখন পরিচারিকা বলিয়া উঠিল,—“হা ধিক্, তিনি যে দরিদ্র।”

শুনিয়া বসন্তসেনা কহিল,—“সেই জন্যই ত তাঁহাকে অভিলাষ করিতেছি। অতিদরিদ্র পুরুষের প্রতি আসক্তা গণিকাকে কেহ নিন্দা করে না।”

তাহাতে পরিচারিকা কহিল,—“আর্য্যে, পুষ্পহীন সহকারকে কি মধুকরেরা উপাসনা করে ?”

বসন্তসেনা কহিল,—“এইরূপ উপাসনা করে বলিয়াই ত তাহাদিগকে মধুকর বলে।”

তাহার পর পরিচারিকা বলিল,—“দরিদ্র হইয়া গণিকালয়ে আসিতে কাতরতা অনুভব করিয়া তিনি যদি না আসেন, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় হইবে।”

সে কথায় বসন্তসেনা কহিল,—"আমিই যে তাঁহাকে অভিলাষ করিতেছি।"

পরিচারিকা কহিল,—"যদি তাঁহার প্রতি এরূপ আদর দেখাইতেছেন, তবে অভিসারে যাইতেছেন না কেন?"

বসন্তসেনা উত্তর দিল,—"না যাইব যে, তাহা নহে। কিন্তু সহসা অভিসারে গেলে, তাঁহার পক্ষে প্রত্যুপকার দুর্লভ বলিয়া তিনিই যদি আবার দুর্লভ হইয়া পড়েন, সেই জন্য বিলম্ব করিতেছি।"

পরিচারিকা কহিল,—"হাঁ, সেই জন্য বুঝি সেই খানে অলঙ্কারগুলি রাখিয়া আসিয়াছেন?"

বসন্তসেনা কহিল,—"তাহাই বটে।"

সহসা একটি লোক উপস্থিত হইয়া বসন্তসেনাকে বলিল,—"আমি আর্য্যার শরণাগত হইলাম।"

বসন্তসেনা উত্তর দিল,—"আর্য্যের সম্ভ্রমের প্রয়োজন নাই।"

পরিচারিকা কিন্তু বলিল,—"এ আবার কে এখন আসিল?"

তাহাতে বসন্তসেনা কহিল,—"উন্মত্তে, শরণাগতের আবার জিজ্ঞাসা কি?"

পরিচারিকা বলিল,—"এ কোন সাহসিক হইতে পারে।"

বসন্তসেনা কহিল,—"উন্মত্তে, গুণবান্ ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে হয়।"

তখন সে লোকটি ব'লিতে আরম্ভ করিল,—"আর্য্যে, আমি ভয়ে শিষ্টাচার বিস্মৃত হইয়াছি, পরিভবের ইচ্ছায় নহে। দেখুন, আর্য্যা, ভীত অবমানিত আপন্ন অথবা যাহাদের সহজে দুশ্চরিত্রের সম্ভাবনা ঘটে, সেই সকল লোকই অপরাধ করিতে পারে।"

তাহাতে বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি বিশ্বস্ত হন, আমরা গণিকামাত্র।"

লোকটি কহিল,—"বংশপরিচয়ে বটে, কিন্তু স্বভাবে নহে।"

তাহার পর বসন্তসেনা পরিচারিকাকে তাহার ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে, পরিচারিকা লোকটিকে বলিল,—"আর্য্যা জানিতে চাহিতেছেন, আপনার কোথা হইতে ভয় জন্মিল ?"

লোকটি উত্তর দিল,—"ধনিকের হইতে।"

বসন্তসেনা তখন পরিচারিকাকে আসন দিতে বলিল। পরিচারিকা আসন দিলে, বসন্তসেনা তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

বসিতে বসিতে লোকটি বলিতে লাগিল,—"এইরূপ সম্মানে কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।"

তাহার পর বসন্তসেনা পরিচারিকাকে কাণে কাণে তাহার উপকার করিবে জানাইতে বলিলে, পরিচারিকা তাহাকে কহিল,—"আর্য্যা রাজপথে আপনার বিশ্বস্তভাবে বিচরণের ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা হইলে কাহার কি করিতে হইবে বলুন।"

লোকটি বলিল,—"তবে শুনুন।"

বসন্তসেনাও শুনিতে লাগিল, লোকটিও বলিতে আরম্ভ করিল,—"পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি, স্বভাবতঃ আমি বণিক, ভাগ্যের পরিবর্ত্তনে এক্ষণে সংবাহকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।"

শুনিয়া বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"আপনি সংবাহক, তাহা হইলে সুকুমার কলাই শিক্ষা করিয়াছেন।"

সংবাহক উত্তর দিল,—"কলা বলিয়াই শিখিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা জীবিকা হইয়াই উঠিয়াছে।"

সে কথায় বসন্তসেনা বলিল,—"আপনার কথাগুলিতে নিজের ধিক্কার প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পর বলুন, শুনি।"

সংবাহক বলিতে লাগিল,—"তাহার পর আগন্তুকদিগের মুখে

উজ্জয়িনীর কথা শুনিয়া কৌতূহলবশে এখানে আসিয়াছিলাম। আসিবামাত্র কোন বণিক্‌পুত্রের নিকট উপস্থিত হই।"

সেই বণিক্‌পুত্র কিরূপ, বসন্তসেনা জিজ্ঞাসা করিলে, সংবাহক বলিতে আরম্ভ করিল,—"তিনি সুন্দরাকৃতি অবিলাসী অনহঙ্কার ললিত এবং লালিত্যের জন্যই অগর্ব্বিত, চতুর মধুর দক্ষ দাক্ষিণ্যপূর্ণ মনোমত ও সন্তুষ্ট। তিনি দান করিয়া আত্মশ্লাঘা করেন না। অল্প উপকারও স্মরণ করেন, আবার বহু অপকার বিস্মৃত হন। আর্য্যে, অধিক কি আর বলিব, সেই কুলপুত্রের গুণের চতুর্ভাগও সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম-দিবসে বর্ণনা করিতে পারা যায় না। আরও কি বলিব, দাক্ষিণ্যের জন্য তাঁহার নিজ শরীরকে পরের মতই ধারণ করিয়া আছেন।"

বসন্তসেনা তখন চুপে চুপে পরিচারিকাকে কহিল,—"কে তিনি আর্য্য চারুদত্তের গুণ অনুকরণ করিতেছেন?"

পরিচারিকা উত্তর করিল,—"আমারও শুনিতে কৌতূহল হইতেছে, কে নিজগুণে উজ্জয়িনীকে ভূষিত করিতেছেন?"

বসন্তসেনা সংবাহককে তাহার পর বলিতে বলিলে, সে কহিল,—"পরে তাঁহার গুণে বিক্রীতশরীর হইয়া আমি স্ত্রীপরিজন বিস্মৃত হইয়া তাঁহার উপজীবী হইয়া রহিলাম।"

বসন্তসেনা জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি কি দরিদ্র?"

সংবাহক উত্তর দিল,—"না বলিতে বলিতে আর্য্যা কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

বসন্তসেনা কহিল,—"একত্র গুণবিভব দুর্লভ, তাহার পর কি বলুন।"

পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"তাঁহার নাম কি?"

সংবাহক উত্তর দিল,—"আর্য্য চারুদত্ত।"

শুনিয়া বসন্তসেনা কহিল,—"সম্ভব বটে। তাহার পর শুনি।"

সংবাহক আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"ক্রমে ধনক্ষয়ে তাঁহার পরিজন, কুটুম্ব, পোষ্যবর্গ সকলে পরিত্যাগ করায়, তিনি চরিত্র-মাত্রাবশেষ হইয়া বণিক্‌কুলে বাস করিতেছেন, এবং আমাকেও অন্য স্থানে জীবিকার্জ্জনের জন্য আদেশ দিয়াছেন। আমি কিরূপে এরূপ দ্বিতীয় মনুষ্যরত্ন পাইব, আর কিরূপেই বা তাঁহার কোমল ললিত মধুর শরীরস্পর্শে কৃতার্থ হস্তটি সাধারণশরীরমর্দ্দনে শোচনীয় করিয়া তুলিব, ইহা ভাবিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে এই দগ্ধ শরীরটার রক্ষার জন্য দ্যূতক্রীড়ায় জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলাম।"

শুনিয়া বসন্তসেনা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পরিচারিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পরিচারিকা তাহার পর কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে, সংবাহক বলিল,—"পরে অনেক দিন ব্যাপিয়া একটি লোককে পরাজিত করায়, সে একবার আমাকে দশ সুবর্ণ মুদ্রায় পরাজিত করিয়াছে।"

বসন্তসেনা শেষে কি হইল জানিতে চাহিলে, সংবাহক বলিল,—"অবশেষে আজ বেশ্যাপল্লীর পথে স্বেচ্ছাক্রমে আসিতে আসিতে সে আমাকে দেখিতে পাওয়ায়, তাহার ভয়ে এখানে প্রবেশ করিলাম। আমার ব্যাপার এইরূপই জানিবেন।"

বসন্তসেনা মনে মনে বলিতে লাগিল,—"হায়! কি বিপদ। আমার এই রূপ বোধ হয়, যেন বাসবৃক্ষের বিনাশে পাখীগুলি উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।"

তাহার পর সে সংবাহককে কহিল,—"আপনার এরূপ অবস্থা ঘটায় আপনি আমার আত্মীয় হইলেন।"

যে লোকটি সংবাহককে তাড়না করিতেছিল, বসন্তসেনা পরি-

চারিকার প্রতি তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে আদেশ করিলে, পরিচারিকা তাহাই করিতে গেল। তাহাকে বসন্তসেনা যে অর্থ দিয়া বিদায় করার ব্যবস্থা করিল, তাহা উল্লেখ করিয়া পরিচারিকা সংবাহককে বলিল,—"আপনি অর্থের জন্য চিন্তা করিবেন না। আর্য্য চারুদত্তই আপনাকে দিতেছেন জানিবেন।"

পরিচারিকা তখন রাজপথের দিকে গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সে কহিল,—"আর্য্য, সেই লোকটিকে বিদায় করিয়া দিয়াছি, সে সন্তুষ্ট হইয়াই গেল।"

শুনিয়া সংবাহক বলিয়া উঠিল,—"অনুগৃহীত হইলাম।"

তখন বসন্তসেনা সংবাহককে বলিল,—"তাহা হইলে আপনি এক্ষণে গিয়া সুহৃজ্জনের দর্শনে প্রীতি সম্পাদন করুন।"

সংবাহক উত্তর করিল,—"আমি আজই কোন সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পরিব্রাজক হইব। আমার এই কলাটি যদি আপনার পরিজনদিগকে শিখাইতে পারি, তাহা হইলে অনুগৃহীত হইব।"

তাহাতে বসন্তসেনা কহিল,—"যাঁহার জন্য কলাটি শিখিয়াছেন, তাঁহারই সেবা করুন।"

সে কথায় সংবাহক মনে মনে বলিতে লাগিল,—"সুকৌশলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, কেইবা প্রত্যুপকারে আপনার কৃতকার্য্যটি নষ্ট করিয়া ফেলে।"

তাহার পর সে বসন্তসেনার নিকট বিদায় চাহিলে, বসন্তসেনা তাহাকে বিদায় দিয়া পুনর্দর্শনের অভিলাষ করিল। সংবাহক তাহাতে সম্মত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই সময়ে একটি কোলাহল উঠিলে, বসন্তসেনা তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। সহসা 'বিচ্ছিত্তিকে, বিচ্ছিত্তিকে আর্য্যা

কোথায়?' বলিতে বলিতে বসন্তসেনার কোন পরিচারক তথায় উপস্থিত হইল। বসন্তসেনা ব্যাপার কি পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে, পরিচারক উত্তর করিল,—"আপনি বাতায়নে পূর্ব্ব-কায়টি বাহির করিয়া দিয়া অবনত হইয়া এই কর্ণপুরের পরাক্রমটা যে দেখিলেন না, তাহাতে আমি বঞ্চিত হইলাম মনে করিতেছি।"

শুনিয়া বসন্তসেনা কহিল,—"নীচলোকের গর্ব্বটা সুলভই হয়, তোমার গর্ব্বের কারণটা কি?"

'শুনুন তবে আর্য্যা' বলিয়া পরিচারক বলিতে আরম্ভ করিল,—"স্নানের পরে মদস্রাবে রাজপথ গন্ধময় করিয়া, ভদ্রকপোতক নামে মঙ্গলহস্তীটি উগ্রবেশে বহুলোকপূর্ণ সেই রাজপথে ধাবিত হইতে হইতে উত্তরীয় বস্ত্র না থাকায়, বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি পরিব্রাজককে ধরিয়া ফেলিল।"

তাহাতে বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"বটে! তাহার পর, তাহার পর।"

পরিচারক বলিতে লাগিল,—"তাহার পর শুণ্ডমর্দ্দনে তাঁহাকে তাড়িত করিয়া দন্তমধ্যে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শুণ্ডবারা চরণ ধরিয়া ফেলিলে, লোকে 'মারিয়া ফেলিল, মারিয়া ফেলিল,' এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া আমি করাঘাতে হস্তীটিকে ফিরাইয়া পরিব্রাজককে মুক্ত করিলাম।"

শুনিয়া বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"আমার প্রিয়কার্য্যই করিয়াছ। তাহার পর কি হইল বল।"

পরিচারক বলিতে আরম্ভ করিল,—"তাহার পর সকলে বলিতে লাগিল, পরিচারকের কাজটা বড়ই বিস্ময়কর, কিন্তু কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করিল না। কেবল একজন কুলপুত্র শরীরের অলঙ্কারস্থানগুলি

দেখিয়া কিছুই না পাইয়া দৈবকে তিরস্কার করিতে করিতে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, এইমাত্র আমার সম্পত্তি বলিয়া এই উত্তরীয়-খানি পরিজনের হস্তে দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।"

সে কথা শুনিয়া বসন্তসেনা বলিল,—"না জানি কে আবার আর্য্য চারুদত্তের গুণের অনুকরণ করিতেছেন।"

পরিচারিকাও কহিল,—"আমারও কৌতূহল হইতেছে, এ ব্যক্তি কে?"

বসন্তসেনা বলিল,—"অবশ্যই কোন সাধুপুরুষ হইবেন।"

পরিচারিকা কহিল,—"ভাল, জিজ্ঞাসাই করা যাক্।"

বসন্তসেনা উত্তর করিল,—"এক পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিতা অন্য সকলের গুণ নষ্ট করিয়া থাকে।"

পরিচারিকা পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিল,—"তাঁহার নাম জান কি?"

পরিচারক উত্তর দিল,—"জানি না।"

শুনিয়া বসন্তসেনা কহিল,—"তুমি বড়ই মন্দ কার্য্য করিয়াছ।"

পরিচারিকা বলিয়া উঠিল,—"যদি নাই জান, তবে এ সকল বলিলে কেন?"

তখন পরিচারক বলিল,—"আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে, তিনি ভদ্র ব্যক্তি ও অগর্ব্বিত।"

বসন্তসেনা কহিল,—"চল, গিয়া তাঁহাকে দেখি।"

এই বলিয়া তাহারা প্রাসাদশিখরে উঠিল, সেই মহানুভবও তখন আসিতেছিলেন, পরিচারক বসন্তসেনাকে তাঁহায় দেখাইয়া বলিল,—"ঐ দেখুন, আর্য্যে, তিনি যাইতেছেন।"

প্রাসাদশিখর হইতে দেখিতে দেখিতে বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—

"এই ত সেই আর্য্য চারুদত্ত যজ্ঞোপবীতমাত্র উত্তরীয় ধারণ করিয়া যাইতেছেন। যতক্ষণ তিনি দূরে না যান, এস, আমরা ততক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে থাকি।"

বসন্তসেনা তখন চারুদত্তকে অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিল।"

(৩)

প্রিয় বয়স্য মৈত্রেয়কে লইয়া চারুদত্ত কোন স্থানে গীতবাদ্য শুনিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় বীণাধ্বনি শুনিয়া উভয়ে তাহার আলোচনা করিতেছিলেন। চারুদত্ত বলিতেছিলেন,—"বয়স্য, বীণা একটি অসমুদ্রোত্থিত রত্ন, কারণ, সে উৎকণ্ঠিতের পক্ষে হৃদয়ানুগতা সখীর ন্যায়, বিষয়ভোগে সঙ্কীর্ণদোষশূন্যা গোষ্ঠীস্বরূপ, বিরহকালে ক্রীড়ারসের কান্তা, কিন্তু স্ত্রীগণের পক্ষে যে কান্তবিলাসের বিঘ্নকরী সপত্নী, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"সখে, অনেকক্ষণ হইল প্রহরিগণের ঘোষণার পর রাজমার্গ যাতায়াত শূন্য হইয়াছে, কুকুরগুলা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের কিন্তু নিদ্রা আসিতেছে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই হতভাগা বীণাটা আমার ভাল লাগিতেছে না, অধিক দৃঢ়স্থানে ইহার তারটা ছিঁড়িয়া যাক্।"

শুনিয়া চারুদত্ত কহিলেন,—"সঙ্গীতপণ্ডিত শাবল আজ অনেক বার মিষ্ট গান করিয়াছেন, তাহাওত তোমার ভাল লাগে নাই।"

বিদূষক উত্তর দিলেন,—"সেই জন্যই ত এটাও ভাল লাগিতেছে না, অধিক মিষ্ট ভক্ষণ করিলে অজীর্ণই ঘটে।"

চারুদত্ত বলিলেন,—"কেন, তাঁহার গানগুলিত বেশ সুস্পষ্টই হইয়াছিল। স্বরটি রাগযুক্ত ও মধুর, পূর্ব্বাপর সমভাবেই পরিস্ফুট,

তাবের সহিতই গীত হইতেছিল, অথচ হস্তপদের অভিনয় ছিল না। আমি এক একটি করিয়া তাহার অধিক কি প্রশংসা করিব, যদি ভিত্তির অন্তরালে থাকিতাম, তাহা হইলে যুবতী বলিয়াই মনে করিতাম।"

বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"আপনি যথেচ্ছ প্রশংসা করুন, আমাকে কিন্তু পুরুষ গায়কে ও স্ত্রী পাঠিকায় আনন্দ দিতে পারে না, পুরুষ গায়কটাকে আমার রক্তমালাবেষ্টিত পুরোহিতের ন্যায় বোধ হয়, আর স্ত্রী পাঠিকাকে ছিন্ননাসিকা ধেনুর ন্যায় বিরূপ লাগে।"

সে সময়ে অর্দ্ধরাত্রি, রাজপথে অন্ধকাররাশি নিশ্চল হইয়া উঠিল, জনগণের যাতায়াত না থাকায়, উজ্জয়নী যেন নিদ্রিতার ন্যায় বোধ হইতেছিল, অষ্টমীর চন্দ্র তিমিররাশিকে অবকাশ দিয়া অস্তগত হইলেন, জলনিমগ্ন বন্য হস্তীর নিমজ্জিত দন্তাগ্রভাগের ন্যায় তাঁহাকে দেখা যাইতে লাগিল।

চারুদত্ত মৈত্রেয়কে তাহা বলিলে, বিদূষকও বলিয়া উঠিলেন,—আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। চন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে অবকাশ পাইয়া অন্ধকার প্রাসাদ হইতে যেন নামিয়া আসিতেছে "

তাহার পর তাঁহারা আপনাদের ভবনের নিকটে আসিলে, চারুদত্তও আপনার গৃহ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, ও বর্দ্ধমানকনামে পরিচারককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বিদূষকও তাহাকে আহ্বান করিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারক দ্বার খুলিয়া মৈত্রেয় ও চারুদত্তকে দেখিতে পাইল, তখন তাঁহারা ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারুদত্ত পরিচারককে পাদোদক আনিতে বলিলে,সে গিয়া জল আনিল, ও চারুদত্তের পাদ ধৌত করিয়া দিল। বিদূষকও তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিতে বলিলে, পরিচারক বলিল যে, ভাল করিয়া তাঁহার পাদ ধৌত করিলেও তাহা আবার ভূমিতে লুণ্ঠিত হইবে, কেবল জল নষ্ট

হইবে মাত্র। পরে সে তাঁহাকে পা বাড়াইয়া দিতে বলিয়া, পাদ ধৌত করিতে লাগিল। পরিচারক বিদূষকের মুখেও একটু জল দিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, দাসীপুত্রটা কেবল পাদ ধৌত করে নাই, মুখপ্রক্ষালনও করিয়া দিয়াছে।

চারুদত্তের তখন নিদ্রা আসিতেছিল, তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, আমার নয়নাবলম্বিনী নিদ্রা ললাটদেশ হইতে যেন উপসৃত হইয়া পড়িতেছে, চঞ্চলা জরার ন্যায় সে মনুষ্যবীর্য্য অভিভূত করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াই উঠিতেছে। তুমিও নিদ্রা যাও।"

পরিচারকটি সে সময়ে চলিয়া গেল। চারুদত্ত ও বিদূষক শয্যার আশ্রয় লইলেন। সহসা রদনিকা আসিয়া মৈত্রেয়কে তুলিতে লাগিল। বিদূষক ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—"এই অলঙ্কারভাণ্ড আমি ষষ্ঠী, সপ্তমী দুইদিন রাখিয়াছি, আজ অষ্টমী।"

শুনিয়া চারুদত্ত কহিলেন,—"একি বসন্তসেনার সেই নিজ অলঙ্কার?"

রদনিকা উত্তর করিল,—"হাঁ, আপনি উঁহাকে এটা লইতে বলুন।"

চারুদত্ত মৈত্রেয়কে তাহা লইতে বলিলে, বিদূষক কহিলেন,—"কি নিমিত্ত এ অলঙ্কার অভ্যন্তরচতুঃশালে পাঠাইতেছেন না?"

চারুদত্ত বলিয়া উঠিলেন,—"মূর্খ, বাহিরের লোকের ব্যবহৃত অলঙ্কার গৃহের লোককে দেখিতে হয় না।"

অগত্যা মৈত্রেয় কহিলেন,—"উপায় কি? তবে আন, এখনই চোরে লইবে।"

মৈত্রেয়ের হস্তে অলঙ্কারভাণ্ড দিয়া রদনিকা চলিয়া গেল। তখন মৈত্রেয় চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, সেই উত্তরীয়খানি কি জন্য গণিকার পরিচারকটাকে দিলেন?"

চারুদত্ত উত্তর করিলেন,—"দয়াবশে।"

শুনিয়া বিদূষক কহিলেন,—"এখানেও দয়া ?"

তাহাতে চারুদত্ত বলিলেন,—"সখে, ওকথা বলিও না।"

তাহার পর বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"ভুক্ত গর্দ্দভের মত আমি এক্ষণে ভূমিতেই গড়াগড়ি দেই।"

নিদ্রা তখন চারুদত্তকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। তিনি মৈত্রেয়কে চুপ করিতে বলিলেন। মৈত্রেয় তাঁহাকে সুখে জাগরিত হওয়ার জন্য নিদ্রা যাইতে বলিয়া, নিজেও শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণ-মধ্যে উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে সজ্জলক নামে একটি চোর বৃক্ষবাটিকার পক্ষদ্বারে সিঁধ কাটিয়া চারুদত্তের ভবনে প্রবেশ করে। সে নিজের বিশাল শরীরটি সুখে প্রবেশ করাইবার জন্য শিক্ষাবলে ও দেহবলে আপনার কর্ম্মমার্গটি প্রস্তুত করিয়া সেই পথে আসিতে আসিতে উভয় পার্শ্ব ভূমিতে ঘর্ষিত হওয়ায়, জীর্ণকায় ভুজঙ্গের ন্যায় যেন খোলস ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, পরে সে চতুঃশালার দিকে অগ্রসর হইল।

আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে সজ্জলক বলিতেছিল,—"পণ্ডিতেরা এই চৌর্য্যকার্য্যটাকে নীচ বলুন না কেন, ইহা নিদ্রিতাবস্থাতেই ঘটিয়া থাকে। যদিও বিশ্বস্তের নিকট ইহা বঞ্চনাপরিভব, তথাপি ইহা শৌর্য্য, কার্কশ্য নহে। নিন্দিত হইলেও এই স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করা ভাল, কিন্তু কদাচ সেবাঞ্জলি বদ্ধ করা যাইতে পারে না। রাজা যুধিষ্ঠিরের সুপ্তসেনাবধে পূর্ব্বে অশ্বত্থামা এই মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

তাহার পর সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিল,—"লোভী ধনবান্ সাধুজনের অবমাননাকারী নিজের বৃত্তিতে কর্কশ এরূপ বণিকের

গৃহ যদি পাই, তাহা হইলে মনে দুঃখ হয় না। সে যাহা হউক, মন্মথের অসাধ্য কি আছে? কার্য্য আরম্ভ করাই যা'ক।"

কোন্ স্থানে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে, সে প্রথমে তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কোথায় জলসেকে শিথিল হওয়ায় ছেদের শব্দ হওয়ায় সম্ভাবনা নাই, ভিত্তির কোন্ স্থানে বৃহদাকার সিঁধ কাটিলে গৃহের মধ্যভাগ অনায়াসে দেখা যাইতে পারে, কোথায় লোনা ধরায় ক্ষয় পাইয়া গৃহের ইষ্টক জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আর কোথাও বা স্ত্রীলোকের দর্শন না ঘটে, এবং চেষ্টাও সফল হয়, সজ্জলক তাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর সে বাস্তুবিভাগ করিয়া ভবনের একস্থানে কিছু চাক্‌চিক্যের জন্য গৃহযুক্ত বলিয়াই মনে করিল, ও তথায় তাহার প্রবেশের ইচ্ছা হইল। পরে সে কিরূপ সিঁধ কাটিবে, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিল। সিংহাক্রান্ত, পূর্ণচন্দ্র, মৎস্যমুখ, অর্দ্ধচন্দ্র, ব্যাঘ্রমুখ, ত্রিকোণ, পীঠিকা, গজমুখ, ইহাদের কোন্ আকারটি সে করিবে এবং কি কৌশলে অন্য চোরগণ বিস্মিত হয়, তাহাই নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে সিংহাক্রান্ত সন্ধিচ্ছেদ করিবে বলিয়া স্থির করিল।

সেই সময়ে বিদূষক জাগরিত হইয়া চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তিনি জাগিয়া আছেন কি না। চারুদত্ত মৈত্রেয় কেন তাহা বলিতেছেন জানিতে চাহিলে, বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"আমি কর্ত্তব্যশূন্যসঙ্কেত শাক্যশ্রমণকের ন্যায় নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না। আর আমার বামচক্ষুটাও নাচিতেছে, চোর সিঁধ কাটিতেছে যেন দেখিতেছি, অর্থশালীদিগের যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে আমি দরিদ্রজাতিই হইব।"

চারুদত্ত বলিয়া উঠিলেন,—"মূর্খ, তোমাকে ধিক্, তুমি দরিদ্র হওয়ার ইচ্ছা করিতেছ?"

তাহার পর উভয়ে আবার নিদ্রিত হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে সজ্জলক সন্ধিচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইল। কি দিয়া পরিমাপ করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া দিনে যাহা তাহার ব্রহ্মসূত্র হয়, তাহাকেই সে রাত্রিতে কর্ম্মসূত্র করিয়া লইল।

নিজ যজ্ঞোপবীতদ্বারা সন্ধিস্থল মাপ করিয়া সজ্জলক বলিতে লাগিল,—"অদ্য রাত্রিতে ইহার ভিত্তিতে একবারমাত্র অস্ত্রপ্রয়োগে ভেদ করিয়া পাটিত ও সমতল করিলে, কল্য প্রত্যূষে বিষাদবিমুখ প্রতিবেশীবর্গ আমার দোষের কথা ত বলিবেই, কিন্তু কর্ম্মকৌশলেরও প্রশংসা করিবে।"

পরে সে খরপট্ট ও রাত্রিগোচর দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া সিঁধ কাটিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণমধ্যে তাহার সে কার্য্য শেষ হইল, এবং সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহে দীপ জ্বলিতেছিল, সজ্জলক তখন পলায়ন করিতে চাহিল। পরক্ষণেই কিন্তু আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিল,—"যে লম্ফে মার্জ্জার, অপসরণে বৃক, গৃহালোকনে শ্যেন, সুপ্তমনুষ্যের বীর্য্যাবধারণে নিদ্রা, দ্রুতগমনে সর্প, বর্ণ ও শরীরের ভেদকার্য্যে মায়া, দেশভাষান্তরে বাগ্দেবী, রাত্রিকালে দীপ, সঙ্কটে তিমির, স্থলে বায়ু, এবং জলে নৌকা, আমি কি সেই সজ্জলক নহি ?"

তাহার পর সে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া চারুদত্তের অবস্থা ভাল বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সজ্জলক আগন্তুক বলিয়া চারুদত্তের কিরূপ সমৃদ্ধি জানিত না, কেবল তাঁহার বিশাল ভবনের বিশ্বাসেই প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সে কোনরূপ বিশিষ্ট পরিচ্ছদাদি দেখিতে পাইতেছিল না, সেইজন্য চারুদত্তকে সে দরিদ্র অথবা তিনি সংযমবশতঃ নিরর্থক দর্শনীয় দ্রব্যগুলি রক্ষা করিতেছেন কি না সন্দেহ করিতে লাগিল। চারুদত্তের ভবনবিন্যাস বংশপরম্পরাক্রমেই আছে বলিয়াই

তাহার মনে হইল,এবং তিনি ধনসম্পত্তি উপভোগে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া তাহার বোধ হইতেছিল। কারণ, বিভব বিনষ্ট হইলে, অনেকে জন্মভূমির অনুরোধে বিক্রয়কালেও অতিস্নেহে গৃহটি রক্ষাই করিয়া থাকে। পরে সে আবার ভাল করিয়া দেখিয়া তাহার সমান অবস্থাহীন কুলপুত্রকে পীড়িত করিতে ইচ্ছা না করিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সেই সময়ে বিদূষক স্বপ্নাবস্থায় চারুদত্তকে বলিয়া উঠিলেন,—"সুবর্ণভাণ্ডটি আপনি ধরুন না।"

শুনিয়া সজ্জলক কহিল,—"সুবর্ণভাণ্ডের কথা বলিতেছে কেন? আমাকে দেখিয়া একথা বলিতেছে নাকি? কিংবা বলহ্রাসে স্বপ্ন দেখিতেছে? আচ্ছা দেখা যাক্।"

তখন সে মৈত্রেয়কে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিতে লাগিল,—"সত্যই এ লোকটি নিদ্রিত। কারণ, ইহার নিঃশ্বাসটা শঙ্কিত বা বিষম বোধ হইতেছে না, তুল্যান্তরেই পড়িতেছে, গাত্র সন্ধিস্থলে দীর্ঘ ও শয্যাপ্রমাণের অধিক দেখাইতেছে, চক্ষু গাঢ়ভাবেই নিমীলিত রহিয়াছে, পক্ষ্মদ্বয়ের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে না। আর যদি নিদ্রিতের ভাণ করিত, তাহা হইলে দীপের অভিমুখে থাকিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিত না।"

সজ্জলক পরে সেই অলঙ্কারভাণ্ডটা কোথায় দেখিতে লাগিল। দীপালোকে জীর্ণ উত্তরীয়ের একপার্শ্বে তাহাকে আচ্ছাদিত দেখিতে পাইল। বিদূষক ভাণ্ডটিকে ভাল করিয়াই ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। চারুদত্তকে তাহা প্রদান করিতে তাঁহার ইচ্ছা হওয়ায়, সজ্জলক উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দীপটি প্রথমে নির্ব্বাপিত করার ইচ্ছায় ভ্রমরকৌটা হইতে একটি শলভ লইয়া প্রদীপের দিকে নিক্ষেপ করিল। শলভটি তৎক্ষণাৎ প্রদীপটি নিভাইয়া পড়িয়া গেল।

বিদূষক অৰ্দ্ধজাগরিত অবস্থায় বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! হায়! প্রদীপটা যে এক্ষণে নিভিয়া গেল, আমার সমস্তই চুরি করিল। অহে চারুদত্ত, এই সুবর্ণালঙ্কারগুলি ধরুন না। আমি ভয়ে উন্মার্গগামী বণিকের ন্যায় নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না। যদি না ধরেন, তাহা হইলে আমার ব্রহ্মত্বে শাপ দিব।"

সময় বুঝিয়া সজ্জলক চারুদত্ত হইয়া উত্তর দিল,—"শপথ করায় প্রয়োজন কি? এই আমি লইতেছি।"

এই বলিয়া সজ্জলক অলঙ্কারভাণ্ডটি গ্রহণ করিল। বিদূষক তখন বলিতে লাগিলেন,—"বিক্রীতভাণ্ড বণিকের ন্যায় এখন আমি সুখে নিদ্রা যাই।"

মৈত্রেয় আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সজ্জলক বলিল,—"মহাব্রাহ্মণ, সুখে নিদ্রা যাও।"

তাহার পর সে একটু চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিল,—"হায়! ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করিয়া যাহা প্রদান করিল, আমাকে কিনা তাহাই অপহরণ করিতে হইল! দারিদ্র্য ও বৈরাগ্যশূন্য যৌবনকে ধিক্। এই দারুণ কৰ্ম্মটার আমি নিন্দাও করিতেছি, আবার তাহাকে সম্পন্ন করিতেও ছাড়িতেছি না!"

সেই সময়ে পটহ বাজিয়া উঠিল। প্রভাত হইল বুঝিতে পারিয়া সজ্জলক তখন পলায়ন করিল। সহসা রদনিকা আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদূষককে বলিতে লাগিল,—"আৰ্য্য, মৈত্রেয়, আমাদের বৃক্ষবাটিকার দ্বারে সিঁধ কাটিয়া চোর ঢুকিয়াছে।"

তাড়াতাড়ি নিদ্রা হইতে উঠিয়া বিদূষক রদনিকা কি বলিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, সে আবার ঐ কথাই বলিল।

শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"কি, চোর কাটিয়া সিঁধ ঢুকিয়াছে?"

রদনিকা কহিল—“মূর্খ, সিঁধ কাটিয়া চোর ঢুকিয়াছে।”

বিদূষক, ‘চল দেখিয়া আসি,’ বলিলে, রদনিকা তাঁহাকে লইয়া সেখানে গেল। তাহা দেখিয়া বিদূষক বলিলেন,—“দাসীপুত্র কুকুরটা ঢুকিয়াছে, চল, গিয়া চারুদত্তকে প্রিয়সংবাদ দেই।”

তাহার পর তাঁহারা দুইজনে চারুদত্তের নিকট আসিলেন। মৈত্রেয় চারুদত্তকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—“অহে চারুদত্ত, আপনাকে প্রিয়সংবাদ দিতেছি।”

জাগরিত হইয়া চারুদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি প্রিয়সংবাদ দিবে? বসন্তসেনা আসিয়াছে কি?”

বিদূষক উত্তর দিলেন,—“বসন্তসেনা নয়, বসন্তসেন বটে।”

চারুদত্ত রদনিকাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—“আমাদের বৃক্ষবাটিকার পক্ষদ্বারে সিঁধ কাটিয়া চোর ঢুকিয়াছে।”

শুনিয়া চারুদত্ত বলিয়া উঠিলেন,—“কি, চোর প্রবেশ করিয়াছে?”

তখন বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—“বয়স্য, আপনি কেবল আমাকে মূর্খ, অপণ্ডিত বলিতেন। আমি আপনার হস্তে সুবর্ণভাণ্ডটা দিয়া ত ভালই করিয়াছি।”

চারুদত্ত কহিলেন,—“কি? তুমি আমাকে দিয়াছ?”

‘হাঁ’ বলিয়া বিদূষক উত্তর দিলেন। চারুদত্ত ‘কখন’ জিজ্ঞাসা করিলে, ‘অর্দ্ধরাত্রে’ বলিয়া বিদূষক উত্তর করিলেন।

তাহাতে চারুদত্ত বলিলেন,—“কি, অর্দ্ধরাত্রে সত্যই দিয়াছ?”

বিদূষক কহিলেন,—“যখন আপনি জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, আমি সেই সময়েই দিয়াছি।”

সে কথায় চারুদত্ত বলিয়া উঠিলেন,—“তাহা হইলে হায়! সুবর্ণভাণ্ড চুরি গিয়াছে।”

বিদূষক কিন্তু বলিলেন,—"আপনি এখন আমার হাতে দিন।"

তাহাতে চারুদত্ত মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এই প্রকৃত ঘটনা কে বিশ্বাস করিবে? সকলেই আমাকে সন্দেহ করিবে। সমস্ত দোষেই নিষ্প্রভাব দারিদ্র্য শঙ্কনীয়।"

সেই সময়ে চারুদত্তের পত্নী আসিয়া গৃহের বাহির হইতে রদনিকাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। রদনিকা শুনিতে না পাওয়ায়, তিনি কপাটের শব্দ করিলেন। কপাটের শব্দ শুনিয়া রদনিকা ব্রাহ্মণী আহ্বান করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই নিকটে গেল। ব্রাহ্মণী চারুদত্ত ও মৈত্রেয় অক্ষত শরীরে আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কুশলেই আছেন বলিয়া রদনিকা উত্তর দিল কিন্তু বলিল যে, বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি চুরি গিয়াছে।

রদনিকার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন,—"কি বলিলে? চোরে লইয়াছে?"

রদনিকা 'হাঁ' বলিলে, ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে এক্ষণে তাহাকে কি দেওয়া যায়?"

ব্রাহ্মণী তাঁহার কোন একটি অলঙ্কার দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া কর্ণস্পর্শমাত্রে বলিয়া উঠিলেন,—"হা ধিক, এ যে কেবল তালীপত্র! সেই পরিচয়েত এক্ষণে আমাকে বিড়ম্বিত করিতেছে। তাহা হইলে এক্ষণে কি করা যায়?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা, স্থির করিয়াছি। আমার জ্ঞাতিকুল হইতে যে শতসহস্রমূল্য মুক্তাবলী পাইয়াছিলাম, আর্য্যপুত্র ত গর্ব্বভরে তাহা লইতে ইচ্ছা করেন না, তাহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করিব।"

এই বলিয়া তিনি সেই মুক্তাবলী আনিতে গেলেন। বিদূষক সে

সময়ে চারুদত্তকে বলিতেছিলেন,—"অন্ধকারে এই অপরাধটা করিয়া ফেলায়, আপনাকে অবনত মস্তকে প্রসন্ন করিয়া বলিতেছি যে, এক্ষণে সেটা আমার হাতে দিন।"

চারুদত্ত কহিলেন,—"তুমি এক্ষণে আমাকে পীড়া দিতেছ কেন? নিত্য আমার স্বভাব জানিয়া তুমিই যখন অবিশ্বাসী হইতেছ, তখন সেই কলাজীবিনী বঞ্চনাপণ্ডিতা গণিকা কি বিশ্বাস করিবে?"

তাহাতে বিদূষক বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"তাহা হইলে মনে হইতেছে হতভাগ্য আমি সেই চোরটার হাতেই দিয়াছি।"

ব্রাহ্মণী ফিরিয়া আসিয়া মৈত্রেয়কে আহ্বান করিবার জন্য রদনিকাকে বলিলেন। রদনিকা গিয়া মৈত্রেয়কে তাহা বলিলে, মৈত্রেয় ব্রাহ্মণীর নিকট আসিলেন। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে কহিলেন,—"আর্য্য, মৈত্রেয়, আপনাকে আজ একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

শুনিয়া বিদূষক উত্তর করিলেন,—"এ দানবিভব অবস্থাবিরুদ্ধ, ইহার প্রয়োজন কি?"

তাহাতে ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"ষষ্ঠীতে উপবাস করিয়াছি, আমার সর্ব্বস্ব দিয়া কেবল ব্রাহ্মণকে স্বস্তি বলাইব, সেইজন্য এই অনুষ্ঠান।"

সে কথায় বিদূষক কহিলেন,—"আজ যে অষ্টমী।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"আমার ভুল হইয়াছিল, আজই পূজা শেষ করিব।"

তখন বিদূষক কহিলেন,—"অনুরূপ দান না হওয়ায় ইহাকে যেন দয়া বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

পরে তিনি কি করিবেন, চুপে চুপে রদনিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে, রদনিকা বুঝাইয়া দিল যে, বসন্তসেনাকে কি দিবেন বলিয়া চারুদত্ত

সন্তপ্ত হওয়ায়, ব্রাহ্মণী তাঁহার হস্তে মুক্তাবলী দিয়া চারুদত্তকে অঋণী করিতে চাহিতেছেন। সে তাঁহাকে উহা লইতেও বলিল।

ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন,—"মুক্তাবলীর জল হইতে উৎপত্তি হওয়ায়, এবং আপনাকেও সকল সময়ে পাওয়া যায় না বলিয়া, আমি আচার বিস্মৃত হইয়াছি। আপনি ইহা গ্রহণ করুন।"

মুক্তাবলী লইয়া বিদূষক বলিতে লাগিলেন,—"ও সকল এখন থাক্, আপনার চক্ষু ছল ছল করিতেছে।"

ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন,—"দেবকুলের ধূমে এইরূপ হইয়াছে।"

শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—"আমি চারুদত্তের নামে দিব্য দিব, আপনি যদি মিথ্যা কথা বলেন।"

'হা ধিক্' বলিয়া ব্রাহ্মণী তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তখন বিদূষক বলিলেন,—"ইনি কথায় দুঃখ ঢাকিয়া চক্ষের জলে জানাইয়া গেলেন।"

তাহার পর তিনি চারুদত্তের নিকট গিয়া মুক্তাবলী দেখাইলেন। চারুদত্ত ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক সদৃশ কুল হইতে দারসংগ্রহের ফল বলিলে, চারুদত্ত বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ব্রাহ্মণী আমাকে দয়া করিতেছেন?"

বিদূষক 'তাহাই বটে' বলিলে, চারুদত্ত বলিতে লাগিলেন,—"আমাকে ধিক্, আজই আমি হত হইলাম। অর্থনাশে ক্ষীণ হইয়া পড়ায়, স্ত্রীধনে শেষে অনুগৃহীত হইতে হইল! অর্থেই পুরুষ নারী হয়, ও নারী পুরুষ হইয়া উঠে।"

বিদূষক বলিলেন,—"তিনি হৃদয়ের সহিত আপনাকে লইতে প্রার্থনা করিতেছেন, আমিও অবনতমস্তকে বলিতেছি, এটি গ্রহণ করুন।"

'তাহাই হউক' বলিয়া চারুদত্ত মুক্তাবলী লইয়া বিদূষককে কহিলেন,—"বয়স্য, এই মুক্তাবলী লইয়া বসন্তসেনার নিকটে যাও।"

তাহার পর নিজে বলিতে লাগিলেন,—"আমার মন অর্থের ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীধনে অনুচিত প্রণয় করিতেছে, কিন্তু সম্মান রক্ষায় ও কর্ত্তব্যপালনে বিলম্ব দেখাইতেছে, পুরুষের কুল ও দরিদ্রতাকে ধিক্।"

বিদূষক বলিলেন,—"হায়! আপনি অল্পমূল্য সুবর্ণভাণ্ডের জন্য শতসহস্রমূল্য মুক্তাবলী বাহির করিয়া দিতেছেন?"

শুনিয়া চারুদত্ত উত্তর দিলেন,—"যে বিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া, সে আমাদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহারই মহামূল্যস্বরূপ উহা প্রদান করিতে হইবে।"

মৈত্রেয় তখন চলিয়া গেলেন, চারুদত্তও সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

(৪)

বসন্তসেনা উৎকণ্ঠাবিনোদনের জন্য চারুদত্তের প্রতিকৃতি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরিচারিকা মদনিকা চিত্রফলক ও বর্ত্তিকাধার লইয়া আসিলে, বসন্তসেনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"চিত্রটি তাঁহার আকৃতির সদৃশ হইয়াছে ত?"

মদনিকা উত্তর দিল,—"সেই হস্তীর আক্রমণকোলাহলের দিন সাদরে প্রসারিত চক্ষুদ্বারা ভর্ত্তৃদারককে দূর হইতে এইরূপই দেখিয়াছিলাম।"

বসন্তসেনা কহিল,—"তুমি বেশ্যালয়বাসিগণ দক্ষ বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহাই সত্য প্রতিপাদন করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছ।"

মদনিকা বলিল,—"সকল বেশ্যালয়বাসীই কি দক্ষ হয়? দেখুন, চম্পকবনে নিম্ববৃক্ষও জন্মিয়া থাকে। অতিসদৃশ বলিয়া আমার হৃদয় আনন্দিত হইতেছে, সত্য সত্যই প্রশংসার যোগ্য, নিশ্চয়ই কামদেব!"

বসন্তসেনা কহিল,—"যাহাতে সখীরা আমায় উপহাস করিতে না পারে, তাহাই করিতে হইবে।"

মদনিকা বলিল,—"একথা সঙ্গত বটে, গণিকাগণের সখীরাই সপত্নীর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।"

এই সময়ে একটি পরিচারিকা আসিয়া বসন্তসেনাকে সুখপ্রশ্ন করিলে, সে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল। তাহার পর পরিচারিকাটি বলিতে লাগিল,—"আর্য্যে, মাতা আদেশ করিতেছেন যে, হস্তিশুণ্ডাকৃতি যান দ্বারে সজ্জিত রহিয়াছে। তাই আপনি শীঘ্র শীঘ্র অলঙ্কারে ভূষিত ও অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া আসুন। এইখানেই আপনি অলঙ্কারে ভূষিত হ'ন।"

শুনিয়া বসন্তসেনা কহিল,—"এ অলঙ্কারে কি আর্য্য চারুদত্ত ভূষিত করিতেছেন?"

পরিচারিকা উত্তর দিল,—"না, রাজশ্যালক সংস্থান পাঠাইয়াছেন।"

সে কথায় বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"অবিনীতে, তুমি দূর হও।"

পরিচারিকা তখন তাহার চরণতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল, —"আর্য্যে, প্রসন্ন হ'ন, আমি সংবাদমাত্রই জানাইতেছি।"

বসন্তসেনা তাহাকে উঠিতে বলিয়া কহিল,—"আমি কুসংবাদের প্রতিই ক্রোধ করিতেছি, তোমার প্রতি নহে।"

উঠিয়া পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহা হইলে মাতাকে কি বলিব?"

বসন্তসেনা উত্তর দিল,—"মাতাকে বলিও, যখন আর্য্য চারুদত্তের অভিসারে যাইব, তখন অলঙ্কার ধারণ করিব।"

'তাহাই বলিব' বলিয়া পরিচারিকা বসন্তসেনার মাতার নিকট গেল। সেই সময়ে সজ্জলকও বসন্তসেনার বাটীর দিকে আসিতেছিল, আসিতে আসিতে সে বলিতেছিল,—"নিদ্রা, অন্ধকার ও ভয় পরিত্যাগ করিয়া যে রাত্রিতে নিন্দিত কার্য্য করিয়াছে, সেই আমি দিবসে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যোদয়ে মন্দবীর্য্য চন্দ্রের ন্যায় ভীত হইয়া উঠিতেছি, ভাগ্যক্রমে কর্ম্মশেষে প্রভাত হইয়াছিল, বসন্তসেনার পরিচারিকা মদনিকার জন্যই ত এ সকল করিলাম।"

তাহার পর সে অগ্রসর হইয়া বসন্তসেনার বাটীর নিকট আসিল ও তাহাতে প্রবেশ করিল। মদনিকা অভ্যন্তরে আছে কি না তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। তবে পূর্ব্বাহ্নে গণিকারা অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে বলিয়া সজ্জলক মদনিকা সেই স্থানেই আছে মনে করিল। পরে সে 'মদনিকা মদনিকা" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল।

মদনিকা সজ্জলকের স্বর বুঝিতে পারিল, সে সময়ে বসন্তসেনা চিত্রফলক লইয়াই ব্যাপৃত থাকায়, সে অমনি সজ্জলকের দিকে গেল। সজ্জলক তাহাকে নিকটে যাইতে বলিলে, মদনিকা গিয়া দাঁড়াইল, ও সজ্জলককে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তোমাকে শঙ্কিত শঙ্কিত দেখিতেছি কেন?"

সজ্জলক উত্তর দিল,—"ও কিছু নয়, আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

চিত্রফলকের কার্য্য শেষ হইলে, বসন্তসেনা মদনিকাকে তাহা শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া আসিতে বলিল। কিন্তু মদনিকাকে দেখিতে না

পাইয়া সে কোথায় গেল, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। পরে মনে করিল, সে নিকটেই আছে। তাহার পর তাহাকে দেখিতে গিয়া দেখিল যে, সে অতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কোন একটি লোককে যেন পান করিতে করিতে আলাপ করিতেছে। তাহাতে তাহার বোধ হইল, কেহ যেন বসন্তসেনাকেই ক্রয়ের প্রার্থনা করিতেছে।

সজ্জলক তখন মদনিকাকে বলিতেছিল,—"তাহা হইলে রহস্যটা শুন।"

'পররহস্য শুনা উচিত নহে' বলিয়া বসন্তসেনা সেখান হইতে যাইতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে সজ্জলক বলিয়া উঠিল,—"বসন্ত-সেনা—"

অর্দ্ধোক্তি শুনিয়া বসন্তসেনা তাহারই কথা হইতেছে মনে করিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। সজ্জলক তখন তাহার কথা শেষ করিয়া বলিল,—"তোমাকে মূল্য লইয়া দান করিবে কি ?"

বসন্তসেনা এক্ষণে সজ্জলককে মদনিকার প্রার্থী বলিয়া বুঝিতে পারিল, ও তাহার কথা শুনিবার জন্য সেই খানেই রহিল।

সজ্জলকের কথার উত্তর দিয়া মদনিকা কহিল,—"আমার দানের কথা আর্য্যা ত প্রথমেই বলিয়াছেন।"

শুনিয়া সজ্জলক বলিয়া উঠিল,—"সেই জন্যই এই অলঙ্কারগুলি তাহাকে দিয়া বল যে, তাহার শরীরপ্রমাণের মত এই গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। এগুলির কথা প্রকাশ না হয়, এবং আমার স্নেহবশে সে যেন অলঙ্কারগুলি ধারণ করে।"

মদনিকা অলঙ্কারগুলি দেখিতে চাহিলে, 'লও' বলিয়া সজ্জলক দেখাইতে লাগিল। অলঙ্কার দেখিয়া মদনিকা বলিল,—"অলঙ্কারগুলি যেন পূর্ব্বে দেখিয়াছি।"

বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"আমারই অলঙ্কারের মত যেন বোধ হইতেছে।"

তাহার পর মদনিকা সজ্জলককে জিজ্ঞাসা করিল,—"বল দেখি, এগুলি কোথা হইতে পাইলে?"

সজ্জলক উত্তর দিল,—"তোমার প্রণয়ের জন্য সাহস অবলম্বন করিয়াছি।"

শুনিয়া বসন্তসেনা ও মদনিকা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"কি, সাহসিক?"

মদনিকা কিন্তু মনে মনে বলিতে লাগিল,—"হায়! আর্য্যা ইহার আকৃতিটিকে দারুণ কর্ম্ম করাইয়া উদ্বেজনীয় করিয়া তুলিলেন দেখিতেছি।"

পরে সে সজ্জলককে কহিল,—"হা ধিক্, আমার জন্য তুমি আপনার শরীর ও চরিত্র দুইটিকেই সংশয়িত করিয়া তুলিলে?"

সে কথায় সজ্জলক বলিল,—"উন্মত্তে, সাহসেই লক্ষ্মীর বসতি।"

মদনিকা উত্তর দিল,—"তুমি অতি মূর্খ, কে জীবনের বিনিময়ে শরীর ক্রয় করিয়া থাকে?"

পরে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"সে যাহা হউক, কাহার গৃহে এই বিশ্বাসবঞ্চনা করিয়াছ বল দেখি।"

সজ্জলক উত্তর করিল,—"প্রথমে জানিতাম না, পরে প্রভাতে লোকমুখে শুনিয়া জানিলাম, শ্রেষ্ঠিচত্বরবাসী বণিক্‌পুত্র চারুদত্তের গৃহে।"

শুনিয়া বসন্তসেনা ও মদনিকা উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিল। মদনিকাকে দেখিয়া সজ্জলক বলিতে লাগিল,—"বিষাদে তোমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, আবার সমাদরে লোচন দুইটি

উৎফুল্ল হইয়াও উঠিতেছে। শরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় তুমি কম্পিতা হইতেছ, আবার আমার প্রতি অনুকম্পা বিতরণও করিতেছ।"

মদনিকা তখন বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা, সত্য বল, বণিক্‌কুলে তুমি দুষ্কর্ম্ম করিয়া অস্ত্রপ্রহারে কোন কুলপুত্রকে হত বা আহত করিয়াছ কি না?"

সে কথায় বসন্তসেনা বলিল,—"ভাল কথা, আমার যাহা জিজ্ঞাস্য মদনিকা তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছে।"

সজ্জলক উত্তর করিল,—"মদনিকা এই পর্য্যন্ত কি যথেষ্ট নয়? আমি আবার আরও অকার্য্য করিব? আমি অস্ত্রে কাহাকেও হত বা আহত করি নাই।"

মদনিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি সত্য বলিতেছ?"

সজ্জলক উত্তর দিল,—"সত্যই বলিতেছি।"

মদনিকা তখন বলিল,—"সাধু, সজ্জলক, ইহাই আমার প্রিয়।"

শুনিয়া সজ্জলক বলিয়া উঠিল,—"কি, কি, তুমি ইহাকে প্রিয় বলিতেছ! মদনিকা এই প্রকার নাকি? যে কুলে পূর্ব্বপুরুষগণ সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহাতে জন্ম লইয়া তোমার প্রেমে হৃদয়কে বাঁধিয়া এই অকার্য্য করিলাম, আর মদনের আক্রান্ত এই শরীরটাও রক্ষা করিতেছি. তুমি কিনা আমাকে মিত্র বলিয়া আবার অন্যকে ভজনা করিতেছ?"

তখন মদনিকা বলিল,—"সজ্জলক শুন, এ অলঙ্কার আর্য্যার।"

তাহার পর সে সজ্জলকের কাণে কাণে সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া সজ্জলক কহিল,—"এইরূপ নাকি? অজ্ঞানবশে যে শাখাকে আমি প্রথমে পত্রবিযুক্ত করিয়াছিলাম, গ্রীষ্মসন্তপ্ত হইয়া ছায়ার জন্য আবার তাহাকেই আশ্রয় করিতে হইল।"

বসন্তসেনা কহিল,—"ইহাকে সন্তপ্ত মনে করিতেছি বটে, কিন্তু এ অকার্য্যও করিয়াছে।"

তাহার পর সজ্জলক মদনিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহা হইলে এক্ষণে কি কর্ত্তব্য ?"

মদনিকা উত্তর করিল,—"সেই খানেই ফিরাইয়া দাও, আর্য্যা কখনও এ অলঙ্কার ধারণ করিবেন না।"

তাহাতে সজ্জলক বলিল,—"এক্ষণে তিনি যদি ক্ষমা না করিয়া আমাকে চোর বলিয়া রক্ষিপুরুষদিগকে ধরাইয়া দেন, তাহা হইলে কি করিব ?"

সে কথায় মদনিকা বলিয়া উঠিল,—"তুমি ভয় পাইও না, সেই কুলপুত্র গুণেই পরিতুষ্ট হন।"

বসন্তসেনা মদনিকার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল,—"সাধু, ভদ্রে, তোমার প্রতি বলিবার আর কিছুই নাই, তোমার ঐ কথাতেই আমি অলঙ্কৃতা হইয়াছি।"

সজ্জলক আবার বলিল,—"আমি কিছুতেই সেখানে যাইতে পারিব না।"

তখন মদনিকা কহিল,—"আচ্ছা, আর একটি উপায় আছে।"

মদনিকার কথা শুনিয়া বসন্তসেনা বলিল,—"বেশ্যালয়ে বাসের এই সকলই গুণ।"

সজ্জলক জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কি উপায় ?"

মদনিকা বলিল,—"তোমাকে আর্য্যা বা বণিক্‌পুত্র দেখিয়াছেন কি ?"

সজ্জলক উত্তর দিল,—"না।"

তখন মদনিকা বলিতে লাগিল,—"তাহা হইলে এ অলঙ্কারগুলি

সেই বণিক্‌পুত্র তোমাকে দিতে বলিয়াছেন বলিয়া আর্য্যাকে দাও। এরূপ করিলে তুমি রক্ষা পাইবে, সেই আর্য্য দুঃখিত হইবেন না, আমিও পীড়িত হইব না। অথবা আর্য্যাকে পুনর্ব্বার বঞ্চনা করিয়া আমার দাসত্বই ঘটিবে।"

শুনিয়া সজ্জলক বলিয়া উঠিল,—"মদনিকা প্রীত হইলাম।"

তখন বসন্তসেনা কহিল,—"তাহা হইলে আমি এখন গিয়া অভ্যন্তরেই বসি।"

এই বলিয়া বসন্তসেনা অভ্যন্তরে গিয়া উপবেশন করিল। মদনিকা সজ্জলককে কামদেবমন্দিরে অপেক্ষা করিতে বলিল, ও অবসর বুঝিয়া বসন্তসেনাকে জানাইবার ইচ্ছা করিল। সজ্জলক তখন কামদেবমন্দিরেই গেল।

সেই সময়ে আর একটি পরিচারিকা বসন্তসেনার নিকট আসিয়া তাহাকে সুখপ্রশ্ন করিয়া কহিল যে, চারুদত্তের নিকট হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। বসন্তসেনা তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলে, পরিচারিকা তাহাই করিল। এ ব্রাহ্মণ আর কেহই নহেন, বিদূষক মৈত্রেয়। মৈত্রেয় তখন মুক্তাবলী লইয়া বসন্তসেনার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া মৈত্রেয় বলিতেছিলেন,—"আহা! বেশ্যালয়ের কি শ্রী! নানা পত্তন হইতে সমাগত কলাশাস্ত্রজ্ঞগণ পুস্তকের ব্যাখ্যা করিতেছে, নানাপ্রকার আহারের ব্যবস্থা হইতেছে, বীণাধ্বনি উঠিতেছে, স্বর্ণকারগণ সাদরে অলঙ্কারসকল গড়িতেছে।"

পরিচারিকা বসন্তসেনার নিকট তাঁহাকে লইয়া গেল, বিদূষক তাহার শান্তি কামনা করিলেন, বসন্তসেনাও তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া পাদোদক ও আসন দিতে বলিল।

শুনিয়া বিদূষক মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ভোজনসামগ্রী ব্যতীত আর সকলই আনিতে পার।"

পরিচারিকা পাদোদক ও আসন দিয়া মৈত্রেয়কে বসিতে বলিলে, তিনি উপবেশন করিয়া. বসন্তসেনাকেও বসিতে বলিলেন, ও তিনি কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছেন জানাইলেন।

বসন্তসেনা 'বলুন, শুনিতেছি' বলিলে, বিদূষক কহিলেন,—"সেই অলঙ্কারগুলির মূল্য কত?"

বসন্তসেনা বলিল,—"কি জন্য তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

তখন বিদূষক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুন তবে, চারুদত্তের গুণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তুমি অলঙ্কারগুলি গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, তিনি কিন্তু তাহা দ্যূতে হারিয়াছেন।"

সে কথায় বসন্তসেনা কহিল,—"দ্যূতে? সম্ভব বটে, তাহার পর কি?"

বিদূষক বলিলেন,—"সেই অলঙ্কারের মূল্যস্বরূপ এই মুক্তাবলী তুমি গ্রহণ কর।"

শুনিয়া বসন্তসেনা মনে মনে বলিতে লাগিল,—"গণিকাভাবকে ধিক্, আমাকে লুব্ধা বলিয়াই অবধারণ করিতেছেন। যদি গ্রহণ না করি, সেটাও দোষের কথা।"

তখন সে মৈত্রেয়কে বলিল,—"আচ্ছা আনুন।"

'এই লও' বলিয়া মৈত্রেয় মুক্তাবলী বসন্তসেনার হস্তে দিলেন। মুক্তাবলী লইয়া বসন্তসেনা বলিল,—"তাঁহাকে জানাইবেন যে, আমি গ্রহণ করিয়াছি।"

বিস্মিত হইয়া মৈত্রেয় মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কৈ, আমাদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটা ছলের কথাও ত বলিল না?"

পরে তিনি 'তাহাই হইবে' বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"সাধু, চারুদত্ত, সাধু, ভাগ্যের পরিবর্ত্তনেও মানাবমান রক্ষা করিতেছ!"

সেই সময়ে মদনিকা আসিয়া কহিল,—"আর্য্যে, বণিক্‌পুত্রের নিকট হইতে একটি লোক আসিয়াছে। সে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহে।"

বসন্তসেনা জিজ্ঞাসা করিল,—"তাঁহাকে কি পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে? না, তিনি নূতন দেখা দিতেছেন?"

মদনিকা উত্তর দিল,—"তাহা নহে। তাঁহারই লোক বলিয়া মনে হইতেছে।"

বসন্তসেনা তাহাকে লইয়া আসিতে বলিলে, মদনিকা সজ্জলককে আনিতে গেল।

তখন বসন্তসেনা বলিতে লাগিল,—"আজিকার দিনটি বেশ রমণীয়ই বোধ হইতেছে।"

কিছুক্ষণ পরে সজ্জলককে লইয়া মদনিকা আসিল। আসিতে আসিতে সজ্জলক বলিতেছিল,—"আত্মশঙ্কা বড়ই কষ্টকরী। যে কেহ চকিত গতিতে আমাকে নিরীক্ষণ করে, অথবা সম্ভ্রান্তভাবে শীঘ্র পলাইয়া যায়, কিম্বা দাঁড়াইয়া থাকে, আমার মন আমার নিজ দোষে তাহাদিগকে শঙ্কা করিয়া থাকে। স্বদোষেই লোকে শঙ্কিত হইয়া উঠে।"

মদনিকা বসন্তসেনাকে দেখাইয়া সজ্জলককে অগ্রসর হইতে বলিল। সজ্জলক বসন্তসেনার সুখ কামনা করিলে, সেও স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া আসন দিবার জন্য মদনিকাকে কহিল। তাহাতে সজ্জলক বলিয়া উঠিল,—"যথেষ্ট হইয়াছে, আসন লওয়াই হইল, শীঘ্র শীঘ্র আমাকে একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।"

বসন্তসেনা উত্তর করিল,—"তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আপনি কি বলিবেন বলুন।"

সজ্জলক বলিতে লাগিল,—"আর্য্য চারুদত্ত আমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, অব্যবহারে মলিন গৃহে রক্ষা করা তাঁহার ন্যায় কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত লোকদিগের পক্ষে কঠিন বলিয়া, আপনার গচ্ছিত সেই অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করুন।"

বসন্তসেনা বলিল,—"আপনি উহা চারুদত্তকেই ফিরাইয়া দিন।"

সজ্জলক কহিল,—"আমি আর সেখানে যাইব না।"

তখন বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—"আমি জানি, আপনি তাঁহার গৃহে চুরি করিয়া এ অলঙ্কারগুলি আনিয়াছেন, তাঁহার গুণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।"

তাহা শুনিয়া সজ্জলক মনে মনে বলিতে লাগিল,—"আমার কথা ইনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

তাহার পর বসন্তসেনা সজ্জলকের গমনের জন্য যানের আদেশ দিলে, কিছু পরে মদনিকা বলিয়া উঠিল,—"ঐ যে চক্রের শব্দ শুনা যাইতেছে, বোধ হয় যান আসিয়া থাকিবে।"

তখন বসন্তসেনা নিজ অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া মদনিকাকে পরাইয়া দিল, ও সজ্জলককে কহিল,—"তাহা হইলে আর্য্য, এক্ষণে আর্য্যা মদনিকার সহিত যানে আরোহণ করুন।"

মদনিকা বলিয়া উঠিল,—"আর্য্যে, এ কি?"

বসন্তসেনা উত্তর করিল,—"ওকথা বলিও না, তুমি এক্ষণে আর্য্যা হইলে।"

পরে সে মদনিকাকে লইয়া সজ্জলককে প্রদান করিয়া কহিল,—"আর্য্য, ইহাকে গ্রহণ করুন।"

সজ্জলক মনে মনে বলিতে লাগিল,—“কবে ইহার পরিশোধ করিতে পারিব? অথবা এরূপ যেন না হয়। যে প্রত্যুপকার চায়, সে বিপদ্‌কালেই ফল লাভ করে। ইঁহার বা তাঁহার সেই বিপদকাল শত্রুরই হউক।”

সজ্জলক তাহার পর মদনিকাকে লইয়া চলিয়া গেল। বসন্তসেনা তখন চতুরিকা নামে পরিচারিকাকে আহ্বান করিল, সে আসিলে, বসন্তসেনা কহিল,—“আমি জাগরিত অবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি।”

এই বলিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিল, শুনিয়া চতুরিকা বলিয়া উঠিল,—“ইহা আমার প্রিয় বটে, এ যে অমৃতাক্ষ নাটক হইল।”

তাহার পর বসন্তসেনা বলিল,—“এস, এই অলঙ্কারগুলি ধারণ করিয়া আর্য্য চারুদত্তের অভিসারে যাই।”

সে সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় চতুরিকা কহিল,—“আর্য্যে, তাহাই হইবে, আবার অভিসারিকার সহায়স্বরূপ দুর্দ্দিনও উপস্থিত হইয়াছে।”

বসন্তসেনা বলিয়া উঠিল,—“আর বাড়াইয়া তুলিও না।”

‘তবে আসুন’ বলিয়া চতুরিকা বসন্তসেনাকে লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

প্রতিমা।

(১)

ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিতেন। রাজা দশরথ পূর্ব্বপুরুষগণের রীতি অনুসরণ করিয়া বানপ্রস্থের অভিলাষে রামচন্দ্রের প্রতি রাজ্যভার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। সেই সময়ে শরৎকাল উপস্থিত হওয়ায়, কাশাংশুকবাসিনী হংসীসকল পুলিনে হর্ষভরে বিচরণ করিতেছিল। শরতের আরও কত অপূর্ব্ব শোভায় বসুন্ধরা সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজার আদেশে অভিষেকের আয়োজনও আরম্ভ হইল, রাজপুরুষেরা তজ্জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন, আনন্দময় রাজভবনে প্রতিহারীরা ছুটাছুটি করিতে থাকে।

তাহাদের মধ্যে কেহ কাঞ্চুকীয়দিগের অনুসন্ধান করিলে, জনৈক কাঞ্চুকীয় তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহাকে কি করিতে হইবে? তখন সেই প্রতিহারী বলিতে লাগিল,—"দেবাসুরসংগ্রামে অপ্রতিহতমহারথ মহারাজ দশরথ আজ্ঞা করিতেছেন যে, শীঘ্রই ভর্ত্তৃদারক রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রভাবের সংযোগকারক অভিষেকসম্ভার আনয়ন করিতে হইবে।"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"মহারাজ যাহা আদেশ করিতেছেন, সে সকলেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেখ, ছত্র, ব্যজন, আনন্দবর্দ্ধক পটহ, সিংহাসন, সমস্তই স্থির আছে, কুশ ও কুসুমে আবৃত তীর্থাম্বুপূর্ণ সুবর্ণঘটসকলও স্থাপিত করা হইয়াছে, উৎসবরথও যোজিত রহিয়াছে,

মন্ত্রিগণ ও পুরবাসীরা সমাগত হইয়াছেন, এমন কি সকল মঙ্গলের বিধাতা বশিষ্ঠদেব নিজেই বেদীতে বসিয়া আছেন।"

প্রতিহারী কহিল,—"তাহা হইলে, আপনি ভালই করিয়াছেন দেখিতেছি।"

কাঞ্চুকীয় আবার বলিতে লাগিলেন,—"পৃথিবীতে রামনামে শশাঙ্কের অভিষেক করিয়া মহারাজ এক্ষণে প্রজাদিগকে চরিতার্থ করিয়া তুলিতেছেন।"

তাহার পর প্রতিহারী কাঞ্চুকীয়কে শীঘ্র শীঘ্র আয়োজনসকল শেষ করিতে বলিলে, তিনি তাহাই করিতে চলিয়া গেলেন। তখন আবার সে সম্ভবক নামে অপর এক কাঞ্চুকীয়কে রাজাদেশে পুরোহিতকে আনিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র যাইতে বলিল, এবং সারসিকা নামে প্রতিহারীকে দিয়া কালানুরূপ নাটকের সজ্জার জন্য সঙ্গীতশালায় নাটকীয়দিগকে বলিয়া পাঠাইল। পরে এই সকলের সংবাদ দিবার জন্য নিজে রাজার নিকট চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরমধ্যে সকলে তখনও পর্য্যন্ত অভিষেকের কথা শুনেন নাই, এমন কি সীতাদেবীও তাহা জানিতেন না। অবদাতিকানামে অন্তঃপুরবাসিনী একখানি বল্কল লইয়া আমোদ করিয়া বেড়াইতেছিল, সে পরিহাস করিয়া এক জনের নিকট হইতে বল্কলখানি লইয়া আসে, কিন্তু তাহাতেই তাহার চিত্তে উদ্বেগ জন্মিতেছিল। অবদাতিকা বলিতেছিল,—"হায়! কি বিপদ, পরিহাসচ্ছলে বল্কলখানি আনিয়াও আমার ভয় হইতেছে, যাহারা লোভে পড়িয়া পরধন হরণ করে, না জানি তাহাদের কিরূপ হয়।"

বল্কলখানি লইয়া আমোদ করিতে করিতে তাহার হাসিও পাইতে-

ছিল, কিন্তু একাকিনী হাস্য করা উচিত নহে মনে করিয়া সে কাহারও অন্বেষণ করিতে লাগিল।

সেই সময়ে সীতাদেবী পরিচারিকার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে বসিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে অবদাতিকা তাঁহাদের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সীতাদেবী কিছুদূর হইতে তাহার ভয় ও হাস্যযুক্ত মুখখানি দেখিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন,—"অবদাতিকাকে দেখিয়া তাহাকে কিছু ভীত ভীত বোধ হইতেছে। ব্যাপার কি?"

পরিচারিকাটি উত্তর দিল,—"পরিজনদিগের সহজেই অপরাধ ঘটে, সে বোধ হয়, কোন অপরাধ করিয়া থাকিবে।"

সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, তাহার মুখে আবার হাসিও দেখা যাইতেছে।"

অবদাতিকা তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইয়াছিল, সে অগ্রসর হইয়া সীতাদেবীর জয় উচ্চারণ করিয়া কহিল,—"দেবি, আমি কোন অপরাধ করি নাই।"

সীতা কহিলেন,—"কৈ, তোমাকে ত কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তোমার বামহস্তে ওখানি কি?"

অবদাতিকা উত্তর দিল,—"এখানি বল্কল।"

শুনিয়া সীতাবলিয়া উঠিলেন,—"এ বল্কল তুমি কোথা হইতে আনিলে?"

অবদাতিকা বলিতে লাগিল,—"শুনুন, দেবি, নেপথ্যপালিনী আর্য্যা রেবার নিকট রঙ্গপ্রয়োজন শেষ হইলে, একটি অশোকের কিসলয় চাহিয়াছিলাম, তিনি তাহা না দেওয়ায়, সেই অপরাধে এই বল্কলখানি আনিয়াছি।"

সীতা তখন কহিলেন,—"তুমি পাপ করিয়াছ, যাও ফিরাইয়া দাও গিয়া।"

অবদাতিকা উত্তর দিল,—"দেবি, আমি পরিহাস করিয়াই আনিয়াছি।"

তাহাতেও সীতা বলিলেন,—"উন্মত্তে, এইরূপেই দোষ বাড়িয়া যায়, যাও, ফিরাইয়া দাও, ফিরাইয়া দাও।"

'দেবি! যাহা আদেশ করেন' বলিয়া অবদাতিকা যাইতে উদ্যত হইলে, সীতা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন, অবদাতিকা তাহাই করিল। সীতা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, এ খানিতে আমাকে কেমন সাজিবে?"

অবদাতিকা উত্তর দিল,—"সুরূপে সবই শোভা পায়, আপনি একবার সাজিয়া দেখুন না।"

'তাহা হইলে আন' বলিয়া সীতা অবদাতিকার হস্ত হইতে বল্কল-খানি লইয়া নিজ অঙ্গ আবৃত করিলেন, পরে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ দেখি, আমাকে কেমন সাজিয়াছে?"

অবদাতিকা কহিল,—"কেবল আপনি যে সাজিয়াছেন, তাহা নহে, এখানিও সোনার বল্কল হইয়া উঠিয়াছে।"

সীতাকে দেখিয়া পরিচারিকা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, সীতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, তুমিত কিছুই বলিতেছ না।"

পরিচারিকা উত্তর দিল,—"বাক্যের কি প্রয়োজন আছে? আমার এই রোমাঞ্চ তাহা বলিয়া দিতেছে।"

এই বলিয়া সে নিজ অঙ্গের পুলকসঞ্চার দেখাইতে লাগিল। সীতা নিজ বেশ দেখিবার জন্য তখন তাহাকে আদর্শ আনিতে বলিলেন, পরিচারিকা সীতার আদেশপালনে চলিয়া গেল ও আদর্শ লইয়া আসিল, এবং সীতাকে যেন কিছু বলিবার ইচ্ছা করিতেছিল, সীতা তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা আদর্শ এখন থাক, তুমি যেন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ ?"

পরিচারিকা কহিল—"দেবি, আমি শুনিয়া আসিলাম যে, আর্য্য বালাকি বলিতেছেন, 'অভিষেক, অভিষেক'।"

শুনিয়া সীতা বলিলেন,—"কেহ বোধ হয় রাজ্যেশ্বর হইবেন।"

সহসা আরও একটি পরিচারিকা আসিয়া সীতাকে কহিল,—"দেবি, প্রিয়সংবাদ, প্রিয়সংবাদ।"

সীতা বলিলেন—"তুমি কোন্ বিষয়ের কথা বলিতেছ ?"

সেই পরিচারিকা উত্তর দিল,—"ভর্ত্তৃদারকের অভিষেক হইতেছে।"

সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাত কুশলে আছেন ত ?"

পরিচারিকা তাহাতে বলিল,—"মহারাজই অভিষেক করিতেছেন।"

সীতা বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি দ্বিতীয় প্রিয়কথা শুনিলাম. তোমার ক্রোড় বিস্তার কর।"

পরিচারিকা তাহা করিলে, সীতা স্বীয় আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া তাহাকে অর্পণ করিলেন। সেই সময়ে পটহশব্দ হইল, পরিচারিকা সীতাকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন, কিন্তু সহসা সে শব্দ থামিয়া গেল, পরিচারিকা সীতাকে তাহা বলিলে, সীতা কহিলেন,—"অভিষেকের কোন বাধা ঘটিয়া থাকিবে, অথবা রাজকুলে অনেক প্রকারই ব্যাপার ঘটে।"

সে কথায় পরিচারিকা কহিল,—"দেবি, আমি শুনিয়াছি যে, ভর্ত্তৃদারকের অভিষেক করিয়া মহারাজ বনে গমন করিবেন।"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা অভিষেক নহে, মুখোদক।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় রামচন্দ্র সেখানে আসি-

লেন। আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"পটহবাদ্য আরব্ধ হইল, গুরুজনেরা সন্নিহিত রহিলেন, সিংহাসনেও উপবিষ্ট হইলাম, স্কন্ধের উর্দ্ধভাগে উত্তোলিত অবনতমুখ ঘট হইতে বারিধারাও চ্যুত হইতে লাগিল, এমন সময় মহারাজ আমাকে আহ্বান করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন! লোকে আমার সে সময়ের ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বপুত্র যদি পিতার কথা রক্ষা করে, তাহাতে বিস্ময় কি? 'পুত্র এক্ষণে বিশ্রাম কর,' এইকথা বলিয়া রাজা আমাকে বিসর্জ্জন করায়, আমার ভার অপনীত হইয়াছে, তাহাতে মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ভাগ্যক্রমে আমি সেই রামই আছি, মহারাজও মহারাজই আছেন। তাহা হইলে এখন সীতাকে গিয়া দেখি।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র সীতার নিকটে যাইতে লাগিলেন, অবদাতিকা তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"দেবি, ভর্ত্তৃদারক আসিতেছেন, বল্কল অপসারণ করুন।"

রামচন্দ্র সীতা আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, সীতা তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে বসিতে বলিয়া নিজে উপবিষ্ট হইলেন, স্বামীর আজ্ঞায় সীতাও আসন গ্রহণ করিলেন।

তখন অবদাতিকা বলিতে লাগিল,—"দেবি, ভর্ত্তৃদারকের ত সেই বেশই দেখিতেছি, ওসব কথা মিথ্যা।"

শুনিয়া সীতা কহিলেন,—"ওরূপ লোকেরা কখনও মিথ্যা বলে না, রাজকুলে অনেক প্রকার ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।"

রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কি বলিতেছে?"

সীতা উত্তর দিলেন,—"এমন কিছু নয়, এই বালিকাটি বলিতেছিল, 'অভিষেক, অভিষেক'।"

তখন রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমার যে কৌতূহল হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছি, তবে শুন, অভিষেক বটে। আজ মহারাজ উপাধ্যায়, অমাত্য ও প্রজাবর্গের সমক্ষে কোশলরাজ্যকে এক প্রকার সংক্ষেপ করিয়াই শৈশব হইতে পরিচিত ক্রোড়ে লইয়া মাতৃনামে আহ্বান করিয়া স্নিগ্ধ বচনে আমাকে বলিলেন, 'পুত্র রাম, এই রাজ্য গ্রহণ কর।"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"সে সময়ে আর্য্যপুত্র কি উত্তর দিলেন?"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"আচ্ছা, তুমি কি মনে করিতেছ?"

সীতা বলিলেন,—"আমার মনে হয়, আর্য্যপুত্র কিছু না বলিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মহারাজের পাদমূলে পড়িয়াছিলেন।"

তাহাতে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি যথার্থই মনে করিয়াছ, সমচরিত্র দম্পতি অল্পই সৃষ্ট হইয়া থাকে। সত্য সত্যই আমি তাঁহার পাদমূলে পড়িয়াছিলাম, তাহার পর উপরে তাঁহার ও নিম্নে আমার যুগপৎ অশ্রুধারা পতিত হইয়া পিতার নয়নযুগল ও আমার মস্তক সিক্ত করিয়া তুলিল।"

পরে কি হইল, সীতা জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"তাঁহার অনুনয়বিনয়েও যখন মানিলাম না, তখন তিনি আসন্নজরাদুষ্ট প্রাণের দিব্য দিয়া উঠিলেন।"

সীতা অবশেষে কি ঘটিল জানিতে চাহিলে, রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তখন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অভিষেকঘট গ্রহণ, এবং রাজা স্বয়ং অশ্রুপাত করিতে করিতে ছত্র ধারণ করিলেন, এমন সময়ে মন্থরা ব্যস্ত ভাবে আসিয়া রাজার কর্ণে ধীরে ধীরে কি বলিল, আর আমি রাজা হইতে পারিলাম না।"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা আমার ভালই লাগিতেছে, মহারাজ মহারাজই, আর আর্য্যপুত্র আর্য্যপুত্রই।"

সীতার অঙ্গ আভরণশূন্য দেখিয়া রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মৈথিলি, অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছ কেন?"

সীতা উত্তর দিলেন,—"আমি ত অলঙ্কার পরি না।"

তাহাতে রামচন্দ্র বলিলেন,—"তাহা যথার্থ নহে, অলঙ্কারগুলি এখনই উন্মোচন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ; শীঘ্র শীঘ্র ভূষণ অপহৃত হওয়ায়, কর্ণদ্বয় বক্র দেখাইতেছে, আভরণচ্যুত হস্তের তলদেশ লোহিত বোধ হইতেছে, অঙ্গের অলঙ্কারস্থানসকল আভরণভারে নত হইয়া রহিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত সমান হয় নাই।"

সে কথায় সীতা কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন।"

তখন রামচন্দ্র বলিলেন,—"তাহা হইলে অলঙ্কার ধারণ কর, আমি আদর্শ ধরিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি সীতার সম্মুখে আদর্শ ধরিলেন, এবং একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অপেক্ষা কর, আদর্শে বল্কলের মত যেন কি দেখা যাইতেছে, অথবা সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে।"

সীতা একটু হাসিয়া উঠিলে, রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—"তোমার হাসিতে বুঝিয়াছি উহা বল্কলই বটে, কিন্তু ক্রীড়াচ্ছলে না ব্রতের ইচ্ছায় ইহা ধারণ করা হইয়াছে?"

রামচন্দ্র পরে অবদাতিকাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর দিল,—"দেব, ইহাতে দেবীকে শোভা পায় কিনা দেখিবার জন্য কৌতূহলবশে তিনি ধারণ করিয়াছেন।"

শুনিয়া রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন,—"মৈথিলি, তুমি কি জন্য ইক্ষ্বাকুদিগের বৃদ্ধবয়সের অলঙ্কার ধারণ করিয়াছ? ভাল, উহাতে আমারও প্রীতি আছে, ওখানি আমায় দাও।"

তাহাতে সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, আর্য্যপুত্র অমঙ্গলের কথা বলিতেছেন।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—মৈথিলি, নিষেধ করিতেছ কেন?"

সীতা উত্তর দিলেন,—"আপনার অভিষেক সমাপ্ত না হওয়ায়, আমার নিকট অমঙ্গলের মতই বোধ হইতেছে।"

সে কথায় রামচন্দ্র বলিলেন,—"তোমার নিজের দুঃখ উৎপাদন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ পরিহাসের সময়ে। আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া তুমি যখন অগ্রেই উহা ধারণ করিয়াছ, তখন আর আমার ধারণে দোষ কি?"

এমন সময় চারিদিক্ হইতে 'হা, হা মহারাজ,' এই শব্দ উঠিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া সীতা রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্যপুত্র এ কি?"

রামচন্দ্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"স্ত্রীপুরুষেরা আচার লঙ্ঘন করিয়া যখন একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, এবং তাহা সুস্পষ্টই শুনা যাইতেছে, তখন আমার প্রভুত্বলাভের মূলেই দৈব তাড়না করিতেছেন। কিসের শব্দ শীঘ্রই তাহা জানা প্রয়োজন।"

সহসা একজন কাঞ্চুকীয় আসিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"কুমার, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"কাহাকে রক্ষা করিতে হইবে?"

কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"মহারাজকে।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজকে? তাহা হইলে

বলিতেছেন একশরীরে স্থিত পৃথিবী রক্ষা করিতে হইবে, এ দোষ কোথা হইতে জন্মিল ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"স্বজন হইতে।"

তখন রামচন্দ্র বলিলেন,—"স্বজন হইতে ? তাহা হইলে ত কোনই প্রতীকার দেখিতেছি না, শত্রু শরীরে প্রহার করিয়া থাকে, আর স্বজন হৃদয়ে আঘাত করে, এখন বলুন দেখি, কোন্ স্বজন আমার লজ্জা জন্মাইতেছেন ?"

তাহার উত্তরে কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"দেবী কৈকেয়ী।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, মাতা ? তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ফল ভাল হইবেই বলিয়া মনে হইতেছে।"

কাঞ্চুকীয় বলিলেন,—"কেন ?"

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"যাঁহার ইন্দ্রতুল্য স্বামী ও আমার ন্যায় পুত্র, তাঁহার কোন্ ফলে স্পৃহা আছে যে, তিনি অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর করিলেন,—"কুমার, দূষিত স্ত্রীবুদ্ধিতে নিজের সরলতা নিঃক্ষেপ করিবেন না, তাঁহারই কাথায় আপনার অভিষেক নিবৃত্ত হইয়াছে।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"তাহাতে ত ভালই হইয়াছে।"

কাঞ্চুকীয় বলিলেন,—"কেন ?"

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন, তাহাতে মহারাজ বনগমন হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, আমার সেই পিতার অধীনতা এবং বালভাবও রহিয়া গেল, নূতন রাজার সম্বন্ধে তর্কবিতর্কে প্রজাদিগের আর শঙ্কা থাকিল না, অথচ আমার ভ্রাতারাও পরিভোগে বঞ্চিত হইল না।"

কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"কিন্তু তিনি অনাহূত হইয়াও রাজার নিকট আসিয়া ভরতের রাজ্যাভিষেকের জন্য অনুরোধ করিলেন, তাহা হইলে তাঁহার লোভ রহিয়াছে বুঝা যাইতেছে।"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"আর্য্য, আপনি আমার প্রতি পক্ষপাতের জন্য তাঁহার অভিপ্রায়ে লক্ষ্য করিতেছেন না। কারণ, শুল্কদ্বারা যে রাজ্য বিক্রীত হইয়াছে, তাহা যদি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করা হয়, তাহা হইলে কি তাহাতে তাঁহার লোভ, না ভ্রাতৃরাজ্যাপহারী আমাদের ?"

কাঞ্চুকীয় বলিলেন,—"তাহা বটে।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"ইহার পর আর আমি মাতার পরিবাদ শুনিতে চাহি না। এক্ষণে মহারাজের কথা বলুন।"

কাঞ্চুকীয় বলিতে লাগিলেন,—"পরে শোকবশে রাজা বলিতে অসমর্থ হইয়া আমাকে হস্তের দ্বারা বিদায় দিলেন। আমার মনে হইয়াছিল, তিনি যেন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।"

তাহাতে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি ? তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন ?"

অমনি নিকটে শব্দ হইল,—"কি ? তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, এ কথা কেন ? যদি রাজার মূর্চ্ছা অসহ্য বোধ হয়, তাহা হইলে ধনু স্পর্শ করুন, দয়া প্রদর্শন করিবেন না।"

সে শব্দ শুনিয়া রামচন্দ্র সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন যে, লক্ষ্মণ একথা বলিতে বলিতে আসিতেছেন। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—"অক্ষুব্ধ ধৈর্য্যসাগর লক্ষ্মণকে কে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল ? সে রুষ্ট হওয়ায়, আমি দেখিতেছি যেন আমার সম্মুখভাগ শতলোকে আকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকটে আসিলেন, তাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ ছিল, তিনি ক্রোধসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কি ? তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, এ কথা কেন ? যদি রাজার মূর্চ্ছা অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনু স্পর্শ করুন, দয়া প্রদর্শন করিবেন না। স্বজনবেষ্টিত লোকসকলে মৃদু হইলে, পরাভব স্বীকার করিয়া থাকে। আপনার যদি রুচিকর না হয়, তাহা হইলে আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি সংসার যুবতীরহিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, কারণ, তাহারাই আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে।"

লক্ষ্মণের ভাব দেখিয়া সীতাদেবী রামচন্দ্রকে বলিয়া উঠিলেন,— 'আর্য্যপুত্র, রোদনের সময় লক্ষ্মণ ধনুক গ্রহণ করিতেছে, ইহার কষ্টটা অপূর্ব্ব বটে।"

রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লক্ষ্মণ, ব্যাপারটা কি ?"

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? ক্রমপ্রাপ্ত রাজ্য অপহৃত হইল, রাজা ভূমিতে শোচনীয় আসনে পতিত রহিয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত সন্দেহ! এ কি ক্ষমা, না দুর্ব্বলের মনের পরিচয় ?"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"লক্ষ্মণ, আমার রাজ্যভ্রংশে তোমাকে উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছে দেখিতেছি। তুমি নিতান্তই মূর্খ, ভরতই রাজা হউক, আর আমিই হই, দুইই সমান। যদি তুমি ধনুর্ধারণে শ্লাঘা বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই রাজাকে পরিপালন কর না কেন ?"

তাহাতে লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, তাহাই হউক, আমি তবে চলিলাম।"

এই বলিয়া লক্ষ্মণ যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"ত্রৈলোক্য দগ্ধ করার ইচ্ছা করিয়া ললাট-মধ্যস্থ লক্ষ্মণের ভ্রূকুটিভঙ্গি যেন নিয়তির ন্যায় অকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

তাহার পর তিনি লক্ষ্মণকে নিকটে আহ্বান করিলে, লক্ষ্মণ নিকটে গেলেন, রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন,—"তোমার স্থৈর্য্য উৎপাদনের জন্য এরূপ বলিয়াছি। এক্ষণে শুন, সত্যপালনে রত পিতার প্রতি ধনু নমিত করি, স্বধনহরণকারিণী মাতার প্রতি শরক্ষেপ করি, যে অনুজ দোষেও প্রতিপাল্য সেই ভরতকে নিহত করিয়া ফেলি, এখানে এই তিনটী পাতকের জন্য ক্রোধ রুচিকর কি না বল দেখি?"

সে কথায় লক্ষ্মণ অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়া উঠিলেন,—"আমাকে ধিক্, না জানিয়া শুনিয়া তিরস্কার করিতেছেন, যাহার জন্য মহাক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, সে রাজ্যে আমার অভিলাষ নাই, কিন্তু আপনাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে যাইতে হইবে বলিয়াই আমার এই আক্ষেপ।"

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"সেই জন্য বুঝি মহারাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। হায়! তাঁহার অপ্রভুত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াই পড়িল।"

তাহার পর তিনি সীতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"মৈথিলি, অবদাতিকা মঙ্গলের জন্য যে বল্কল দিয়াছে, তাহা আমাকে দাও। অদ্য, কোন রাজা যে ধর্ম্মের আচরণে আদিষ্ট হন নাই, অথবা নিজ হইতে সম্পন্ন করেন নাই, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।"

সীতা রামচন্দ্রকে বল্কলখানি দিতে উদ্যত হইলে, তিনি আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি স্থির করিলে?"

সীতা উত্তর দিলেন,—"আমি ত আপনার সহধর্ম্মচারিণী।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"আমার একাকী যাওয়াই উচিত।"

সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"সেই জন্যই ত আমার যাওয়ার প্রয়োজন।"

রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—"বনে বাস করিতে হইবে।"

সীতা উত্তর দিলেন,—"সেই আমার প্রাসাদ।"

তখন রামচন্দ্র কহিলেন,—"শ্বশুরশাশুড়ীদিগকে তোমার শুশ্রূষা করা উচিত।"

তাহাতে সীতা বলিলেন,—"তজ্জন্য দেবতাদিগকে প্রণাম করিতেছি।"

রামচন্দ্র অগত্যা সীতাকে নিবারণ করিবার জন্য লক্ষ্মণকে বলিলেন। লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"এই শ্লাঘনীয় কার্য্যে আমি আর্য্যাকে নিষেধ করিতে পারিব না, কারণ, শশাঙ্ক রাহুগ্রস্ত হইলেও তারা তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, বনবৃক্ষ ভূতলে পতিত হইলে লতাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, পঙ্কে প্রোথিত গজেন্দ্রকে করেণু কখনও পরিত্যাগ করে না। দেবী বনে গমন করুন, ও ধর্ম্ম আচরণ করিতে থাকুন, কারণ, নারীদিগের পতিই প্রভু।"

সেই সময়ে একটি পরিচারিকা আসিয়া সীতাকে কহিল যে, নেপথ্যপালিনী রেবা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, অবদাতিকা সঙ্গীতশালা হইতে একখানি বল্কল কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছে, তিনি আরও অব্যবহৃত বল্কল পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহার দ্বারা আপনাদের প্রয়োজন সাধন করুন।"

রামচন্দ্র তাহার উত্তর দিয়া বলিলেন,—"ভদ্রে, লইয়া এস, দেবী সন্তুষ্টা হইয়াছেন, ইহাতে আমাদের প্রয়োজন আছে বটে।"

তখন পরিচারিকাটি রামচন্দ্রের হস্তে বল্কল দিয়া চলিয়া গেল। রামচন্দ্র বল্কল পরিতে লাগিলেন, তাহাতে লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, ভূষণ, মাল্যপ্রভৃতি সমস্তই ব্যবহারের পূর্ব্বে অর্দ্ধাংশ আমাকে দান করিয়া, এক্ষণে একাকী বল্কল পরিতে লাগিলেন, শেষে বল্কলে কি আপনার কৃপণতা জন্মিল!"

লক্ষ্মণের ভাব বুঝিয়া, রামচন্দ্র তাঁহাকে নিবারিত করিবার জন্য সীতাকে বলিলেন, সীতা লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত হইতে বলিলে, লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"দেবি, আপনি একাকিনী আমার গুরুর পদসেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন দেখিতেছি। দক্ষিণপাদ আপনারই জন্য থাকুক, কিন্তু বামপাদ আমার জন্য রহিবে।"

সীতা তখন রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, লক্ষ্মণ দুঃখিত হইতেছে, উহাকে বল্কল দিন।"

সে কথায় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—"শুন, লক্ষ্মণ, এই বল্কল তপোযুদ্ধের বর্ম্ম, ব্রতহস্তীর অঙ্কুশ, ইন্দ্রিয়াশ্বের মুখরজ্জু, আর ধর্ম্মরথীর সারথি, ইহা স্মরণ করিয়া ইহাকে গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বল্কল প্রদান করিলে, 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া লক্ষ্মণ তাহা লইলেন, ও পরিধান করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে পুরবাসিগণে রাজমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহারা রামচন্দ্রের বনগমনবৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলে, লক্ষ্মণ অগ্রে গিয়া লোকসকলকে সরাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সীতাকে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলে, তিনি রামচন্দ্রের আজ্ঞা পালন করিলেন।

তখন রামচন্দ্র পুরবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অহে পুরবাসিগণ, সকলে শুন, তোমরা বাষ্পাকুললোচনে যথেচ্ছভাবে

সীতাদেবীকে দর্শন করিতে পার, কারণ, যজ্ঞে, বিবাহে, বিপদে ও বনে স্ত্রীলোকদিগকে দর্শন করিলে দোষ হয় না।"

সহসা একজন কাঞ্চুকীয় আসিয়া রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—"কুমার, যাইবেন না, যাইবেন না। বধূ ও ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণের সহিত আপনার বনগমনের কথা শুনিয়া, ধূলিধুসরিত অঙ্গে ক্ষিতিতল হইতে উঠিয়া জীর্ণ বন্যহস্তীর ন্যায় মহারাজ নিকটেই আসিতেছেন।"

তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, বল্কলমাত্র যাহাদের উত্তরীয়, সেই বনবাসিগণের দেখিবার কি আছে?"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তাহা হইলে আমাদের গমনকালে রাজা আমাদের মস্তকগুলিই দেখিতে থাকুন।"

এই বলিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

(২)

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে গমন করিয়াছেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে, উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, কাঞ্চুকীয় তজ্জন্য প্রতিহারীদিগকে সতর্কভাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, কাঞ্চুকীয় বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের মহারাজের সত্যবচনরক্ষায় রামচন্দ্র বনে গমন করিতেছেন, রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, পুত্রবিরহশোকের অগ্নিতে দগ্ধহৃদয় হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় নানাপ্রকার প্রলাপ করিতে করিতে, সমুদ্রগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। যুগান্ত সন্নিহিত হইলে, মেরু যেরূপ চঞ্চল হইতে থাকে, অপ্রমেয় মহোদধি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে যেমন দেখায়, সূর্য্য পতিত হইতে হইতে যেরূপ মণ্ডলমাত্রে লক্ষিত হন,

শোকভরে মহারাজের দেহ ও মতি সেইরূপ অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।"

সে কথায় প্রতিহারীরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়া উঠিল, কাঞ্চুকীয় তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে বলিলে, তাহারা তাহাই করিল। তাহার পর কাঞ্চুকীয় চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার বোধ হইল, রামচন্দ্রের বনগমনের দিন হইতে অযোধ্যা যেন শূন্যই দেখাইতেছে। কারণ, হস্তীরা তৃণভক্ষণে ইচ্ছা করিতেছিল না, অশ্বগণের চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতেছিল, তাহাদের মুখ হইতে হ্রেষারব শুনা যাইতেছিল না, আবালবৃদ্ধবনিতা পুরবাসিসকলে আহারকথা পরিত্যাগ করিয়া মলিনবদনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে, ধর্ম্মপত্নী ও অনুজের সহিত রামচন্দ্র যেদিকে গমন করিয়াছিলেন, সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। কাঞ্চুকীয় অবশেষে রাজা দশরথের নিকটে যাইবার অভিলাষ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মহাদেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা সুদুঃসহ পুত্রবিরহশোক নিগ্রহ ও আপনাদিগকে প্রকৃতস্থ করিয়া, রাজাকে লইয়া বসিয়া আছেন। রাজার সে অবস্থা দেখিয়া কাঞ্চুকীয় তখন কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। রাজা তখন কেবল পতিত ও উত্থিত হইতেছিলেন, এবং হা হা শব্দে বারংবার বিলাপ করিতে করিতে, রামচন্দ্র যেদিকে গমন করিয়াছেন, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

রাজা দশরথ সমুদ্রগৃহে অবস্থিতি করিয়া নানারূপ বিলাপে সকলকে কাতর করিয়া তুলিতেছিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে স্থির হইতে পারিতেছিলেন না, বিলাপ করিতে করিতে রাজা বলিতেছেন,—"হা! জগতের নয়নাভিরাম বৎস রাম, হা! সর্ব্বগাত্রে সুলক্ষণচিহ্নিত বৎস লক্ষ্মণ, হা!

সাধ্বি, পতিপরায়ণা মৈথিলি, হায়! হায়! আমার পুত্রপুত্রী সকলেই বনে গমন করিল। ইহা আশ্চর্য্য বটে, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহের জন্য পিতৃস্নেহ ত্যাগ করিলেও, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। বধূ বৈদেহি, রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছে. লক্ষ্মণ নিন্দিত করিয়া তুলিয়াছে, লোকের নিকট অযশভাজনও হইয়া উঠিলাম, শেষে তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ করিলে? পুত্র রাম, বৎস লক্ষ্মণ, বধূ বৈদেহি, আমার পুত্রপুত্রি, কথার উত্তর দাও, এ যে শূন্য দেখিতেছি, কেহইত আমার কথার উত্তর দিতেছে না। কৌশল্যানন্দন, তুমি কোথায়? তুমি যে সত্যসন্ধ, জিতক্রোধ, মৎসরহীন, জগৎপ্রিয়, গুরুশুশ্রূষায় রত, এক্ষণে আমার কথার উত্তর দাও। হায়! কোথায় সেই সর্ব্বজনের নয়নাভিরাম রাম? আমার যে অত্যন্ত সেবা করে, সে কোথায়? শোকার্ত্তের প্রতি যাহার দয়া সেই বা কোথায়? রাজ্যৈশ্বর্য্য যে তৃণতুল্য গণনা করে, সে কোথায় রহিল? পুত্র রাম, বৃদ্ধপিতাকে পরিত্যাগ করিয়া, তুমি কি অসঙ্গত ধর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইলে? হা ধিক্, কি কষ্ট! সূর্য্যের ন্যায় রাম অস্তমিত হইল, দিবসে সূর্য্যকে অনুসরণ করার মত লক্ষ্মণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, আর সূর্য্য ও দিবসের অবসানে ছায়ার ন্যায় সীতাকেও দেখা যাইতেছে না।”

তাহার পর তিনি ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—“রে দৈবহতক, আমরা বরঞ্চ অপত্যহীন হইতাম, রাম অন্য মহীপতির পুত্র হইত, কৈকেয়ী বনে ব্যাঘ্রী হইয়া থাকিত, তুই এই তিনটি করিলি না কেন?”

রাজার এইরূপ বিলাপ শুনিয়া, কৌশল্যা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—“মহারাজ, এক্ষণে অত্যন্ত সন্তাপ করিয়া আপনাকে পরবশ করিয়া তুলিবেন না, রামলক্ষ্মণকে আবার আপনার নিদেশাজ্ঞার অবসানে দেখিতে পাইবেন।”

শুনিয়া রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ?"

কৌশল্যা উত্তর দিলেন,—"আমি স্নেহহীন পুত্রের মাতা।"

তাহাতে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কি,কি, সর্ব্বজনের হৃদয়নয়নাভিরাম রামের জননী কৌশল্যা তুমি ?"

কৌশল্যা কহিলেন,—"মহারাজ, আমি সেই মন্দভাগিনী বটে।"

রাজা বলিলেন,—"কৌশল্যে, তুমি সারবতী, কারণ, তুমি রামকে গর্ভে ধারণ করিয়াছ। নষ্টেন্দ্রিয় আমি কিন্তু অসহ্য জ্বলনোপম ভীষণ দুঃখ সহ্য বা প্রতিসংহার কিছুই করিতে পারিতেছি না।"

তাহার পর তিনি সুমিত্রাকে দেখিয়া কহিলেন,—"এ আবার কে ?"

কৌশল্যা 'মহারাজ বৎস লক্ষ্মণ'—এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র, রাজা সহসা উত্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় সে, কোথায় সে লক্ষ্মণ ? কৈ, তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না, কি কষ্ট !"

তখন দেবীরাও উঠিয়া রাজাকে ধরিলেন। কৌশল্যা বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, আমি বৎস লক্ষ্মণের জননী সুমিত্রা, ইহাই বলিবার উপক্রম করিয়াছিলাম।"

সে কথায় রাজা সুমিত্রাকে কহিলেন,—"অয়ি সুমিত্রে, তোমার পুত্রই সৎপুত্র, কারণ, সে রাত্রিদিন রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেছে।"

সেই সময়ে কাঞ্চুকীয় তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিলেন ও বলিলেন যে, সুমন্ত্র উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়া রাজা সহসা উত্থিত হইয়া আনন্দসহকারে কহিলেন,—"সে কি রামকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"না, রথ লইয়া আসিয়াছেন।"

তখন রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কেন, কেন, কেবলই রথ লইয়া আসিল ?"

এই বলিয়া দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, মহিষীরা তাঁহার গাত্রে করস্পর্শ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রাজার অবস্থা দেখিয়া কাঞ্চুকীয় বলিতেছিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, এইরূপ পুরুষবিশেষের এই প্রকার বিপদ ঘটায়, বিধিকে অনতিক্রমণীয় বলিয়াই বোধ হয়।"

তাহার পর তিনিও রাজাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিছু সান্ত্বনালাভ করিয়া রাজা কাঞ্চুকীয়কে কহিলেন,—"বালাকি, সুমন্ত্র সত্য সত্যই কি একা আসিল ?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"মহারাজ, তাহাই বটে।"

শুনিয়া রাজা আবার বলিয়া উঠিলেন—"যদি শূন্য রথই আসিল, তাহা হইলে আমার মনোরথ ভগ্ন হইয়া গেল, আর দশরথকে লইবার জন্য কালও রথ পাঠাইয়াছে।"

রাজা অবশেষে সুমন্ত্রকে লইয়া আসিতে বলিলে, কাঞ্চুকীয় তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন। এদিকে রাজা বলিতে লাগিলেন,—"বনে বিচরণশীল রামকে যে তড়াগসঞ্চারী বায়ুসকল যথাসুখ স্পর্শ করিতেছে, তাহারাই ধন্য।"

কাঞ্চুকীয়ের সহিত সুমন্ত্র রাজার নিকট আসিতে আসিতে চারিদিকে চাহিয়া শোকভরে বলিতেছিলেন,—"এই ভৃত্যসকল রামচন্দ্রের প্রতি স্নেহবশে নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে চিন্তামলিনভাবে ও শোকদগ্ধ দেহে বিলাপী রাজাকে নিন্দা করিতেছে।"

তাহার পর তিনি অগ্রসর হইয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিলে,

রাজা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"ভ্রাতঃ, সুমন্ত্র, আমার জ্যেষ্ঠ রাম কোথায়? না, না, আমি ঠিক বলি নাই, আমার পুত্রগণ যাহার প্রিয়, সেই তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কোথায়? গুরুজনে যাঁহার নিরতিশয় ভক্তি, সেই বৈদেহীই বা কোথায়? আর সেই লক্ষ্মণই বা কোথায়? এই আসন্নমরণ তাহাদের হতভাগ্য পিতাকে তাহারা কি কিছু বলিয়াছে, যাহাতে সকললোকের শোকার্ণব উছলিয়া উঠিতে পারে?"

সুমন্ত্র উত্তর দিলেন,—"মহারাজ, এরূপ অমঙ্গল বচন বলিবেন না, শীঘ্রই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।"

তাহাতে রাজা বলিতে লাগিলেন,—"আমি সত্যসত্যই অযুক্ত কথা বলিয়াছি, তপস্বীদিগের সম্বন্ধে উচিত প্রশ্ন করা হয় নাই, তাহা হইলে এক্ষণে বল, সেই তপস্বীদিগের তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে ত? স্বাধীনভাবে অরণ্যে বিচরণ করিয়া বৈদেহী ত খিন্না হইয়া উঠিতেছেন না।"

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুমন্ত্র, বহুবল্কলে ভূষিত হইয়া, বালিকা হইয়াও যাঁহার অবালিকার ন্যায় চরিত্র, সেই স্বামীর সহধর্ম্ম-চারিণী আমাদিগকে বা মহারাজকে কি কিছু বলেন নাই।"

সুমন্ত্র উত্তর দিলেন,—"সকলেই মহারাজকে—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, কর্ণের রসায়নস্বরূপ, আমার আতুর হৃদয়ের ঔষধতুল্য তাহাদের নাম ধরিয়া শুনাও।"

সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, আয়ুষ্মান্ রাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিলে, রাজা দশরথ বলিয়া উঠিলেন,—"রাম, বেশ,

এই রাম। তাহার নাম শ্রবণে তাহাকে স্পর্শ করিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার পর ?"

সুমন্ত্র বলিলেন,—"আয়ুষ্মান্ লক্ষ্মণ।"

রাজা কহিলেন—"এই লক্ষ্মণ, তাহার পর।"

সুমন্ত্র বলিলেন,—"জনকরাজপুত্রী আয়ুষ্মতী সীতা।"

রাজা কহিলেন—"এই বৈদেহী। রাম, লক্ষ্মণ, বৈদেহী এটা অক্রম হইল।"

সুমন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে কিরূপ ক্রম হইবে ?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"রাম, বৈদেহী, লক্ষ্মণ এইরূপ বল, রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে মৈথিলী এখানে অবস্থান করুন, বনে অনেক দোষ ঘটিয়া থাকে, তিনি সনাথা হইয়াই রাহবেন।"

তাহাতে সুমন্ত্র বলিলেন,—"মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, আয়ুষ্মান্ রাম।"

রাজা কহিলেন,—"এই রাম।"

পরে সুমন্ত্র বলিলেন,—"আয়ুষ্মতী জনকরাজপুত্রী।"

রাজা কহিলেন,—"এই বৈদেহী।"

সুমন্ত্র শেষে বলিলেন,—"আয়ুষ্মান্ লক্ষ্মণ।"

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"এই লক্ষ্মণ। রাম, বৈদেহি, লক্ষ্মণ, পুত্র-পুত্রি, আমাকে আলিঙ্গন কর। আমি একবারমাত্র রামকে স্পর্শ করিব, কিম্বা আবার তাহাকে একবারমাত্র দেখিব। আয়ুহীন লোক যেমন অমৃতে জীবিত হয়, আমিও সেইরূপ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিব মনে হইতেছে।"

তাহার পর সুমন্ত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শৃঙ্গবেরপুরে রথ হইতে অবতীর্ণ ও অযোধ্যার দিকে অভিমুখী হইয়া, সকলে অবনত-মস্তকে মহারাজকে প্রণাম করিয়া, জানাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,

অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন বিষয় চিন্তা করিয়া, কিছু বলিবার জন্য তাঁহাদের অধর প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল বটে. কিন্তু কণ্ঠ বাষ্পভরে স্তম্ভিত হইয়া উঠায়, কিছু না বলিয়াই তাঁহারা বনে চলিয়া গেলেন।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কি? কিছু না বলিয়াই বনে গেল?"

এই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবার তাঁহার মূর্চ্ছা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণই হইয়া উঠিল, সুমন্ত্র তখন কাঞ্চুকীয়কে বলিলেন,—"বালাকি,অমাত্যদিগকে গিয়া বল যে, মহারাজের যেরূপ দশা ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকার অসম্ভব।"

কাঞ্চুকীয় অমাত্যদিগের নিকটে চলিয়া গেলেন। মহিষীরা রাজাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, রাজা আবার একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন, পরে কৌশল্যাকে বলিতে লাগিলেন,—"কৌশল্যে, আমার অঙ্গ স্পর্শ কর, আমি তোমাকে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, আমার বুদ্ধি রামের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, আজিও ফিরিয়া আসিতেছে না। পুত্র রাম, আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিতাম যে, তোমাকে রাজ্যে অভিষেক ও সন্নরপতির লাভে প্রজাদিগকে কৃতার্থ করিয়া, তোমার অনুজদিগকে সমানবিভবশালী করিবার উপদেশ দিয়া, বনে গমন করিব। কিন্তু কৈকেয়ী তাহার অন্যথা ঘটাইল, আর সমস্তই এককথে নিঃশেষ হইয়া গেল। সুমন্ত্র, এক্ষণে কৈকেয়ীকে গিয়া বল, রাম বনে গিয়াছে, তোমার প্রিয় হউক, আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি, শীঘ্রই তোমার পুত্রকে লইয়া এস, পাপ সফল হউক।"

'মহারাজ যেরূপ আজ্ঞা করেন' বলিয়া সুমন্ত্র উত্তর দিলেন। তাহার পর রাজা ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"রামকথা-শ্রবণে সন্দগ্ধহৃদয় আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য পিতৃগণ আসিয়াছেন দেখিতেছি।"

রাজা কে আছে, জিজ্ঞাসা করিলে, কাঞ্চুকীয় আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন। দশরথ তাঁহাকে জল আনিতে বলিলে, কাঞ্চুকীয় তাহা লইয়া আসিলেন। আচমন করিয়া রাজা ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, ও বলিতে লাগিলেন,—"ইন্দ্রের সখা দিলীপ, পূজনীয় রঘু, পিতা অজ সকলকেই দেখিতেছি। আপনারা আসিয়াছেন কেন? আপনাদের সহিত আমারও সেখানে বাসের ত সময় হইয়াছে। রাম, বৈদেহি, লক্ষ্মণ, আমি এ স্থান হইতে পিতৃগণের নিকট যাইতেছি। পিতৃগণ এই আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া রাজা দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সকলে তখন 'হা হা মহারাজ' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

(৩)

রাজা দশরথ দেহত্যাগ করিয়াছেন, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিমার সহিত প্রতিমাগৃহে তাঁহারও প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে, মহাদেবী কৌশল্যার সঙ্গে অন্তঃপুরবাসিনীরা তাহা দর্শন করিতে আসিতেছেন, সেইজন্য গৃহ পরিস্কৃত হইতেছিল। একজন পরিষ্কারক সম্মার্জ্জনাপ্রভৃতি করিতেছিল, সম্ভবক নামে কাঞ্চুকীয় তাহাকে উক্ত আদেশ প্রদান করেন, পরিষ্কারক নিজকার্য্য শেষ করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, সহসা একজন পরিচারক তথায় আসিয়া তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাড়না করিতে লাগিল। জাগরিত হইয়া পরিষ্কারক বলিতে লাগিল যে, ভাগ্যে তাহার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় সহস্র বাহু নাই, তাহা হইলে পরিচারককে সে দেখাইয়া দিত। পরিচারকও তাহাকে না মরা পর্য্যন্ত ছাড়িবে না বলিলে, পরিষ্কারক নিজ অপরাধ স্বীকার করিল। পরিচারক তখন শান্ত হইয়া তাহার কোন অপরাধ হয় নাই বলিয়া

জানাইয়া দিল যে, রামচন্দ্রের রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ার দুঃখে রাজা দশরথের মৃত্যু ঘটায়, তাঁহার প্রতিমা দেখিবার জন্য কৌশল্যার সহিত সকল অন্তঃপুরবাসিনীই তথায় আসিতেছেন, তজ্জন্য প্রতিমাগৃহ পরিষ্কৃত হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে। পরিষ্কারক তাহাকে দেখাইয়া দিল যে, গর্ভগৃহ হইতে কপোতমলপ্রভৃতি দূর করা হইয়াছে, ভিত্তিসকল সুধালেপিত করিয়া চন্দনের পঞ্চাঙ্গুলী দিয়াছে, দ্বারসকল মাল্যদামে শোভিত করিয়াছে, এবং বালুকাও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরিচারক তখন তাহাকে বিশ্বস্তভাবে যাইতে বলিয়া, নিজে সংবাদ দিবার জন্য অমাত্যের নিকট চলিয়া গেল।

ভরত নন্দিগ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন, অযোধ্যার এ সকল বৃত্তান্ত জানিতেন না, কেবল শুনিয়াছিলেন যে, রাজা দশরথ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন, ভরতকে আনিবার জন্য অযোধ্যা হইতে রথও গিয়াছিল, তাই তিনি রথারোহণে অযোধ্যায় আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে ভরত আবেগসহকারে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—"অনেকদিন মাতুলালয়ে বাস করায়, আমি কোন বৃত্তান্ত অবগত নহি, এইমাত্র শুনিয়াছি যে, মহারাজের শরীর অত্যন্ত পীড়িত, তাই বল দেখি, পিতার ব্যাধিটি কি ?"

সারথি উত্তর দিল,—"মহান্ হৃদয় পরিতাপ।"

ভরত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৈদ্যেরা তাঁহাকে কি বলিতেছেন ?"

সারথি বলিল,—"ভিষকেরা তাহাতে কিছুই করিতে পারিতেছেন না।"

পরে ভরত বলিলেন,—"তিনি কি আহার করিতেছেন, আর কোথায় বা শয়ন করিয়া আছেন ?"

সারথি বলিল,—"তিনি ভূমিশয্যায় অনাহারে অবস্থিতি করিতেছেন।"

ভরত কহিলেন,—"তাহা হইলে কোন আশা আছে কি?"

সারথি উত্তর দিল,—"দৈবই একমাত্র আশা।"

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে, রথ চালনা কর।"

'আয়ুষ্মান্ যাহা আজ্ঞা করেন' বলিয়া সারথি রথ চালাইতে লাগিল। রথবেগ বৰ্দ্ধিত হইলে, ভরত দেখিতে লাগিলেন, বৃক্ষসকল যেন দৌড়িয়া চলিয়াছে, পৃথিবীর পদার্থসকল ক্ষীণ হওয়ায়, উচ্ছলিতসলিলা নদীর ন্যায় মহী যেন চক্রধারার বিবরে নিপতিত হইতেছে, অরশ্রেণী দেখা যাইতেছে না, চক্রবলয় স্থির দেখাইতেছে, অশ্বখুরোত্থিত ধূলিরাশি সম্মুখে উড়িয়া পড়িতেছে, পশ্চাতে আসিতেছে না।

কতকগুলি স্নিগ্ধ বৃক্ষের সমাবেশ দেখিয়া অযোধ্যা নিকটে বুঝিয়া, সারথি ভরতকে তাহা জানাইয়া দিল, তখন স্বজনদর্শনের জন্য ভরতের মন দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। ভরত মনে করিতেছিলেন, যেন তিনি পিতার পদদ্বয়ে মস্তক লুণ্ঠিত করিলে, রাজা স্নেহভরে তাঁহাকে উঠাইতেছেন, ভ্রাতারা সকলে শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার নিকটে আসিতেছেন, মাতারা তাঁহাকে অশ্রুধারাসিক্ত করিয়া তুলিতেছেন, সদৃশ, মহান্, সুদৃঢ় ইত্যাদি বলিয়া ভৃত্যেরা স্তুতি ও সেবা করিতেছে, কিন্তু তিনি দেখিতেছিলেন, যেন সৌমিত্রি তাঁহার বেশ ও কথার পরিহাস করিতেছিলেন।

ভরত নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলে, দশরথের মৃত্যুসংবাদ না জানিয়া তিনি ভবিষ্যতের নিষ্ফলাশা বহন করিয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেছেন বুঝিয়া, সারথি কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। সে এ সমস্ত

জানিয়া শুনিয়াও ভরতকে বলিতে পারিতেছিল না, কারণ, পিতার প্রাণত্যাগ, মাতার ঐশ্বর্য্যলোভ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রবাস এই তিনটি দোষের কথা কে বলিতে পারে ?

সেই সময়ে একজন পরিচারক তাঁহাদের নিকট আসিয়া ভরতের জয় উচ্চারণ করিলে, ভরত শত্রুঘ্ন অভিগমন করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারক উত্তর দিল যে, তিনি আসিয়াছেন বটে, কিন্তু উপাধ্যায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তখনও পর্য্যন্ত একদণ্ড কাল কৃত্তিকানক্ষত্র থাকায়, তাহা গত হইলে রোহিণীতে ভরতকে অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে হইবে, ভরত তাহাই স্বীকার করিলেন, কারণ, তিনি পূর্ব্বে কখনও গুরুবচন লঙ্ঘন করেন নাই।

পরিচারক চলিয়া গেলে, ভরত কোথায় বিশ্রাম করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষসকলের অন্তরালে প্রতিমাগৃহ দেখিয়া, তাঁহার দেবমন্দির বলিয়া বোধ হইল, ভরত তথায় কিছুকাল বিশ্রামের অভিলাষ করিলেন। সেখানে দেবপূজা ও বিশ্রাম উভয়ই সম্পন্ন হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অথচ নগরপ্রবেশের পূর্ব্বে তাহার নিকটে উপবেশন করিতে হয়, এই সদাচারও পালিত হইবে। তখন তিনি সারথিকে রথ স্থাপন করিতে বলিলেন, সারথি তাহা করিলে, ভরতও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সারথিকে অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইতে বলিয়া, প্রতিমাগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন।

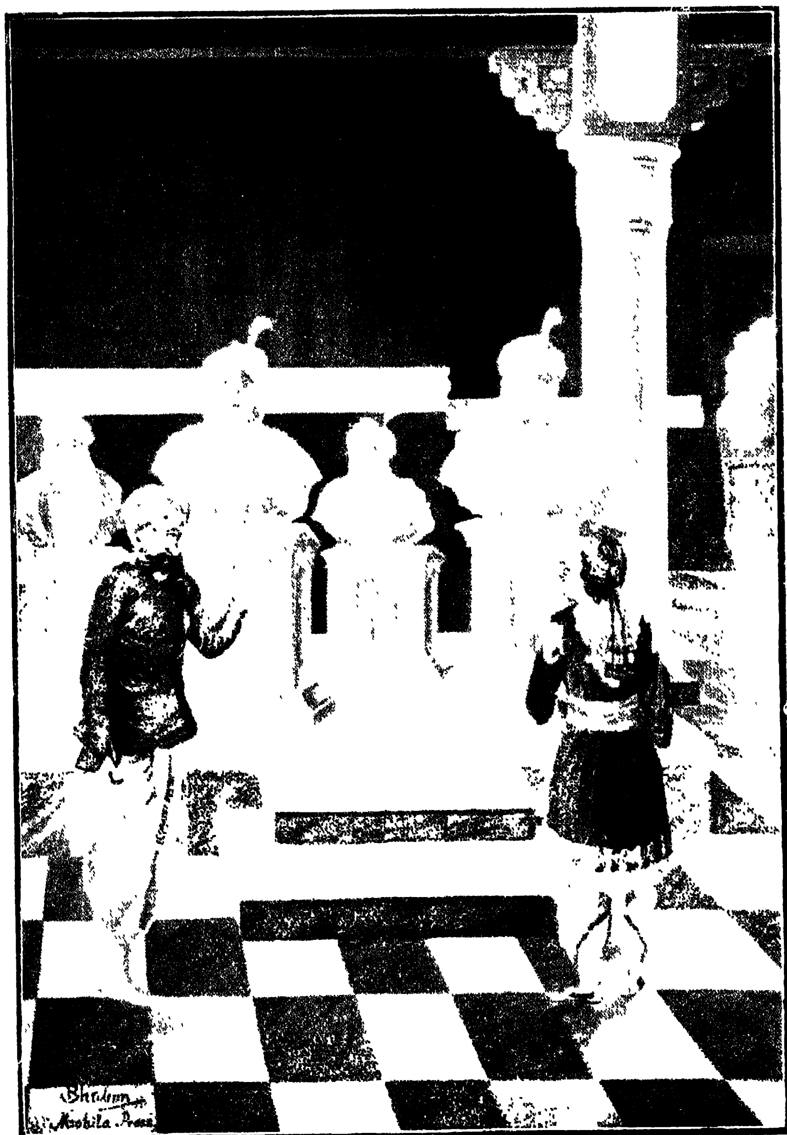
কিছুদূর গিয়া তিনি সাধুদিগের নিক্ষিপ্ত পুষ্প, লাজপ্রভৃতি বলিসকল দেখিতে পাইলেন, ভিত্তিতে চন্দনপঞ্চাঙ্গুলী, দ্বারে পুষ্পমালা, বিক্ষিপ্ত বালুকারাশি প্রভৃতিও তাঁহার নয়নগোচর হইল। ভরত সে দিবস কোন পর্ব্ব বা সেখানে নিত্যই ঐরূপ আস্তিক্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহা কোন্ দেবতার স্থান তাহা

তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, কারণ তথায় ত্রিশূল, চক্র বা পতাকাদি কোন বহিশ্চিহ্ন ছিল না, অভ্যন্তরে গিয়া সমস্ত জ্ঞাত হওয়ার ইচ্ছায় ভরত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিমা দেখিয়া তিনি পাষাণকার্য্যের মাধুর্য্যে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, আকৃতিসকলের ভাবগতি তাঁহার বিস্ময়কে আরও বাড়াইয়া তুলিল। তিনি তাহাদিগকে দেবপ্রতিমাই মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের গঠন মনুষ্যাকৃতি বলিয়াই বিশ্বাস জন্মাইতেছিল। এই চতুর্দ্দেবতার সমষ্টি কি ভরত তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, যাহাই হউক না কেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই সকল দেবতার উদ্দেশে মস্তক অবনত করার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু অমন্ত্রক প্রণাম যে শূদ্রের প্রণাম হইয়া উঠিবে, তাহাও মনে করিতে লাগিলেন।

প্রতিমাগৃহের পূজক সে সময়ে নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া ভোজনের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। প্রতিমাগুলির আকৃতির অল্পমাত্র পার্থক্যই ভরতের শরীরে নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভরত সেই সময়ে প্রতিমাসকলকে প্রণাম করিতেছিলেন, পূজক বলিয়া উঠিলেন,—"ও সকল প্রতিমা প্রণাম করিবেন না।"

শুনিয়া ভরত কহিলেন,—"তাহা নাই হউক, আমার প্রতি কি আপনার কিছু বক্তব্য আছে, না শিষ্টাচার প্রতিপালন করিতেছেন? আপনার নিষেধের কারণ কি? একি কোন নিয়মপ্রভাবে?"

পূজক উত্তর দিলেন,—"এ সকল কারণে আমি আপনাকে নিষেধ করি নাই, কিন্তু দেবতাশঙ্কায় ব্রাহ্মণেরা প্রণাম না করেন বলিয়া নিষেধ করিয়াছি। ইঁহারা ক্ষত্রিয়।"



প্রঃ ভাঃ দর্শন—২৫৫ পৃষ্ঠা।

Mohila Press, Cal.

ভরত কহিলেন,—“এইরূপ নাকি? ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয়, তাহা হইলে ইঁহারা কে?

পূজক বলিলেন,—“ইঁহারা ইক্ষ্বাকুবংশীয়।”

শুনিয়া হর্ষসহকারে ভরত কহিলেন,—“যদি ইঁহারা ইক্ষ্বাকুবংশীয় হন, তাহা হইলে অবশ্য অযোধ্যাপতি। ইঁহারাইত অসুরপুরনাশে দেবতাদিগের অনুচর হইয়াছিলেন, ইঁহারাইত নিজ পুণ্যফলে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন, ইঁহারাই ত স্বভুজবলজিতা সমগ্রা বসুমতীকে প্রাপ্ত হন, আর অভিপ্রায়ান্বেষী মৃত্যু ত অনেকদিন পর্য্যন্ত ইঁহাদের অবসান ঘটাইতে পারে নাই। তাহা হইলে দেখিতেছি,আমি যদৃচ্ছাক্রমে মহৎ ফলই লাভ করিয়াছি।”

তাহার পর তিনি একখানি প্রতিমা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— “ইনি কে?”

পূজক উত্তর দিলেন,—“যিনি সর্ব্বরত্নের সমাবেশ করিয়া, বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইনি সেই প্রজ্বলিত ধর্ম্ম-প্রদীপ দিলীপ।”

ভরত সেই ধর্ম্মপরায়ণের প্রতিমা প্রণাম করিয়া, দ্বিতীয়খানির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূজক তাহার উত্তরে বলিলেন,—“সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ শয়ন ও উত্থানের সময় পুণ্যাহ শব্দসকলের সহিত যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ইনি সেই রঘু।”

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—“কি আশ্চর্য্য! বলবান্ মৃত্যু এইরূপ রক্ষাও অতিক্রম করিল?”

তাহার পর তিনি ব্রাহ্মণগণ যাঁহার রাজ্যফল আবেদন করিয়া থাকেন, সেই রঘুর প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া, তৃতীয় প্রতিমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পূজক বলিতে লাগিলেন,—“যিনি প্রিয়াবিয়োগদুঃখে রাজ্যভার

পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য যজ্ঞাবশেষস্নানে রজোমুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইনি সেই অজ।"

যাঁহার এরূপ শ্লাঘনীয় পশ্চাত্তাপ, ভরত সেই অজের প্রতিমাকে প্রণাম করিলেন। পরে দশরথের প্রতিমা দেখিয়া, তিনি পর্য্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সে ভাব গোপন করিয়া, তিনি পূজককে বলিলেন,—"সম্মানপ্রদর্শনের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায়, এই প্রতিমাসকল সুস্পষ্টরূপে অবধারণ করিতে পারি নাই, তাই আপনি আবার বলুন প্রথম ইনি কে?"

পূজক উত্তর দিলেন,—"ইনি দিলীপ।"

শুনিয়া ভরত কহিলেন,—"তাহা হইলে ইনি মহারাজের প্রপিতামহ, তাহার পর।"

পূজক বলিলেন,—"ইনি রঘু।"

ভরত কহিলেন,—"মহারাজের পিতামহ, তাহার পর।"

পূজক উত্তর দিলেন,—"ইনি অজ।"

ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজের পিতা, তাহা হইলে কি কি হইল?"

পূজক আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই দিলীপ, এই রঘু, আর এই অজ।"

তখন ভরত পূজককে বলিলেন,—"আচ্ছা, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, জীবিত ব্যক্তিরও প্রতিমা কি এখানে স্থাপিত হয়?"

পূজক উত্তর দিলেন—"না, মৃত ব্যক্তিদিগেরই।"

তাহাতে ভরত কহিলেন,—"তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাহি—"

এই পর্য্যন্ত তিনি বলিবামাত্র পূজক বলিয়া উঠিলেন,—"অপেক্ষা করুন। যিনি স্ত্রীশুল্কের জন্য প্রাণ ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি সেই দশরথের এই প্রতিমার কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন না?"

সেকথা শুনিয়া 'হা তাত' বলিয়া ভরত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"হৃদয়, এক্ষণে সকাম হও, যাহার আশঙ্কা করিতেছিল, সেই পিতৃনিধনের কথা শুন, কিন্তু ধৈর্য্য অবলম্বন কর, যদি এই নীচ শুল্কশব্দ আমাকেই স্পর্শ করে, অথচ সত্যই হয়, তাহা হইলে আমার দেহের বিশুদ্ধি করিতে হইবে।"

তাহার পর তিনি পূজককে 'আর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিলে, পূজক বলিলেন,—'আর্য্য শব্দ ত ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগেরই আলাপ, তাহা হইলে আপনি কি কৈকেয়ীপুত্র ভরত?"

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"তাহাই বটে, তবে আমি কৈকেয়ীপুত্র নহি, আমি দশরথপুত্র ভরত।"

পূজক তখন বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে ভরত কহিলেন,—"একটু অপেক্ষা করুন, শেষে কি ঘটিল বলুন?"

পূজক বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে আর উপায় কি? তাহা হইলে শুনুন, রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে, কি জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র বনে গমন করিয়াছেন, তাহা জানি না।"

সে কথায় ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, আর্য্যও বনে গমন করিয়াছেন?"

এই বলিয়া তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পূজক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া ভরত বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'পিতা ও ভ্রাতার পরিত্যক্তা অরণ্যসমা অযোধ্যায় আমি এক্ষণে পিপাসার্ত্তের ক্ষীণতোয়া নদীর অনুধাবনের ন্যায় প্রবেশ করিতেছি।"

তাহার পর তিনি পূজককে কহিলেন,—"আর্য্য, অধিক কথা শুনিলে আমার মন স্থির হইতে পারে, তাই আপনি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলুন।"

পূজক তখন বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন তবে, রাজা যখন রামচন্দ্রকে অভিষেক করিতেছিলেন, সেই সময়ে আপনার জননী তাঁহাকে কহিলেন—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"অপেক্ষা করুন, সেই শুল্কদোষ স্মরণ করিয়া মাতা তাহা হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমার পুত্রই রাজা হউক, আর আর্য্যের ধৈর্য্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে বনে যাইতে বলেন, আর্য্যকে বল্কলপরিহিত দেখিয়া মহারাজেরও অসদৃশ নিধন ঘটিয়াছে। এক্ষণে প্রজাবর্গ অনুরূপ শেষ নিন্দাবাক্যসকল আমাতেই প্রয়োগ করিবে।"

এই বলিয়া ভরত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে নিকটে শব্দ হইল, 'সকলে সরিয়া যান।' তাহা লক্ষ্য করিয়া পূজক বলিয়া উঠিলেন,—"পুত্র মূর্চ্ছিত হওয়ায় দেবীরা যথাসময়েই আসিয়া পড়িয়াছেন। মাতাদের অজল হস্তস্পর্শ সজলাঞ্জলির ন্যায় হইয়াই উঠিবে।"

গৃহের সম্মুখে সুমন্ত্র মহিষীদিগকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীদিগকে গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে বলিয়া তিনি বলিতেছিলেন,—

"এই গৃহেই আমাদের নরপতির প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে, আর কোন হর্ম্ম্য ইহার ন্যায় সমুন্নত দৃষ্ট হয় না, পথিকগণ অবাধে অবারিতদ্বারে এখানে আসিয়া বিনা প্রণামে উপাসনা করিয়া থাকে।"

এই বলিয়া সুমন্ত্র প্রথমে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভরতকে পতিত দেখিয়া রাণীদিগকে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনারা এক্ষণে প্রবেশ করিবেন না, কোন বয়স্থ রাজা এখানে পতিত রহিয়াছেন দেখিতেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে পূজক উত্তর করিলেন,—"যিনি ভূতলে পতিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে পর ভাবিয়া আশঙ্কা করিবেন না, ইঁহাকে ভরত বলিয়া গ্রহণ করুন।"

বলিতে বলিতে পূজক তথা হইতে চলিয়া গেলেন। দেবীরা সহসা উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হা বৎস ভরত!"

এই সময়ে ভরতও কিছু সংজ্ঞা লাভ করেন, তিনি পূজককে উদ্দেশ করিয়া 'আর্য্য' সম্বোধন করিলে, সুমন্ত্র 'জয় হউক মহা—' এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুঃখসহকারে বলিতে লাগিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! স্বরসাদৃশ্যে মনে হইতেছে যেন মহারাজ প্রতিমাস্থ হইয়া কথা কহিতেছেন।"

পূজককে উদ্দেশ করিয়া ভরত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে মাতাদিগের অবস্থা কিরূপ?"

রাণীরা তখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই দেখ, বৎস, আমাদের অবস্থা।"

সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিলেন,—"ভরত ক্রমে সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তিনি সুমন্ত্রকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে দেখিতেছি, আমার সমস্ত শিষ্টাচারপালনের সময় উপস্থিত।"

তাহার পর তিনি সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কি তাত সুমন্ত্র নহেন ?”

সুমন্ত্র উত্তর দিলেন,—“কুমার, আমি সুমন্ত্র বটি, দীর্ঘজীবী হওয়ার দোষে এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকায়, কৃতঘ্ন হইয়া মহারাজের দেহত্যাগের পরও শূন্যরথের সারথিস্বরূপে জীবিত রহিয়াছি।”

‘হা তাত!’ বলিয়া ভরত ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, ও সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন,—“তাত, মাতাদের অভিবাদনক্রমের উপদেশগ্রহণের ইচ্ছা করিতেছি।”

শুনিয়া সুমন্ত্র কহিলেন,—“বেশ কথা, ইনি রামচন্দ্রের জননী দেবী কৌশল্যা।”

এই বলিয়া তিনি কৌশল্যাকে দেখাইয়া দিলেন। ভরত তখন কৌশল্যাকে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—“মাতঃ, নিরপরাধ ভরত অভিবাদন করিতেছে।”

‘বৎস, নিঃসন্তাপ হও’ বলিয়া কৌশল্যা উত্তর দিলেন। তাহাতে ভরত মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“ইহাতে যেন আমাকে একটু তিরস্কার করা হইল।”

পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“অনুগৃহীত হইলাম।”

সঙ্গে সঙ্গে সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহার পর ?”

সুমিত্রাকে দেখাইয়া সুমন্ত্র বলিলেন,—“ইনি লক্ষ্মণের মাতা দেবী সুমিত্রা।”

ভরত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—“মাতঃ, লক্ষ্মণের সহিত অভিন্ন ভরত অভিবাদন করিতেছে।”

সুমিত্রা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—“বৎস, যশোভাগী হও।”

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"মাতঃ, তাহার জন্য চেষ্টা করিব, আপনার আশীর্ব্বাদে অনুগৃহীত হইলাম।"

ভরত আবার সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর ?"

সুমন্ত্র এবার কৈকেয়ীকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ইনি তোমার জননী।"

তখন ভরত ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন,—"পাপিষ্ঠে, আমার এ দুই মাতার মধ্যে তোমার শোভা পাওয়া উচিত নহে, তুমি গঙ্গাযমুনার মধ্যে কুনদীর ন্যায় প্রবেশ করিয়াছ।"

কৈকেয়ী কহিলেন,—"বৎস, আমি কি করিয়াছি ?"

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি করিয়াছ তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তুমি আমাদিগকে অযশভাজন করিয়াছ, আর্য্যকে বল্কল পরাইয়াছ, মহারাজের গৃহমৃত্যু ঘটাইয়াছ, সমগ্র অযোধ্যাকে সর্ব্বদা কাঁদাইতেছ, লক্ষ্মণকে পশুগণের সঙ্গী করিয়া দিয়াছ, পুত্রবৎসলা মাতাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়াছ, বধূকে পথশ্রম অনুভব করাইতেছ, আর আপনাকে তীব্র ধিক্কারের পাত্রী করিয়া তুলিয়াছ।"

কৈকেয়ীর প্রতি অসম্মান দেখিয়া কৌশল্যা ভরতকে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, সমস্ত শিষ্টাচারের মধ্যস্থ হইয়া তুমি মাতাকে বন্দনা করিতেছ না কেন ?"

ভরত কৌশল্যাকে উত্তর দিলেন,—"মাতা কে ? মাতঃ, আপনিই আমার মাতা, তাই আপনাকেই অভিবাদন করিতেছি।"

শুনিয়া কৌশল্যা কহিলেন,—"না, না, ইনিই তোমার মাতা।"

ভরত বলিলেন,—"পূর্ব্বে ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে আর নাই। দেখুন আপনি, স্বভাবসংক্রান্ত দোষে স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া ইনি এক্ষণে

পুত্রদিগকে অপুত্র করিয়া তুলিয়াছেন, তাই ইঁহার ভর্ত্তৃদ্রোহের জন্য মাতাও অমাতা হউন, এই ধর্ম্ম আমি সংসারে প্রথম প্রবর্ত্তন করিতেছি।"

তখন কৈকেয়ী বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, মহারাজের সত্যবচন-রক্ষার জন্য আমি উহা বলিয়াছিলাম।"

তাহাতে ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি বলিয়াছিলে?"

কৈকেয়ী উত্তর দিলেন,—"আমার পুত্র রাজা হউক।"

শুনিয়া ভরত কহিলেন,—"তাহা হইলে আর্য্য তোমার কে? তিনি কি পিতার ঔরস পুত্র নহেন? তাঁহার কি ক্রমানুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার অধিকার নাই? ভ্রাতারা কি তাঁহার প্রিয় নহে? আর তাঁহার প্রতি প্রজাবর্গেরও কি রুচি নাই?"

কৈকেয়ী বলিলেন,—"শুল্কলুব্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পার?"

ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"বল্কলে রাজশ্রী হরণ করিল, পত্নীসহ তিনি পদব্রজে যাইতে লাগিলেন, তোমার আদেশে তাঁহার বনবাস ঘটিল, এই সকল ত শুল্কেরই উদাহরণ।"

কৈকেয়ী তখন কহিলেন,—"বৎস, দেশকালে সমস্ত জানাইয়া দিব।"

ভরত কিন্তু বলিতে লাগিলেন,—"তোমার যদি নিন্দাতেই লোভ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে খ্যাত করার কি প্রয়োজন ছিল? আর যদি রাজত্বেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল, মহারাজ কি তাহা দিতেন না? যদি রাজমাতা হওয়ারই অভিলাষ ছিল, তাহা হইলে বল দেখি, সত্যই কি আর্য্য তোমার পুত্র নহেন? তুমি অত্যন্ত কষ্টকর কার্য্যই করিয়াছ। তুমি রাজ্যাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া মহারাজের প্রাণ পর্য্যন্ত গণনা কর নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 'বনে যাও' বলিয়া তাঁহাকে অরণ্যে

পাঠাইয়া দিয়াছ, জনকতনয়াকে বল্কলপরিহিতা দেখিয়া, তোমার হৃদয় যখন শীর্ণ হয় নাই, তখন বিধাতা নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রকঠিন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।"

তাঁহাদের আলাপনের শেষ হইতেছে না দেখিয়া, সুমন্ত্র ভরতকে কহিলেন,—"কুমার, বশিষ্ঠ, বামদেব ও সমস্ত প্রজাবর্গ আপনার অভিষেকের জন্য প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া জানাইতেছেন যে, যেমন গোপহীন হইলে গোসকল আলাপনে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ প্রজাগণও রাজার অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে প্রজাবর্গ আমার অনুসরণ করুক।"

তাহাতে সুমন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অভিষেক ত্যাগ করিয়া আপনি এক্ষণে কোথায় যাইবেন?"

ভরত উত্তর দিলেন,—"অভিষেক? তাহা হইলে ইঁহাকেই তাহা দিতে বলুন।"

এই বলিয়া কৈকেয়ীকে দেখাইয়া দিলেন। সুমন্ত্র তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে আপনি কোথায় যাইবেন?"

তাহার উত্তরে ভরত বলিলেন,—"যেখানে সেই লক্ষ্মণপ্রিয় শ্রীরামচন্দ্র আছেন, আমি সেইখানেই যাইব, তিনি না থাকিলে অযোধ্যা অযোধ্যাই নয়, আর তিনি যেখানে আছেন, সেই স্থানই অযোধ্যা।"

এই বলিয়া ভরত প্রতিমাগৃহ হইতে গমন করিলেন, আর আর সকলেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

(৪)

ভরত অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়া রামচন্দ্রের নিকট তপোবনে

চলিয়া গেলেন, এই কথা লইয়া সকলে আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিহারী বিজয়া মহিষীদিগের সহিত প্রতিমাগৃহে যাইতে পারে নাই, কারণ, তাহাকে দ্বাররক্ষা করিতে হইয়াছিল, সেজন্য সে ভরতকে দেখিতে পায় নাই। নন্দিনিকা নামে পরিচারিকা মহিষীদিগের সঙ্গে গিয়া ভরতকে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাই বিজয়া নন্দিনিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, কৈকেয়ীকে ভরত কি বলিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে নন্দিনিকা বলিল যে, কুমার বলিবেন কি, মাতাকে দেখিতে ইচ্ছা পর্য্যন্ত করেন নাই। কৈকেয়ী যে রাজ্যলোভে রামচন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া নিজের বৈধব্য পর্য্যন্ত ঘটাইয়াছেন, ও লোকসকলের ধ্বংস আনয়ন করিয়াছেন, এবং নিজে নিষ্ঠুরা হইয়া উঠিয়াছেন, ও মহাপাপে লিপ্তা হইয়াছেন, তজ্জন্য যে নানা বিপদ ঘটিতেছে, বিজয়া এই সকলের আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার পর নন্দিনিকা তাহাকে শুনাইয়া দিল যে, প্রজাবর্গের দত্ত অভিষেক উপেক্ষা করিয়া ভরত রামচন্দ্রের নিকট তপোবনে চলিয়া গিয়াছেন। পরে উভয়ে সেখান হইতে কৈকেয়ীর নিকট গমন করিল।

এদিকে ভরত রথারোহণে সুমন্ত্র ও জনৈক সারথির সহিত রামচন্দ্রের নিকট যাইতে লাগিলেন, সঙ্গে পুরবাসীরাও অশ্রুপাত করিতে করিতে চলিতেছিল। যাইতে যাইতে ভরত বলিতেছিলেন,—"ধর্ম্মসহায় নরপতি স্বর্গে গমন করায়, অশ্রুপাতসলিলে সিক্ত পুরবাসিগণের সহিত উদার তপোবনে রামনামে জগতের দ্বিতীয় শশাঙ্ককে দেখিবার জন্য আমি এক্ষণে যাইতেছি।"

ভরতকে লক্ষ্য করিয়া সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"এই ত সেই আয়ুষ্মান্ ভরত, যিনি অসুরপতির সম্মান নষ্ট করিয়াছিলেন, ইনি ত সেই নরপতির পুত্র, আর যিনি যজ্ঞসাধনের জন্য বিত্তরাশি ব্যয়

করিয়াছিলেন, তাঁহারই ত পৌত্র, আবার পিতার প্রিয়কর জগৎ-প্রিয় শ্রীরামচন্দ্রেরই ভ্রাতা, তাই রামের অনুরূপ পথেই চলিয়াছেন।"

ক্রমে তাঁহারা তপোবনের নিকট আসিয়া পঁহুছিলেন। ভরত তখন সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—"তাত, কোথায় সেই আমার আর্য্য পূজনীয় রামচন্দ্র? কোথায় সেই মহারাজের প্রতিনিধি? সেই সারবান্‌দিগের আদর্শস্থলই বা কোথায়? কোথায় সেই রাজ্য-লুব্ধা কৈকেয়ীর প্রত্যাখ্যানস্বরূপ? সেই যশের পাত্রটি বা কোথায়? কোথায় সেই মহারাজের প্রকৃত পুত্র? আর সেই সত্যপালনে তৎ-পরই বা কোথায়? যিনি আমার মাতার প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন, আমার সেই পরমদেবতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

শুনিয়া সুমন্ত্র বলিলেন,—"তিনি এই আশ্রমেই আছেন, এখানে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ মূর্ত্তিমান্‌ সত্য, ভক্তি ও শীলের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।"

ভরত তখন সারথিকে রথ স্থাপন করিতে বলিলে, সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভরত অশ্ব-দিগকে নির্জ্জনে বিশ্রাম করাইতে সারথিকে বলিলেন, সারথিও তাঁহার আজ্ঞাপালনে রত হইল। ভরত সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন,—"তাত, তাহা হইলে নিবেদন করুন।"

সুমন্ত্র কি নিবেদন করিবেন, জিজ্ঞাসা করিলে, ভরত উত্তর দিলেন,—"রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছে, এই কথা।"

শুনিয়া সুমন্ত্র কহিলেন,—"কুমার, গুরুজনের অপবাদের কথা বলিবেন না।"

তাহাতে ভরত বলিলেন,—"ভাল কথা, পরদোষের কথা বলা ন্যায্য

নহে। তাহা হইলে বলুন যে, ইক্ষাকুবংশের কুসাঙ্গার ভরত দর্শনের ইচ্ছা করিতেছে।”

সুমন্ত্র উত্তর দিলেন,—“কুমার, আমি ওকথা বলিতে পারিব না, আমি বলিব যে ভরত আসিয়াছেন।”

সে কথায় ভরত বলিয়া উঠিলেন,—“না, না, আমার নামমাত্র বলিলে, আমাকে অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইবে। কিন্তু ব্রহ্মঘাতীরা কি পরের দ্বারা নিবেদন করায়? তাহা হইলে আপনি থামুন, আমি নিজেই নিবেদন করিব। অহে, পিতৃবচনরক্ষায় তৎপর পূজনীয় রামচন্দ্রকে জানাও যে, নির্লজ্জ, কৃতঘ্ন, নীচ, দুঃসাহস তবে ভক্তিমান্ কোন এক ব্যক্তি আসিয়াছে, সে থাকিবে, কি যাইবে?”

আশ্রমমধ্যে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভরতের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে বলিতেছিলেন,—“লক্ষ্মণ, তুমি কি শুনিতে পাইতেছ? বৈদেহি, তুমিও কি শুনিতেছ? পিতার সদৃশতর কার এই স্বর? ইহা যেন গাম্ভীর্য্যে মেঘধ্বনিকেও পরাজিত করিতেছে, আর আমার হৃদয়ে আত্মীয়শঙ্কা জন্মাইতেছে, এবং স্নিগ্ধ শ্রুতিপথে অভিলষিত রূপে প্রবেশ করিতেছে।”

লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—“আর্য্য, এ স্বরসংযোগ আমার নিকটও আত্মীয়জনের সম্মান বহন করিয়া আনিতেছে। ইহা ঘন, স্পষ্ট ধীর, গর্ব্বিত বৃষভের ন্যায়; স্নিগ্ধ, মধুর ও মনোহর, ইহার সঞ্চারবেগ বক্ষে ও কণ্ঠে প্রতিহত হইতেছে না, যথাস্থান প্রাপ্ত হইয়া বিশদ ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে নানাক্ষর ব্যক্ত করিয়া, যেন চতুর্ব্বর্ণের অভয়-প্রদানে উদ্যত হইয়াছে।”

রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—“ইহা আত্মীয়ের স্বরসংযোগ, আমার হৃদয়কে যেন আর্দ্র করিয়া তুলিতেছে, বৎস লক্ষ্মণ, দেখিয়া এস।”

'আর্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া লক্ষ্মণ ভরত ও সুমন্ত্রের নিকট অগ্রসর হইলেন, সে সময়ে ভরত বলিতেছিলেন,—"কেহই উত্তর দিতেছেন না কেন? তাহা হইলে আমাকে কি কৈকেয়ীপুত্র ভরত বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন?"

লক্ষ্মণ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ভরতকে দেখিয়া রামভ্রমে বলিয়া উঠিলেন,—"একি, আর্য্য রামচন্দ্র! না, না, তাঁহারই রূপের অনুরূপ বটে, ইহার অনুপম মুখখানি যেন আর্য্যের বদনাভা প্রকাশ করিতেছে, তাই শশাঙ্কের ন্যায় মনোহর বোধ হইতেছে, অসুরশরক্ষত পিতার বক্ষের মত ইহার বক্ষটিও স্থূল দেখাইতেছে, এই কান্তিমান্ তেজোরাশির সমষ্টি ও জগতের প্রিয়দর্শন কি কোন নরপতি? কিম্বা দেবেন্দ্র? অথবা স্বয়ং মধুসূদন?"

তাহার পর তিনি সুমন্ত্রকে দেখিয়া বলিলেন,—"এই যে তাতও রহিয়াছেন।"

লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুমন্ত্রও কহিলেন,—"এই যে কুমার লক্ষ্মণ।"

লক্ষ্মণকে বুঝিতে পারিয়া ভরত বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে ত ইনি আমার গুরুজন, আর্য্য, অভিবাদন করি।"

এই বলিয়া ভরত লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন, লক্ষ্মণও বলিলেন, —"এস, এস, বৎস, আয়ুষ্মান্ হও।"

তিনি ভরতকে স্থির করিতে না পারিয়া সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তাত, ইনি কে?"

সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"ইনি রঘু হইতে চতুর্থ ও অজ হইতে তৃতীয়, এবং তোমার সুপ্রসিদ্ধ পিতা হইতে দ্বিতীয়, আর তোমাদের স্বকুলকেতুর তুমি যেমন অনুজ, এই ভরতকুমার তাঁহার সেইরূপই অনুজ।"

তখন আবার লক্ষ্মণ ভরতকে কহিলেন,—"এস, এস, ইক্ষাকু-কুমার, বৎস, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আয়ুষ্মান্ হও। অসুর-সমরদক্ষ বজ্রসংবর্দ্ধিত চাপে অনুপম বলবীর্য্যে নিজ কুলের তুল্যবীর্য্য যজ্ঞবিশ্রান্তকোষ সেই রঘুরাজের ন্যায় জগতে উজ্জ্বল গুণরাশির পাত্র হও।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া ভরত উত্তর দিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, রামচন্দ্রকে তাঁহার আগমনের কথা জানাইতে অগ্রসর হইলেন, ভরত শীঘ্র শীঘ্র তাহা নিবেদন করিতে বলিলেন, কারণ, তিনি রামচন্দ্রকে অভিবাদন করার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতে-ছিলেন, লক্ষ্মণ তাহাও স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"আর্য্য, আদর্শে প্রতিফলিত হওয়ার ন্যায় যাহাতে আপনার রূপ সংক্রান্ত হইয়াছে, আপনার সেই প্রিয়ভ্রাতা ভ্রাতৃবৎসল ভরত আসিয়াছে।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ভরত আসিয়াছে?"

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"আর্য্য, তাহাই বটে।"

রামচন্দ্র তখন সীতাকে বলিলেন,—"মৈথিলি, ভরতকে দেখিবার জন্য তোমার চক্ষু প্রসারিত কর।"

তাহাতে সীতা কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, ভরত আসিয়াছে নাকি?

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"তাহাই বটে, আর আজই আমি জানিতে পারিলাম যে, আমার পিতা দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন, ভ্রাতৃ-স্নেহ এইরূপ হইলে পুত্রস্নেহ যে কিরূপ হয়, তাহাও বুঝিলাম।"

লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্য, তাহা হইলে কুমারকে কি লইয়া আসিব?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"তুমি আবার নিজের অভিপ্রায়টি অনুমোদনের ইচ্ছা করিতেছ? যাও, উপযুক্ত সৎকার করিয়া কুমারকে লইয়া এস।"

'আর্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া লক্ষ্মণ যাইতে উদ্যত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সীতাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"নীহারসিক্ত উৎপলপত্রের ন্যায় লোচনে আনন্দাশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে, মাতার মত তনয়ে ভাব সন্নিবেশ করিয়া, আদরপ্রদর্শনের জন্য এই সীতাদেবীই গমন করুন।"

'আর্য্যপুত্র যেরূপ আদেশ করেন' বলিয়া সীতাদেবী তখন ভরতের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া রামচন্দ্রভ্রমে বলিয়া উঠিলেন,—"ইহার মধ্যেই আর্য্যপুত্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! না, না, তাঁহার রূপের অনুরূপ বটে।"

সুমন্ত্র সীতাকে দেখিয়া কহিলেন,—"এই যে আমাদের বধূ।"

তখন ভরত বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে ইনি পূজনীয়া জনকরাজপুত্রী, ইঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন জনকরাজার তপস্যার নিদর্শনস্বরূপ স্ত্রীময় তেজ হলকর্ষণে ক্ষেত্রোদর হইতে উত্থিত হইয়াছে।"

তাহার পর তিনি সীতাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"আর্য্যে, ভরত আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।"

ভরতের কথা শুনিয়া সীতাদেবী মনে মনে বলিতেছিলেন,—"কেবল রূপ নহে, স্বরসংযোগও আর্য্যপুত্রের ন্যায়।"

পরে তিনি ভরতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"বৎস, চিরজীবী হও।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া ভরত উত্তর দিলেন। সীতাদেবী

তখন তাঁহাকে বলিলেন,—"এস, বৎস, ভ্রাতার মনোরথ পূর্ণ করিবে, এস।"

সুমন্ত্র ভরতকে প্রবেশ করিতে বলিলে, ভরত সুমন্ত্র এক্ষণে কি করিবেন তাঁহাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমন্ত্র তখন বলিতে লাগিলেন,—"আমি পশ্চাৎ প্রবেশ করিব, মহারাজ স্বর্গে গমন করার পর রামচন্দ্র সমস্ত বিষয় অবগত হওয়ায়, তাঁহার সহিত আমার এই প্রথম দর্শন হইতেছে।"

'তাহাই হউক' বলিয়া ভরত রামচন্দ্রের নিকট অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"আর্য্য, ভরত আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।"

ভরতকে দেখিয়া রামচন্দ্র হর্ষসহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"এস, এস, ইক্ষ্বাকুকুমার, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আয়ুষ্মান্ হও, কপাটদ্বয়-প্রমাণ বক্ষ প্রসারণ করিয়া সুবিপুল ভুজযুগে আমাকে আলিঙ্গন কর, তোমার ঐ শরদিন্দুনিভ আননখানি তুল দেখি, আর আমার এই দুঃখদগ্ধ শরীরটাকে আহ্লাদিত করিয়া দাও।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া ভরত উত্তর দিলেন। তখন সুমন্ত্র অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিলেন, সুমন্ত্রকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হা তাত! পূর্ব্বে যিনি যথাসময়ে সসৈন্যে দেবতাদিগের সমান বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে অগ্রসর হইয়া, দেবাসুরসংগ্রামে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ মহারাজ দেহত্যাগ ও প্রিয়তম স্নেহশীল আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গস্থ হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি কি নিজ পিতৃগণ রাজাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন?"

শোকভরে সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজের মৃত্যু, আপনার

প্রবাস, ভরতের বিষাদ, ইক্ষ্বাকুবংশের অনাথতা এই সকলের বহুবিধ দুঃখ অনুভব করিয়া, আমার আয়ু যেরূপ গুণের কার্য্য করিয়াছে, সেইরূপ অনেক দোষও ঘটাইয়াছে।"

রামচন্দ্রের শোকবেগ ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"তাত দেখিতেছি, রুদিত আর্য্যপুত্রকে আরও রোদন করাইতেছেন।"

রামচন্দ্র তাহাতে কহিলেন,—"মৈথিলি, এই আমি আত্মসম্বরণ করিতেছি, লক্ষ্মণ, জল লইয়া এস।"

ভরত তখন বলিলেন,—"আর্য্য, ইহা ন্যায্য নহে, ক্রমানুসারে সেবা করাই উচিত, আমিই যাইতেছি।"

তাহার পর তিনি কলস লইয়া জল আনিতে গেলেন, ও ক্ষণপরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জল লইয়া রামচন্দ্র আচমন করিলেন, ও সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—"মৈথিলি, লক্ষ্মণের কার্য্য এক্ষণে শিথিল হইয়া পড়িল।"

শুনিয়া সীতা কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, এক্ষণে ভরতও কি সেবা করিবে?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"লক্ষ্মণ এখানে, আর ভরত সেখানে সেবা করিবে।"

তাহাতে ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, প্রসন্ন হউন, আমি এখানে দেহদ্বারা ও সেখানে কৰ্ম্মদ্বারা রহিব, আপনার নামই রাজ্যরক্ষা করিবে।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"বৎস, কৈকেয়ীনন্দন, ওরূপ কথা বলিও না, আমি পিতার আদেশে বনে আসিয়াছি, দর্প, ভয় বা বিভ্রমবশে

আসি নাই। আমাদের বংশে সত্যই একমাত্র ধন, তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি নীচপথে অগ্রসর হইতেছ কেন ?"

রাম ও ভরতের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া সুমন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে অভিষেকোদক কাহাতে রহিবে ?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"মাতা যাহাতে থাকিতে বলিয়াছেন, তাহাতেই রহিবে।"

শুনিয়া ভরত বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য, প্রসন্ন হউন, এক্ষণে আর ব্রণে আঘাত করিবেন না। হে গুণনিধি, আপনার মাতাই আমারও মাতা, আর সেই স্থিরবুদ্ধি আপনার পিতা আমার পিতা, পুরুষোত্তম, পুরুষদিগের মাতৃদোষ দোষ নহে। হে বরদ, এই যথার্থ আর্ত্ত ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।"

তখন সীতা বলিলেন,—"আর্য্যপুত্র, ভরত করুণকথাই বলিতেছে, আপনি কি চিন্তা করিতেছেন ?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"মৈথিলি, যিনি সংসারে এরূপ গুণনিধি পাইয়া পুত্রের বিশিষ্ট গুণের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, আমি সেই স্বর্গগত মহারাজকে চিন্তা করিতেছি, আর বিধিকেও ধিক্, যদি তিনি পুরুষোত্তমদিগের প্রতি বল প্রয়োগ করেন।"

তাহার পর তিনি ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস কৈকেয়ীনন্দন, সত্যসত্যই তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, তুমি নিজেও নিষ্পাপ, আমি তোমার বাক্যের বশীভূত ও তোমার বিখ্যাতগুণে পরাজিত হইয়াছি, কিন্তু মহারাজের বচন মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তোমার উচিত নহে, তোমার মত পুত্রের জন্মদাতা হইয়া পিতা কি শেষে মিথ্যাবাদী হইবেন ?"

তাহাতে ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"রাজন্! যতদিন আপনার

নিয়মাবসান না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আপনার পাদমূলেই রহিব।”

সে কথায় রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—“ওরূপ কথা বলিও না। যে রাজা সেই নিজের পুণ্যফলে সিদ্ধি লাভ করুক, তাই, তুমি যদি স্বরাজ্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমার দিব্য।”

ভরত তখন বলিলেন,—“তাহা হইলে আপনি আমাকে নিরুত্তর করিলেন দেখিতেছি। আচ্ছা, আপনাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া আপনার রাজ্য পালন করিব।”

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বৎস, কি সত্য।”

ভরত উত্তর দিলেন,—“আমার হস্তে নিক্ষিপ্ত আপনার রাজ্য চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।”

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—“তাহাই হইবে।”

ভরত তখন লক্ষ্মণ, সীতা ও সুমন্ত্রকে বলিয়া উঠিলেন,—“আপনারা সকলে শুনিলেন ত?”

‘আমরা সকলেই শুনিলাম’, বলিয়া তাঁহারা উত্তর দিলেন। তাহার পর ভরত আবার রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—“আর্য্য, আমি আর একটি বর প্রার্থনা করিতেছি।”

রামচন্দ্র কহিলেন,—“বৎস, কি ইচ্ছা করিতেছ? আমি তোমাকে কি প্রদান করিব? আর আমাকে কিসেরই বা অনুষ্ঠান করিতে হইবে?”

ভরত বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“আপনার ব্যবহৃত পাদুকাযুগল লুণ্ঠিতশিরে প্রার্থনা করিতেছি, উহা আমাকে প্রদান করুন, যতদিন আপনার কার্য্যসিদ্ধি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি উহার অধীন হইয়া রহিব।”

শুনিয়া রামচন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আহা! আমি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কিছু যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ভরত আজ তাহা সঞ্চয় করিল।"

সীতাদেবী তখন রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, ভরতের এই প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

'তাহাই হউক' বলিয়া রামচন্দ্র ভরতকে নিজের পাদুকাযুগল দিলেন, 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া ভরত তাহা লইলেন। পরে রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"আর্য্য, আমি ইহারই উপর অভিষেকোদক নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি।"

সে কথায় রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে কহিলেন,—"তাত, ভরতের যাহা যাহা ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ করিবেন।"

'আয়ুষ্মানের যেরূপ আদেশ' বলিয়া সুমন্ত্র উত্তর দিলেন। ভরত তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এখন হইতে আমি স্বজনগণের শ্রদ্ধেয়, পুরবাসীদিগের প্রীতিকর, লোকসকলের দর্শনযোগ্য, স্বর্গগত মহারাজের প্রিয় ও চরিত্রবান্ পুত্র, গুণশালী ভ্রাতৃগণের আদরণীয়, কীর্ত্তির প্রধান পাত্র, আলাপনের কথাশ্রয় এবং লব্ধপ্রিয় গুণবান্‌দিগের আর একটি প্রিয়বস্তু হইয়া উঠিলাম।"

ভরতের বিলম্ব করা উচিত নহে মনে করিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন,—"বৎস, কৈকেয়ীনন্দন, রাজ্য এক মুহূর্ত্তও উপেক্ষার যোগ্য নহে, তাই অদ্যই বিজয়লাভের জন্য তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"আজিই কি কুমার ভরত ফিরিয়া যাইবে?"

সে কথায় রামচন্দ্র বলিলেন,—"তোমাকে আর অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে হইবে না, অদ্যই বিজয়লাভের জন্য কুমার প্রতিনিবৃত্ত হউক।"

ভরত উত্তর দিলেন,—"আর্য্য, অদ্যই আমি যাইব। অযোধ্যার পুরবাসিসকলে আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় কতই আশা করিতেছে, তাই আপনার এই প্রসাদ দেখাইয়া তাহাদের প্রীতি সম্পাদন করিব।"

তখন সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আয়ুষ্মন্, এক্ষণে আমি কি করিব?"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তাত, কুমারকে মহারাজের ন্যায় পরিপালন করুন।"

শুনিয়া সুমন্ত্র কহিলেন,—"যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে চেষ্টা করিব।"

রামচন্দ্র তাহার পর ভরতকে বলিলেন,—"বৎস কৈকেয়ীনন্দন, আমার সম্মুখেই রথে আরোহণ কর।"

'আর্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া ভরত রথে আরোহণ করিলেন। রামচন্দ্র তখন সীতা ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ভরতের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

(৫)

এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, ভরত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার একাকী রাজ্যপালন রামচন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। তিনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তপোবনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছিলেন বটে, কিন্তু অযোধ্যার চিন্তা তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। আবার সে সময়ে দশরথের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকালও উপস্থিত হইয়াছিল, রামচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। সীতা রামচন্দ্রের তপোনুষ্ঠানের সহচারিণী ছিলেন একদিন আশ্রমের

বিভবানুযায়ী দেবপূজা অনুষ্ঠিত হইলে, সীতা বলিপুষ্পসকল নিক্ষেপ করিয়া আশ্রমটি সম্মার্জ্জিত করিতেছিলেন, সে সময়ে রামচন্দ্র তথায় ছিলেন না, তাই তিনি কোন তপসীর সহিত আলাপ করিয়া রামচন্দ্র না আসা পর্য্যন্ত তরুণ বৃক্ষসকলের প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য তাহাদের মূলে জলসেচনের ইচ্ছা করিলেন। তাপসী তাঁহাকে 'অবিঘ্ন হউক' আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন।

সীতা জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলে, রামচন্দ্র আশ্রমে আগমন করিলেন। শোকভরে তিনি বলিতেছিলেন,—"পিতা ও আমার পরিত্যক্তা রম্যা অযোধ্যাপুরীকে উপেক্ষা এবং আমার পুনরভিষেকের উত্তম করিয়া ভরত এখানে আসিয়াছিল, আমি আবার তাহাকে অযোধ্যারক্ষার জন্য সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহাকে যে একাকী সুমহান্ রাজ্যভার বহন করিতে হইতেছে, ইহা কষ্টের বিষয় বটে।"

পরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এ সকল এইরূপই বটে। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে শোকভারলাঘবের জন্য সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় আত্মীয়া সীতার নিকটে যাই, কিন্তু সীতা কোথায় গেলেন?"

তাহার পর রামচন্দ্র কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, বৃক্ষসকলের মূলে সদ্য জল সেচন করা হইয়াছে, তাহা হইলে সীতা যে নিকটেই আছেন, ইহা তাঁহার মনে হইল। রামচন্দ্র দেখিতে-ছিলেন যে, বৃক্ষসকলের আলবালে সফেন সলিলরাশি ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে, তৃষিত ও নিম্নে আগত পক্ষিগণ সেই কর্দ্দমাক্ত জল পান করি-তেছে না, গর্ত্তগুলি জলে পূর্ণ হওয়ায়, আর্দ্র কীটসকল স্থলে পতিত হই-তেছে, আর জলক্ষয়রেখায় বৃক্ষের মূলভাগ যেন নববলয়বেষ্টিত হইয়াছে।

সেই সময়ে সীতাদেবী কলস লইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাকে

দেখিয়া রামচন্দ্রের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল, তিনি বলিতেছিলেন, —"ইহার যে কর দর্পণধারণেও শ্রম অনুভব করিত, আজ কিনা কলস-বহনে সে হস্ত ক্লান্তিবোধ করিতেছে না! হায়! বন কি কষ্টকর স্থান, ইহা নারীর সুকুমারতাকে লতার সহিত কঠিন করিয়া তুলে।"

পরে তিনি সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মৈথিলি, তোমার তপোবৃদ্ধি হইতেছে ত ?"

সীতা রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, হইতেছে!"

রামচন্দ্র তখন বলিলেন,—"যদি তোমার ধর্ম্মবিঘ্ন না ঘটে, তাহা হইলে উপবেশন কর।"

'যাহা আর্য্যপুত্র আদেশ করেন' বলিয়া সীতা উপবেশন করিলেন। বৈদেহী রামচন্দ্রকে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, রামচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়া সীতাকে কহিলেন,—"মৈথিলি, তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করার অভিপ্রায় করিতেছ, তুমি কি বলিতে চাও ?"

সীতা উত্তর দিলেন,—"আর্য্যপুত্রের মুখরাগে বোধ হইতেছে, যেন শোকে আপনার হৃদয় শূন্য হইয়া উঠিয়াছে, তাই ইহা কি জানিতে চাহিতেছি।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"মৈথিলি, তোমার চিন্তা উপযুক্তই বটে, আমার শরীর কৃতান্তশল্যে অভিহত হওয়ায়, হৃদয়ও সেইরূপ ব্রণযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আর নানাফলপ্রসবা শোকশরের অভিঘাত সেই সেই স্থানে আবার নিপতিত হইতেছে।"

সে কথায় সীতা কহিলেন,—"তাহা হইলে আর্য্যপুত্রের সন্তাপটি কি ?"

তখন রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আগামী কল্য পূজনীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধবিধি পালন করিতে হইবে, বিধিবিশেষের দ্বারা পিতৃগণ পিতৃকৃত্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাই ভাবিতেছি, কিরূপে ইহা সম্পন্ন করিব। অথবা যেরূপে সেরূপে তাহা সম্পাদিত হইলে. পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ত আমার অবস্থা জানিতেছেন, তথাপি আমার অনুরূপ পিতৃদেবের পূজা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

শুনিয়া সীতা বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যপুত্র, ভরত সমারোহেই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবে, আপনি অবস্থানুরূপ ফলে জলে করুন, তাহাই তাতপাদের অধিকতর অভিমত হইবে।"

তাহাতে রামচন্দ্র কহিলেন,—"কিন্তু মৈথিলি, কুশোপরি আমাদের স্বহস্তবিন্যস্ত ফলসকল দেখিয়া আমাদের বনবাস স্মরণ করিয়া পিতৃদেব সেখানে রোদন করিয়া উঠিবেন।"

সেই সময়ে রাবণ সীতাদেবীকে হরণের জন্য পরিব্রাজকবেশে আকাশপথ হইতে ভূতলে অবতরণ করিতেছিলেন। নামিতে নামিতে রাবণ বলিতেছিলেন,—"মায়াবী আমি এই সংযতরূপ ধারণ করিয়া খরবধের জন্য যাহার সহিত শত্রুতা ঘটিয়াছে, সেই রাঘবকে বঞ্চিত করিয়া স্বরপদহীনা হব্যধারার ন্যায় জনকরাজপুত্রীকে হরণ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।"

তাহার পর তিনি আরও অগ্রসর হইয়া অধোদিকে নিরীক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের আশ্রমদ্বার দেখিতে পাইলেন, এবং তথায় অবতীর্ণ হইলেন। রাবণ অতিথির আচারানুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কে কোথায় আছ? আমি অতিথি।"

শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"অতিথির স্বাগত হউক।"

তাহাতে রাবণ বলিতে লাগিলেন,—"স্বরে ইহাকে সুপুরুষ বলিয়াও বোধ হইতেছে।"

রামচন্দ্র তখন রাবণকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্, অভিবাদন করি।"

'মঙ্গল হউক' বলিয়া রাবণ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্, এই আসনে উপবেশন করুন।"

তাহা শুনিয়া রাবণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"একি? এ যেন আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে।"

পরে তিনি 'আচ্ছা, বসিতেছি' বলিয়া উপবেশন করিলেন।

রামচন্দ্র সীতাকে পাদ্যজল আনয়নের জন্য বলিলেন, সীতা আজ্ঞাপালনে গমন করিলেন, ও ক্ষণপরে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন, রামচন্দ্র সীতাকে রাবণের শুশ্রূষা করিতে বলিলে, সীতা তাহাই করিতে উদ্যতা হইলেন। রাবণ কিন্তু ব্যস্ত হইয়া কপটভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"থাক্, থাক্, পৃথিবীতে ইনিই কেবল মানুষীদিগের মধ্যে অরুন্ধতীস্বরূপা, তাই ইঁহার স্বামী বলিয়া নারীগণ সমাদর দেখাইয়া তোমার কথা আলোচনা করিয়া থাকে।"

রামচন্দ্র তখন সীতাকে কহিলেন,—"তাহা হইলে আমাকে দাও, আমিই শুশ্রূষা করিতেছি।"

তাহাতে রাবণ আবার বলিয়া উঠিলেন,—"ছায়া পরিত্যাগ করিয়া আমি শরীর লঙ্ঘন করিব না, তোমার বাক্যেই অতিথি-সৎকার হইয়াছে, আমি পূজিত বোধ করিতেছি, তুমি উপবেশন কর।"

'আচ্ছা' বলিয়া রামচন্দ্র উপবেশন করিলেন। রাবণ তখন মনে

মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমি তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরই আচার অনু-ষ্ঠান করিব।"

তাহার পর তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুন, আমি কাশ্যপ-গোত্র, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র, বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র, মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্র, প্রাচেতস শ্রাদ্ধ-কল্প এসকলও আমার অধীত।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি? কি? শ্রাদ্ধকল্প অধ্যয়ন করিয়াছেন?"

সে কথায় রাবণ বলিলেন,—"সমস্ত শ্রুতি অতিক্রম করিয়া তুমি শ্রাদ্ধকল্পে স্পৃহা দেখাইতেছ যে, ইহার কারণ কি?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"ভগবন্, পিতার বিগ্রমানতা ভ্রষ্ট হওয়ায়, উহাই এক্ষণে আগম।"

তাহাতে রাবণ কহিলেন,—"তাহা হইলে উহা পরিহার না করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

তখন রামচন্দ্র কহিলেন,—"ভগবন্, পিতৃকৃত্যসময়ে কি দিয়া পিতৃ-গণের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে হয়?"

রাবণ উত্তর দিলেন,—"শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে সর্ব্ববস্তুতে শ্রাদ্ধ হয়।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"অশ্রদ্ধায় সমস্তই পরিত্যক্ত হয়, আমি বিশেষ বিধিই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রাবণ তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুন তবে, অঙ্কুরিতের মধ্যে কুশ, ওষধির মধ্যে তিল, শাকের মধ্যে কলায়, মৎস্যের মধ্যে মহাশফর, পক্ষীর মধ্যে বার্দ্ধ্রীনস্, পশুর মধ্যে গো, গণ্ডার অথবা এই সকলই মনুষ্যের পক্ষে বিহিত।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"আপনার কথায় যেন আরও কিছু আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

তাহাতে রাবণ উত্তর দিলেন,—"আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রভাব-সাপেক্ষ।"

তাহাতে রামচন্দ্র কহিলেন,—"ভগবন্, আমি ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি, আমি উভয় প্রকারেই অভ্যস্ত, তপস্যা শ্রান্ত হইলে ধনু, অথবা ধনু শ্রান্ত হইলে তপস্যা, যদি ইহা সাধন করিতে পার।"

তখন রাবণ বলিলেন,—"তাহা হিমালয়ে আছে।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"হিমালয়ে? তাহার পর।"

রাবণ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হিমালয়ের সপ্তমশৃঙ্গে প্রত্যক্ষ-মহেশ্বরের শিরঃপতিতগঙ্গাম্বুপায়ী বৈদুর্য্যমণির ন্যায় শ্যামপৃষ্ঠ পবন-সমবেগ কাঞ্চনপার্শ্ব নামে মৃগ আছে। বৈখানস, বালখিল্য প্রভৃতি নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিসকলের চিন্তামাত্রে তাহা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়. তখন তাঁহারা তাহাকে বধ করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করেন। তাহার দ্বারা তৃপ্ত হইয়া পিতৃগণ পুত্রোৎপাদনের ফললাভ করিয়া থাকেন, জরা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা প্রদীপ্তশরীরে স্বর্গে গমন করেন, দেবতাদের সঙ্গে তাঁহাদের বাসও ঘটে, বিষয়সকলে তাঁহাদিগকে আর বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারে না।"

শুনিয়া রামচন্দ্র সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—"মৈথিলি, তাহা হইলে তুমি তোমার কৃতপুত্র হরিণ ও বৃক্ষসকলকে, এবং বিন্ধ্যারণ্য ও প্রিয়সখী লতাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া লও। আমি এক্ষণে প্রজ্জ্বলিত ওষধিসমূহে পরিশোভিত হিমালয়ের আরণ্যপ্রদেশে বাস করিব।"

'যাহা আর্য্যপুত্র আদেশ করেন' বলিয়া সীতা উত্তর দিলেন।

রাবণ তখন বলিয়া উঠিলেন,—"কৌশল্যানন্দন, এরূপ অতিমনোরথ করিও না, তাহা মানুষে দেখিতে পায় না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—"ভগবন্, তাহা কি হিমালয়ে বাস করে?"

রাবণ উত্তর দিলেন,—"তাহাই বটে।"

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"হয়, হিমালয় সেই সুবর্ণমৃগ আমাকে দেখাইবে, না হয়, আমার বাণবেগে তাহার ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের দশা ঘটিবে।"

শুনিয়া রাবণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আশ্চর্য্য! ইহার গর্ব্ব অসহ্য।"

সেই সময়ে একটি স্বর্ণবর্ণ মৃগ তাঁহাদের সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল, তাহার উজ্জ্বলাভায় চমকিত হইয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, —"একি! যেন বিদ্যুৎসম্পাত বোধ হইতেছে।"

তখন রাবণ কহিলেন,—"কৌশল্যানন্দন, এইখানেই অবস্থিত তোমাকে হিমালয় পূজা করিতেছেন। এই সেই কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"উহা আপনারই প্রভাব।"

সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যপুত্রের সৌভাগ্য বটে।"

তাহাতে রামচন্দ্র কহিলেন,—"না, না, ইহা পিতৃদেবেরই সৌভাগ্য। যখন ইহা নিজেই আসিয়াছে, তখন পূজার যোগ্য, মৈথিলি, লক্ষ্মণকে তাহাই করিতে বল।"

সীতা উত্তর দিলেন,—"তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগত কুলপতিকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য আপনার আদেশে লক্ষ্মণ চলিয়া গিয়াছে।"

সে কথায় রামচন্দ্র বলিলেন,—"তাহা হইলে আমিই যাইতেছি।"

সীতা তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্যপুত্র, তাহা হইলে আমি কি করিব?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"এই ভগবানের শুশ্রূষা কর।"

তাহাতে সীতা বলিলেন,—"আর্য্যপুত্র যেরূপ আদেশ করেন।"

তখন রামচন্দ্র তথা হইতে বহির্গত হইয়া অর্ঘ্য লইয়া মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, ক্রমে মৃগটি ছুটিতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র পূজা পরিত্যাগ করিয়া ধনুর্হস্তে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, এবং শক্তি-ভরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি আশ্চর্য্য বল! কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! কি আশ্চর্য্য তেজ ও কি আশ্চর্য্য বেগ! রাম এই অল্পাক্ষরে যে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা উপযুক্তই বটে।"

মৃগটি কিন্তু এক লম্ফে বাণপতনের স্থান অতিক্রম করিয়া গহন বনে প্রবেশ করিল, রাবণ তাহা দেখিয়া সীতাকে সে কথা বলিলেন।

রামচন্দ্র না থাকায় সীতার অত্যন্ত ভয় হইতেছিল, তিনি মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতেছিলেন। রাবণও তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,—"মায়াপ্রভাবে রামকে দূরে অপসারিত করিয়া, এক্ষণে এই আশ্রম হইতে ক্রন্দিতা বালা সীতাকে অমন্ত্রোক্তা আহুতির ন্যায় হরণ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।"

সীতা কুটীরমধ্যে প্রবেশের ইচ্ছায় যাইতে উদ্যত হইলে, রাবণ নিজরূপ ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সীতা, থাম, থাম।"

রাবণের মূর্ত্তি দেখিয়া সীতা সভয়ে কহিলেন,—"এ আবার কে?"

তাহাতে রাবণ বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কি জান না, যুদ্ধে যে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সমস্ত অসুরদিগকে জয় করিয়াছে, সূর্পণখার বিরূপ শরীর দেখিয়া ও খরদূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া, গর্ব্বভরে

যাহার দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে, সেই অতুলনীয়বল রামকে ছলে বিলোভিত করিয়া, বিশালাক্ষি, তোমায় হরণ করিবার জন্ম আমি সেই রাবণ উপস্থিত হইয়াছি।”

‘এ তবে রাবণ’ বলিয়া সীতা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—“রাবণের দৃষ্টিপথে পড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে?”

সীতা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিলেন, তখন আবার রাবণ বলিতে লাগিলেন,—“সীতা, আমার পরাক্রমের কথা শুন, ইন্দ্র ভগ্ন, কুবের কম্পিত, চন্দ্র আকৃষ্ট, এবং যম মর্দ্দিত হইয়াছে, সেই ভীত দেবগণ যে স্বর্গে রাহয়াছে, তাহাকে ধিক্, কিন্তু সীতা যেখানে অবস্থান করিতেছে, সেই পৃথিবীই ধন্যা।”

সীতা আবার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিলেন, রাবণ আবার বলিয়া উঠিলেন,—“রাম, লক্ষ্মণ, বা স্বর্গস্থ রাজা দশরথেরই স্মরণ লও, সেই কাপুরুষগণের নামোচ্চারণে আমার কি হইবে? মৃগশিশুগণ ব্যাঘ্রকে কখনও পরাভব করিতে পারে না।”

সীতা আবার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিলেন। শুনিয়া রাবণ বলিতে লাগিলেন,—“বিশালাক্ষি, কি জন্ম তুমি বিলাপ করিতেছ? আমাকেই তোমার আর্য্যপুত্র বলিয়া স্থির কর, বিপুলবলশালী রাম দেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।”

তখন সীতা বলিয়া উঠিলেন,—“তোমাকে অভিশাপ দিলাম।”

তাহাতে রাবণ বলিতে লাগিলেন,—“আশ্চর্য্য! পতিব্রতার কি তেজ! বেগভরে আকাশে উদিত হইলে যে আমাকে সূর্য্যরশ্মিতে

দগ্ধ করিতে পারে নাই, 'তোমাকে অভিশাপ দিলাম' ইহার এই কয়টী অল্প অক্ষরে আমি কি না, দগ্ধ হইয়া পড়িলাম।"

সীতা আবার রামচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রক্ষার জন্য বলিলেন, রাবণ তখন সীতাকে গ্রহণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অহে জনস্থানবাসী তপস্বিগণ, আপনারা সকলে শুনুন, এই দশানন বলপূর্ব্বক সীতাকে লইয়া যাইতেছে, রামের যদি ক্ষত্রধর্ম্মে আদর থাকে, তাহা হইলে পরাক্রম প্রদর্শন করুক।"

সীতা আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবার চীৎকার করিয়া রামচন্দ্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে নিজ পক্ষপবনের উৎক্ষেপে বনসমূহকে ক্ষুভিত করিয়া প্রচণ্ডচঞ্চু জটায়ু সেই দিকে আসিতেছিলেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"থাম, এক্ষণে আমার ভুজাকৃষ্ট খড়্গাঘাতে তোমার পক্ষ ছিন্ন করিয়া সেই ক্ষত হইতে বিচ্যুত রুধিরধারায় আর্দ্রগাত্র তোমাকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া রাবণ সীতাকে লইয়া সেই তপোবন হইতে আকাশ-পথে উত্থিত হইলেন, ও জটায়ুর দিকে যাইতে লাগিলেন।

(৬)

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, তপস্বীরা তখন তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা এ বিষয়ের আলোচনাও করিতে-ছিলেন, দুই জন বৃদ্ধতাপস সীতাকে রক্ষা করিবার জন্য সকলকে বলিতেছিলেন। প্রথম তপস্বী বলিতে লাগিলেন,—"নীলোৎপলদামের জ্যোতির ন্যায় রূপে ও মৃণালের মত শুক্লোজ্জ্বল দশনহাস্যে লক্ষিত রাক্ষসপতি ব্যাঘ্রের মৃগীহরণের ন্যায় সীতাকে বলপূর্ব্বকই লইয়া যাইতেছে।"

দ্বিতীয় বলিয়া উঠিলেন,—"এই সমাদরণীয়া বৈদেহী ভুজঙ্গীর ন্যায় নানা চেষ্টা দেখাইতেছেন, এবং পুষ্পিতা লতার ন্যায় কম্পিতা হইয়া উঠিতেছেন বটে, কিন্তু পাপাত্মা দশানন তপোবন হইতে সিদ্ধির ন্যায় তাঁহাকে লইয়া চলিল।"

তাহার পর আবার তাঁহারা সীতাকে রক্ষা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্য শেষ হইতে না হইতে 'আমি থাকিতে তুই কোথায় যাইবি' রাবণকে এই কথা বলিয়া যেন দশরথের ঋণপরিশোধের নিমিত্ত জটায়ু আকাশপথে উড্ডীন হইলেন, রোষভরে ঘূর্ণিতলোচন রাবণও তখন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ক্রমে সেই অন্তরীক্ষে তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জটায়ু পক্ষদ্বয়ে বীরত্বসূচক যুদ্ধ পরাভব করিয়া প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন, চঞ্চুযুগের ঘর্ষণে তীব্র ও চপল হইয়া তিনি রাবণকে বেষ্টনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, আর বজ্রাগ্রের বিষম শৈল বিদারণে শিলোৎপাটনের মত তীক্ষ্ণ লৌহকণ্টকতুল্য নখরসকলে রাবণবক্ষের ভীষণ মধ্যভাগে আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া জটায়ুর দক্ষিণ স্কন্ধে আঘাত করিলে, তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন। নিজের বীর্য্যানুরূপ চেষ্টা দেখাইয়া ক্রীড়া-ময়ূরের ন্যায় শত্রুর বিষয় চিন্তা না করিয়া রাক্ষস-পতির প্রদীপ্ত তেজ পরাভব করিয়াও তিনি হস্তিভগ্ন বনবৃক্ষের মত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তপস্বিদ্বয় জটায়ুর স্বর্গ কামনা করিয়া, রামচন্দ্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ভরত অযোধ্যায় একবৎসর রাজ্য পালন করিয়া রামচন্দ্রের সংবাদ লইবার জন্য সুমন্ত্রকে আবার জনস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। সুমন্ত্র তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, কাঞ্চুকীয় কাঞ্চনতোরণদ্বাররক্ষিণী প্রতিহারী

বিজয়াকে সুমন্ত্রের আগমনসংবাদ জানাইবার জন্য ভরতের নিকট যাইতে বলিলেন।

বিজয়া সুমন্ত্র প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"তাহা ত জানি না, তবে হৃদয়স্থিত শোকাগ্নিতে শুষ্ক তাঁহার বদনখানি দেখিয়া এক্ষণে আমার মন অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিতেছে।"

তাহাতে বিজয়া কহিল,—"আপনার কথা শুনিয়া আমারও মন চঞ্চল হইতেছে।"

তাহার পর কাঞ্চুকীয় প্রতিহারীকে ভরতের নিকট সংবাদ দিতে বলিলে সে চলিয়া গেল। বিজয়ার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া ভরত সুমন্ত্রদর্শনের কৌতূহলে প্রতিহারীর সহিত আসিতে লাগিলেন। কাঞ্চুকীয় দূর হইতে তাঁহার জীর্ণ বল্কল ও বিচিত্র জটাজালে ভূষিত পীতমস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে ভরতকুমার এই দিকেই আসিতেছেন। ইনিত গুণবান্‌দিগের মধ্যে প্রখ্যাত, বিপক্ষ-পক্ষের কালস্বরূপ, সূর্য্যবংশের তিলক ও ইন্দ্রতুল্য। আজ্ঞাবশে কুমার নিখিল পৃথিবী পরিরক্ষা করিতেছেন। শ্রীমান্ যেন উদার করভের ন্যায় গতিতে চলিয়াছেন।"

বিজয়ার সহিত ভরত অগ্রসর হইতেছিলেন, কুমার বিজয়াকে বলিতেছিলেন,—"বিজয়া, সত্যই কি মানাস্পদ সুমন্ত্র আসিয়াছেন? পূর্ব্বে আমি আর্য্যকে দেখিতে গিয়া প্রসাদ ও শপথলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, এক্ষণে সুমন্ত্র কি প্রজাবর্গের নয়ন, বুদ্ধি ও মনের অভিরাম শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন?"

সেই সময়ে কাঞ্চুকীয় অগ্রসর হইয়া ভরতের জয় উচ্চারণ করিলেন। ভরত সুমন্ত্র কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কাঞ্চনতোরণদ্বারে

অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া কাঞ্চুকীয় জানাইলেন, ভরত তখন তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন, তাঁহার আদেশে প্রতিহারী ও কাঞ্চুকীয় সুমন্ত্রকে আনিতে চলিয়া গেলেন। কিছুপরে প্রতিহারীর সহিত সুমন্ত্র তথায় আসিলেন. আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"মহারাজের মৃত্যুশোক অনুভব করিলাম, রাজপুত্রের বিপদও চক্ষে দেখিলাম। কিন্তু এক্ষণে মৈথিলীর বিষয় শুনিয়া অধিকদিন জীবিত থাকার যেমন গুণ তেমনই দোষও দেখিতেছি।"

প্রতিহারী সুমন্ত্রকে ভরতের নিকট অগ্রসর হইতে বলিলে, তিনি কুমারের নিকটে আসিয়া জয় উচ্চারণ করিলেন। ভরত তখন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"তাত, আপনি লোকাবিষ্কৃত পিতৃস্নেহ দেখিয়া আসিয়াছেন কি? দ্বিধাভূত অরুন্ধতীচরিত্রও দেখিয়াছেন কি? আর সেই অকারণ বনবাসে অবহিত সৌভ্রাত্রও দেখিতে পাইয়াছেন কি?"

সুমন্ত্র কি উত্তর দিবেন তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া প্রতিহারী কহিল,—"আপনাকে ভর্ত্তৃদারক যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

'কি আমাকে?' বলিয়া সুমন্ত্র উত্তর দিলেন। ভরত তখন সখেদে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ইঁহার কষ্ট অতি দারুণ বলিয়াই বোধ হইতেছে, সন্তাপে ইনি ভ্রষ্টহৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন।"

তাহার পর তিনি সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন?"

সুমন্ত্র উত্তর দিলেন,—"কুমার, আপনার আদেশে রামদর্শনে জনস্থানে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়া পথিমধ্য হইতে ফিরিয়া আসিব কেন?"

সে কথায় ভরত বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনি ক্রোধে বা লজ্জায় কিসে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন না?"

সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"কুমার, শাসিতদিগের ক্রোধ কোথায়? আর গঠিতচিত্তদিগের লজ্জাই বা কোথায়? সে তপোবন তাঁহারা পরিত্যাগ করায়, আমি তাহাকে শূন্য দেখিয়া আসিয়াছি!"

তাহাতে ভরত কহিলেন—"তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন শুনিয়া আসিলেন?"

সুমন্ত্র উত্তর দিলেন,—"বানরগণের নিবাস কিষ্কিন্ধ্যায় তাঁহারা গিয়াছেন শুনিলাম।"

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"বানরেরা বিশিষ্টপুরুষদিগকে জানে না, তাহারা দুঃখিত ভাবেই বাস করে।"

সে কথায় সুমন্ত্র কহিলেন,—"কুমার, তির্য্যগ্‌জাতিরা উপকার বুঝিতে পারে।"

'তাহা কিরূপ' ভরত জিজ্ঞাসা করিলে, সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালিকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট ও হৃতদার হইয়া শৈলবাসী সুগ্রীব তুল্যদুঃখ রামচন্দ্রের দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

ভরত তাহাতে বলিলেন,—"তুল্যদুঃখ কিরূপ?"

সুমন্ত্র তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমিত সমস্তই বলিয়া ফেলিলাম।"

তাহার পর তিনি কহিলেন,—"কুমার, অন্য কিছু নহে, ঐশ্বর্য্যভ্রংশের তুল্যতাই আমার অভিপ্রেত।"

ভরতের তাহা বিশ্বাস হইল না, তিনি বলিলেন,—"তাত, গোপন করিতেছেন কেন? আপনি যদি সত্য না বলেন, তাহা হইলে স্বর্গগত মহারাজের দিব্য দিব।"

তখন সুমন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে আর উপায় কি? শুনুন কুমার, মুনিগণের জন্য রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুতাচরণ

করায়, রাবণ মায়া অবলম্বন করিয়া, সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।”

‘কি, হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে?’ বলিয়া ভরত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সুমন্ত্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সংজ্ঞালাভ করিয়া ভরত বলিতে লাগিলেন,—“হায়! কি কষ্ট, পিতা ও আত্মীয়জনকর্ত্তৃক বিযুক্ত হইয়া, বনবাসে মহাদুঃখ অনুভব করিয়া, আর্য্য আবার পত্নীবিয়োগে প্রভাশূন্য মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তাহা হইলে এক্ষণে কি করি? আচ্ছা, স্থির করিলাম, তাত, আমার সঙ্গে আসুন।”

‘রাজকুমার যাহা আদেশ করেন’ বলিয়া সুমন্ত্র ভরতের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন, মহিষীদিগের চতুঃশালার নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইলে, সুমন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,—“কুমার, আমাদের এখানে যাওয়া সঙ্গত নহে।”

ভরত উত্তর দিলেন,—“এইখানেই আমার প্রয়োজন।”

তাহার পর তিনি দ্বারে কে আছে জিজ্ঞাসা করিলে, বিজয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, ভরত তাহাকে কহিলেন,—“বিজয়ে, সে মাননীয়াকে আমাদের আগমনের কথা জানাও।”

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“ভর্ত্তৃদারক কোন্ কর্ত্রীকে জানাইব?”

ভরত উত্তর দিলেন,—“যিনি আমার রাজা হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।”

বিজয়া মনে মনে ‘না জানি আবার কি ঘটিবে’ বলিয়া কৈকেয়ীকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। প্রতিহারীর মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া কৈকেয়ী বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বিজয়ে, সত্য সত্যই কি ভরত আমাকে দেখিতে আসিয়াছে?”

বিজয়া উত্তর দিয়া কহিল—"দেবি, তাহাই বটে। ভর্ত্তৃদারক রামচন্দ্রের নিকট হইতে তাত সুমন্ত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারই সহিত ভর্ত্তৃদারক ভরত আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।"

শুনিয়া কৈকেয়ী মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"না জানি, কি একটা উপক্রম করিয়া ভরত আবার আমায় তিরস্কার করিবে।"

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভর্ত্তৃদারক আসিবেন কি?"

কৈকেয়ী উত্তর দিলেন,—"যাও, তাহাকে লইয়া এস।"

'দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া বিজয়া ভরতের নিকট গিয়া তাঁহাকে চতুঃশালায় প্রবেশ করিতে বলিল। ভরত তাঁহার মাতাকে বিজয়া তাঁহাদের আগমনসংবাদ জানাইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, বিজয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল, তখন ভরত সুমন্ত্রকে লইয়া চতুঃশালামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া কৈকেয়ী ভরতকে বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস, বিজয়া বলিতেছিল যে, রামের নিকট হইতে সুমন্ত্র ফিরিয়া আসিয়াছে।"

শুনিয়া ভরত কহিলেন,—"ইহার পর তোমাকে একটি প্রিয়সংবাদ দিতেছি।"

তাহাতে কৈকেয়ী বলিলেন,—"তাহা হইলে কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে আহ্বান করিব কি?"

ভরত উত্তর দিলেন—"তাঁহাদের শুনিবার যোগ্য নহে।"

সে কথায় কৈকেয়ী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"না জানি, আবার কি ঘটিবে।"

পরে তিনি ভরতকে কহিলেন;—"তাহা হইলে বল।"

তখন ভরত বলিতে লাগিলেন,—"যিনি তোমার আজ্ঞায় স্বরাজ্য

পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন, তাঁহার পত্নী সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।"

'বটে' বলিয়া কৈকেয়ী নীরব হইলেন। ভরত আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হায়! তেজস্বী ইক্ষ্বাকুগণ তোমার ন্যায় বধূ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের এই বধূপ্রধর্ষণ ঘটিল।"

কৈকেয়ী মনে মনে বলিতেছিলেন,—"তাহা হইলে এক্ষণে সকল কথা বলিবার সময় আসিয়াছে।"

তাহার পর তিনি ভরতকে কহিলন,—"বৎস, তুমিত মহারাজের শাপের কথা জান না।"

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"কি, মহারাজ অভিশপ্ত হইয়া ছিলেন?"

কৈকেয়ী তখন সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"সুমন্ত্র, সমস্ত কথা বিশেষ করিয়া বল।"

'আপনি যাহা আদেশ করেন' বলিয়া সুমন্ত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুনুন কুমার, পূর্ব্বে মহারাজ মৃগয়া করিতে গিয়া কোন একটি সরোবরে কলসীপূরণের শব্দে বন্যহস্তীর রব মনে করিয়া, শব্দভেদী বাণে অন্ধমুনির চক্ষুস্বরূপ পুত্রকে নিহত করিয়াছিলেন।"

শুনিয়া ভরত বলিয়া উঠিলেন,—"নিহত করিয়াছিলেন! পাপ শান্ত হউক, তাহার পর?"

সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—"অবশেষে সেই সত্যভাষী মুনি পুত্রকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া, রোদন করার পর মহারাজকে বলিয়াছিলেন যে, তুমিও আমার ন্যায় পুত্রশোকে বিপন্ন হইবে।"

তাহাতে ভরত বলিয়া উঠিলেন.—"নিশ্চয়ই ইহা কষ্টের বিষয়।"

তখন কৈকেয়ী কহিলেন,—"বৎস, এই জন্যই আমাকে অপরাধিনী

করিয়া পুত্র রামচন্দ্র বনে প্রেরিত হইয়াছে, রাজ্যলোভের জন্য নহে। পুত্রপ্রবাস ব্যতীত এই অপরিহার্য্য ঋষিশাপ ফলিবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

ভরত উত্তর দিলেন,—"পুত্রপ্রবাস যখন তুল্য,তখন আমাকে পাঠান হইল না কেন?"

কৈকেয়ী কহিলেন,—"বৎস, মাতুলকুলে বাস করায়, তোমার প্রবাসত স্বাভাবিক।"

ভরত কহিলেন,—"তাহা হইলে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য প্রেরণের কারণ কি?"

তাহার উত্তরে কৈকেয়ী কহিলেন,—"বৎস, হৃদয় পর্য্যাকুল হওয়ায়, চতুর্দ্দশ দিবস বলিতে আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বলিয়া ফেলিয়াছিলাম।"

শুনিয়া ভরত বলিলেন,—"বিচার করার বেশ পাণ্ডিত্য আছে দেখিতেছি, গুরুজনেরা কি ইহা জানিতেন?"

সে কথায় সুমন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা বশিষ্ঠ, বামদেবপ্রভৃতির অনুমত ও জ্ঞাত ছিল।"

তখন ভরত বলিতে লাগিলেন,—"ইঁহারাইত ত্রৈলোক্যসাক্ষী, তাহা হইলে আপনার কোন অপরাধ নাই। ভ্রাতৃস্নেহের জন্য দুঃখভরে আপনাকে যে দূষিত করিয়াছি, তাহার ক্ষমা করিবেন, মাতঃ, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।"

এই বলিয়া ভরত ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া জননীকে প্রণাম করিলেন। কৈকেয়ী তখন বলিলেন,—"বৎস, কোন্ মাতা পুত্রের অপরাধ ক্ষমা না করেন, উঠ, উঠ, তোমার কোন দোষ নাই।"

উত্থিত হইয়া ভরত বলিতে লাগিলেন,—"অনুগৃহীত হইলাম। আপনাকে বলিতেছি, অদ্যই আমি আর্য্যের সাহায্যের জন্য সমগ্র রাজ-

মণ্ডলীকে উৎসাহিত করিব। আর এক্ষণেই সাগরের বেলাভূমিকে মত্তগজসমূহে অন্ধকার করিয়া সৈন্যাবাসে তাহাকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিব, তাহার পর সমস্ত সৈন্য সাগর পার হইয়া রাবণের সহিত সমুদ্রেরও গ্লানি ঘটাইবে।"

সেই সময়ে একটি কোলাহল উঠিলে, ভরত তাহা জানিতে বলিলেন, সহসা প্রতিহারী উপস্থিত হইয়া কুমারের জয় উচ্চারণ করিয়া জানাইল যে, সীতাহরণের কথা শুনিয়া কৌশল্যাদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন, কৈকেয়ী ও ভরত তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তখন কৈকেয়ী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার সহিত ভরতকে যাইতে বলিলে, ভরত তাঁহার অনুগমন করিলেন।

(৭)

এদিকে বিমল শরৎশশাঙ্কের ন্যায় অভিরাম রামচন্দ্র ত্রৈলোক্যপীড়ক রাবণকে নিহত ও রাক্ষসগণের বিরুদ্ধচরিত্র গুণসমূহে বিভূষিত বিভীষণকে অভিষিক্ত করিয়া দেব ও দেবর্ষিগণের অনুমোদিতা বিশুদ্ধচরিত্রা মাননীয়া সীতাদেবীকে লইয়া প্রধান প্রধান ঋক্ষ ও বানরগণে পরিবৃত হইয়া আবার জনস্থানে আসিতেছিলেন। কুলপতি অগস্ত্যের আশ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইতে লাগিল। একজন তপস্বী তজ্জন্য নন্দিলক নামে সেবককে উদ্যোগ করিতে বলিলেন। নন্দিলক সমস্তই করিয়াছে জানাইয়া কেবল বিভীষণের আত্মীয় রাক্ষসগণের ভোজনের উপায় করিবার জন্য কুলপতিকেই ভার দিতে বলিল, কারণ, তাহারা মনুষ্য ভক্ষণ করে বলিয়া নন্দিলকের আশঙ্কা হইয়াছিল, তপস্বী তাহারা বিভীষণের বশীভূত বলিয়া জানাইলে, নন্দিলক আশ্বস্ত হইল, রাক্ষসসজ্জন বিভীষণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সে তখন, নিজ কার্য্যের

অনুষ্ঠানে চলিয়া গেল। সেই সময়ে তপস্বী দেখিতে লাগিলেন যে, মানবেন্দ্র রামচন্দ্র পুষ্পকরথ হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন, প্রসন্ন মুনিগণ তাঁহাকে 'জয় নরবর, তোমার অপর শত্রু জিত হউক, একচ্ছত্রা পৃথিবী তোমার বশে আসুক,' বলিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। তপস্বীও তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া কুলপতিকে জানাইতে চলিয়া গেলেন।

জনস্থানে আসিয়া রামচন্দ্র বলিতেছিলেন,—"সমুদিতবলবীর্য্য রাবণকে বিনাশ, জগতে গুণসমষ্টির স্বরূপা বিমলচরিত্রা সীতাকে লাভ ও শেষ-পর্য্যন্ত গুরুজনের আদেশ পালন করিয়া, আবার এই মুনিগণের আশ্রমে আসিলাম।"

সীতা তাপসীদিগকে বন্দনা করিবার জন্য আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাঁহার বিলম্বে একটু অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন, পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সীতা মন্দ মন্দ গতিতে তাঁহার নিকটে আসিতেছেন, আর তপস্বিপত্নীরা সেই জনক-রাজপুত্রীকে 'সখি, সীতা, জানকী, বধূ' ইত্যাদি বয়সানুরূপ স্নিগ্ধ বাক্যে সম্ভাষণ করিতেছেন।

সীতা রামচন্দ্রের নিকট আসিতেছিলেন, জনৈক তাপসী রামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতাকে বলিয়া উঠিলেন,—"ইনিই কি তোমার স্বামী? তাঁহার নিকটে যাও, তোমাকে আমরা আর একাকিনী দেখিতে পারিব না?"

শুনিয়া সীতা কহিলেন,—"আজিও আমার প্রতি অবিশ্বাস রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।"

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন, রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"মৈথিলি, আমাদের পূর্ব্বা-

ধিষ্ঠান জনস্থানকে জানিতে পারিতেছ কি? তোমার পুত্রকৃত বৃক্ষ-গুলিকে দেখিতে পাইতেছ কি?"

সীতা উত্তর দিলেন,—"জানিতে পারিতেছি বৈকি? যাহাদিগের পত্র উদ্গত হইতে দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগকে ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"সত্যই বলিয়াছ, কালই নিয়তা ঘটাইয়া দেয়। মৈথিলি, এই সপ্তপর্ণের নিম্নে শুক্লবাসপরিহিত ভরতকে দেখিয়া মৃগ-যূথ যে পরিতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মনে পড়িতেছে কি?"

সীতা উত্তর দিলেন,—"তাহা আমার সুস্পষ্ট ভাবেই স্মরণ হইতেছে।"

রামচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই আমাদের তপস্যার সাক্ষীস্বরূপ তীরভূমি, এইস্থানে পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া চিন্তা করিতে করিতে কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ দেখিয়াছিলাম।"

'আর্য্যপুত্র আর ও কথা বলিও না' বলিয়া সীতা কম্পিতা হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"ভয় পাইও না, সে সময় অতীত হইয়াছে।"

সেই সময়ে লোধ্রপুষ্পের রেণুর ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধূলিরাশি উড়িয়া পড়িতে লাগিল, পবনে চালিত হইয়া তাহা দিক্‌সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, পটহবাদ্যের ধীরনাদের সহিত শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত হইয়া সেই বনপ্রদেশকে নগরের ন্যায় করিয়া তুলিল।

রামচন্দ্র তাহার কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, সহসা লক্ষ্মণ আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া জানাইলেন,—"আপনার দর্শনে উৎসুক হইয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতৃদেবীদিগের সহিত বিপুল সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি? ভরত আসিয়াছে?"

'তাহাই বটে' বলিয়া লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, রামচন্দ্র তখন সীতাকে কহিলেন,—"মৈথিলি, শ্বশ্রূজনের সহিত ভরতকে দেখিবার জন্য চক্ষু প্রসারিত কর।"

সীতা উত্তর দিলেন,—"যথাসময়েই ভরত আসিয়াছে।"

তাহার পর মাতাদের সহিত ভরত তথায় আসিলেন, আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"সেই সমস্ত প্রবল ও বিষম বিষয়সকল হইতে বিমুক্ত মেঘমুক্ত বিমল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় আর্য্যার সহিত গুরুকে দেখিবার জন্য স্বজনগণের সঙ্গে প্রসন্নহৃদয়ে উপস্থিত হইলাম।"

রামচন্দ্র মাতৃদেবীদিগকে প্রণাম করিলেন, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"চিরজীবী হও; তোমাকে অবসিতপ্রতিজ্ঞ ও বধূসহ কুশলী দেখিয়া আমাদের আনন্দবৃদ্ধি হইতেছে।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, লক্ষ্মণ মাতাদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা তাঁহাকেও 'চিরজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণের পর সীতা শ্বশ্রূগণের চরণবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা বধূকে 'চিরমঙ্গলা হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন ভরত রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এস বৎস, ইক্ষ্বাকুকুমার, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আয়ুষ্মান্ হও, কপাটদ্বয়প্রমাণ বক্ষ প্রসারণ করিয়া সুবিপুল ভুজযুগে আমাকে আলিঙ্গন কর, তোমার ঐ শরদিন্দুনিভ আননখানি তুল দেখি, আর আমার এই দুঃখদগ্ধ শরীরটাকে আহ্লাদিত করিয়া দাও।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া ভরত উত্তর দিলেন। পরে তিনি সীতাকে প্রণাম করিলে, সীতা তাঁহাকে 'আর্য্যপুত্রের চিরসহচর হও'

বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভরত লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলে, তিনি 'দীর্ঘায়ু হও' বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

অবশেষে ভরত রামচন্দ্রকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, রামচন্দ্র 'সে আবার কি' বলিলে, কৈকেয়ী কহিলেন,—"ইহাইত চিরদিনের মনোরথ।"

সেই সময়ে শত্রুঘ্ন সেইখানে আসিলেন, আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"বিবিধ দুঃখে ক্লিষ্ট কিন্তু অক্লিষ্টগুণতেজা রাবণান্তকর গুরুকে দেখিবার জন্য আমার বুদ্ধি ত্বরান্বিত হইয়া উঠিতেছে।"

তাহার পর তিনি অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাকে 'আয়ুষ্মান্ হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শত্রুঘ্ন সীতা ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া যথোপযুক্ত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন।

পরে তিনি রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য, বশিষ্ঠবামদেব প্রজাবর্গের সহিত অভিষেক লইয়া আপনার দর্শনের অপেক্ষায় আছেন, আপনার অনুগ্রহে নানা নদনদী হইতে মুনিগণ স্বয়ং তীর্থোদক আহরণ করিয়া, প্রথমাভিষেকসলিলে সিক্ত আপনার মুখারবিন্দ দেখিবার ইচ্ছা করিতেছেন।"

তাহাতে কৈকেয়ী কহিলেন,—"যাও, বৎস, অভিষেক ইচ্ছা কর।"

'যাহা মাতা আদেশ করেন' বলিয়া রামচন্দ্র তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার অভিষেক আরব্ধ হইলে, পুরোহিতেরা, কাঞ্চুকীয়েরা, প্রজাবর্গ ও পরিচারকগণ 'আপনার জয় হউক, স্বামীর জয় হউক, মহারাজের জয় হউক, ভদ্রমুখের জয় হউক, রাবণান্তকের জয় হউক', ইত্যাদি বলিয়া রামচন্দ্রের গৌরব গান করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীও সুমিত্রা তাহার আলোচনা করিতেছিলেন।

তাহার পর জনস্থানবাসী তপস্বিগণের নিকট এইরূপ বিজয় ঘোষণা হইল যে, সূর্য্যের অন্ধকারনাশের ন্যায় শৌর্য্যময়ুখে শত্রু হইতে উদ্ভূত শোকরাশি নাশ করিয়া, সকলাশুভশূন্যা সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্ব-জনের অভিরাম শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে পৃথিবীপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। কৈকেয়ী তাহাতে সন্তুষ্টা হইয়া উঠিলেন।

অভিষিক্ত হইয়া রামচন্দ্র আবার সেখানে আসিলেন, তিনি উৰ্দ্ধ-দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দশরথের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—"পিতঃ, এক্ষণে স্বর্গেই তুষ্টিলাভ ও দৈন্য পরিত্যাগ করুন, আপনি আমার জন্য যাহা অভিলাষ করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল, আমি আদৃত হইয়া পৃথিবীতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম, ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লোক রক্ষা করাই আমার স্বীকৃত।"

ভরত বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রাজাখ্যাপ্রাপ্ত ধারিতছত্র মৌলিভূষিত তীর্থোদকে অভিষিক্ত বিলাসযুক্ত জনসমূহে বন্দিত বালে-ন্দুর ন্যায় আর্য্য রামচন্দ্রকে দেখিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।"

শত্রুঘ্ন বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যের এই অভিষেকে আমাদের বংশ নিষ্পাপ হইল, চন্দ্রের উদয়ে জগৎপ্রকাশের ন্যায় তাহা আবার প্রকাশিত হইয়া উঠিল।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"বৎস লক্ষ্মণ, আমি এক্ষণে রাজ্য লাভ করিলাম।"

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"আপনার গৌরব বর্দ্ধিত হইল।"

সেই সময়ে কাঞ্চুকীয় আসিয়া কহিলেন যে, বিভীষণ, সুগ্রীব, নীল, মৈন্দ, জাম্ববান্, হনুমান্ প্রভৃতি জানাইতেছেন যে, আপনার গৌরব বর্দ্ধিত হইল, রামচন্দ্র সেই মিত্রগণের অনুগ্রহে তাহা ঘটিল বলিয়া কাঞ্চুকীয়কে জানাইতে বলিলেন। কৈকেয়ী আপনাকে ধন্যা মনে

করিয়া, অযোধ্যায় এইরূপ অভ্যুদয় দেখিতে চাহিলে, রামচন্দ্র দেখিতে পাইবেন বলিয়া উত্তর দিলেন।

সহসা সেই বনপ্রদেশ যেন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া উঠিল, রামচন্দ্র চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রাবণের পুষ্পকরথের স্মরণ করায়, তাহা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, রামচন্দ্র সকলকে তাহাতে আরোহণ করিতে বলিলে, সকলে তাহাই করিলেন।

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"স্বজনপরিবৃত হইয়া অদ্যই অযোধ্যাপুরীতে যাইব।"

লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"অদ্যই নাগরিকেরা নক্ষত্রগণের সহিত উদয়গিরিস্থিত চন্দ্রকে দেখিতে পাইবে।"

রামচন্দ্র যেমন সীতা ও আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ লক্ষ্মীযুক্ত হইয়া রাজা পৃথিবী শাসন করিতে থাকুন।"

অভিষেক।

(১)

জনস্থান হইতে লঙ্কাধিপতি দশানন সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, রামলক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধার অভিমুখে অগ্রসর হন। কিষ্কিন্ধাধিপতি বানররাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত পথিমধ্যে তাঁহাদের মিলন ঘটে, সুগ্রীবও বালিকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট ও হৃতদার হইয়া সাহায্যান্বেষণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, উভয়ে উভয়ের সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, প্রথমে সুগ্রীবের শত্রু বালীকে নিহত করাই স্থির হয়। হরিহর যেমন ইন্দ্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, রামলক্ষ্মণও সেইরূপ রাজ্যভ্রষ্ট সুগ্রীবের পুনঃস্থাপনের জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। রামচন্দ্র যখন সুগ্রীবকে আশ্বাসপ্রদানের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন, তখন সেই কর্ণবিদারক ধ্বনিকে পবনচালিত মেঘসমূহের গর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে 'এদিকে, এদিকে' বলিয়া আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমার শত্রু অদ্য আমার শায়কে নিহত হইয়া ভিন্ন ও বিকীর্ণ দেহে সহসা ভূতলে পতিত হইবে, তুমি ভয় ত্যাগ কর, আমার সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, তুমি দেখিতে পাইবে বালী যুদ্ধে নিহত হইয়া গিয়াছে।"

সুগ্রীব উত্তর দিলেন,—"দেব! আপনার অনুগ্রহে আমি দেবতাদেরও রাজ্যপর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি, বানরদিগের রাজ্যের ত কথাই নাই, কারণ, আপনার পরিত্যক্ত শায়ক যখন মহাবনে হিমগিরির শৃঙ্গোপম সপ্তসাল ভেদ করিয়া, বেগবশে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, নাগলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, এবং সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আবার

ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহা যে বালিহৃদয় ভেদ করিবে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।"

সুগ্রীবের সহিত হনুমান্ ছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্! আপনার মুখনিঃসৃত বাক্যে আমাদের ভয় ও শোক বিনষ্ট হইয়াছে, রঘুবর, বানরদিগকে জয়দানের জন্য তাহা হইলে সজলজলদনিভ গিরির নিকটে চলুন।"

কিছুদুর অগ্রসর হইলে, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আর্য্য, বৃক্ষ-সকলের চাকচিক্যের জন্য বোধ হইতেছে যেন কিষ্কিন্ধা নিকট হইয়া আসিয়াছে।"

সুগ্রীব বলিয়া উঠিলেন,—"কুমার সত্যই বলিয়াছেন, রাজন্ আপনার বাহুরক্ষিত আমরা বানররাজের বাহুরক্ষিতা কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ঘোরনাদে নৃলোক অচৈতন্য ও পর্ব্বতসকলকে বিচলিত করিয়া তুলি।"

'আচ্ছা, তুমি অগ্রসর হও' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া সুগ্রীব অগ্রসর হইলেন, পরে তিনি বালীকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে প্রভু, বিনাপরাধে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই সুগ্রীব যুদ্ধে আপনার পাদশুশ্রূষা করার ইচ্ছা করিতেছে।"

দুরে শব্দ হইল, 'কি, কি, সুগ্রীব'? সঙ্গে সঙ্গে বালী তাহাই বলিতে বলিতে সুগ্রীবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার পত্নী তারা তাঁহার বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া বাধা দিতেছিলেন, বালী তাঁহাকে বলি-তেছিলেন,—"অনিন্দিতাঙ্গি তারা, আমার বস্ত্র ত্যাগ কর, অয়ি বিগলিত-বক্তু নয়নে, তুমি কি করিতে প্রবৃত্ত হইলে? অদ্য যুদ্ধে নিহত শোণিত-প্লাবিতাঙ্গ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবে।"

শুনিয়া তারা কহিলেন,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, অল্পকারণে সুগ্রীব আসে নাই, তাই বলিতেছি, অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যাওয়া উচিত।"

তাহাতে বালী বলিয়া উঠিলেন,—"চন্দ্রাননে, ইন্দ্র‌শাণিত-পরশুহস্ত শিব, অথবা বিকশিতপদ্মলোচন বিষ্ণু আমার শত্রুর সহায় হউন, আমার নিকট আসিয়া কেহই প্রহার করিতে সমর্থ হইবেন না।"

তারা কিন্তু নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, এজনার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার উচিত।"

বালী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার পরাক্রমের কথা শুন, পুরাকালে অমৃতমন্থনের সময় আমি তথায় গিয়া, দেবাসুর-গণকে উপহাস করিয়া, উৎফুল্লনেত্র ভীষণাকৃতি বাসুকিকে এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলাম যে, তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিল।"

তারা তখনও পর্য্যন্ত 'মহারাজ প্রসন্ন হউন' বলিতে লাগিলেন, বালী এবার বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি আমার বশানু-বর্ত্তিনী হও, অভ্যন্তরে গমন কর।"

'মন্দভাগিনী আমি চলিলাম' বলিয়া তারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন বালী বলিলেন,—"যাক্ তারাত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এইবার সুগ্রীবকে ভগ্নগ্রীব করিতেছি।"

তাহার পর তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া সুগ্রীবকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সুগ্রীব, থাক, থাক, ইন্দ্র বা প্রভু মধুসূদন তোমার সহায় হউন, আমার চক্ষুপথে পতিত হওয়ায়, তোমাকে আর জীবিত অবস্থায় যাইতে হইবে না।"

সুগ্রীব উত্তর দিলেন,—"মহারাজ যাহা আজ্ঞা করেন।"

পরে উভয়ে যুদ্ধারম্ভ করিলেন, রামলক্ষ্মণ বিস্মিতনেত্রে তাহা দেখিতে লাগিলেন, বালীর পরাক্রম দেখিয়া রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে ভীমরক্তনেত্রে দশননিকর বিকাশ করিয়া, মুষ্টিবদ্ধ ভীষণ বানররাজকে জগদ্দহনে ইচ্ছুক প্রলয়াগ্নির ন্যায় বোধ হইতেছে।”

লক্ষ্মণ তাঁহাকে সুগ্রীবেরও বিক্রম দেখিতে বলিয়া কহিলেন,—“প্রফুল্ল কোকনদের ন্যায় লোহিতলোচন স্বর্ণকেয়ূরে ভূষিতবাহু সুগ্রীব বানরত্বের জন্য সাধুদিগের আচরণ পরিত্যাগ করিয়া, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বানররাজকে পরাভব করিয়া ধাবিত হইতেছে।”

কিন্তু সুগ্রীবের সে বিক্রম অধিকক্ষণ রহিল না, তিনি বালিকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে তাহা বলিলেন।

তাহা দেখিয়া হনুমান ‘হা ধিক’ বলিয়া উঠিলেন, পরে তিনি রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ইহার ত এই অবস্থা, বানরেন্দ্র অতি বলবান্, আর আমার প্রভু দুর্ব্বল, এক্ষণে অবস্থা ও শপথের কথা সমস্ত আর্য্য, চিন্তা করিয়া দেখুন।”

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—“হনুমান্, ভীত হইও না, আমি ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।”

এই বলিয়া তিনি শর ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“ঐ দেখ, বালী পতিত হইল।”

লক্ষ্মণ তখন বলিয়া উঠিলেন,—“রুধিরাক্ত গাত্রে বিগলিত রক্তনেত্রে কঠিন বিশালবাহু বানররাজ যমলোকে প্রবেশের ইচ্ছায় শরবিদ্ধ শান্তবেগ শরীরকে কোনরূপে বহন করিয়া পতিত হইতেছে।”

বালী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিছু পরে আবার সংজ্ঞালাভ করিয়া

শরে রাম নাম পাঠ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—"অহে রাম, রাজধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসংশয়নাশে লোকসকলের ছলাপনয়নে উদ্যত তোমার ন্যায় বীরের কোন পদ্ধতি আশ্রয় না করিয়া, যুদ্ধে আমাকে ছলনা করা কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? হায়! তোমার ন্যায় সৌম্যরূপ যশোভাজনের বলপূর্ব্বক আমাকে আঘাত করা প্রবল অযশেরই কার্য্য, রাঘব, জীর্ণ বল্কলের বেশধারণে তোমার চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমি ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম, সে সময় আমার প্রচ্ছন্ন বধ তোমার পক্ষে অধর্ম্ম।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"প্রচ্ছন্ন বধ বলিয়া তুমি অধর্ম্ম বলিতেছ?"

বালী উত্তর দিলেন,—"তাহাতে সংশয় নাই।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"তাহা প্রকৃত নহে, দেখ, বাগুরার গুপ্ততা অবলম্বন করিয়া পশুগণের বধেচ্ছা করা হয়, বধ্যত্ব ও পশুত্বের জন্য তুমিও গুপ্তভাবে দণ্ডিত হইয়াছ।"

বালী বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি আমাকে দণ্ডনীয় মনে করিতেছ?"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"তাহাতে কি আর সংশয় আছে।"

বালী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কারণে আমি দণ্ডনীয়?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"অগম্যাগমনের জন্য।"

বালী বলিয়া উঠিলেন,—"অগম্যাগমনের জন্য? তাহাত আমাদের ধর্ম্ম।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"ওকথা সঙ্গত নহে, বানরেন্দ্র তোমার ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান আছে, তুমি কিনা আপনাকে পশু মনে করিয়া ভ্রাতৃজায়াহরণের সমর্থন করিতেছ?"

তাহাতে বালী বলিলেন,—"ভ্রাতৃজায়াহরণে তুল্যদোষ দুজনের মধ্যে আমিই কেবল দণ্ডিত হইলাম, সুগ্রীব হইল না কেন?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"তুমি দণ্ডের যোগ্য বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছ, যে দণ্ডের যোগ্য নহে, তাহার কোন দণ্ড হয় নাই।"

তাহাতে বালী বলিয়া উঠিলেন,—"সুগ্রীব তাহার গুরু আমার ধর্ম্মপত্নীকে অভিমর্ষণ করিল, তাহার দারা হরণ করিয়াছি বলিয়া আমি কি জন্য দণ্ডের যোগ্য হইলাম?"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"জ্যেষ্ঠের কদাচ কনিষ্ঠের দারাহরণ সঙ্গত নহে।"

বালী তখন বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি নিরুত্তর হইলাম, এক্ষণে তোমাকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া আমি নিষ্পাপ হইলাম ত?"

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"তাহাই হউক।"

সুগ্রীব বলিয়া উঠিলেন,—"হে গজেন্দ্রগামিন্, করি করসদৃশ রিপুশস্ত্র-পরিক্ষতাঙ্গ তোমার বাহুযুগল অবনিতলগত দেখিয়া, আমার হৃদয়ও যেন অদ্য ভগ্ন হইতেছে।"

বালী কহিলেন—"সুগ্রীব, দুঃখ করিও না, লোকধর্ম্মই এইরূপ।"

সে সময়ে—'হা হা মহারাজ' এইরূপ শব্দ উঠিল, নারীগণ চীৎকার করিতেছে বুঝিতে পারিয়া বালী সুগ্রীবকে বলিলেন,—"সুগ্রীব, স্ত্রীলোকদিগকে নিবারণ কর, আমার এরূপ অবস্থা তাহাদের দর্শনযোগ্য নহে।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া সুগ্রীব হনুমান্‌কে তাহাই করিতে বলিলেন, হনুমান্ তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে বালিপুত্র অঙ্গদের সহিত তিনি ফিরিয়া আসিলেন, ও বালীর নিকট তাঁহাকে লইয়া চলিলেন, যাইতে যাইতে অঙ্গদ বলিতেছিলেন,— "ঋক্ষগণেশ্বর বানরেন্দ্রের কালের বশীভূত হওয়ার কথা শুনিয়া আমার সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাই আমার পাদক্ষেপ শিথিল হইয়া পড়িতেছে।"

তাহার পর তিনি হনুমান্‌কে বালী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, হনুমান্‌ বানররাজকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—“এই দেখ, মহারাজ কার্ত্তিকেয়ের শক্তিতে বিদীর্ণ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শরভিন্ন হৃদয়ে ধরণীতলে পতিত রহিয়াছেন।”

অঙ্গদ তখন বালীর নিকট গিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“হা, মহারাজ, পূর্ব্বে অভিবলের জন্য আপনি সুখশায়ী ছিলেন, এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষীণ চেষ্টা দেখাইয়া ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন, শরবিদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপনি কি সুস্পষ্টভাবে বীরস্বর্গে যাইবার অভিলাষ করিতেছেন?”

এই বলিয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন, বালী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—“অঙ্গদ, দুঃখিত হও না।”

তাহার পর তিনি সুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন,—“অহে সুগ্রীব, জ্ঞানপূর্ব্বক সম্যক্‌প্রকারে আমার দোষ ক্ষমা করিয়া বানরপতি হইয়া তুমি রোষ পরিত্যাগ ও ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, আমাদের কুলাঙ্কুরকে গ্রহণ কর।”

‘মহারাজ যাহা আদেশ করেন’ বলিয়া সুগ্রীব উত্তর দিলেন। তাহার পর বালী রামচন্দ্রকে কহিলেন,—“অহে, রাঘব, যে কোন অপরাধে হউক, এদুজনের বানরচাপল্য ক্ষমা করিও।”

রামচন্দ্র তাহা স্বীকার করিলেন, বালী তখন সুগ্রীবকে তাঁহাদের কুলধন হেমমালা গ্রহণ করিতে বলিলে, ‘অনুগৃহীত হইলাম’ বলিয়া সুগ্রীব তাহা লইলেন। বালী হনুমান্‌কে জল আনিতে বলিলে, হনুমান্‌ তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন, ও ক্ষণপরে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন, বালী তখন আচমন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“প্রাণ আমাকে ত্যাগ করিতেছে, গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী সকল ও

উর্ব্বশীপ্রভৃতি অপ্সরাগণ আমার নিকটে আসিয়াছেন, যমরাজ আমাকে লইবার জন্য সহস্রহংসযুক্ত বীরবাহী বিমান পাঠাইয়াছেন, এই আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া বালী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সকলে 'হা হা মহারাজ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, রামচন্দ্র তখন বলিলেন,—"বালী স্বর্গে গমন করিয়াছে, সুগ্রীব, ইহার সংস্কারের ব্যবস্থা কর।"

'দেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য' বলিয়া সুগ্রীব উত্তর দিলেন, তাহার পর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের অভিষেকের আয়োজন করিতে বলিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশপালনে রত হইলেন।

(২)

কিষ্কিন্ধারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুগ্রীব প্রত্যুপকারের জন্য বানরদিগকে চারিদিকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়া দিলেন। অঙ্গদ দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য সুগ্রীব বিলমুখ নামে বানরকে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে অন্যান্য বানরবৃন্দও ফিরিয়া আসিল, কার্য্যভার শেষ করিয়া তাহারা আহারে ব্যাপৃত হইল, ককুভ নামে এক বানরযূথপতিও সেইকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে বিলমুখ তাহার নিকট আসিল, বিলমুখ তাহাকে জানাইল যে, সে সুগ্রীবের আজ্ঞায় অঙ্গদের অনুসন্ধানে আসিয়াছে। ককুভ রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, সুগ্রীবের অভিপ্রায়টা কি জানিতে চাহিল, বিলমুখ তখন সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বলিল। ককুভ তাহাকে অর্দ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিলে, বিলমুখ ব্যাপার কি জানিতে চাহিল। ককুভ তখন তাহাকে জানাইয়া দিল যে, পক্ষীন্দ্র সম্পাতির নিকট হইতে সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নাগেন্দ্রের বসতি মহেন্দ্র

পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া হনুমান্ লঙ্কাগমনে উদ্যত হইয়া বীর্য্যপ্রভাবে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাহার পর তাহারা অঙ্গদের নিকট চলিয়া গেল।

লঙ্কার অশোকবনে রাক্ষসীগণে পরিবৃতা হইয়া সীতা অবস্থিতি করিতেছিলেন, দুঃখে, কষ্টে, অপমানে তিনি যেন নিজ অঙ্গেই মিশিয়া যাইতেছিলেন, আক্ষেপ করিতে করিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"হা ধিক্, মন্দভাগিনী আমার অত্যন্ত সহিষ্ণুতা, কারণ, আর্য্যপুত্রবিরহিতা হইয়া এই রাক্ষসরাজভবনে আনীতা হইয়া, অনিষ্টকর, অযোগ্য ও তাহার নিজ মনোরথের অনুরূপ বাক্যসকল শুনিয়াও আমি এখনও জীবিতা রহিয়াছি! অথবা আর্য্যপুত্রের শায়কপ্রত্যয়ে কোনরূপে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াই রাখিয়াছি। আজ যেন কর্ম্মকারের অগ্নিমণ্ডলে জলসেচনের ন্যায় হৃদয়ে একটু প্রসন্নতা অনুভব করিতেছি, আর্য্যপুত্র আমার বিরহে কি প্রসন্নহৃদয়ে আছেন?"

সেই সময়ে হনুমান্ রামচন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়হস্তে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন, রাবণের ভবনসংস্থান দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। কনকরচিত বিচিত্র তোরণসকল, মনিবরপ্রবালশোভিত প্রদেশসমূহ, বিকৃত ভাবে সজ্জিত বিমল বিমানচয় দেখিয়া, তাঁহার লঙ্কাকে ইন্দ্রপুরী বলিয়াই বোধ হইতেছিল, কিন্তু রাবণ এইরূপ অনুত্তমা রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়াও, বিমার্গে গমনের জন্য তাঁহাকে আবার বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি লঙ্কার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, গর্ভাগার, অন্তঃপুর, চতুঃশালা, বিমান, স্নানাগার, রাত্রিবাসের গৃহ এবং গুহাসকলে বিচরণ করিয়া তিনি কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি আপনার পরিশ্রমকে ব্যর্থ বোধ করিলেন। পরে তিনি

একটি হর্ম্ম্যের উপরে আরোহণ করিয়া, আর কোন স্থান আছে কিনা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহসা লঙ্কার প্রমদবনরাশি তিনি দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাই পরীক্ষা করার ইচ্ছা করিলেন। প্রমদবনে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার সমৃদ্ধি হনুমান্‌কে বিস্মিত করিয়া তুলিল। কনক-খচিত প্রবাল ও ইন্দ্রনীলে বিকৃত মহাবৃক্ষসকলের শ্রেণীতে সে প্রদেশ শোভিত দেখাইতেছিল, আর মনোহর শুভ্র তরুসমূহে তাহাকে ইন্দ্রের বিহারভূমির মত বোধ হইতেছিল, হনুমান্ বিচিত্র স্বর্ণরেণুক্ষরণে রমণীয় পর্ব্বতনিকর দেখিলেন, নানা জলচর পক্ষিগণে পূর্ণ দীর্ঘিকাও নিরীক্ষণ করিলেন, নিত্য পুষ্পফলে শোভিত তরুসকলে আচ্ছন্ন প্রদেশ-সমূহও দেখিয়া বেড়াইলেন, লঙ্কার সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল, কিন্তু সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

সহসা অশোকবনের মধ্যে একটি স্থান প্রভাযুক্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইল, তথায় তিনি সীতাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কে ইনি সুমধ্যমা কুরূপা রাক্ষসীগণে পরিবৃতা হইয়া, নীলমেঘমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখার ন্যায় শোভা পাইতেছেন? কৃষ্ণভুজঙ্গের ন্যায় একবেণী ধারণ করিয়া, এই ক্ষীণমধ্যা কান্তসংসক্তচিত্তা অনশনে কৃশাঙ্গী হইয়া, অশ্রুসিক্ত বদনে আতপতাপিত পদ্মমালার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন?"

সেই সময়ে একটি দীপালোক তাঁহার নয়নপথে পড়িল, নিরীক্ষণ করিয়া হনুমান্ বুঝিতে পারিলেন যে, রাবণ আসিতেছেন, মণিখচিত মুকুটমস্তকে, লোহিতায়ত নেত্রে, মত্ত মাতঙ্গের লীলার ন্যায় মদভরে, ললিতগতিতে, যুবতীগণে পরিবৃত হইয়া, সেই রক্ষঃপতি হরিণীদলের মধ্যে সিংহের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। হনুমান্ তখন কি করিবেন চিন্তা করিতে করিতে, অশোকবৃক্ষে আরোহণ করিলেন, ও তাহার

কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে জানিতে ইচ্ছুক হইলেন।

আসিতে আসিতে রাবণ বলিতেছিলেন,—"দিব্যাস্ত্রে দেব, দৈত্য, দানবচমূসকল তাড়িত করিয়া যে রাবণ যুদ্ধে ঐরাবতের দন্ত ও ইন্দ্রের বজ্র বক্ষে আলিঙ্গন করিয়াছে, অবিবেকিনী মুগ্ধেক্ষণা ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়-তাপসে আসক্তা সীতা সেই আমাকে অভিলাষ করিতেছে না! হায়! বিধির কি বিড়ম্বনা!"

সেই সময়ে রজতদর্পণের ন্যায় কুমুদবান্ধব শশাঙ্ক বর্দ্ধিত আকারে উদিত হইলেন, তাহাতে রাবণ পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন, সীতা তখন বৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যানস্তিমিত হৃদয়ে, অনশনক্ষীণ বদনে, নিজ অঙ্গে মিশিয়া যাইবার ন্যায় অত্যন্ত কৃশাঙ্গে, রাক্ষসীগণে পরিবৃতা হইয়া দুর্দ্দিনান্তর্গতা চন্দ্রলেখার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সমস্ত ভোগ, আমাকে এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সীতা সেই মানুষটাতেই হৃদয় ন্যস্ত করিয়া রহিল, কিছুতেই আমার বশে আসিল না।"

হনুমান্ এইবার সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ইনিই ত সেই জনকরাজকন্যা রামপত্নী মৈথিলী, এক্ষণে সিংহদর্শনে ভয়াকুলা মৃগীর ন্যায় পরিতপ্তা হইতেছেন।"

রাবণ সীতার নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কঠোর ব্রত পরিত্যাগ কর, সেই আয়ুহীন কামনাবর্জ্জিত মানুষটাকে ত্যাগ করিয়া অদ্য আমাকে সর্ব্বাঙ্গে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হও।"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"রাবণ উপহাসের যোগ্য, একি আমার বাক্যসিদ্ধি জানে না?"

রাবণের কথা শুনিয়া হনুমানের অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল, তিনি বলিতে

লাগিলেন,—"আশ্চর্য্য! রাবণের কি গর্ব্ব! রামচন্দ্রের সেই বাহুযুগল, সুমহৎ ধনু ও শায়কের কথা না জানিয়া, তাঁহাকে আয়ুহীন বলিতেছে! আমি কিছুতেই ক্রোধ ধারণ করিতে পারিতেছি না, আচ্ছা, আমিই আর্য্য রামচন্দ্রের কার্য্য করিতেছি, অথবা যদি আমি রাবণকে বধ করি, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে বটে, কিন্তু সে যদি আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলে মহাবিঘ্ন ঘটিবে।"

রাবণ আবার সীতাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সুতনু, কৃশাঙ্গি, চারুনেত্রে, কুবলয়দামনিভা বেণী মোচন করিয়া, নানা মণিরত্নে ভূষিত শরীর দশাননকে মনে মনে ভজনা কর।"

শুনিয়া সীতা বলিতে লাগিলেন,—"ধর্ম্ম এখন বিপরীত হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতেছি, কারণ, এখনও এ পাপ রাক্ষসটা জীবিত রহিয়াছে।"

রাবণ আবার সীতাকে কহিলেন,—"দেবি, আমাকে কি ভজনা করিবে না?"

তাহাতে সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"তোমাকে অভিশাপ দিলাম।"

রাবণ বলিতে লাগিলেন,—"উহু! পতিব্রতার কি তেজ! ইন্দ্রাদি দেবতা ও দানবদিগকে যে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে, সেই আমি সীতার ঐ কয়টি অক্ষরে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলাম।"

সে সময়ে দূরে শব্দ হইল,—"দেবের জয় হউক, লঙ্কেশ্বরের জয় হউক, স্বামীর জয় হউক, মহারাজের জয় হউক, দশদণ্ড পূর্ণ হইয়াছে, স্নানসময় অতিক্রান্ত হইল, অতএব এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়।"

রাবণ তখন দলবল লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। হনুমান্ দেখিলেন রাবণ নাই, রাক্ষসীরাও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি সময় বুঝিয়া কোটর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সীতার নিকটে গিয়া

দাঁড়াইলেন, ও তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন,—"অবিধবার জয় হউক, আপনার স্নেহসন্তাপে বিহ্বলচিত্ত আত্মজ্ঞ রাজা রামচন্দ্র আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এ আবার কে? পাপ রাক্ষস আর্য্যপুত্রের সম্পর্কীয়ের ছলে বানররূপে আমাকে বঞ্চনা করিতে আসিয়া থাকিবে, আমি নীরবই থাকিতেছি।"

সীতাকে নীরব দেখিয়া হনুমান্ বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি আমাকে প্রত্যয় করিতেছেন না কেন? কোন আশঙ্কা করিবেন না, শুনুন তবে, ইক্ষাকুকুলপ্রদীপ বানরপতি সুগ্রীবের সহিত মিলিত হওয়ায়, তিনি হনুমান্ নামে এই বানরকে আপনার অন্বেষণে পাঠাইয়াছেন।"

সীতা তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"যে কেহ হউক, আর্য্যপুত্রের নাম কীর্ত্তন করায়, আমি উহার সহিত আলাপন করিব।"

তাহার পর হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্যপুত্রের সংবাদ কি?"

হনুমান্ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুনুন, তবে, তিনি এক্ষণে শুষ্কমুখে, বাষ্পাকুল নেত্রে, অনশনে পরিতপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ, আপনার বরগুণচিন্তায় লাবণ্যশূন্য অধীর কৃশ মদনশরদগ্ধ শরীর বহন করিতেছেন।"

শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হা ধিক্! শোকাকুল আর্য্যপুত্রের কথা শুনিয়া, মন্দভাগিনা আমি এক্ষণে লজ্জিত হইয়া উঠিতেছি। যদি এই বানরের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার বিরহকালীন আর্য্যপুত্রের পরিশ্রম সফল বলিয়া মনে করিতেছি,

আমার জন্য তাঁহার অনুকম্পা ও পরিশ্রম শুনিয়া সুখের ও দুঃখের মধ্যে আমার হৃদয় যেন আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছে।"

তাহার পর তিনি হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপে তোমাদের সহিত আর্য্যপুত্রের মিলন ঘটিল ?"

হনুমান্ উত্তর দিলেন,—"আপনার নিমিত্ত অগ্রজ বালীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, কনিষ্ঠ সুগ্রীবকে তিনি বানররাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন, সেই বানররাজ আপনার অন্বেষণের জন্য সকল দিকে বানরদিগকে পাঠাইয়াছেন,তাহাদের মধ্যে একজন আমি গৃধ্র সম্পাতির বাক্য শুনিয়া, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এইরূপ সমস্তই জানিবেন।"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! দেবতারা কি নির্দ্দয়, আর্য্যপুত্রকে তাঁহারা এইরূপ শোকাকুল করিতেছেন।"

তাহাতে হনুমান্ কহিলেন,—"আপনি দুঃখিত হইবেন না, রামচন্দ্র মহাধনু গ্রহণ করিয়া, বানরসেনা বেষ্টিত হইয়া, রাবণকে সংহার করিবার জন্য লঙ্কার দিকে আসিতেছেন।"

সে কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? ভদ্র, ইহা কি সত্য ? আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

হনুমান্ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, ভর্ত্তৃবৎসলা ভর্ত্তাকে সুস্পষ্টরূপে জানিয়াও, শোকার্ত্ত হওয়ার জন্য দেহান্তরগতার ন্যায় প্রত্যয় করিতে পারিতেছেন না।"

তাহার পর তিনি সীতাকে কহিলেন,—"শুনুন আপনি, আমি এক্ষণে ধনুর্ব্বাণধারী আপনার পতিকে আনিতেছি, আমার প্রতি কোন সংশয় করিবেন না, শীঘ্রই শোকশূন্যা হইয়া আপনি সেই নরশ্রেষ্ঠের পার্শ্বগতা হইবেন।"

তখন সীতা হনুমান্‌কে বলিলেন,—"ভদ্র, আমার এই অবস্থা শুনিয়া আর্য্যপুত্র যাহাতে শোকপরবশ না হন, সেইরূপভাবে তাঁহাকে বলিবে।"

হনুমান্ উত্তর দিলেন,—"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

সীতা আবার বলিলেন,—"যাও, তোমার কার্য্যসিদ্ধি হউক।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া হনুমান্ উত্তর দিলেন, তাহার পর তিনি রাবণকে কিরূপে তাঁহার আগমন জানাইবেন স্থির করিয়া, কোকিলগণ-সেবিত পল্লবসমূহে রমণীয় মনোহর তরুগণে পূর্ণ জলদাভ ত্রিকূটপর্ব্বতস্থ কানন করচরণমর্দ্দনে চূর্ণ করিয়া, রাবণকে বিষয়দর্পহীন করিবার ইচ্ছা করিলেন।

(৩)

হনুমান্ ত্রিকূটপর্ব্বতস্থ অশোককানন ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন, লঙ্কামধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, শঙ্কুকর্ণনামে রাক্ষস রাবণকে এ সংবাদ দিবার জন্য অগ্রসর হইল, সে কাঞ্চনতোরণদ্বারের রক্ষিণীর অনুসন্ধান করিলে, বিজয়া নামে প্রতিহারী আসিয়া কি করিবে জিজ্ঞাসা করিল, শঙ্কুকর্ণ তাহাকে কহিল যে, মহারাজ লঙ্কেশ্বরকে জানাও যে, অশোকবন ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, শঙ্কুকর্ণ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল যে, ভূষণপ্রিয়া মহিষী মন্দোদরী স্নেহবশে যেখানে পল্লব ছিন্ন করেন না, কারণ, মলয়ানিল প্রবাহিত হইলেও তাহাতে তাহারা অঙ্কুরিত হইতে না পারে, এই আশঙ্কা তাঁহার মনে হইয়া থাকে, তাই নববৃক্ষসকল কর দ্বারা স্পর্শ পর্য্যন্ত করা হয় না, ইন্দ্রারির সেই অশোকবন ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, শঙ্কুকর্ণ রাবণকে তাহাই শীঘ্র জানাইতে বলিল। বিজয়া অনেকদিন হইতে রাবণের দ্বাররক্ষিণী ছিল, সে এই নূতন ব্যাপারে

বিস্মিত হইয়া উঠিল, ও শঙ্কুকর্ণের নিকট সমস্ত জানিতে চাহিলে, সে এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যের সংবাদ দেওয়ার জন্য বিজয়াকে শীঘ্র যাইতে বলিলে, বিজয়া তখন চলিয়া গেল।

বিজয়ার নিকট সংবাদ পাইয়া রাবণ সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। বিমল কমলের ন্যায় উগ্রনেত্রে, কনকময় উজ্জ্বল দীপিকা অগ্রে লইয়া, প্রলয়কালীন মার্ত্তণ্ডের মত তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শঙ্কুকর্ণ সতর্ক হইল।

আসিয়া রাবণ বলিতে লাগিলেন,—"অহে নববাক্যবাদিন্, একি শুনিতেছি? শীঘ্র বল, কোন্ নির্ভীক মুমূর্ষু অদ্য মর্দ্দিত করিয়া অশোকবন ভগ্ন করিয়া ফেলিল, ও আমাকে অবমানিত করিল?"

তখন শঙ্কুকর্ণ অগ্রসর হইয়া রাবণের জয় উচ্চারণ করিয়া বলিল,—"একটি বানর অজ্ঞাত ভাবে প্রবেশ করিয়া, ক্রোধবশে অশোকবন ভঙ্গ করিয়াছে।"

শুনিয়া অবজ্ঞাভরে রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি, বানরে ভঙ্গ করিয়াছে? যাও, শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া লইয়া এস।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া শঙ্কুকর্ণ চলিয়া গেল। রাবণ বলিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হউক, যুদ্ধে যে জগত্রয়ের ভীতি উৎপাদন করিয়াছে, সেই আমার অমৃতপায়ী দেবগণ যদি এই রূপ অপ্রিয় করিতে চায়, তাহা হইলে তাহারা অচিরেই নিজ শাঠ্য-সমুদ্ভুত ফল লাভ করিবে।"

সহসা শঙ্কুকর্ণ আসিয়া রাবণের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিল,—"মহারাজ, সে বানরটা অতিবলবান্, সে মৃণালের ন্যায় শালবৃক্ষসকল উৎপাটিত করিতেছে, মুষ্টিপ্রহারে দারুপর্ব্বত ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে, পাণিতলে লতাগৃহসকল মর্দ্দিত করিয়া দিতেছে, হুঙ্কারে প্রমদবন-

রক্ষিগণকে অচৈতন্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে ধৃত করিতে পারে, এরূপ সৈন্তের আজ্ঞা প্রদান করুন।"

শুনিয়া রাবণ বলিলেন,—"তাহা হইলে সেই বানরটাকে ধৃত করার জন্য সহস্র সৈন্য লইয়া যাও।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া শঙ্কুকর্ণ চলিয়া গেল, কিছু পরে আসিয়া রাবণের জয় উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমাদের মহাবৃক্ষসকল লইয়া তাহার প্রহারে আমাদের সেই বলবান্ সৈন্যদিগকে সে নিহত করিয়া ফেলিয়াছে।"

শুনিয়া রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি নিহত করিয়া ফেলিল? তাহা হইলে কুমার অক্ষকে সেই বানরটাকে ধরিবার জন্য আমার আদেশ জানাও।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া শঙ্কুকর্ণ চলিয়া গেল। রাবণ চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কুমার অস্ত্রদক্ষ, বীর ও বলবান্, সহসাই সে বানরটাকে ধরিতে বা বধ করিতে পারিবে।"

শঙ্কুকর্ণ আবার আসিয়া বলিল,—"পরবর্ত্তী সৈন্যপ্রেরণের আদেশ দিন, মহারাজ।"

রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য?"

শঙ্কুকর্ণ বলিতে লাগিল,—"শুনুন তবে মহারাজ, কুমারকে বানরের নিকট যাইতে শুনিয়া, মহারাজের আদেশ না পাইয়াও পঞ্চ সেনাপতি তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।"

রাবণ তাহার পর কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে, শঙ্কুকর্ণ বলিতে আরম্ভ করিল,—"সেনাপতিদিগকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, একটু যেন ভীত হওয়ার ভাব দেখাইয়া, বানরটা তোরণদ্বার অবলম্বন

করিয়া তাহার স্বর্ণময় অর্গলের প্রহারে পঞ্চজনকেই নিহত করিয়া ফেলিল।”

রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহার পর?”

শঙ্কুকর্ণ বলিতে লাগিল,—“পরে কুমার অক্ষ ক্রোধভরে রক্তনেত্রে দ্রুতগামী অশ্বযুক্ত রথ চালনা করিয়া, বর্ষাকালের মেঘের জলধারা-বর্ষণের ন্যায় পরম লঘুতর বাণসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন, বানর কিন্তু সেই বাণসকল প্রতিহত করিয়া, তাঁহার রথে লাফাইয়া পড়িল, ও কুমারের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া ঘর্ষণ করিতে করিতে মুষ্টিপ্রহারে নিহত করিয়া ফেলিল।”

শুনিয়া রাবণ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন,—“কি, কি, নিহত করিয়া ফেলিল? থাম, আমিই সেই কপিজন্তুটাকে ধরিয়া ক্রোধাগ্নিকণায় নিমেষমধ্যে ভস্মীভূত করিতেছি।”

তখন শঙ্কুকর্ণ বলিয়া উঠিল,—“মহারাজ, প্রসন্ন হউন, অক্ষকুমারের বধ শুনিয়া, ক্রোধাবিষ্টহৃদয়ে কুমার ইন্দ্রজিৎ সেই বানরটার নিকটে গিয়াছেন।”

তাহাতে রাবণ কহিলেন,—“তাহা হইলে ব্যাপার কি ঘটিল, জানিয়া এস।”

‘মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য’ বলিয়া শঙ্কুকর্ণ চলিয়া গেল, রাবণ তখন বলিতে লাগিলেন,—“কুমার ত অস্ত্রদক্ষ, আর যুদ্ধে বীরদিগের বধ বা বিজয় ঘটিয়া থাকে, তথাপি এই ক্ষুদ্রকর্ম্মে আমার মনঃপীড়া জন্মিতেছে।”

শঙ্কুকর্ণ আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—“মহারাজের জয় হউক, সেই বানরটার সহিত কুমারের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল, পরে সেটা শীঘ্রই পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িল।”

শুনিয়া রাবণ বলিলেন,—"ইন্দ্রজিৎ একটা বানর বাঁধিয়াছে ইহাতে আর বিস্ময় কি ?"

তাহার পর তিনি 'কে আছ' বলিলে, একজন রাক্ষস আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল, রাবণ তাহার প্রতি বিভীষণকে আহ্বান করার আদেশ দিলেন, রাক্ষস তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল, রাবণ তখন হনুমান্‌কে আনিবার জন্য শঙ্কুকর্ণকে বলিলেন, শঙ্কুকর্ণও তাঁহার আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রাবণ বলিতে লাগিলেন,—"সুরাসুরেরা মিলিত হইয়া যে লঙ্কার কথা মনেও চিন্তা করিতে পারে না, আজ কিনা দশাননকে অভিভূত করিয়া তাহাতে একটা বানর প্রবেশ করিল ? দেবদানবগণের সহিত সমগ্র ত্রৈলোক্য যুদ্ধে পরাজয় করিয়া কৈলাস আক্রমণ করিয়াছিলাম, তাহাতে দেবী পার্ব্বতীর সহিত স্বগণপরিবৃত ভগবান্ মহেশ্বর বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আমার এই পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর বর দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেবী ও নন্দী অভিশাপ প্রদান করেন, সেই অভিশাপ কপিবিকারের ছলেই বা আসিল।"

সেই সময়ে বিভীষণ তথায় আসিলেন, আসিতে আসিতে চিন্তাকুল-হৃদয়ে তিনি বলিতেছিলেন,—"হায় ! মহারাজের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইল, কারণ, আমি অনেকবার রামচন্দ্রকে মৈথিলী প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়াছি, কিন্তু দেখিতেছি, সুহৃদ্‌গণের শোককারণে তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না।"

তাহার পর তিনি অগ্রসর হইয়া রাবণের জয় উচ্চারণ করিলেন, 'বিভীষণ, এস, এস' বলিয়া রাবণ তাঁহাকে বসিতে বলিলেন, বিভীষণও উপবেশন করিলেন, তখন রাবণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিভীষণ, তোমাকে দুঃখিতের ন্যায় বোধ হইতেছে কেন ?"

বিভীষণ উত্তর দিলেন,—"যে প্রভু কথা শুনেন না, তাঁহার ভৃত্যগণের দুঃখিত থাকিবেই।"

তাহাতে রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"ওকথা ছাড়িয়া দাও, তুমি সেই বানরটাকে লইয়া এস।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া বিভীষণ চলিয়া গেলেন। তাহার কিছু পরে হনুমান্‌কে কতকগুলি রাক্ষসে আনিতে লাগিল, তাহারা হনুমানকে 'এদিকে, এদিকে' বলিয়া আকর্ষণ করিতেছিল, বিভীষণও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন, হনুমান্ বলিতেছিলেন,—"আমাকে সেই দুরাত্মা রাক্ষস পরাভূত করিতে পারে নাই, রাক্ষসেন্দ্রকে দেখিবার ইচ্ছায় আমি নিজেই ধরা দিয়াছি।"

তাহার পর তিনি অগ্রসর হইয়া রাবণকে বলিয়া উঠিলেন,—"হে রাজন্! আপনার কুশল ত?"

রাবণ অবজ্ঞাভরে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিভীষণ, ইহারই কি সেই কাজ?"

বিভীষণ উত্তর দিলেন,—"মহারাজ, তাহারও অধিক আছে।"

রাবণ বলিলেন,—"তুমি কিরূপে জানিলে?"

বিভীষণ কহিলেন,—"মহারাজ, উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন ও কে?"

রাবণ তখন হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অহে বানর, তুমি কে? এবং কি কারণে ধৃষ্টভাবে আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ?"

হনুমান্ উত্তর দিলেন,—"শুনুন তবে, অঞ্জনা হইতে সমুৎপন্ন পবনের ঔরসপুত্র রামকর্তৃক প্রেরিত আমি হনুমান্ নামে বানর।"

তাহাতে বিভীষণ রাবণকে বলিলেন,—"মহারাজ, শুনিলেন কি?"

রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"শুনিয়া কি হইবে?"

বিভীষণ আবার হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হনুমান্, রামচন্দ্র কি বলিয়াছেন ?"

হনুমান্ কহিলেন,—"তবে রামচন্দ্রের আজ্ঞা শুনুন।"

তাহাতে রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, রামের আজ্ঞা বলিতেছে ? বানরটাকে বধ কর।"

বিভীষণ তখন বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, সকল প্রকার অপরাধে দূত অবধ্য, অথবা রামের কথা শুনিয়া পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।"

সে কথায় রাবণ হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অহে বানর, সে মানুষটা কি বলিয়াছে ?"

হনুমান্ উত্তর দিলেন,—"শুনুন তবে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থান শঙ্করের শরণাগত হও, অথবা দুর্গম রসাতলে প্রবেশ কর, শরাঘাতে তোমার সর্ব্বগাত্র পরিক্ষত করিয়া যমভবনে পাঠাইয়া দিব, এই কথা রামচন্দ্র বলিয়া পাঠাইয়াছেন।"

শুনিয়া রাবণ হাস্য করিয়া উঠিলেন, ও বলিতে লাগিলেন,—"দিব্যাস্ত্রে দেবগণকে ভয়াভিভূত করিয়াছি, সমস্ত দৈত্যেন্দ্র আমার বশবর্ত্তী, কুবেরের পুষ্পকরথ অপহরণ করায়, তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, মানুষ রাম সেই আমার নিকটে কিরূপে আসিবে ?"

তাহাতে হনুমান্ উত্তর করিলেন,—"এইরূপ বীর হইয়া আপনি কি জন্য প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার পত্নী হরণ করিলেন ?"

সে কথায় বিভীষণ বলিয়া উঠিলেন,—"হনুমান্ বেশ বলিয়াছে, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ আপনি মায়াবশে রামচন্দ্রকে দূরে অপসারিত করিয়া, ভিক্ষুবেশ অবলম্বনে ছলপূর্ব্বক তাঁহার পত্নীকে হরণ করিয়াছেন।"

শুনিয়া রাবণ কহিলেন,—"বিভীষণ, তুমি কি বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিলে?"

বিভীষণ কিন্তু বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্, প্রসন্ন হউন, আমার হিত কথা এই যে, রামচন্দ্রকে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী প্রদান করুন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ আপনাকর্ত্তৃক এই বংশ বিপন্ন হওয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।"

রাবণ উত্তর দিলেন,—"বিভীষণ, ভয় করিও না, দীর্ঘকেশর সিংহ কি মৃগকর্ত্তৃক নিহত হয়? আর মহাগজকে কখনও কি শৃগালে বধ করিতে পারে?"

শুনিয়া হনুমান্ বলিয়া উঠিলেন,—"অহে, দুর্ভাগ্য রাবণ, তোমার রামচন্দ্রকে ওরূপ কথা বলা কি যুক্তিযুক্ত? ওকথা বলিও না, অরে, রাক্ষসাধম রাবণ, সেই বীরাগ্রগণ্য অতুলনীয় ইন্দ্রতুল্য ভুবনৈকনাথকে ক্ষীণপুণ্য সারশূন্য নীচাশয় তোমার কি এরূপ বলা উচিত?"

তাহাতে রাবণ বলিলেন,—"কি? আমার নাম ধরিতেছে? এ বানরটাকে বধ কর, অথবা দূতবধ নিন্দনীয়, শঙ্কুকর্ণ! লাঙ্গুলে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া এই বানরটাকে ছাড়িয়া দাও।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া শঙ্কুকর্ণ উত্তর দিল, ও হনুমান্‌কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, রাবণ আবার হনুমান্‌কে নিকটে যাইতে বলিলে, হনুমান্ তাহাই করিলেন, তখন রাবণ তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সেই মানুষটাকে আমার এই কথা বলিও, যদি তুমি দারাপহরণে অভিভূত হইয়া থাক, এবং তোমার ধনুঃশ্লাঘা থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও।"

শুনিয়া হনুমান্ বলিয়া উঠিলেন,—"তুমিও অচিরে রঘুবরের কার্ম্মুক-নাদে নির্জ্জিত হইয়া, নিজ লঙ্কায় ভগ্ন প্রাচীর, নগর দ্বার ও অট্টালিকা এবং চারিদিকে বানরগণে পীড়িত প্রমদবনসকল দেখিতে পাইবে।"

তাহাতে রাবণ বলিলেন,—"এই বানরটাকে তাড়াইয়া দাও।"

রাক্ষসেরা তখন হনুমান্‌কে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল, বিভীষণ রাবণকে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, মহারাজের হিতের প্রতি আমি একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

রাবণ উত্তর দিলেন,—"বল তবে, সেটা যখন হিতকথা তখন শুনিতেছি।"

বিভীষণ বলিলেন,—"আমার মনে হয়, সর্ব্বপ্রকারেই রাক্ষসকুলের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে।"

রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কারণে?"

বিভীষণ উত্তর দিলেন,—"মহারাজের দুর্ম্মতির জন্য।"

রাবণ কহিলেন,—"আমার দুর্ম্মতিটা কি?"

বিভীষণ বলিলেন,—"সীতাহরণ।"

রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সীতাহরণে কি দোষ?"

বিভীষণ উত্তর দিলেন,—"অধর্ম্ম এবং—"

রাবণ বলিলেন,—"এবং শব্দে তোমার বাক্য শেষ হয় নাই বোধ হইতেছে, তাহা হইলে আর কি বল।"

বিভীষণ কহিলেন,—"তাহাই কেবল—"

তাহাতে রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"বিভীষণ, তুমি গোপন করিতেছ? আমার প্রাণের দিব্য দিতেছি, যদি সত্য কথা না বল।"

বিভীষণ উত্তর দিলেন,—"তাহা হইলে মহারাজ অভয় প্রদান করুন।"

রাবণ কহিলেন,—"আচ্ছা, অভয় দিলাম, তুমি বল।"

বিভীষণ তখন বলিলেন,—"আর বলবানের সহিত যুদ্ধ।"

তাহাতে ক্রোধভরে রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি বলবানের সহিত যুদ্ধ ? শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়া এই রাক্ষসাধমটা আমার তীব্র ক্রোধ জন্মাইতেছে, আর নির্ভীকের ন্যায় কথাও বলিতেছে। কে আছ ? আমার সৌভ্রাত্রের অবজ্ঞা করিয়া যে শত্রুপক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে আমি সম্মুখে দেখিতে ইচ্ছা করি না, ইহাকে নির্ব্বাসিত কর।"

তখন বিভীষণ বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমি নিজেই যাইতেছি, রাজন্ আপনি আমাকে দণ্ডিত করিলেন, আচ্ছা আমি যাইতেছি, কিন্তু আমি অপরাধী নহি, এক্ষণে কামক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করুন।"

তাহার পর তিনি অগ্রসর হইতে হইতে বলিতে লাগিলেন,—"অদ্যই সেই কমললোচন উগ্রচাপধারী রাবণবধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরমকল্যাণাশ্রিত নরদেব রামচন্দ্রের আশ্রয় লইয়া নষ্টপ্রায় রাক্ষসকুলের পুনরুদ্ধার সাধন করিব।"

বিভীষণ চলিয়া গেলে, রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"বিভীষণ চলিয়া গেল ? আমিও তাহা হইলে নগররক্ষার চেষ্টা করি গিয়া।"

এই বলিয়া তিনি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৪)

হনুমান্ লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সীতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য বানরবাহিনী সজ্জিত হইতে লাগিল, সুগ্রীবের আদেশে বানরকাঞ্চুকীয় বলাধ্যক্ষকে সৈন্যসজ্জার কথা বলিলে, বলাধ্যক্ষ এ উদ্যোগের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল, কাঞ্চুকীয় বলিলেন যে, হনুমান্ সীতার সংবাদ লইয়া আসায় এই সজ্জা হইতেছে।

বলাধ্যক্ষ বিশদরূপে তাহা বলিতে বলিলে, কাঞ্চুকীয় বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, লঙ্কায় জনকরাজতনয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, রাবণ ধর্ম্মাচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে, রামচন্দ্র তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হওয়ায়, তাঁহার কার্য্যার্থী রাজা সুগ্রীব ভীষণ বানরবাহিনীসজ্জার আদেশ দিতেছেন। শুনিয়া বলাধ্যক্ষ বানরবাহিনী সজ্জিত করিতে চলিয়া গেল, কাঞ্চুকীয় সংবাদদানের জন্য সুগ্রীবের নিকট অগ্রসর হইলেন।

তাহার পর বিশাল সানুকুঞ্জে গহন মেঘোপম পর্ব্বতসকল, সিংহ, ব্যাঘ্র, গজেন্দ্রের পীত সলিলে পূর্ণা নদীসমূহ, পুষ্পফলে সমৃদ্ধ তরুগণে ভূষিত বিচিত্র মহাকানন অতিক্রম করিয়া, রামচন্দ্র বানরবাহিনী লইয়া, শেষে সমুদ্রতটে উপনীত হইলেন। সমুদ্র তখন সজল জলদের ন্যায় নীল নীরে, ললিত ফেণতরঙ্গের চারুহারে, পতিত নদীসকলে সহস্র বাহু হইয়া অনন্তশয়নে সুপ্ত বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

সাগর তখনও পর্য্যন্ত রামচন্দ্রকে পথ প্রদান না করায়, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, রিপুসংহারে উদ্যত বাণদক্ষ আমাকে সমুদ্র সেই শত্রুকে জীবিত রাখার জন্য নিবারণ করিতেছে?"

সেই সময়ে সজল জলদের ন্যায় রূপে কনকময় ভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ বিভীষণ অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। সুগ্রীব তাঁহাকে অন্য কোন রাক্ষস মনে করিয়া বলিলেন,—"হুতাশনে শলভের প্রবেশের ন্যায় এ রাক্ষসটা এখানে আসিতেছে কেন?"

হনুমান্ তখন বানরবীরসকলকে সাবধান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা শৈলে, বৃক্ষে, মুষ্টিবদ্ধে, দন্তে, নখে, জানুতে, বিকট হুঙ্কারে রাক্ষসবধের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ও নরেন্দ্রকে রক্ষা কর।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"হনুমান্, রাক্ষসের জন্য ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই।"

'দেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য' বলিয়া হনুমান্ উত্তর দিলেন।

অবতীর্ণ হইতে হইতে বিভীষণ বলিতেছিলেন,—"এই ত রামচন্দ্রের শিবিরসন্নিবেশের নিকটে আসিয়া পঁহুছিলাম।"

একটু চিন্তা করিয়া পরে আবার বলিতে লাগিলেন,—"দূতপ্রেরণ না করায়, আমার আগমন জানিতে না পারিয়া, রামচন্দ্র আমাকে কিরূপে মিত্রসম্পর্কীয় বলিয়া জানিতে পারিবেন? বজ্রপাণি দেবগণের সহিত যে ক্রুদ্ধ লঙ্কেশের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন না, তাঁহার অনুজ যে রঘুপতির শরণাগত হইতেছে, এ বিষয়ে তিনি যে কি বলিবেন, বুঝিতে না পারিয়া আমার হৃদয় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু আমার মন যখন বিশুদ্ধ, তখন সেই ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ সাধু আশ্রিত-বৎসল রামচন্দ্রকে শঙ্কা করিব কেন?"

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের স্কন্ধাবার দেখিতে পাইয়া তথায় অবতীর্ণ হইলেন, এবং সেইখান হইতেই তাঁহার আগমনসংবাদ-প্রদানের ইচ্ছা করিলেন। হনুমান্ ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিভীষণকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিভীষণ অবতীর্ণ হইলে, তিনি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন, বিভীষণও হনুমান্‌কে দেখিয়া প্রীত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার দ্বারাই রামচন্দ্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

হনুমান্ রামচন্দ্রের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"রাজন্, আপনার জন্য ভ্রাতাকর্ত্তৃক নির্বিষয়ী হইয়া, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, বিভীষণ আশ্রয় চাহিতেছে? লক্ষ্মণ, তাহাকে সমাদরে লইয়া এস।"

লক্ষ্মণ তাঁহার আজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলে, রামচন্দ্র সুগ্রীবের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"সুগ্রীব, তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ।"

সুগ্রীব উত্তর দিলেন,—"রাক্ষসেরা অনেক মায়া ও ছল অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইজন্য বিবেচনাপূর্ব্বক বিভীষণকে প্রবেশ করান উচিত।"

তাহাতে হনুমান্ বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ ওকথা বলিবেন না, আমরা যেমন দেবের ভক্ত, বিভীষণকেও সেইরূপ মনে করি, আমি লঙ্কায় পূর্ব্বে তাঁহাকে ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিতে দেখিয়াছি।"

তাহাতে রামচন্দ্র বলিলেন,—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যাও, লক্ষ্মণ, তাহাকে সমাদর করিয়া লইয়া এস।"

'আর্য্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য' বলিয়া লক্ষ্মণ অগ্রসর হইলেন, এবং বিভীষণকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভীষণও লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিয়া, নিজে অদ্যই কুশলী হইয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। লক্ষ্মণ তখন তাঁহাকে রামচন্দ্রের নিকট অগ্রসর হইতে বলিলেন, বিভীষণ সম্মত হইলেন, উভয়ে আসিয়া রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভীষণ উত্তর দিলেন,—"অদ্যই কুশলী হইলাম, রাজন্, পদ্মপত্রাক্ষ শরণ্য আপনার শরণাগত হইয়া অদ্য আপনার দর্শনে নিষ্পাপ হইয়া কুশলী হইয়াছি।"

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"আজ হইতে আমার বাক্যে তুমি লঙ্কেশ্বর হও।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া বিভীষণ উত্তর দিলেন।

রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন,—"তোমার আগমনে আমাদের

কার্য্যসিদ্ধি হইল মনে হইতেছে, কিন্তু সাগর উত্তীর্ণ হওয়ারত কোন উপায় দেখিতেছি না।"

সে কথায় বিভীষণ কহিলেন,—"এ বিষয়ে কি আর জানিবেন? যদি সমুদ্র পথ প্রদান না করেন, তাহা হইলে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করুন।"

'সাধু বিভীষণ সাধু, আচ্ছা তাহাই করিতেছি,' বলিয়া রামচন্দ্র সহসা ক্রোধভরে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"যদি সমুদ্র আমাকে পথপ্রদান না করে, তাহা হইলে আমি ইহার সলিল ও পঙ্ক-রাশি শরদগ্ধ ও ভূমিভাগে অসংখ্য হত মৎস্য বিকীর্ণ করিয়া দিব, এবং শীঘ্র ইহার তরঙ্গ প্রতিহত করিয়া ফেলিব।"

সহসা সাগর মধ্যহইতে বরুণদেব নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, —"দেবারিপুর সংহারের জন্য কার্য্যার্থে উপস্থিত নররূপধারী নারায়ণ-দেবের শরভয়ে ভীত হইয়া, আমি শীঘ্র শীঘ্রই তাঁহার শরণগ্রহণে অগ্রসর হইতেছি।"

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে ভগবান্ চক্রশার্ঙ্গগদাধর নিজে কারণভূত হইয়া কার্য্যার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছেন।"

অবশেষে তিনি 'ত্রৈলোক্যকারণ ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করি' বলিয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন, মণিখচিত মুকুটে ভূষিত লোহিতলোচন নবকুবলয়ের ন্যায় নীল মত্তমাতঙ্গের ন্যায় লীলাযুক্ত বরুণদেবকে সলিলরাশির মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, তেজোভয়ে সমস্ত জীবলোককে অবনতের ন্যায় করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন, —"ইনি কে?"

বিভীষণ তাঁহার পরিচয় দিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"দেব, ভগ-বান্ বরুণ উপস্থিত হইয়াছেন।"

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—"কি, ইনি বরুণ? ভগবান্ আপনাকে প্রণাম করিতেছি।"

বরুণ উত্তর দিলেন,—"দেবেশ, আমাকে আপনার নমস্কার করা উচিত নহে, অথবা হে রাজপুত্র, আপনি কোপ করিতেছেন কেন? আর রোষে কি ফল হইবে? নরোত্তম! আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহাই শীঘ্র বলুন।"

তাহাতে রামচন্দ্র কহিলেন,—"লঙ্কাগমনে আপনাকে পথ দিতে হইবে।"

'এই যে পথ, আপনি গমন করুন' বলিয়া বরুণ অন্তর্হিত হইলেন, তখন সাগরের তরঙ্গলীলা স্থির হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ভগবান্ বরুণ অন্তর্হিত হইলেন? বিভীষণ, দেখ, দেখ, ভগবানের অনুগ্রহে সলিলাধিপতি এক্ষণে নিষ্কম্পতরঙ্গযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।"

বিভীষণ বলিলেন,—"দেব, জলনিধিকে এক্ষণে দ্বিধাভূত দেখা যাইতেছে।"

রামচন্দ্র 'হনুমান্ কোথায়' বলিলে, হনুমান্ আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন, রামচন্দ্র হনুমান্‌কে অগ্রে যাইতে আদেশ দিলে, হনুমান্ তাঁহার আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন, আর আর সকলে হনুমানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইতে যাইতে সমুদ্রকে কোন স্থানে ফেনোদ্গারী, কোন স্থানে মীনাকুলজল, কোন স্থানে শঙ্খাকীর্ণ, কোন স্থানে নীলমেঘনিভ, কোন স্থানে তরঙ্গমালাযুক্ত, কোন স্থানে ভীষণ নক্রপূর্ণ, কোন স্থানে ভীমাবর্ত্তময়, এবং কোন স্থানে নিষ্কম্পসলিল দেখিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব ও হনুমান্‌কে সেই বিচিত্রতা লক্ষ্য

করিতে বলিলেন, তাহার পর সমুদ্র পার হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, —"ভগবানের অনুগ্রহে সাগর উত্তীর্ণ হইলাম।"

হনুমান্ তখন রামচন্দ্রকে লঙ্কা দেখাইয়া কহিলেন,—"দেব, ঐ দেখুন লঙ্কা।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লঙ্কার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"হায়! রাক্ষসনগরীর শ্রী অচিরেই বিপন্না হইয়া উঠিবে, আমার শরপবনের পতনে ভগ্না, কপিসৈন্যের তরঙ্গে প্রান্তভাগে তাড়িতা হইয়া, সমুদ্রজলগতা নৌকার ন্যায় রাবণকর্ণধারের দোষে লঙ্কা নষ্ট হইয়া যাইবে।"

তাহার পর তিনি সুবেল পর্ব্বতে সৈন্যসন্নিবেশের জন্য সুগ্রীবকে বলিলে, সুগ্রীব নীলকে তাহা করিতে আদেশ দিলেন। নীল তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন, কিছু পরে তিনি আসিয়া রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"সৈন্যদিগকে ক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া, পুস্তকপ্রমাণে তাহাদের সংখ্যা পরীক্ষা করিতে করিতে, দুইটি অজ্ঞাত বানর ধৃত হইয়াছে, আমরা তাহাদের কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না, দেবই ইহার ব্যবস্থা করুন।"

রামচন্দ্র শীঘ্র তাহাদের লইয়া আসিতে বলিলে, নীল তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন। তাহার পর বানররূপধারী পেটিকা-হস্ত রাবণের মন্ত্রী শুকসারণকে লইয়া বানরগণ আসিতে লাগিল, নীলও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। বানরেরা শুকসারণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কুমুদের সেবক বলিয়া প্রকাশ করিলেন, বানরেরা নীলকে তাহাই জানাইয়া দিল, শুকসারণ নিকটে উপস্থিত হইলে, বিভীষণ বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য

করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ইহারা নিজ সৈনিক বা বানর নহে, রাবণের প্রেরিত রাক্ষস শুকসারণ।"

শুকসারণ দেখিলেন যে, বিভীষণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহারা রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য আমরা রাক্ষসরাজের দুর্ম্মতির জন্য রাক্ষসকুলকে বিপন্ন দেখিয়া, আশ্রয় না পাইয়া, বানররূপে আর্য্যের শরণলাভে উপস্থিত হইয়াছি।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বয়স্য, তুমি কি মনে করিতেছ?"

বিভীষণ উত্তর দিলেন,—"দেব, ইহারা রাক্ষসরাজের অভিমত মন্ত্রী, প্রাণান্তকর বিপদেও এই দুইজনে লঙ্কেশ্বরকে পরিত্যাগ করিবে না, সেই জন্য উপযুক্ত দণ্ডের আদেশ দিন।"

তাহাতে রামচন্দ্র বলিলেন,—"বিভীষণ, ওকথা বলিও না, ইহাদের দণ্ডে আমার কোন লাভ নাই, আর রাক্ষসরাজেরও কোন ক্ষতি হইবে না, অতএব উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

সে কথায় লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"যদি ছাড়িয়া দিতেই হয়, তাহা হইলে সমস্ত স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষার পর দেওয়াই উচিত।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"লক্ষ্মণ ভালই বলিয়াছে, নীল তাহাই কর।"

নীল তাঁহার আজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলে, রামচন্দ্র শুকসারণকে নিকটে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা অগ্রসর হইলে, রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"আমার বাক্যানুসারে রাক্ষসরাজকে বলিও, আমার পত্নীহরণে তিনি নিজে আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করায়, আমি রণাতিথি হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু তাঁহাকেত দেখিতে পাইতেছি না।"

'দেবের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া শুকসারণ চলিয়া গেলেন।

রামচন্দ্র তখন পর পর সমস্ত সৈন্য দেখিতে অভিপ্রায় করিলে, বিভীষণ তাহাতে সম্মত হইলেন। সেই সময়ে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব রশ্মি প্রতিসংহার করিয়া, অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিতেছিলেন, তাঁহাকে সন্ধ্যানুরঞ্জিত দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন হস্তিকুম্ভে উজ্জ্বল লোহিত বস্ত্র আবৃত করিয়া, স্বর্ণতিলক রচিত করা হইয়াছে।

(৫)

রাক্ষসগণের সহিত রামচন্দ্রের যুদ্ধারম্ভ হইল, তাহাতে অনেক রাক্ষসবীর প্রাণত্যাগ করিলেন, অবশেষে ইন্দ্রজিৎ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাবণ সীতাকে বঞ্চনা করিবার জন্য রামলক্ষ্মণের কৃত্রিম মুণ্ডনির্ম্মাণের আদেশ দিলে, রাক্ষসকাঞ্চুকীয় প্রবালতোরণদ্বারের রক্ষীর অনুসন্ধান করিলে, একজন রাক্ষস তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কি করিবে জিজ্ঞাসা করিলে, কাঞ্চুকীয় তাহাকে বিদ্যুজ্জিহ্বকে আহ্বান করিতে বলিলেন। রাক্ষস চলিয়া গেলে, কাঞ্চুকীয় বলিতেছিলেন যে, রাক্ষসকুলের অভ্যুদয় বিপন্ন হইয়া পড়িল, সমস্ত উপায় নষ্ট, বীরপুরুষসকল নিহত, এবং রাবণের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলেও, লঙ্কেশ্বরের বুদ্ধি তখনও পর্য্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করে নাই। যাহার বেলাভূমি চঞ্চল তরঙ্গে আহত, নীল নীর উদ্গত, নক্র সমূহে পূর্ণ সেই সমুদ্রকেও আক্রান্ত দেখিয়া, রামচন্দ্রকে তাঁহার পত্নী প্রদান করিয়া, রাবণ শান্তির ইচ্ছা করিতেছেন না, তাহার পর প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণপ্রভৃতি বীরসকল নিহত হওয়ায়, ইন্দ্রজিৎকে শেষে নির্গত হইতে হইয়াছে, তথাপি মদনবশগত সেই বীরমানী দশানন সচিবগণের নীতিপূর্ণ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, যুদ্ধার্থী হইয়া রঘুকুলশ্রেষ্ঠের

ধর্ম্মপত্নী সীতাদেবীকে প্রদান করিতেছেন না। তাহার পর বিদ্যুজ্জিহ্ব উপস্থিত হইলে, কাঞ্চুকীয় রাবণের আজ্ঞা জানাইয়া, তাহাকে রাম-লক্ষ্মণের মস্তকের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আনিতে বলিলেন, বিদ্যুজ্জিহ্ব তাহাই করিতে চলিয়া গেলে, কাঞ্চুকীয় রাবণের নিকট গমন করিলেন।

অশোকবনে রাক্ষসীগণে পরিবৃতা হইয়া সীতা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন,—"আর্য্যপুত্রের আগমনে আহ্লাদিত হৃদয়ে আবার আবেগের সঞ্চার হইতেছে কেন? যত কুলক্ষণ চক্ষে পড়িতেছে, তথাপি হৃদয়ে মহাভ্যুদয় বর্দ্ধিত হইতেছে, দেবতারা সকল প্রকারে শান্তি বিধান করুন।"

সেই সময়ে রাবণ সেই দিকে আসিতে আসিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, নবকমলহস্তা নারী চলিয়া যাইতেছে, যে সময়ে যুদ্ধে কুবেরকে জয় করিয়া লঙ্কা অধিকার করিয়াছিলাম, সেই সময়েই ত তাহাকে প্রাপ্ত হই।"

তাহার পর তিনি রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার যাওয়া উচিত নহে, কি বলিতেছ? তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের নিকট যাইতেছি। তোমার ধ্বংস হ'ক, কুবেরের আলয়ে তোমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম, রামকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তোমাকে আবার বলপূর্ব্বকই গ্রহণ করিব। ইহাকে প্রয়োজন কি? এক্ষণে সীতাকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করি গিয়া।"

অবশেষে তিনি মদনাবেশে অভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আশ্চর্য্য! ফুলধনুর কি অতুলনীয় বল! সীতার মুখখানি অবলোকন করিয়া আমার নয়নসকল নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার আলিঙ্গনের

অভিলাষী হইয়া শরীর কৃশতর ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, রমণীয় বস্তু-সকলে সন্তাপ জন্মিতেছে। হায়! কি কষ্ট, ত্রিভুবনজয়ী রাবণকে কিনা পুষ্পবাণ জয় করিতেছে?"

তখন সীতার নিকট অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন,—"অরবিন্দ-পত্রাক্ষি সীতে, আমার হৃদয়েশ্বরি, তোমার মানুষগত চিত্তটি ফিরাইয়া লও, অদ্য যুদ্ধে আমার অস্ত্রে নিহত লক্ষ্মণের সহিত তোমার হৃদয়কান্তকে দেখিতে পাইবে।"

শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"রাবণটা নিশ্চয়ই মূর্খ, কারণ, সে হস্তে মন্দরপর্ব্বত তুলিতে ইচ্ছা করিতেছে"

সহসা একজন রাক্ষস রামলক্ষ্মণের কৃত্রিম মস্তক লইয়া উপস্থিত হইয়া, রাবণকে প্রদান ও তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিল,—"কুমার ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত করিয়া, সেই রাজপুত্র মানুষদুইটার মস্তক আপনার প্রীতির জন্য গ্রহণ করিয়াছেন।"

রাবণ তখন সীতাকে বলিয়া উঠিলেন,—"সীতে, সেই মানুষদুইটার মস্তক দেখ।"

'হা আর্য্যপুত্র' বলিয়া সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাবণ আবার সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—"সীতে, সেই আয়ুহীন মানুষে অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া, অদ্যই তুমি বিশালাক্ষি, মহৈশ্বর্য্য লাভ কর।"

চৈতন্য লাভ করিয়া সীতা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হা! আর্য্যপুত্র, পরিমলশূন্য নবকমলের ন্যায় বদন ও ঘূর্ণিত লোচন দেখিয়া মন্দভাগিনী আমি এখনও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া আছি। হা! আর্য্যপুত্র, যতদিন পর্য্যন্ত আমার মরণ না হয়, ততদিন এই দুঃখসাগরে আমাকে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় গমন করিলে, ইহা কি মিথ্যা হইবে?"

তাহার পর তিনি রাবণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভদ্র, যে অসির দ্বারা আর্য্যপুত্রকে বধ করিয়াছ, তাহাতেই আমাকে মারিয়া ফেল।"

রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা সুস্পষ্ট যে, ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই নরাধমকে নিহত করিয়াছে, এক্ষণে কে তোমাকে মুক্ত করিবে?"

নিকটে শব্দ হইল, 'রাম, রাম।'

তাহাতে সীতা বলিয়া উঠিলেন,—"চিরজীবী হও।"

সহসা একটি রাক্ষস প্রবেশ করিয়া 'রাম, রাম' বলিয়া উঠিল, রাবণ বিরক্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাম, রাম কি?"

সে তখন উত্তর দিল,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আবশ্যকীয় সংবাদদানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ায়, আমি অবস্থাবিশেষের আলোচনা করিতে পারি নাই।"

তাহাতে রাবণ তাহাকে বলিলেন,—"আচ্ছা, বল, বল, সেই মনুষ্যতপস্বীটা কি করিল?"

'শুনুন, তবে মহারাজ', বলিয়া রাক্ষস বলিতে আরম্ভ করিল,—"লঙ্কেশ্বরকে অভিভূত করিয়া তেজস্বী ও মহাবল রাম লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার পুত্রকে নিহত করিয়াছেন।"

শুনিয়া রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"দুরাত্মা, সমরভীরু, ইন্দ্রের সহিত যে সমস্ত দেবতাগণকে জয় করিয়াছে, দৈত্যদিগকে যে পরাঙ্মুখ করিয়া দিয়াছে, সেই ইন্দ্রজিৎকে মানুষে নিহত করিল?"

ভীত হইয়া রাক্ষস বলিতে লাগিল,—"মহারাজ প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, মহারাজের চরণে কুমারসম্বন্ধে মিথ্যা বলিতেছি না।"

তখন 'হা বৎস মেঘনাদ' বলিয়া রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন,

রাক্ষস তাহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইল, সংজ্ঞালাভ করিয়া রাবণ বলিতে লাগিলেন,—"হা বৎস, সর্ব্বজগতের পীড়াদায়ক, অস্ত্রদক্ষ, ইন্দ্রজিৎ, শক্রচক্রের দমনকারিন্, বীর, পিতৃবৎসল, যুদ্ধে প্রসিদ্ধ, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি জন্য গমন করিলে ?"

এই বলিয়া তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাহাতে রাক্ষস বলিতেছিল,—"হা ধিক্, বিধাতা ত্রৈলোক্যবিজয়ী লঙ্কেশ্বরের এরূপ দশা ঘটাইলেন।"

পরে সে আবার রাবণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল. মূর্চ্ছাভঙ্গের পর রাবণ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এক্ষণে অনর্থহেতুভূতা সীতাকে আর প্রয়োজন কি ? আর ত্রৈলোক্যবিজয়বিফলা, চঞ্চলা লক্ষ্মীতেই বা প্রয়োজন কি ? আর হতভাগ্য যম, এখনও ভয়বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে নাকি ? হায় ! বৎস ইন্দ্রজিৎ বিনা এখনও স্নেহহীন কঠোরহৃদয় দশানন জীবিত রহিয়াছে ?"

এই বলিয়া রাবণ দুঃখভরে আবার ভূতলে পতিত হইলেন, রাক্ষস রাবণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, রাক্ষসবীরদিগকে সম্বোধন করিয়া, অন্তঃপুরে রক্ষিগণকে সাবধান হইতে বলিল। সেই সময়ে রাক্ষসবীরদিগকে সম্বোধন করিয়া সকলে বলিতে লাগিল যে, প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিতের বিকল সৈন্যসাগরের জন্য ভীত হইয়া অবিরত দেবযুদ্ধজয়ী তোমাদের পলায়ন অনুচিত, বিশেষতঃ এখনও বিংশতিবাহু লঙ্কেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন।

সে কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধভরে রাক্ষসকে আবার কি ঘটিল, জানিয়া আসিতে বলায়, সে তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল, কিছু পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিতে লাগিল,—"ধনুকে বাণযোজনা ও গর্ব্বভরে আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া, বানরগণে পরিবৃত হইয়া,

হাস্যোৎফুল্লনেত্রে যুদ্ধে আপনার পুত্রের বধের পর রামচন্দ্র যেন লঙ্কা দগ্ধ করিতেই আসিতেছেন।"

শুনিয়া ক্রোধভরে সহসা উত্থিত হইয়া রাবণ 'কোথায় সে, কোথায় সে' বলিতে বলিতে, অসি উত্তোলন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ঐরাবতের কুম্ভবিদারণে তীক্ষ্ণধার আমার হস্তস্থিত এই অসি তোমাকে ক্রোধোপহার দিতেছি, দেবতারা তোমায় এক্ষণে রক্ষা করুক, অরে নীচ, কুতাপস, কোথায় যাইবি ? থাম্, থাম্।"

রাক্ষস বলিয়া উঠিল,—"মহারাজ, অতি সাহস করিবেন না।"

সীতা বলিতে লাগিলেন,—"অনিষ্টকর অযোগ্য অনিমিত্ত কার্য্য করিতে উদ্যত রাবণের শীঘ্রই মরণ ঘটিবে।"

সীতাকে লক্ষ্য করিয়া রাবণ বলিয়া উঠিলেন,—"ইহার কারণে আমার অনেক ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃদ্ নিহত হইয়াছে, সেই জন্য শত্রুগত ইহার হৃদয়টা বিদীর্ণ ও অন্ত্রমালা আকর্ষণ করিয়া, তাহারই দ্বারা ভূষিত হইয়া, এই বজ্রসম খড়্গাঘাতে সেই মানুষদুইটার সহিত সকল বানরকুল ধ্বংস করিতেছি।"

তাহাতে রাক্ষস বলিল,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, অনুপস্থিত শত্রুবলের প্রতি এরূপ বৃথা প্রয়াস করিবেন না, অবশ্য স্ত্রীবধও কর্ত্তব্য নহে।"

শুনিয়া রাবণ কহিলেন,—"তাহা হইলে রথ লইয়া এস।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া রাক্ষস চলিয়া গেল, ও রথ লইয়া আবার আসিল। রথে আরোহণ করিয়া রাবণ সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—"সীতে, আজ তুমি দেখিতে পাইবে যে, দেবগণে বেষ্টিত রাঘব আমার ধনুক হইতে বিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণবাণে হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে।"

এই বলিয়া রাবণ দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন। সীতা তখন

বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে দেবতাসকল, যদি আমি কুলসদৃশ-চরিতে আর্য্যপুত্রের অনুসরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহার জয় হউক।"

(৬)

রামরাবণের যুদ্ধ দেখিবার জন্য দেব, দেবর্ষি, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণে আকাশমণ্ডল ছাইয়া গেল। কয়েকটি বিদ্যাধর ইক্ষ্বাকুবংশের বিপুল উজ্জ্বল প্রদীপ্ত কেতু রামচন্দ্রকে রাবণবধের জন্য উদ্যত দেখিয়া, সংগ্রাম-দর্শনের কৌতূহলে হিমালয়ের শিখর হইতে ত্বরিতগতিতে একস্থানে আসিয়া সমবেত হইলেন, তাঁহাদের নিকট তখন সেই রণভূমি ভীষণ বলিয়াই বোধ হইতেছিল, রাক্ষসশরীররূপ সলিলে ব্যাপ্ত, বানর-তরঙ্গযুক্ত, অসিনক্রে পূর্ণ, রামচন্দ্রের শরাংশুতে বর্দ্ধিতবেগ সেই রণস্থল সমুদ্রের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল।

এক দিকে ক্রুদ্ধ বলবান্ বানরযূথপতিগণ উর্দ্ধকর্ণে ও উর্দ্ধপুচ্ছে শত্রুর কণ্ঠগ্রহণে বিশাল লোচন বিস্ফারিত এবং ওষ্ঠদংশনে মুখমণ্ডল ভীষণ করিয়া, বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ডে মস্তক ভগ্ন এবং মুষ্টিপ্রহারে নিহত করিতে করিতে, বজ্রহত শৈলের ন্যায় রাক্ষসসকলকে পাতিত করিতে-ছিলেন, অন্যদিকে শাণিত উজ্জ্বল খড়্গ লইয়া, ক্রোধায়তনেত্রে শুভ্র দন্তরাজি বিকৃত করিয়া, নীলমেঘতুল্য রাক্ষসনিকর বেগবিস্তৃত বদনে বানরসৈন্যগণের যথেচ্ছায় ধাবিত হইতেছিল, ক্রমে রাক্ষসেরা বানর-দিগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, বানরেরা রাক্ষসগণের উপর শিলাবর্ষণ আরম্ভ করিল, অবশেষে মুষ্টিপ্রহার ও জানুসংঘর্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল

সেই সময়ে রাবণ কনকদণ্ডযুক্ত শক্তি-অস্ত্র বিঘূর্ণিত ও উজ্জ্বল দশন-

শ্রেণী বিকৃত করিয়া, রথচালনা করিতে করিতে, উদয়াচলস্থিত নক্ষত্র-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ রামকে দর্শন করিয়া,রাহুর ন্যায় রুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্রও বামকরে ধনু ও দক্ষিণে বাণ পরিবর্ত্তিত করিয়া, ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া, যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়ের ক্রৌঞ্চগিরিদর্শনের ন্যায় রথস্থিত শত্রুকে দেখিতে লাগিলেন। রাবণ তখন সেই কালান্তকোপমা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, ধনুষ্পাণি রামচন্দ্র গর্ব্বভরে তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

শক্তি নিপাতিতা দেখিয়া, ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, বারিধারায় ময়ূরপুচ্ছ যেমন শোভা পায়, রাবণমেঘবিনিঃসৃত বাণজালে রামচন্দ্র সেইরূপ শোভিত হইয়া উঠিলেন, অবশেষে তীব্র কনকময় ধনু উত্তোলন করিয়া, যুদ্ধে ঘোরতর বাণজাল বিকীর্ণ করিতে করিতে, মত্ত গজেন্দ্রের প্রতি তীক্ষ্ণদশন মৃগেন্দ্রের ন্যায় রামচন্দ্র পদভরে রথস্থিত রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন, তাহা দেখিয়া যুদ্ধসাধারণের শঙ্কায়, ইন্দ্র রামচন্দ্রকে তাঁহার রথ পাঠাইয়া দিলেন। মাতলি রথ লইয়া আসিলেন, রথজ্যোতিতে সকল দিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মাতলিকে দেখিয়া তাঁহার কথানুসারে রামচন্দ্র রথে আরোহণ করিলেন, সেই দেবেন্দ্রের জয়দর্পের আস্পদ দৈত্য-বিধ্বংসী রথে আরূঢ় রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত রামচন্দ্রকে ত্রিপুরসংহারে উদ্যত শঙ্করের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

ক্রমে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, রাবণের তীক্ষ্ণ বাণজাল রামচন্দ্রের প্রবল শরে ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা দেখিয়া বানর ও রাক্ষস সৈন্যগণ শস্ত্রপাতে বিরত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

রামরাবণ নানা গতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া, বাণরাশি বর্ষণ করিতে

করিতে, রশ্মিজালে ধরণীদহনে ব্যগ্র দুইটি সূর্য্যের ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাবণ ভীমবেগ শরনিকরে অশ্বসকলকে মর্দ্দিত ও বলপূর্ব্বক ধ্বজ অভিহত করিয়া, বিপুল বাণবৃষ্টির সৃষ্টি করিতে করিতে, ভীষণ চীৎকারে সহাস্য রামচন্দ্রকে অত্যন্ত ভীত করিয়া তুলিলেন। রামচন্দ্র তখন স্থানাক্রমণে শরীর খর্ব্ব করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া,রাবণের তীক্ষ্ণ বাণ-দর্শনে মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় রক্তনেত্র হইয়া উঠিলেন। মাতলির কথানুসারে তখন সেই আশ্রয়দাতা বীর পার্থিব নরপতি ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি ও সূর্য্যের তেজোযুক্ত তীক্ষ্ণধার সেই ভীষণ অস্ত্র রামচন্দ্রের ভুজবেগে বিমুক্ত হইয়া, রাক্ষসেন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিয়া, আবার রামচন্দ্রের নিকটই ফিরিয়া আসিল।

রাবণকে নিহত দেখিয়া, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের ভেরীসকল গম্ভীরনাদে বাজিয়া উঠিল, তাঁহাদের কার্য্যও সিদ্ধ হইল। তাহার পর সকলে রামচন্দ্রকে সমাদর করার জন্য অগ্রসর হইলেন।

রাবণবধের পর রামচন্দ্র বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সীতার নিকট অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে তিনি বলিতেছিলেন, —"যুদ্ধে আমার শরবেগে পীড়িত রাবণকে অতি শীঘ্র নিহত ও সুমতি বিভীষণকে লঙ্কেশ্বর করিয়া, অধিকবলসাধ্য প্রতিজ্ঞার্ণব বাহুবলে উত্তীর্ণ হইয়া, সীতাকে আশ্বাসপ্রদানের জন্য বান্ধবগণের সহিত এক্ষণে লঙ্কাপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি।"

সহসা লক্ষ্মণ আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,— "আর্য্য, আর্য্যা আপনার নিকট আসিতেছেন।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস লক্ষ্মণ, শত্রুগৃহবাসিনী

বৈদেহীর বিয়োগে ও এক্ষণে তাঁহার দর্শনে আমার শোকরাশি ধৈর্য্য নিবারণ করিতেছে।”

‘আর্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য’ বলিয়া লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, সেই সময়ে বিভীষণও প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিলেন, ও বলিতে লাগিলেন,—“রাজন্! আপনার বাহুবলে দুঃখহীনা আপনার ধর্ম্মপত্নী পুরাকালে দৈত্যকুলচ্যুতা লক্ষ্মীর ন্যায় আপনার অনুগ্রহেই উপস্থিত হইয়াছেন।”

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—“বিভীষণ, ইক্ষ্বাকুকুলের বধূ রাক্ষসস্পর্শে দূষিতা হওয়ায়, সেইখানেই থাকুন, পিতা দশরথকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে দর্শন করা উচিত নহে, অকার্য্যবিষয়ে নিমগ্ন ব্যক্তিকে যিনি নিবারণ করেন, তিনিই মিত্র, অন্য প্রকার করিলে, রিপু বলিয়াই জানিবে।”

তাহাতে বিভীষণ বলিয়া উঠিলেন,—“দেব, প্রসন্ন হউন।”

রামচন্দ্র কহিলেন,—“অতঃপর আর তোমার আমাকে পীড়াপীড়ি করা উচিত নহে।”

আবার লক্ষ্মণ আসিয়া রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—“আর্য্যের অভিপ্রায় শুনিয়া, অগ্নিপ্রবেশের জন্য আর্য্যা অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন।”

শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—“লক্ষ্মণ, সেই পতিব্রতার অভিপ্রায়ের অনুষ্ঠান কর।”

‘আর্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য’ বলিয়া লক্ষ্মণ অগ্রসর হইলেন, ও বলিতে লাগিলেন,—“হায়! কি কষ্ট, দেবীর পবিত্রতা জানিয়া ও আর্য্যের আদেশ শুনিয়া, ধর্ম্ম ও স্নেহের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, আমার বুদ্ধি আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছে।”

তাহার পর তিনি 'কে আছ' বলিলে, হনুমান্ আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন।

লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—"হনুমান্, যদি তোমার শক্তি থাকে, তাহা হইলে আর্য্য এইরূপ আদেশ করিতেছেন।"

এই বলিয়া তিনি হনুমান্‌কে রামের আদেশ জানাইয়া দিলেন, শুনিয়া হনুমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি তর্ক করিতেছেন?"

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন,—"আমাদের তর্ক নিস্ফল, অথবা আমাদিগকে আর্য্যের অভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিতে হইবে, চল, আমরা যাই।"

'কুমার যাহা আদেশ করেন' বলিয়া, হনুমান্ লক্ষ্মণের সহিত চলিয়া গেলেন, কিছু পরে লক্ষ্মণ আসিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আর্য্য, প্রসন্ন হউন, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! প্রফুল্লপদ্মমালাসমা আর্য্যা জীবনাশা বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার সকল শ্রমই ব্যর্থ করিয়া, পদ্মবনে হংসীর মত শীঘ্রই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন।"

শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! লক্ষ্মণ, তাঁহাকে নিষেধ কর।"

'আর্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া, লক্ষ্মণ যাইতে উদ্যত হইলে, সহসা হনুমান্ উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, —"অগ্নিস্পর্শে বর্দ্ধিতপ্রভা কনকমালার ন্যায় সেই পবিত্রা অগ্নিমধ্যে নির্ব্বিকার শরীরে রহিয়াছেন।"

বিস্ময়সহকারে রামচন্দ্র 'কি, কি' বলিয়া উঠিলেন, লক্ষ্মণ 'আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য' বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সহসা সুগ্রীব আসিয়া রামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্য হইতে কে একজন জীবিতা জনকতনয়াকে লইয়া আসায়, সকলের প্রণামযোগ্য হইয়া উঠিলেন।"

লক্ষ্মণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"এযে দেখিতেছি, ভগবান্ বিভাবসু আর্য্যাকে অগ্রে করিয়া আমাদের নিকটে আসিতেছেন।"

রামচন্দ্রও বলিয়া উঠিলেন,—"তাইত, ভগবান্ হুতাশন, আমরাই চল, তাঁহার নিকটে যাই।"

এই বলিয়া সকলে অগ্নিদেবের নিকটে গেলেন, রামচন্দ্রকে দেখিয়া অগ্নিদেব 'এই যে ভগবান্ নারায়ণ' বলিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন, রামচন্দ্র অগ্নিদেবকে প্রণাম করিলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"দেবেশ, আমাকে আপনার নমস্কার করা উচিত নহে, হে পুরুষোত্তম, রাজেন্দ্র, এই সর্ব্বলোকনমস্কৃতা অপাপা অক্ষতা বিশুদ্ধা জানকীকে গ্রহণ করুন, আর ইঁহাকে ভগবতী লক্ষ্মী বলিয়াই জানিবেন, মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া তিনি আপনারই অনুগমন করিয়াছেন।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, ও পরে বলিতে লাগিলেন,—"ধূমকেতন, আমি বৈদেহীর পবিত্রতা জানি, তবে লোকসকলের প্রত্যয়ের জন্য আমাকে এইরূপ করিতে হইয়াছে।"

সেই সময়ে অদূরে দিব্যগন্ধর্ব্বগণ গাহিয়া উঠিলেন,—"ত্রৈলোক্য-কারণ ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম, হে ত্রিজগৎপতি, ব্রহ্মা আপনার হৃদয়, রুদ্র আপনার কোপ, চন্দ্রসূর্য্য নেত্রদ্বয়, সরস্বতী জিহ্বা, আপনিই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণপ্রভৃতির সহিত ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন, এই পদ্মালয়া সীতাকে স্বয়ং বিষ্ণু আপনি গ্রহণ করুন।"

আর আর সকলে গাহিতে লাগিলেন,—"আপনি সলিলনিমগ্ন বসুন্ধরাকে বরাহমূর্ত্তিতে উদ্ধার করিয়াছেন, ত্রিভুবনে আপনার ত্রিপাদ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, স্বেচ্ছাক্রমে মূর্ত্তিধর আপনি যুদ্ধে রাবণ বধ করিয়া, যেরূপে দেবীকে আশ্বস্ত করিলেন, দেবতারাও সেইরূপ আশ্বস্ত হন নাই।"

অগ্নিদেব সকলের পরিচয় দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"ভদ্রমুখ, দেব, দেবর্ষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ নিজ নিজ বিভবানুসারে আপনার গৌরবগীতি গাহিতেছে।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন। অগ্নিদেব তখন রামচন্দ্রকে অভিষেকের জন্য যাইতে বলিলে, রামচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন, সীতা ও রামচন্দ্রকে লইয়া অগ্নিদেব চলিয়া গেলে, অভিষেক আরম্ভ হইল, সকলে তখন দেবের জয় হউক, স্বামীর জয় হউক, ভদ্রমুখের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক, রাবণান্তকের জয় হউক, আয়ুষ্মানের জয় হউক বলিতে লাগিল।

দেবতারাই অভিষেকের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া বিভীষণ বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের মহারাজ অদ্য যুদ্ধে প্রতিজ্ঞার্ণব উত্তীর্ণ, নিস্পাপা দেবীকে প্রাপ্ত, সমস্ত দেবতাকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, নির্ম্মলাকাশস্থ চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছেন।"

দেবতাদের সহিত রাজা দশরথও আসিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্যের কি বৈষ্ণব তেজ! যম, বরুণ, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণে বেষ্টিত হইয়া তিনি শোভা পাইতেছেন! আর ইন্দ্র যেমন স্বর্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, দশরথবাক্যে আর্য্যেরও সেইরূপ ঘটিল।"

কিছু পরে অভিষিক্ত রামচন্দ্র ও সীতা অগ্নিদেবের সহিত আবার সেখানে আসিলেন, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—"যিনি আমার হস্তে মঙ্গলসূত্র পরাইয়া সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন, মাতার প্রিয়কার্য্যের জন্য সেই নরপতির আদেশেই আবার অভিষেক নিষিদ্ধ হয়, দৈবগতিপ্রাপ্ত সেই পিতৃদেব এক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে হৃষ্টচিত্তে আবার আমার অভিষেক সম্পাদন করিলেন।"

সেই সময়ে অযোধ্যাবাসী সকলে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, অগ্নিদেব রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"ভদ্রমুখ, ইন্দ্রের আদেশে ভরত, শত্রুঘ্ন ও সমস্ত প্রজাবর্গ আগত হইয়াছে।"

'আনন্দিত হইলাম' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন।

অগ্নিদেব আবার বলিলেন,—"ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণ আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন।

তাহার পর অগ্নিদেব রামচন্দ্রের আর কি প্রিয় কার্য্য করিবেন জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র কহিলেন,—"যদি ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার পর আর কি ইচ্ছা করিব? এক্ষণে গাভীসকল রজঃশূন্য হউক, পরচক্র শান্ত হইয়া উঠুক, আর আমাদের রাজসিংহ সমগ্র বসুন্ধরাকে শাসন করিতে থাকুন।"

বালচরিত।

সত্যযুগে যিনি শঙ্খ ও ক্ষীরের ন্যায় শুক্লবর্ণ নারায়ণ, ত্রেতায় সুবর্ণকান্তি যিনি ত্রিভুবনে ত্রিপাদ অর্পণ করিয়াছিলেন, আবার দ্বাপরে যিনি দুর্ব্বাশ্যামনিভ রামরূপে রাবণ বধ করেন, সেই ভগবান বিষ্ণু কলিযুগে অঞ্জনসন্নিভ দামোদরমূর্ত্তিতে বৃষ্ণিবংশে আবির্ভূত হইলেন।

বর্ষার অর্দ্ধরাত্রিতে যখন সমস্ত সংসার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, প্রবল বায়ুভরে ও মেঘগর্জ্জনে পৃথিবী প্রকম্পিতা, বিদ্যুৎসঞ্চারের পর যখন অন্ধকার আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে ভগবানের আবির্ভাব ঘটিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গহইতে পুষ্পবৃষ্টি ও তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। দেবর্ষি নারদ এই মর্ত্ত্যধামে সেই পুরাণপুরুষকে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করায় ইচ্ছায়, পৃথিবীতে অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই গগনসঞ্চারী ত্রিলোকবিখ্যাত কলহপ্রিয় নারদ ব্রহ্মলোক হইতে মথুরায় পৃথিবী স্পর্শ করিলেন। দেবাসুরবিগ্রহ নিবৃত্ত হওয়ায়, দেবর্ষি নিত্যপ্রশান্ত স্বর্গধামে আনন্দলাভ করিতে পারিতেছিলেন না, বেদাধ্যয়নের অবকাশে তিনি তন্ত্রীবিঘট্টনে ও বৈরসংঘটনে প্রবৃত্ত হইতেন, বেদবাক্যে তাঁহার পরাভক্তি থাকিলেও, এবং তপোবনসকল তাঁহার আদরের বস্তু হইলেও, নখাগ্রহতা বীণা, বৈর ও ভীমকঠিন কলহই তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল।

দেবর্ষি লোকাদি অবিনশ্বর অব্যয় লোকহিতার্থে কংসবধের জন্য বৃষ্ণিকুলে প্রসূত ভগবান্ নারায়ণকে দেখিতে মথুরায় আসিয়াছিলেন,

সেই সময়ে দেবকী মায়াবশে শিশুভাবপ্রাপ্ত ত্রিলোকেশ্বরকে গ্রহণ করিয়া, ধীরে ধীরে স্বগৃহহইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, বসুদেবও তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, শোকপীড়িতা চন্দ্রমুখী প্রশান্তা দেবকী অর্দ্ধরাত্রে ত্রিলোকের অভয়দাতা সুরগুরু দৈত্যকুলবিনাশী চক্রপাণিকে বাহুযুগে মন্দরগিরিবহনের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন। নারদ তখন সেই অনন্তবীর্য্য কমলায়তাক্ষ সুরেন্দ্রনাথ অসুরবীর্য্যবিনাশী ত্রিলোককেতু জগৎকর্ত্তা জনপালক পুরাণপুরুষ ভগবান্ নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। ভগবানের আবির্ভাবে কলহের মূল উৎপন্ন হইল বুঝিয়া নারদ প্রীত হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি ভগবান্ নারায়ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রত্যাগমন করিতে অভিলাষ করিলেন।

প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, নারদ এই বলিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন,—"নরলোকপরায়ণ লোকানন কমলামললোচন রাম রাবণ-বিরোচনপাতন বীর বীর্য্যনিলয় শ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যকারণ ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম।"

তাহার পর তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, শিশুভগবান্‌কে হস্তে লইয়া দেবকী বসুদেবের অন্বেষণ করিতেছিলেন, অবশ্য বসুদেব নিকটেই ছিলেন। পুত্রের জন্মসময়ে শুভ নিমিত্তসকল দেখিয়া, তাঁহার মহানুভাবত্বের সূচনা বুঝিয়া ও কংসের নৃশংসতা চিন্তা করিয়া, দেবকী তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না, অবশেষে তিনি বসুদেবের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, বসুদেব হর্ষবিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহারই নিকটে আসিতেছেন।

আকাশতলে বিদ্যুৎসঞ্চার, প্রচণ্ডবাতপ্রবাহে ও নবমেঘগর্জ্জনে পৃথিবীকে প্রকম্পিতা হইতে দেখিয়া, বসুদেব মনে করিতেছিলেন যে, সেইখানেই গোপনে লোকরক্ষার জন্য অসুরদলের নিধনকারী

ভগবান্ বিষ্ণু সেই দিনেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবকীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইলে, বসুদেব দেখিতে পাইলেন যে, ছয়টি পুত্রের বিনাশে অতিদুঃখিতা সপ্তমটির রক্ষায় প্রবৃত্তা এবং তাঁহার জন্মকালে শুভনিমিত্তদর্শনে বহুগুণে লুব্ধা দেবকী পুত্রনামে কংসমৃত্যুকে বহন করিয়া আসিতেছেন।

অগ্রসর হইয়া দেবকী বসুদেবের জয় উচ্চারণ করিলেন, বসুদেব তাঁহাকে কহিলেন,—"দেবকী, এক্ষণে অর্দ্ধরাত্র, মথুরায় সকলেই প্রসুপ্ত, সেইজন্য যতক্ষণ কেহ দেখিতে না পায়, ততক্ষণ বালকটিকে লইয়া আমি অপসৃত হই।"

দেবকী উত্তর করিলেন,—"আর্য্যপুত্র, ইহাকে কোথায় লইয়া যাইবেন?"

শুনিয়া বসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—"দেবকী, তুমি সত্যই বলিয়াছ, আমিও জানিনা, উহাকে কোথায় লইয়া যাইব, কিন্তু দুরাত্মা কংস একছত্রা পৃথিবী শাসন করিতেছে, কাজেই কোথায় এই আয়ুষ্মান্ নীত হইবে? দৈব যেখানে বিধান করিবেন, সেইখানেই বালককে লইয়া যাইব।"

তখন দেবকী কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, ইহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি।"

বসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—"অতিপুত্রবৎসলে, রাহুর বদনমণ্ডলে প্রবিষ্ট শশাঙ্ককে আর কি দেখিবে? তুমি বালককে ভাল করিয়া দেখিলে, কংস ইহার মৃত্যুস্বরূপই হইয়া উঠিবে।"

দেবকি উত্তর দিলেন,—"না, তাহা কিছুতেই হইবে না।"

বসুদেব বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকল দেবতাই বলুন, তাহা হইলে উহাকে লইয়া এস।"

'আর্য্যপুত্র, গ্রহণ করুন' বলিয়া দেবকী বালকটিকে বসুদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন, গ্রহণ করিয়া বসুদেব বলিতে লাগিলেন,—"বালকের কি গুরুত্ব! সাধু, সাধু, বিন্দ্যমন্দারসার, পদ্মপলাশলোচন শ্রীমান্ বালকটিকে এই দেবকী গর্ভে ধারণ করিয়াছেন! স্ত্রীলোকদিগের ধৈর্য্য কি বিস্ময়কর!"

তাহার পর তিনি দেবকীকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বলিলে, দেবকী আপনাকে হতভাগিনী মনে করিয়া, তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বসুদেব দেখিতে লাগিলেন যে, দেবকী অন্তরীক্ষে ও সলিল-মধ্যে দ্বিধাকৃত চন্দ্রলেখার ন্যায় তাঁহার নিকট মনটি রাখিয়া ও অভ্যন্তরে শরীরটিকে লইয়া যাইতে যাইতে দ্বিধাভূতা হইয়া উঠিয়াছেন। দেবকী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, বসুদেব নগরদ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রথমজাত পুত্রগণের বিনাশের জন্য দুঃখিতহৃদয় কংসভয়ে ব্যাকুল বসুদেব বালকটিকে লইয়া ভুজদ্বয়ে মন্দরগিরিবহনের ন্যায় দ্রুতপদে রাজপথে যাইতে লাগিলেন, নগরদ্বারে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মথুরার সকল লোক নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নগর অতিক্রম করিলেন। সেই সময়ে অন্ধকার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, গাঢ় তমোরাশি যেন অঙ্গে লিপ্ত হইয়া যাইতেছিল, এবং আকাশও যেন অঞ্জনবৃষ্টি করিতেছিল, অসৎপুরুষের সেবার ন্যায় দৃষ্টিও নিষ্ফল হইয়া পড়িতেছিল, অন্ধকারের প্রভুত্বে দিক্‌সকল অপ্রকাশ দেখাইতেছিল, বৃক্ষসমূহ ঘনীভূত বলিয়া বোধ হইতেছিল, সুনিবিষ্ট সংসারের যেন রূপপরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল।

বসুদেব যাইতে পারিতেছিলেন না, সহসা প্রভাসঞ্চারে তিনি দীপালোক বলিয়া মনে করিলেন, তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, দুরাত্মা কংস হয়ত তাঁহার পলায়ন জানিতে পারিয়া, দীপিকা

পরিবৃত হইয়া, তাঁহাকে ধৃত করিতে আসিতেছে। বসুদেব তখন কংসের দর্পচূর্ণ করার ইচ্ছায় কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাশিত করিলেন, তাহার পর ক্ষান্ত হইয়া, চারিদিকে অবলোকন করিয়া, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পরে বুঝিতে পারিলেন যে, সমস্ত সংসার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, তিনি পথ দেখিতে না পাওয়ায়, তাঁহার অপসরণের জন্য কুমারই প্রভা বিস্তার করিয়াছেন।

পথ পাইয়া বসুদেব অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সম্মুখে কালবর্ষণে পূর্ণা ভগবতী যমুনাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার পরিশ্রম ব্যর্থ বলিয়াই মনে হইল, বসুদেব কি করিবেন, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল, দেবতা যদি থাকেন, তাহা হইলে গ্রাহভুজঙ্গসঙ্কুলা, মহোর্শ্মিমালাযুক্তা মনে মনেও দুস্তরা এই নদী ভুজ-ভেলায় শীঘ্র পার হইয়া, প্রয়োজনব্যাকুলতা দূরীভূত ও সিদ্ধি লাভই করিবেন।

নদী পার হইতে আরম্ভ করিয়া, বসুদেব দেখিতে পাইলেন যে, যমুনার জল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, কোন স্থানে তাহা স্থির, আবার কোথাও বা প্রবাহিত হইতেছে, তখন বুঝিলেন যে, ভগবতী যমুনা তাঁহাকে পথ প্রদান করিয়াছেন, ক্রমে তিনি নদীতে অবতরণ করিয়া যমুনা পার হইলেন। পারে আসিলে, তাঁহার কর্ণে হুঙ্কার শব্দ প্রবেশ করিল, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ঘোষপল্লীর নিকটে আসিয়াছেন, নিকটস্থ ঘোষপল্লীতে তাঁহার মিত্র নন্দগোপ বাস করিতেন, নন্দ তাঁহারই জন্য কংসের আদেশে শৃঙ্খলিত ও কশাভিহত হইয়াছিলেন, বসুদেব তথায় প্রবেশের ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু রাত্রিতে তাঁহার গমনে গোপালকেরা শঙ্কিত হইতে পারে বলিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন ১। একটি বটবৃক্ষের তলে

প্রভাতবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার ইচ্ছা করিলেন, এবং বৃক্ষদেবতাকে বলিলেন যে, যদি এই বালক লোকহিতার্থে কংসবধের জন্য বৃষ্ণিকুলে প্রসূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘোষপল্লী হইতে কেহ তাঁহার নিকট আসুক, কেবল তাহাই নহে, তাঁহার মিত্র নন্দগোপই যেন আসেন।

বৃক্ষদেবতা যেন বসুদেবের কথা শুনিলেন, সত্য সত্যই নন্দগোপ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে একটি মৃত বালিকা ছিল, তাঁহার ধর্ম্মপত্নী যশোদা বালিকাটি প্রসবকরামাত্রেই সেই তপস্বিনী বালিকাটি মৃত হইয়া পড়ে, পরদিন ঘোষগণের অনুষ্ঠেয় ইন্দ্রযজ্ঞ উৎসব হইবে, পাছে বালিকার মৃত্যুতে গোপগণ দুঃখিত হয়, এই আশঙ্কায় নন্দ একাকী শৃঙ্খলবদ্ধ গুরুচরণভরে বালিকাটিকে লইয়া চলিয়া আসেন, যশোদা তপস্বিনীও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ায়, পুত্র কি কন্যা প্রসব করিয়াছেন, জানিতে পারেন নাই।

শোকভরে নন্দগোপ বালিকাটিকে বলিতেছিলেন,—"বালিকে, বালিকে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীতে ক্রীড়া না করিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিলে ?"

রাত্রির প্রবল অন্ধকাররাশি তাঁহার নিকট মহিষশতসম্পাতের ন্যায় বোধ হইতেছিল, দুর্দ্দিনে জ্যোৎস্নাবিনষ্টা রাত্রিকে নিমীলিতা-কাশা দেখাইতেছিল, নন্দগোপের নিকট তাহা যেন আবরণে আচ্ছাদিতা প্রসুপ্তা নীলনিবসনা গোপীর ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

নন্দের কথা শুনিয়া বসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—"কে এই রাত্রিতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে ? এ তপস্বী বোধ হয় আমারই সমদুঃখী হইবে।"

নন্দ আবার বলিতে লাগিলেন,—"বালিকে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীতে ক্রীড়া না করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে কেন ?"

নন্দের কথা শুনিয়া বসুদেব আবার বলিয়া উঠিলেন,—"স্বরে বুঝিতে পারিতেছি, ইনি আমার বয়স্য নন্দগোপ।"

তখন তিনি নন্দকে তাঁহার নিকটে আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন, বসুদেবের আহ্বান শুনিয়া নন্দ সভয়ে বলিতে লাগিলেন,— "কে এখানে শ্রুতপূর্ব্ব স্বরে নন্দগোপ নন্দগোপ বলিয়া আহ্বান করিতেছে? একি কোন রাক্ষস, অথবা পিশাচ? এই ভয়ঙ্করী রজনীতে আমার হস্তে একটি মৃত বালিকা রহিয়াছে, এক্ষণে কি করি?"

বসুদেব তাঁহাকে কহিলেন,—"বয়স্য নন্দগোপ, আশঙ্কা করিও না, এদিকে এস।"

সেকথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সতর্কভাবে নন্দগোপ বলিতে লাগিলেন,—"স্বরে ভর্ত্তা বসুদেব বলিয়াই বোধ হইতেছে, তাহা হইলে অগ্রসর হওয়া যাক, অথবা সেখানে গিয়া কাজ কি? ইঁহার নিকট রাজা কংসের কথা শুনায়, আমি অপরাধী হইয়া, কশাদ্বারা তাড়িত ও শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়াছি, আমি যাইব না। অথবা ধিক্ আমার নিষ্ঠুরতায়, ইনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন, আমার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হন, তথাপি আমি রাজশাসনে একটা বন্ধনে বদ্ধ হওয়ার কথা স্মরণ করিতেছি? আমি অগ্রসর হই, আবার এই বালিকাটি কি করি? আচ্ছা, ইহাই করা যাক।"

এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, তাঁহার বোধ হইল যেন সহসা রজনী প্রভাত হইয়া গেল, এবং তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বসুদেব একটি বালককে হস্তে লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। নন্দ বসুদেবের জয় উচ্চারণ করিলেন।

বসুদেব তখন নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বয়স্য নন্দগোপ, ভগবতী গাভীগণের কুশল ত?"

নন্দ উত্তর দিলেন,—"হাঁ, কুশল বটে।"

বসুদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পরিজনেরা কুশলে আছে ত?"

নন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"পরিজনেরা? হাঁ তাহাদেরও কুশল।"

নন্দ সেই সময়ে মৃত বালিকাটিকে আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা দেখিতে পাইয়া বসুদেব তাঁহাকে কহিলেন,—"বয়স্য, ও কি আচ্ছাদিত করিতেছ?"

'কিছু নহে' বলিয়া নন্দ উত্তর দিলেন, বসুদেব তাহাতে বলিয়া উঠিলেন,—"আমার প্রাণের দিব্য যদি তুমি সত্য না বল।"

আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, নন্দ তখন আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই বলিলেন, শুনিয়া বসুদেব কহিলেন,—"লোকের অনিষ্ঠান-স্বরূপ দৈবকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, বয়স্য, বালিকাটির কাষ্ঠ-ভূত শরীরটা ফেলিয়া দাও!"

নন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"ভর্ত্তা, আমি তাহা পারিব না।"

বসুদেব কহিলেন,—"লোকধর্ম্মই এইরূপ, ফেলিয়া দাও।"

'যাহা ভর্ত্তা আদেশ করেন' বলিয়া নন্দ বালিকাটিকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া "বালিকে, বালিকে" বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন, ও ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন, বসুদেব তাঁহাকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া ভূমি হইতে উঠিতে বলিলেন, উত্থিত হইয়া নন্দগোপ বসুদেবের জয় উচ্চারণ করিয়া তিনি কি করিবেন, জিজ্ঞাসা করিলেন।

বসুদেব বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, তুমিত জান যে, কংস আমার ছয়টি পুত্রকে নিধন করিয়াছে।"

নন্দ উত্তর দিলেন,—"হাঁ, তাহা জানি বটে।"

বসুদেব তখন কহিলেন,—"এই সপ্তমটি দীর্ঘায়ু হইবে, কিন্তু

আমার পুত্রভাগ্য নাই, তোমার ভাগ্যে এটি বাঁচিয়া থাকুক, তাই তোমাকে লইতে বলিতেছি।"

নন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"ভর্ত্তা, আমার ভয় হইতেছে, যদি কংস রাজা শুনেন যে, বসুদেবের পুত্র নন্দগোপের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, অধিক কি আর বলিব, আমার মাথাটি যেন গিয়াই বসিয়াছে।"

বসুদেব তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমার কার্য্য নিস্ফল হইল দেখিতেছি, নৃশংসেরা সমস্ত কথাই জানিতে পারে, তাহা হইলে এইরূপই বলা যাক।"

তাহার পর তিনি নন্দকে কহিলেন,—"বয়স্য নন্দগোপ, যদি আমি পূর্ব্বে তোমার কিছুমাত্র উপকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার প্রত্যুপকারের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

শুনিয়া নন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"কি, প্রত্যুপকারের কথা বলিতেছেন? তাহা হইলে, কংসই হউক, বা তাহার পিতা উগ্রসেনই হউক, আপনি বালকটিকে লইয়া আসুন।"

'বয়স্য গ্রহণ কর' বলিয়া বসুদেব বালকটিকে দিতে উদ্যত হইলেন। নন্দ তখন বলিলেন,—"ভর্ত্তা, আমার অশৌচ হইয়াছে, মৃত বালিকাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম. আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি যমুনাহ্রদে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া লই।"

বসুদেব উত্তর দিলেন,—"ঘোষপল্লীতে বাসের জন্য তুমি স্বভাবতঃই শুদ্ধ।"

তাহাতে নন্দ কহিলেন,—"তাহা হইলে আমাদের ঘোষপল্লীর অনুষ্ঠিত ধূলিদ্বারা শুদ্ধ হইতেছি।"

শুনিয়া বসুদেব কহিলেন,—"ইহাতে দোষ কি? তুমি শুদ্ধ হইয়া লও।"

'যাহা ভর্ত্তা আদেশ করেন' বলিয়া নন্দগোপ ধূলি খনন আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তথা হইতে সলিলধারা উত্থিত হওয়ায়, নন্দগোপ বলিয়া উঠিলেন,—"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ধূলি খনন করিতে করিতে ধরণী ভেদ করিয়া চারি হস্ত প্রমাণ সলিলধারা উত্থিত হইতেছে।"

বসুদেব কহিলেন,—"ইহা বালকেরই প্রভাব, তুমি শুদ্ধ হইয়া লও।"

নন্দগোপ শুদ্ধ হইয়া বসুদেবের নিকটে গেলেন, বসুদেব বালকটিকে তাঁহার হস্তে দিতে লাগিলেন, বালকটিকে গ্রহণ করিতে করিতে, নন্দগোপ বলিয়া উঠিলেন,—"ভর্ত্তা, আমার অতিদুর্ব্বল বাহুদুইটি মন্দর-সদৃশ বালকটিকে ধারণ করিতে পারিতেছে না।"

বসুদেব বলিলেন,—"কেন বয়স্য, তুমি ত মহাবলপরাক্রম।"

নন্দ বলিতে লাগিলেন,—"আমার বলপরাক্রমের কথা ভর্ত্তা, শুনুন, ভূমিবিদারণে রত বৃষভের শৃঙ্গ ধরিয়া আমি মোচন করিয়া থাকি, পঙ্কনিমগ্ন ভাণ্ডশকট সঞ্চালন করিতে পারি, কিন্তু এক্ষণে এই বালকটিকে ধারণ কারতে পারিতেছি না।"

সেই সময়ে অন্তরীক্ষে গরুড় ও পঞ্চায়ুধ দেবতা সমবেত হইলেন, এবং তাঁহারা আপনাপন পরাক্রমের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

গরুড় বলিয়া উঠিলেন,—"আমি সুপর্ণ গরুড়, মহাবলশালী, পুরাকালে দেবাসুরসংগ্রামে আমি শার্ঙ্গপাণি ভগবানের রথ ও ধ্বজ হইয়াছিলাম, বিষ্ণুবলে আমি বিষ্ণুকে বহন করিয়া থাকি।"

চক্র বলিতে লাগিলেন,—"আমি কৃষ্ণের করশোভী চক্র, আমার উগ্রতেজ মধ্যাহ্নসূর্য্যের সমান, ত্রিবিক্রমে ও অমৃতমন্থনের সময় আমি দৈত্যদানবগণকে সংহার করিয়াছিলাম।"

শার্ঙ্গ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমি শার্ঙ্গ, সুবৃত্তমধ্যা স্ত্রীর ন্যায়

বিষ্ণুর করলগ্ন হইয়াই থাকি, বিগ্রহকালে পুরুষবীর্য্যবলে দর্পান্বিত হইয়া উঠি। ভগবান্ বিষ্ণুর জন্য আমি সংগ্রামে হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতি-প্রভৃতি শত্রুদিগকে প্রভ্রষ্ট ও প্রভগ্ন করিয়া থাকি।"

গদা বলিয়া উঠিলেন,—"আমি কৌমোদকীনামে হরির গদা, পূর্ব্বে তাঁহার আজ্ঞাবশে বায়ুপ্রবাহ চালিত করিয়া, যুদ্ধে হত দানবগণের শোণিত-নদীতে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।"

শঙ্খ বলিলেন,—"আমি শঙ্খ, বিষ্ণুকর্ত্তৃক ক্ষীরোদসাগর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলাম, আমার শব্দে দেবশত্রুরা যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

খড়্গ কহিলেন,—"আমি নন্দক, আমি সকলকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিয়া থাকি, প্রভু বিষ্ণুর স্মরণমাত্রেই আমি গমন করি।"

তখন আবার চক্র বলিয়া উঠিলেন,—"দৈত্যমর্দ্দন আমরা চক্র, শার্ঙ্গ, গদা, শঙ্খ, খড়্গ বাসুদেবের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারই পারিষদ-রূপে এখানে সমবেত হইয়াছি, এক্ষণে সকলে এস, মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুর বালচরিতের অনুচররূপে প্রচ্ছন্নগোপালবেশে আমরা ঘোষপল্লীতে অবতরণ করি।"

সকলে তাহাতে সম্মত হইয়া বালকরূপী বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে বসুদেব নন্দগোপকে বলিতেছিলেন,—"বয়স্য, বালককে নমস্কার কর।"

নন্দগোপ বলিয়া উঠিলেন,—"ভর্ত্তা, তাহাই হউক।"

তাহার পর তিনি বালকবিষ্ণুকে বলিতে লাগিলেন,—"রাজশিশু, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে ধারণ করিতে গোপজনের কি বল-পরাক্রম আছে?"

নন্দকে অসমর্থ বুঝিয়া চক্রদেবতা তখন ভগবান্‌কে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগবান্ নারায়ণ, আপনাকে প্রণাম, ভগবন্ মহাবিষ্ণো,

আপনার দ্বারা অখিল দেবগণের কার্য্যসকল অকার্য্য ও লোকে শক্তি-সঞ্চার হইবে, তাই হে যদুবংশকেতো, আপনি লঘু হইয়া এই লোকটির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।"

সেই সময়ে বসুদেব নন্দকে কহিলেন,—"এইবার ভাল করিয়া গ্রহণ কর।"

'যাহা ভর্ত্তা আদেশ করেন' বলিয়া নন্দ শিশুভগবান্‌কে গ্রহণ করিলেন।

সেই সময়ে রাত্রিরও প্রায় অবসান ঘটিল, বসুদেব তখন নন্দকে কহিলেন,—"বয়স্য, রজনী প্রভাত হইতে চলিল, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।"

সঙ্গে সঙ্গে নন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ভর্ত্তা, আশ্চর্য্য! আমার বন্ধন খুলিয়া গেল।"

বসুদেব উত্তর দিলেন,—"এ সমস্ত কুমারেরই প্রভাব, তুমি প্রতি-নিবৃত্ত হও।"

নন্দ তাঁহার আদেশপালনে উদ্যত হইলে, বসুদেব আবার তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি স্বভাবতঃই যে স্নেহশীল তাহা জানি, তথাপি ইহার প্রতি বদ্ধমূল স্নেহেরই প্রার্থনা করিতেছি। যাদবদিগের দগ্ধাবশেষে বীজটি রক্ষা করিবার জন্য এক্ষণে তোমারই হস্তে ন্যস্ত করিলাম, তুমি এখন কুমারের কি করিবে বল দেখি?"

নন্দ উত্তর দিলেন,—"ভর্ত্তা, শুনুন, কুমার একটি ঘরে গিয়া ক্ষীর-পান, অন্য ঘরে গিয়া দধিভোজন, অপর ঘরে গিয়া নবনীতভক্ষণ, আর এক ঘরে গিয়া পায়স-আহার অন্য আর এক ঘরে গিয়া তক্র-ভাণ্ড অবলোকন করিবে। অধিক কি আর বলিব, আমাদের ঘোষ-পল্লীর পতিই হইবে।"

শুনিয়া বসুদেব কহিলেন,—“তাহা হইলে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।”

‘যাহা ভর্ত্তা আদেশ করেন’ বলিয়া নন্দগোপ তথা হইতে চলিয়া গেলেন, বসুদেবও তখন মথুরার দিকে অগ্রসর হইলেন! কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল, হয়ত কংসের ভয়ে নন্দগোপ ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি আবার ঘোষপল্লীর দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, নন্দের পরিত্যক্তা বালিকাটির প্রাণসঞ্চার হওয়ায় সে রোদন করিতেছে। বসুদেব তাহাকে লইয়া দেবকীর হস্তে দিয়া কংসকে বঞ্চনা করায় অভিলাষ করিলেন। বালকটিকে গ্রহণ করিলে, বসুদেবের তাহাকেও গুরু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু বালকের অপেক্ষা তাহার গুরুত্ব যেন কিছু অল্প বলিয়া বসুদেব মনে করিতে লাগিলেন। যমুনার নিকট আসিয়া বসুদেব দেখিলেন যে, যমুনা সেই ভাবেই অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার পর তিনি যমুনায় অবতরণ করিয়া তাহা পার হইলেন। নগরদ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, সকলেই সেই ভাবেই নিদ্রিত রহিয়াছে, তখন তিনি নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কংসের গৃহের নিকট আসিয়া তাঁহার বোধ হইল, তাঁহাকে যেন অলক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের গৃহে যেন লক্ষ্মী অবস্থিতি করিতেছেন। পরে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, দেবকীকে আশ্বস্ত করার ইচ্ছা করিলেন, এবং দেবতাগণের নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

(২)

সত্য সত্যই কংসের গৃহে অলক্ষ্মী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার সহচরীগণ চণ্ডালযুবতীবেশে কংসগৃহে প্রবেশ করিয়া

তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এসভর্ত্তা, এস, আমাদের কন্যাগণের সহিত তোমার বিবাহ হউক।"

রাজা কংস দেখিতে লাগিলেন যে, অট্টালিকাসকলের অগ্রভাগ পৃথিবীতে নিপতিত হইতেছে, এবং মেদিনী যেন বিক্ষিপ্ত মহোর্ম্মিমালায় পারাপারের নৌকার ন্যায় প্রকম্পিতা হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার ভোগ্য প্রধান গুণকর্ম্মফলরূপ কারণে সম্মুখে কি কোন বিপদ অথবা অভ্যুদয় উপস্থিত, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

চণ্ডালযুবতীগণ আবার তাঁহাকে তাহাদের কন্যাগণের সহিত বিবাহিত হইতে বলিতে লাগিল, তাহাদিগকে দেখিয়া রাজার মনে হইল যে, কোন রক্ষিপুরুষ সে সময়ে বিচরণ না করায়, এবং দীপধারিণীগণ নিকটে না থাকায়, এই নীলোৎপলাঞ্জননিভা ভয়ঙ্করী চণ্ডালযুবতীগণ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

তাহারা আবার সেই বিবাহের কথা বলিতে লাগিল। রাজা তাহাদের বিচিত্র সৃষ্টির কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, —"আমার শত্রুপক্ষ আমার ক্রোধেই বিনষ্ট হয়, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি সকলেই আমার বশীভূত, আমি যমেরও যম এবং ভয়েরও ভয়প্রদ, সেই আমাকে কিনা অপবাদবাক্যে অবজ্ঞাত করিয়া তুলিতেছে!"

চণ্ডালযুবতীগণ আবার তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল, রাজা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে 'আরে চণ্ডালাগুলা' বলিবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, কংস তখন অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ইচ্ছা করিলেন।

সেই সময় মধুকঋষির শাপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার আসিয়া কহিল,—"তুমি কোথায় প্রবেশ করিতেছ? এগৃহ এক্ষণে আমার অধিকারে।"

তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"মহেশ্বরের মুখনিঃসৃত মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার ন্যায় কে এই অঞ্জনরাশির ন্যায় বর্ণে, ভীমোগ্রদশনযুক্ত বদনে, অহিপিঙ্গল চক্ষুতে অভ্যন্তরগৃহ আলোড়ন করিয়া উল্কাহস্তে বিনির্গত হইল?"

পরে তিনি সেই মূর্ত্তিমান্ ঋষিশাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

শাপ উত্তর দিল,—"আমাকে কি তুমি জাননা? আমি মধুক-ঋষির অভিশাপ, নাম বজ্রবাহু. আমি কপালমালায় বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া, চণ্ডালবেশে শ্মশানমধ্য হইতে কংসরাজার বিকৃত ও প্রচণ্ড হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য আসিয়াছি।"

শুনিয়া কংস বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি অসম্ভব বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছ। স্বর্ণবর্ণ রমণীয় কন্দর, কূট ও কুঞ্জে শোভিত মেরু পর্ব্বত কি কখনও বায়সপক্ষবাতে কম্পিত হইয়া উঠে? তুমি নিতান্তই উপহাসের পাত্র, কারণ মকরক্ষুব্ধ ঊর্শ্মিমালায় পূর্ণ সমুদ্র করাঙ্গুলিতে পান করার ইচ্ছা করিতেছ।"

'কালে জানিতে পারিবে' বলিয়া শাপ উত্তর দিল, ও নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাজা কংস তখন শয্যা আশ্রয় করিয়া নয়ন মুদ্রিত করার ইচ্ছা করিলেন, ও অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

কংসকে নিদ্রিত হইতে দেখিয়া শাপ আবার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য অলক্ষ্মী ও তাঁহার সহচরী খলতী, কালরাত্রি, মহানিদ্রা, পিঙ্গলাক্ষী প্রভৃতিকে আহ্বান করিতে লাগিল, তাহারা উপস্থিত হইলে সকলে অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

সহসা রাজলক্ষ্মী আসিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া প্রবেশ

করিতে নিষেধ করিলেন। শাপ তিনি কে জিজ্ঞাসা করিলে, রাজলক্ষ্মী নিজ পরিচয় দিলেন। শাপ তখন তাঁহাকে অপসৃত হইতে বলিল, ও কংসের গৃহ সে অধিকার করিয়াছে বলিয়া জানাইল, তাহাতে রাজলক্ষ্মী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"লঙ্কার ন্যায় আমার এ গৃহের কথা না ভাবিয়া এবং আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া, কাহার বলে রাত্রিকালে তুমি এখানে প্রবেশ করিতে যাইতেছ? অধিক কি আর বলিব, আমার আশ্রিত এ গৃহ তুমি দেখিবার জন্যও প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

শুনিয়া শাপ বলিয়া উঠিল,—"ভগবতি, পদ্মালয়ে, আপনি কংস-শরীর হইতে অপসৃত হউন, ইহা বিষ্ণুর আজ্ঞা।"

তখন লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন,—"কি, বিষ্ণুর আজ্ঞা! হায়! কি কষ্ট, দীর্ঘকালবাসের জন্য আমি যে রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তাহার বলবতী গুণসমষ্টি আমাকে অত্যন্ত সন্তাপিত করিয়া তুলিতেছে। তাহাই হউক, বিষ্ণুর আজ্ঞা অনতিক্রমনীয়া, তাহা হইলে আমিও বিষ্ণুর নিকটে যাই।"

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। রাজলক্ষ্মীকে অপসৃতা হইতে দেখিয়া শাপ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, ও কংসপুরী অধিকার করিয়া বসিল। তাহার পর অলক্ষ্মী ও তাঁহার সহচরীদিগকে আহ্বান করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ ও স্বজাতিসদৃশী ক্রীড়া করিতে বলিল।

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অলক্ষ্মী ও তাঁহার সহচরীগণ রাজাকে বলিয়া উঠিল,—"আজ হইতে তুমি ধর্ম্মচরিত্রহীন হও।"

শাপও বলিতে লাগিল,—"নিত্য অধর্ম্মপরায়ণ তোমাকে আমি গাঢ়ভাবেই আলিঙ্গন করিতেছি, মুনিশাপ তোমাকে অধিকার করিয়া বসিল, অচিরেই তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।"

এই বলিয়া তাহারা অন্তর্হিত হইল, সেই সময়ে প্রতীহারী যশোধরা

রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল, ও নিজের পরিচয় দিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যশোধরে, তুমি চণ্ডালী-গুলাকে প্রবেশ করিতে কি দেখ নাই?"

প্রতীহারী বলিয়া উঠিল,—"চণ্ডালীগণ! নিত্য প্রভুপাদে বর্ত্তমান এজনেরই প্রবেশ দুর্লভ, চণ্ডালীরা কিরূপে প্রবেশ করিবে?"

তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—"তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম?"

তাহার পর তিনি বালাকিনামে কাঞ্চুকীয়কে আনিবার জন্য প্রতীহারীর প্রতি আদেশ দিলে, সে রাজাজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল, কিছু পরে কাঞ্চুকীয় আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিলেন, রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"আর্য্য, বালাকি, দৈবজ্ঞ পুরোহিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে, ঘূর্ণিবায়ু, ভূমিকম্প, উল্কাপাত প্রভৃতি দৈব দুর্নিমিত্ত যে ঘটিল, ইহার কারণ কি?"

কাঞ্চুকীয় রাজার আদেশপালনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আবার উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ, পুরোহিতেরা এইরূপ জানাইতেছেন।"

রাজা কি তাহা বলিতে বলিলে, কাঞ্চুকীয় বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন, নিত্য আকাশতলবাসী কোন প্রাণী কার্য্যান্তরে নরলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারই জন্মের জন্য আকাশদুন্দুভি, ভূমিকম্প-প্রভৃতিতে বিশেষ বিশেষ বিকার ঘটিয়াছে।"

শুনিয়া কংস কহিলেন,—"কাহার জন্মগ্রহণে শৈলেন্দ্রের সহিত বসুন্ধরা কম্পিতা হইয়া উঠিলেন, জানিয়া এস, কাহার পুত্র জন্মিল, এবং তাহার জন্মের প্রয়োজনই বা কি?"

রাজার আদেশপালনে প্রবৃত্ত হইয়া কাঞ্চুকীয় তথা হইতে গমন

করিলেন, এবং কিছু পরে আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"রাজভগিনী দেবকী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা কি সত্য?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—মহারাজ, আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা বলি নাই, ভৃত্যবর্গ পরিবৃতা ধাত্রীর হস্তে তাহাকে দেখিয়া আসিলাম।"

তাহাতে রাজা কহিলেন,—"ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইলেও আমি সত্যই মনে করিতেছি।"

তাহার পর তিনি বসুদেবকে আহ্বান করিতে বলিলে, কাঞ্চুকীয় তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন। রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,—"বসুদেব ধর্ম্মশীল ও সত্যবাদী, আমার নিকট তিনি মিথ্যা বলিবেন না, আচ্ছা, শুনাই যাক।"

কাঞ্চুকীয়ের নিকট সংবাদ পাইয়া বসুদেব কংসের নিকট অগ্রসর হইলেন, আসিতে আসিতে বসুদেব বলিতেছিলেন,—"ছয়টি পুত্রের বিনাশে শোককৃশ শরীর বহন করিয়া, নির্দ্দয় রাজার আহ্বানে আমাকে পরাধীন ভৃত্যের ন্যায় যাইতে হইতেছে, লোকধর্ম্মই এইরূপ, ভয় ও অভয়ের জন্য ভীত ও নির্ভীক উভয়েরই রাজার নিকট গমন করা উচিত।"

তাহার পর তিনি কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"শৌরসেনীপুত্র, আপনি কি উপবেশন করিয়া আছেন?"

রাজা বলিলেন,—"যাদবীপুত্র, তুমিও উপবেশন কর।"

'আচ্ছা' বলিয়া বসুদেব উপবিষ্ট হইলেন, ও কংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শৌরসেনীপুত্র, আমাকে আহ্বান করিয়াছেন কেন?"

কংস বলিলেন,—"যাদবীপুত্র, দেবকী কি প্রসব করিয়াছে?"

বসুদেব কহিলেন,—"হাঁ প্রসব করিয়াছে।"

কংস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রসব করিয়াছে?"

বসুদেব এবার সঙ্কটে পড়িলেন, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমাকে দেখিতেছি মিথ্যাই বলিতে হইতেছে, অথবা কুমারের রক্ষার জন্য মিথ্যাকে সত্য বলিয়াই বোধ করিতে হইবে, এক্ষণে কি করি? আচ্ছা, স্থির করিলাম।"

তাহার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কন্যা প্রসব করিয়াছে।"

শুনিয়া কংস কহিলেন,—"কন্যাই হউক, বা পুত্রই হউক, আমি বিনাশ করিবই করিব, পুরুষকারে নিশ্চয়ই দৈবকে বঞ্চিত করিব।"

সহসা প্রতীহারী আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমাদের কর্ত্রী জানাইতেছেন, এই শিশুকন্যাটির প্রতি মহারাজ দয়া করুন।"

বসুদেব বলিলেন,—শৌরসেনীপুত্র, তপস্বিনী দেবকীর বাক্যটি রক্ষা করুন, কন্যার প্রতি স্ত্রীদিগের অধিকতর স্নেহই হইয়া থাকে।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"তোমার প্রতিজ্ঞা কি মনে নাই? মধুক-ঋষির শাপের কথা শুনিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, দেবকীর ধারিত সমস্ত গর্ভই প্রদান করিবে।"

বসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—"প্রতিজ্ঞার কথা যদি বলিলেন, তাহা হইলে আমি ওকথা বলিতে চাহি না।"

প্রতিহারী জিজ্ঞাসা করিল,—"ভর্ত্তা, আমাদের কর্ত্রীকে কি জানাইব?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"যশোধরে, দেবকীকে গিয়া বল, এক্ষণে তাহার নির্ব্বন্ধ করা উচিত নহে, তাহার অন্য কোন প্রিয়কার্য্য করিব।"

প্রতীহারী রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, রাজা অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তাঁহাকে পথ দেখাইতে বলিলেন। প্রতীহারী তাঁহার সুখে প্রবেশের ব্যবস্থা করিল, তখন বসুদেব বলিতে লাগিলেন,—"নির্জ্জন স্থানের অন্বেষণে পরের সন্তান পাইয়া শেষে কি তাহাকে বিনাশের জন্যই আনিলাম? তাহা হইলে কুমারকেই আনিয়া দিব নাকি? অথবা এই বালিকাটি, প্রথমে মরিয়াই গিয়াছিল, আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে, কুমারের সাহায্যে সে কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, এক্ষণে গিয়া দেবকীকে আশ্বস্ত করি।"

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রাজা প্রতীহারীকে বালিকাটিকে আনিবার জন্য আদেশ দিলে, সে তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে রক্ষিগণে পরিবৃত হইয়া ধাত্রী বালিকাহস্তে রাজার নিকটে আসিল, রক্ষিগণ ধাত্রীকে পথ দেখাইয়া আনিতে লাগিল, রাজার নিকট আসিয়া ধাত্রী তাহার জয় উচ্চারণ করিল, এবং তাঁহাকে কহিল,— "মহারাজ, এই বালিকাকে আমি অনেকক্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছি।"

বালিকাকে দেখিয়া কংস বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! বালিকাটি রাজাগণেরও দর্শনযোগ্য, হায়! আমাকে শেষে স্ত্রীবধ করিতে হইল?"

ধাত্রী কহিল,—"ভর্ত্তা, ধীরে ধীরে।"

সম্মুখে বধ্যশিলা ছিল. তাহা দেখিয়া রাজা কহিলেন,—"এই ত কংসশিলা, আমাকে এক্ষণে সাহস অবলম্বন করিতে হইবে, এইটিইত ঋষিশাপবলে উত্থিত সপ্তমগর্ভ, ইহাকে বিনাশ করিতে পারিলে আমি শান্তি লাভ করিব।"

তাহার পর তিনি বালিকাটিকে গ্রহণ করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র বালিকা একাংশে ভূমিতে রহিল, এবং অপরাংশে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া, শস্ত্রসমুজ্জ্বল করনিকরে কংসকে নিহত করিতে উদ্যত

হইল, বিনাশকালে কালরাত্রির আবির্ভাবের ন্যায় রৌদ্রবেশধারিণী স্ত্রীমূর্ত্তিতে তীক্ষ্ণাগ্র শূল গ্রহণ করিয়া, বালিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীক্ষে সপরিবারা কাত্যায়নীর আবির্ভাব হইল।

কাত্যায়নী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুম্ভ, নিশুম্ভ ও মহিষাসুরকে বধ করিয়া আমি দেবগণকে নিঃশত্রু করিয়াছি, এক্ষণে কংসক্ষয়ের জন্য বসুদেববংশে আবির্ভূতা হইলাম।"

সহচর কুণ্ডোদর বলিতে লাগিল,—"আমি অজেয় যুদ্ধে প্রচণ্ডকর্ম্মা কুণ্ডোদর, দেবীর আবির্ভাবের জন্য উগ্র মহানিনাদ করিতেছি, বীর্য্যবান্ দর্পশালী অসুরদিগের বিনাশের জন্য অদ্যই অন্তরীক্ষ হইতে বিশালা ধরণীবক্ষে অবতীর্ণ হইতেছি।"

শূল কহিলেন,—"আমি শূলই সত্য, দেবীর অনুগ্রহে উজ্জ্বল ও চারুবেশে ভূতলে গমন করিতেছি, কার্ত্তিকেয় যেরূপ বৃক্ষরূপী তারকাসুরকে সমুদ্রগর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ,আমিও সেইরূপ কংসকে যুদ্ধে নিহত করিব।"

নীল বলিলেন,—"আমি নীল, কলহের কর্ত্তা, সংগ্রামে শূর ও অপরাঙ্মুখ, শ্রেষ্ঠ শক্তিধর যেরূপ ক্রৌঞ্চ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, আমিও যুদ্ধে সেইরূপ দুর্বিনীত কংসের বিনাশ সাধন করিব।"

মনোজব বলিয়া উঠিলেন,—"আমি মারুততুল্যবেগ মনোজব,দেবীর কার্য্যসিদ্ধির জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বহ্নি যেরূপ নলবন দগ্ধ করিয়া থাকেন, আমিও সেইরূপ যুদ্ধে দৈত্যদিগকে সংহার করি।"

তাহার পর কাত্যায়নী সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কুণ্ডোদর, শঙ্কুকর্ণ, মহানীল, মনোজব সকলে এস, ভগবান্ বিষ্ণুর বালচরিত দেখিবার জন্য প্রচ্ছন্নগোপালবেশে আমরা ঘোষপল্লীতে অবতরণ করি।"

দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইলেন।

সেই সময়ে রজনী প্রভাত হইল, কংস তখন বলিয়া উঠিলেন,—"আমি এক্ষণে শান্তির জন্য শান্তিকর্ম্মের উপযোগী গৃহে প্রবেশ করিয়া, বিপুল শান্তির অনুষ্ঠান করিব, তাহাতেই আমার শান্তিলাভ ঘটিবে।"

এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

নন্দালয়ে বালকৃষ্ণরূপী ভগবান্ বিষ্ণু দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন, ও নানাবিধ লীলা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জন্ম হইতে নন্দগোপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন. গোপালগণ তাহা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। একদিন একটি বৃদ্ধ গোপালক মেঘদত্ত, বৃষভদত্ত, কুম্ভদত্ত, ঘোষদত্তপ্রভৃতি গোপালদিগকে আহ্বান করিয়া, গোসকলকে সাবধান করিতে বলিতেছিল। বৃন্দাবনে যথেচ্ছা জলপান করিয়া, গোধনগুলি হম্বা রব করিয়া বেড়াইতেছিল, একটি বৃষভ দলচ্যুত হইয়া বল্মীকমূল ঘর্ষণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ সর্পসকল শৃঙ্গে জড়িত করিয়া, নীলোৎপলমালাধারণের শোভা পাইতে লাগিল, আর একটি বৃষভ ঊর্দ্ধে পুচ্ছ প্রসারিত ও জানু কুঞ্চিত করিয়া, চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতকায়ে শৃঙ্গাগ্রভাগে ভূমি খনন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর সেই বৃদ্ধ গোপালক দামকনামে গোপালকে আহ্বান করিয়া, ভগবতী গাভীদিগকে স্বস্থানে রক্ষা করিতে বলিয়া, তাহার নিকট আসিতে বলিল।

দামক তখন নন্দগোপের তৃণসম্পত্তির কথা চিন্তা করিতেছিল, পুত্রজন্মের দিন হইতে তৃণগুলি যেন সানন্দে অদ্ভুতভাবে অধিকপরি-

মাণে বাড়িয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ গোপালকের আহ্বান শুনিয়া, সে গোসকলকে একটি তৃণপূর্ণ স্থানে রাখিয়া, তাহার নিকট অগ্রসর হইল, ও তাহাকে মাতুল সম্বোধন করিয়া বন্দনা করিল, বৃদ্ধ তখন তাহাদের নিজের ও গোধনসকলের শান্তি প্রার্থনা করিতে লাগিল। দাযক জানাইয়া দিল যে, যে দিন হইতে নন্দগোপের পুত্র জন্মিয়াছে, সেইদিন হইতে গোধনসকল বীতরোগ হইয়া উঠিয়াছে, গোপগণেরও প্রীতি বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং খাতসকল মূলে ও গুল্মসকল ফলে ভরিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ গোপালক নন্দসুতের আরও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল যে, জন্মের পর দশরাত্রে পূতনানামে দানবী যশোদার রূপ ধরিয়া আসিয়া, বালকটিকে লইয়া তাহার মুখে বিষপূর্ণ স্তন নিক্ষেপ করিলে, বালক জানিতে পারিয়া তাহাকে পাতিত করিয়া ফেলিল, তখন সে দানবীর আকার ধারণ করিয়া মরিয়া গেল। এক মাসের সময় শকটনামে দানব শকটরূপে আসিলে, বালক তাহা জানিতে পারে, পরে পাদপ্রহারে তাহাকে বিচূর্ণ করিলে, সে দানবরূপ ধরিয়া মরিয়া যায়। একমাস গত হইলে, কুমার কোন গৃহে গিয়া ক্ষীরপান, কোথায় দধিভোজন, অন্যস্থানে নবনীতভক্ষণ, আর কোন গৃহে পায়সাহার কোথাও বা তক্রঘট দেখিতে লাগিল। গোপীগণ তাহাতে রুষ্ট হইয়া যশোদাকে জানাইলে, যশোদা ক্রোধভরে বালকের কটিদেশে একটি রজ্জু বাঁধিয়া তাহার শেষভাগ উদূখলে বাঁধিয়া দেন, তাহার পর উদূখলকে সঞ্চালিত করিতে দেখিয়া, যশোদা রজ্জুটি যমলার্জ্জুনরূপী দানবদ্বয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তখন দানবদ্বয় এক হইয়া গেল, বালক তাহাদের মধ্যগত হইতে হইতে তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিয়া মূল ও শাখাপ্রশাখার সহিত চূর্ণ করিয়া দিলে, তাহারাও দানবরূপ ধরিয়া মরিয়া গেল। গোপজনেরা তাহাকে মহাবলপরাক্রম দেখিয়া, সে

অবধি তাহার ভর্ত্তা দামোদর নামকরণ করিল। পরে তাহার দৌড়াদৌড়ি করার সময়ে প্রলম্বাসুর নন্দগোপের বেশ ধরিয়া আসিয়া, সঙ্কর্ষণকে কণ্ঠে লইয়া গমন করিতে আরম্ভ করায়, সঙ্কর্ষণ জানিতে পারিয়া, তাহার মস্তকে মুষ্টিপ্রহারে তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলেন, সেও তখন দানবাকার ধরিয়া মরিয়া যায়। একদিন গোপগণের সহিত তালফলের জন্য তালবনে প্রবেশ করিলে, ধেনুকাসুর গর্দ্দভরূপে তাহাদের নিকটে আসে, ভর্ত্তা দামোদর তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাহার বামপদ ধরিয়া তাহারই দ্বারা তালফল পাড়িলে, সে দানবরূপ ধরিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশেষে কেশীনামে দানব অশ্ববেশে আসে, ভর্ত্তা দামোদর তাহা বুঝিয়া তাহার মুখে কনুই প্রবেশ করাইলে, সে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়, এবং দানবাকার ধারণ করিয়া মরণ আলিঙ্গন করে। এতদ্ভিন্ন দামোদরের যে আরও অদ্ভুত কর্ম্ম আছে, তাহাও সে বলিল।

দামক ওসকল কথা রাখিতে বলিয়া জানাইল যে, দামোদর সেদিন বৃন্দাবনে গোপকুমারীদের সহিত রাসক্রীড়া করিতে আসিবেন, তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ গোপালক গোপগণের সহিত তাহা দেখিবার ইচ্ছা করিল, দামকও তাহাতে সম্মত হইল।

দামোদরের সহিত রাসক্রীড়ার জন্য গোপকুমারীগণ সজ্জিত হইতে লাগিল, বৃদ্ধ গোপালক তাহাদিগকে আনিতে গেল, প্রথমে সে গাভীদিগকে প্রণাম করিয়া বলিতেছিল,—"সূর্য্যের উদয় হইতে না হইতে, প্রত্যহ জগতের মাতৃরূপিণী গাভীগণকে অত্যন্ত আদরের সহিত মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতে হইবে।"

তাহার পর সে বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমাদের ক্ষুদ্র গৃহের কি সমৃদ্ধি! যাহারা আড়ম্বর সজ্জা করিয়া পটহের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়াছে, এখন তাহাদিগকে ডাকিতে যাই।"

বৃদ্ধ তখন ডাকিতে লাগিল,—"আমাদের গোপকুমারী ঘোষ সুন্দরী, বনমালা, চন্দ্ররেখা, মৃগাক্ষী, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র এস।"

তাহার আহ্বান শুনিয়া গোপকুমারীরা তাহার নিকটে আসিল, ও তাহাকে মাতুল সম্বোধন করিয়া বন্দনা করিল।

বৃদ্ধ তখন বলিয়া উঠিল,—"বালিকাগণ, ভর্ত্তা দামোদর গোচুর্ণ-শ্বেত ভর্ত্তা সঙ্কর্ষণের সহিত গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া গুহানিক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় এখানে আসিতেছেন।"

বলিতে বলিতে দামোদর ও সঙ্কর্ষণ গোপালগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, স্বভাবসুন্দরী গোপবালিকাদিগকে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত দেখিয়া, দামোদর সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন,—"আহা! স্বভাবরমণীয়া গোপকুমারীরা আবার বিশেষভাবে বেশ ধারণ করিয়াছে, প্রফুল্ল কমল ও উৎপলের ন্যায় বদন ও নয়নে, কনকচম্পক পুষ্পের মত গৌরবর্ণে, নানাবিধ রঞ্জিতবসনে, বন্যকুসুমাকুল কেশে হস্তপ্রদানে মধুরভাষিণী ইহারা কেমন ক্রীড়া করিতেছে!"

সঙ্কর্ষণও বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে গোপবালকগণও সমাগত হইয়াছে, রক্তবর্ণ বেণুকাডিণ্ডিমের বাদ্যে আনন্দিত হইয়া, কেহ কেহ এক-স্থানে অবস্থিতি করিয়া হর্ষধ্বনি করিতেছে,কোন কোন বালক পঙ্কজপত্রের ন্যায় নেত্রযুক্ত বদনে নানারূপ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, হম্বাশব্দাকুল বৃন্দাবনের ঘোষপল্লীতে জাগরিত হইয়া,কেহ কেহ অধিকতর এবং কেহ কেহ বা সমভাবে হৃষ্ট হইয়া একস্থানে থাকিয়া গান জুড়িয়া দিয়াছে।"

বৃদ্ধ গোপালক তাহাদিগকে বলিলেন, সকলেই সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে, দামক আসিয়া তাঁহাদের জয় উচ্চারণ করিল, সঙ্কর্ষণ সকল গোপবালকই আসিয়াছে কিনা দামককে জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া সে উত্তর দিল।



রাসলীলা— ৩৭১ পৃষ্ঠা।

Mohila Press, Cal.

দামোদর তখন গোপবালিকাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঘোষসুন্দরি, বনমালে, চন্দ্ররেখে, মৃগাক্ষি, ঘোষবাসের অনুরূপ রাসনৃত্য আরম্ভ কর।"

'ভর্ত্তা যাহা আদেশ করেন' বলিয়া তাহারা উত্তর দিল, সঙ্কর্ষণ তখন দামক ও মেঘনাদকে বীণা, মৃদঙ্গ, বংশী ও করতালের বাদ্য আরম্ভ করিতে বলিলে, তাহারা তাঁহার আদেশপালনে রত হইল। বৃদ্ধ গোপালক তখন বলিয়া উঠিল,—"ভর্ত্তা, তোমরাত রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলে, আমি এখানে কি করিব?"

দামোদর কহিলেন,—"তুমি দর্শক হও।"

বৃদ্ধ গোপালক তাহাতেই সম্মত হইল, তখন সকলে মিলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ গোপালক বলিতে লগিল—"আহা! সুন্দর গীত, সুন্দর বাদ্য, সুন্দর নৃত্য, আমারও নাচিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

সহসা দামক নামে আর একটি গোপালক সেখানে আসিয়া সকলকে সেখান হইতে অপসৃত হইতে বলিলে, দামোদর তাহার সম্ভ্রান্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপালক উত্তর দিয়া কহিল,—"অরিষ্টবৃষভ-নামে দানব ঘনীভূত শব্দের রূপে খুরাঘাতে ভূমিতল দলিত করিতে করিতে আসিতেছে, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাহার রবে ভয় জন্মিতেছে।"

শুনিয়া দামোদর বলিলেন,—"তাহাই নাকি, অরিষ্টবৃষভ আসিতেছে?"

তখন তিনি সঙ্কর্ষণকে কহিলেন,—"আর্য্য, আমাদের গোপবালিকা ও বালকদিগকে লইয়া আপনি এই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া, সেই দুরাত্মা ও আমার যুদ্ধ দর্শন করুন, আমি তাহার দর্প প্রশমন করিতেছি।"

সঙ্কর্ষণ সকলকে লইয়া সেখান হইতে গমন করিলে, দামোদর দেখিতে লাগিলেন যে, অরিষ্টবৃষভ. খুরচতুষ্টয়ে ভূমিতল বিদীর্ণ ও শৃঙ্গাগ্রে যমুনাকূল উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে ভীষণ রবে ধাবিত হইতেছে. তাহাকে দেখিয়া গোপগণ ভীত হইয়া উঠিতেছে।

অগ্রসর হইতে হইতে অরিষ্টাসুর বলিতেছিল,—"শৃঙ্গাগ্রব্যাপারে যেন আকাশতল ঘর্ষণ করিতে করিতেই আমি শত্রুবধের জন্য বৃষরূপ ধরিয়া, বিলাসশীল ও গর্ব্বিত শত্রুটাকে অদ্যই নিধন করিয়া, বৃন্দাবনে সুখে বিচরণ করিব। এই ঘোষপল্লীতে আমার হুঙ্কারশব্দে বনিতা-গণের গর্ভপাত হয়, আর খুরাগ্রপাতে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিতা দ্রুমকাননে শোভিতা পৃথিবীও কম্পিতা হইয়া উঠে।"

তাহার পর সে 'নন্দগোপপুত্র কোথায়' বলিয়া দামোদরকে আহ্বান করিতে লাগিল। দামোদর নিকটেই ছিলেন, তিনি উত্তর দিয়া কহিলেন,—"অহে গোবৃষাধম, এদিকে এস, এই যে আমি রহিয়াছি।"

দামোদরকে দেখিয়া অরিষ্টাসুর বলিয়া উঠিল,—"এই বালকটিকে সারবান্ বলিয়াই বোধ হইতেছে, মহাবল উগ্ররূপ ভীমশব্দকারী আমাকে দেখিয়া, এ বালক কিছুমাত্র ভীত বা বিস্মিত হইতেছে না।"

শুনিয়া দামোদর কহিলেন,—"তুমি কি বলিতেছ? ভয়শব্দটি এই প্রথম তোমার নিকট হইতে শুনিলাম, ভীত ব্যক্তিগণকে অভয়প্রদানের জন্যইত আমি মহীতলে আবির্ভূত হইয়াছি।"

তাহাতে অরিষ্টাসুর বলিল,—"তুমি বালক, সেইজন্য ভয় কাহাকে বলে জান না।"

দামোদর উত্তর দিলেন,—"অহে গোবৃষাধম, আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ? শিশু কৃষ্ণসর্পের দংশনে লোকে কি নিধন প্রাপ্ত হয় না? আর বালক স্কন্দ কি ক্রৌঞ্চের বিনাশ সাধন করেন নাই?

শুনিয়া অরিষ্টসুর কহিল,—"তাহা হইতে পারে।"

দামোদর আবার বলিলেন,—"মূর্খ, আরও শুন, কঠিনোপলসঞ্চয় শৈল কি পল্লবমাত্র বজ্রে পাতিত হয় না?"

তখন অরিষ্টাসুর বলিয়া উঠিল,—"তাহা হইলে অহে নন্দগোপপুত্র, তুমি কি স্থির করিতেছ?"

দামোদর উত্তর দিলেন,—"তোমার বিনাশ।"

অরিষ্টাসুর কহিল,—"সে কার্য্যে তুমি সমর্থ হইবে?"

দামোদর কহিলেন,—"তাহাতে সন্দেহ কি?"

অরিষ্টাসুর বলিয়া উঠিল,—"তাহা হইলে, স্বজাতিসদৃশ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ কর।"

শুনিয়া দামোদর কহিলেন,—"অস্ত্রশস্ত্র! গিরিতটের ন্যায় যাহার মূলদেশ কঠিন, সেই বাহুযুগলই আমার অস্ত্র, তোমাদের ন্যায় দুর্ব্বলদিগের অন্যাস্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে, আমার এই ভুজদণ্ডের প্রহারে পীড়িত হইয়া, যদি তুমি ভূমিতলে পতিত না হও, তাহা হইলে আমি দামোদর নহি।"

সে কথায় অরিষ্টাসুর বলিল,—"তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

দামোদর কহিলেন,—"অহে গোবৃষাধম, যদি তোমার শক্তি থাকে, তাহা হইলে আমার এই একপাদে স্পৃষ্ট ভূমি হইতে আমাকে বিচলিত কর দেখি।"

'ইহাতে আর সন্দেহ কি' বলিয়া অরিষ্টাসুর দামোদরকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

দামোদর তখন বলিয়া উঠিলেন,—"অহে গোবৃষ, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, এরূপ বীর্য্যের জন্য তুমি গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিলে?"

আশ্বস্ত হইয়া অরিষ্টাসুর মনে মনে বলিতে লাগিল,—"উহু, এই

বালক কি দুঃসহ, ইনি কি রুদ্র, কিম্বা ইন্দ্র. অথবা স্বয়ং বিষ্ণু হইবেন? আমার তর্ক মিথ্যা নহে, নিশ্চয়ই ইনি পুরুষোত্তম। হাঁ, যেখানে সেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করি, সেই ত্রিলোকপালক মধুসূদন দানবগণের বধের জন্য সেইকালে সেইখানেই ত আবির্ভূত হইয়া থাকেন, আচ্ছা, বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইলেও আমি অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইব, তাহা হইলে যুদ্ধ করাই যাক।"

তাহার পর সে বলিয়া উঠিল,—"অহে নন্দগোপপুত্র, আবার আমার দর্পসঞ্চার হইয়াছে।"

'বটে, তাহা হইলে থাম' বলিয়া দামোদর তাহাকে হস্তদ্বয়ে চাপিয়া ধরিলেন, ও বলিতে লাগিলেন,—"আমার হস্তগত হইয়া অরে গোবৃষেন্দ্র, এক্ষণে বর্ষণের জন্য প্রবৃদ্ধ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় কি আর গর্জ্জন করিতেছ? এই তোমাকে আমি নিক্ষেপ করিলাম, বজ্রাহত অঞ্জনপর্ব্বতের তটের ন্যায় ধরণীবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া দামোদর তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন সেই দুরাত্মা দানবরাজ অরিষ্টবৃষভ নিঃসৃত রুধিরধারায় সিক্ত নাসা, বদন ও নেত্রে, কম্পিত ককুদলোমে কর্ণপাদ সঞ্চালন করিতে করিতে, শিখরাগ্রের সহিত বজ্রভিন্ন গিরির ন্যায় বিগতপ্রাণ হইয়া ধরণীবক্ষে নিপতিত হইল।

সহসা দামক তথায় আসিল, ও দামোদরের জয় উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, যমুনাহ্রদে কালিয় নামে মহানাগ উদিত হইয়াছে শুনিয়া, সঙ্কর্ষণ পর্ব্বত হইতে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছেন। সে সঙ্কর্ষণকে নিবারণ করার জন্য দামোদরকে কহিল।

শুনিয়া দামোদর বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, দর্পশালী নাগপতি কালিয়ের কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি বটে, আচ্ছা, আমিই তাহার দর্প

প্রশমন করিতেছি। গোব্রাহ্মণপ্রভৃতি প্রজাগণকে সে হিংসা করিয়া থাকে, আজ হইতে কালিয় নিষ্প্রভ হইয়া শান্তস্বভাব হইয়া উঠিবে।"

এই বলিয়া দামকের সহিত দামোদর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৪)

দামোদর যমুনাহ্রদের দিকে অগ্রসর হইলে, কালিয়কে দেখিয়া মত্ত-চকোরশাবকের ন্যায় নয়নে, প্রোদ্ভিন্নকমলস্তনে, প্রস্ফুরিত অধরোষ্ঠে রমণীয় গোপকুমারীগণ সম্ভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ভয়াকুল বচনে দামোদরের নিকট যাইতে লাগিল, তাহাদের কেশমালাসকল শিথিল ও উত্তরীয় বসনগুলি স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল।

গোপকন্যারা দামোদরকে বলিতেছিল,—"ভর্ত্তা, এই জলাশয়ে প্রবেশ করিবেন না, প্রবেশ করিবেন না, এটা দুষ্ট সর্পকুলের আবাস।"

দামোদর উত্তর দিলেন, "তোমরা দুঃখ করিও না, এই দেখ, আমি কি করিতেছি।"

তাহার পর তিনি পঙ্কহীন ক্রূরসর্পে পরিপূর্ণ দূর হইতে ভয়চকিত হস্তিযূথের দৃষ্ট গম্ভীর স্নিগ্ধসলিল সমুদ্রসম হ্রদে প্রবেশ ও তাহাকে আলোড়ন করিয়া, কালিন্দীবাসরক্ত মহাবল কালিয়নাগকে পরাভব করার অভিপ্রায় করিলেন। গোপাঙ্গনাগণ কিন্তু শঙ্কিত হইয়া, প্রিয় ও হিতকর কোমল বাক্যে তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিল, অবশেষে তাহারা তাঁহাকে নিবারণ করার জন্য সঙ্কর্ষণকেও বলিল।

সঙ্কর্ষণ তাহাদিগকে বলিয়া উঠিলেন,—"তোমরা ভয় বা দুঃখ

করিও না, তোমরা যথেষ্ট অনুরাগ দেখাইতেছ, ঐ দেখ, যাহার মুখোদ্গত অমঙ্গলকর বিষাগ্নিশিখায় সমগ্র দিঙ্মণ্ডল কপিশবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই প্রচণ্ড নাগ কৃষ্ণকে বেগভরে যাইতে দেখিয়া, শঙ্কিত হইয়া, মস্তকের সহিত তাহার মধ্যস্থ চক্রটিও অবনত করিতেছে।"

শুনিয়া গোপকুমারীরা কহিল,—"ভর্ত্তা দামোদরও সেইরূপই।"

অগ্রসর হইতে হইতে দামোদর বলিতেছিলেন,—"সমস্ত প্রজার হিতের জন্য কালিয়কে শীঘ্রই বশীভূত করিতে হইবে।"

এই বলিয়া তিনি হ্রদে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় হ্রদ হইতে ধূম উত্থিত হইলে, গোপবালিকারা ভীত হইয়া উঠিল। হ্রদের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া দামোদর নীল আকুঞ্চিত বসনের ন্যায় কান্তিশালিনী গলিত ইন্দ্রনীলতুল্যা বীচিমালায় শোভিতা কালিয়ধূমে ধূসরা যমুনাকে বিষাগ্নিশূন্যা করার ইচ্ছা করিলেন, ও নিমেষমধ্যে কালিয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেই সময়ে বৃদ্ধ গোপালকে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, দামোদর গোপকন্যাগণের নিষেধ না শুনিয়া, যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিয়াছেন, সেও তাহাকে সাহস অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। কারণ, ব্যাঘ্র, বরাহ, হস্তীপ্রভৃতি জন্তুগণ তাহার জলপান করিয়া মরিয়া যায়, দামোদরকে দেখিতে না পাইয়া বৃদ্ধ কি করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল, পরে সে একটি কুন্তপলাশ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন হ্রদ হইতে উত্থিত ধূম তাহার নয়নপথে পড়িল।

দামোদর ইতিমধ্যে কালিয়কে ধরিয়া ফেলিয়াছেন, সঙ্কর্ষণ গোপকুমারীদিগকে তাহা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঐ দেখ, দামোদর তলদেশপর্য্যন্ত সলিলরাশি আলোড়িত করিয়া, কালিয়নাগকে ধরিয়া,

মেঘস্থিত ইন্দ্রের ন্যায় সেই নীলসর্পের ফণার উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে।"

তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ গোপালকও দামোদরের প্রশংসা করিয়া উঠিল। কালিয়কে লইয়া দামোদর অগ্রসর হইতেছিলেন, চঞ্চল কালিয়কে দমন করিয়া ও তাহার মস্তকে একটি চরণ রাখিয়া তিনি আপনার বাহুটিকে পতাকার ন্যায় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন, এবং সেই মহা-নাগের বিষব্যক্ত ফণার উপর ললিত ও সুন্দর ভাবে মণ্ডলাকারে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার পঞ্চ ফণার উপর দামোদরকে মণ্ডলা-কারে নৃত্য করিতে দেখিয়া, গোপকুমারীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিল, নৃত্য করিতে করিতে দামোদর যমুনাহ্রদ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কালিয় বলিতেছিল,—"লোকালোক পর্ব্বত যেমন পৃথিবীর বিস্তৃতি পরিবেষ্টন করিয়া আছে, মহেশ্বরের ধনুগুণ বাসুকি যেরূপ সমুদ্রমধ্যে মন্দরশৈলকে বেষ্টন করিয়াছিল, ঐরাবতের শুণ্ডের ন্যায় কঠিন আমি ফণার দ্বারা তোমাকেও সেইরূপ করিয়া এক্ষণে স্বর্গধামে পাঠাইয়া দিতেছি।"

বৃদ্ধ গোপালক সঙ্কর্ষণকে বলিতে লাগিল,—"দেখুন, দেখুন, প্রভু, ভর্ত্তা দামোদর মূর্ত্তিমান্ যমুনাহ্রদের ন্যায় মহানাগকে পুষ্পানুকারী চরণযুগলের আঘাতে ধর্ষিত করিয়া, কুসুম চয়ন করিতেছেন। সাধু, ভর্ত্তা, সাধু, আস্ফালন করুন, আস্ফালন করুন, আমিও আপনার সহায় হইতেছি, কিন্তু ভর্ত্তা ভয় হইতেছে, যাহা হউক, নন্দগোপকে এ সকল ব্যাপারে নিবেদন করি গিয়া।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ গোপালক তথা হইতে চলিয়া গেল। কালিয় দামোদর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, প্রবল দর্পভরে ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ

করিতেছিল, দামোদর তখন সেই বিশালফণ পাপাত্মা সর্পকে বিধ্বস্ত-মীনমকর যমুনাহ্রদ হইতে সহসা বলপূর্ব্বক স্থলে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করিলেন।

কালিয় তাঁহাকে বলিতেছিল,—"ক্রোধবশে আমার দেহ হইতে ধূম উদ্গীর্ণ হয়, তাহাতে পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যায়, এক্ষণে বিষাগ্নির শিখায় তোমাকে দহন করিতেছি, দেবগণের সহিত সমস্তলোক তোমাকে রক্ষা করুক।"

শুনিয়া দামোদর বলিয়া উঠিলেন,—"কালিয়, যদি তোমার শক্তি থাকে, তাহা হইলে, আমার একটি ভুজ দহন কর দেখি।"

উচ্চহাস্যে কালিয় উত্তর দিল,—"চতুঃসাগরপ্রান্তা সপ্তকুলাচলে পূর্ণা সমগ্রা পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করিতে পারি, আর তোমার একটা ভুজ পারিব না? তাহা হইলে থাম, আমি তোমাকে ভস্ম করিতেছি।"

এই বলিয়া কালিয় বিষাগ্নি ত্যাগ করিল, কিন্তু তাহাতে দামোদরের কিছুই না হওয়ায়, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ, তোমার বীর্য্য দেখা গেল।"

তখন কালিয় বলিতে লাগিল,—"ভগবন্, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।"

দামোদর কহিলেন,—"এই বীর্য্যে তুমি গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলে?"

'ভগবন্ প্রসন্ন হউন' বলিয়া কালিয় বলিতে আরম্ভ করিল,—"অপ্রতিমপ্রভাব, মন্দরতুল্যসার আপনার যে সুবীর্য্য বাহু গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, এবং যাহাকে সমস্ত লোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, হে ত্রিভুবনেশ্বর, দেবেশ, আমার এমন কি শক্তি আছে যে তাহাকে

দগ্ধ করিতে পারি, ভগবন্, আমি অজ্ঞানবশে মর্যাদা অতিক্রম করিয়াছি, এক্ষণে সপরিবারে শরণাগত হইতেছি।"

দামোদর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কালিয়, কি জন্য তুমি যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিয়াছ ?"

কালিয় উত্তর দিল,—"ভগবানের বরবাহন গরুড়ের ভয়ে। এক্ষণে ভগবানের অনুগ্রহে গরুড় হইতে অভয় পাইতে ইচ্ছা করি।"

শুনিয়া দামোদর কহিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হউক, তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিয়া গরুড় তোমাকে অভয় প্রদান করিবে।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া কালিয় উত্তর দিল। দামোদর তখন আবার তাহাকে হ্রদে প্রবেশ করিতে বলিলেন, কালিয় তাঁহার আজ্ঞাপালনে রত হইলে, দামোদর তাহাকে আহ্বান করিলেন। কালিয় তাঁহার নিকটে গেলে, তিনি তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—"আজ হইতে গোব্রাহ্মণপ্রভৃতি সমস্ত প্রজার প্রতি সাবধান হইবে।"

শুনিয়া কালিয় উত্তর দিল,—"ভগবন্, আমার বিষে সমস্ত জল দূষিত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমি বিষ আহরণ করিয়া যমুনাহ্রদ হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছি।"

দামোদর তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, সে তাঁহার আজ্ঞাপালনে সপরিবারে তথা হইতে চলিয়া গেল। তাহার পর দামোদর হ্রদ হইতে অবচিত পুষ্পফল গোপকুমারদিগকে দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা বলিয়া উঠিল,—"এই যে আমাদের ভর্ত্তা, আমাদের হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া অক্ষত শরীরে এই দিকে আসিতেছেন।"

এই বলিয়া তাহারা দামোদরের জয় উচ্চারণ করিল। সঙ্কর্ষণ তাঁহাকে বলিলেন,—"ভাগ্যক্রমে তুমি গোব্রাহ্মণের হিতকার্য্যই করিলে।"

দামোদর গোপকুমারীদিগকে পুষ্পগুলি দিতে গেলে, তাহারা বলিতে লাগিল,—"ভর্ত্তা, এ সকল পুষ্প পূর্ব্বে কেহ কখনও চয়ন এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই, চন্দ্রসূর্য্যের কিরণে ইহারা মর্দ্দিতও হয় না, তাই লইতে ভয় হইতেছে।"

দামোদর দেখিলেন যে, তাহারা পূর্ব্বে ভয় পাওয়ায় এখনও পর্য্যন্ত ভীত হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,—"ভয় করিও না, ভয় করিও না, এক্ষণে আমার করস্পর্শে ইহারা দোষশূন্য হইয়াছে, তোমরা গ্রহণ কর।"

'যাহা ভর্ত্তা আদেশ করেন' বলিয়া তাহারা পুষ্পসকল লইল। সেই সময় কংসরাজার একটি চর তথায় উপস্থিত হইয়া, একজন গোপালককে দামোদর কোথায় জিজ্ঞাসা করিল, গোপালক তাহাকে উত্তর দিয়া কহিল যে, তিনি কালিয় মহানাগকে দমন করিয়া গোপকুমারীগণে বেষ্টিত হইয়া নিকটেই আছেন।

চর তখন দামোদরের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কহিল,—"অহে নন্দগোপপুত্র, যথার্থনামা মহারাজ উগ্রসেনের পুত্র কংসরাজ তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন।"

শুনিয়া দামোদর উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা করিতেছে কিরূপ?"

চর বলিতে লাগিল,—"মথুরায় ধনুর্যজ্ঞ নামে এক উৎসব হইবে, তাহা দেখিবার জন্য তোমরা দুইজনে সপরিজনে তথায় যাইবে।"

তাহাতে দামোদর সঙ্কর্ষণকে বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, তাহা হইলে দেবরহস্যকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি।"

সঙ্কর্ষণ উত্তর দিলেন,—"আমরা শীঘ্রই তথায় যাইব।"

সেকথায় দামোদর কহিলেন,—"তাহাই হইবে, আপনি ভালই বলিয়াছেন, অদ্যই আমি গর্ব্বিত কংসের রত্নমুকুট মস্তকচ্যুত, কেশকলাপ বিকীর্ণ, মুক্তাহার ও পতিত অলঙ্কারের সূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া, সিংহের হস্তিবধের ন্যায় তাহাকে আকর্ষণ করিতে করিতে নিহত করিয়া ফেলিব।"

তাহার পর সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

মথুরায় ধনুর্যজ্ঞের উৎসব আরম্ভ হইল, নগরের রাজপথসকল ধ্বজপতাকায় সুশোভিত হইয়া উঠিল, পুষ্পমালায় তাহা সুন্দর শ্রী ধারণ করিল, ধূপাগুরুর গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইতে লাগিল। এ উৎসবের কারণ আর কিছুই নহে, ব্রজে বিপুল বিক্রম, বীর্য্য ও বলে বিখ্যাত দামোদরকে বলদেবের সহিত বিচরণ করিতে শুনিয়া, রাজা কংস তাহাদিগকে মথুরায় আনিয়া, রঙ্গভূমিতে মল্লের দ্বারা নিধনের ইচ্ছা করিয়া, এই ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

মথুরায় প্রবেশ করিয়াই, সঙ্কর্ষণ ও গোপগণে পরিবৃত দামোদর রজকের নিকট হইতে বস্ত্র কাড়িয়া লন, তাহা শুনিয়া, হস্তিচালক উৎপলাপীড় নামে গন্ধহস্তীকে দামোদরের আক্রমণের জন্য পাঠাইয়া দেয়, গোপালকবৃন্দের মধ্যে সহসা সেই ভীষণ হস্তীকে নিপতিত হইতে দেখিয়া, তাহার দন্ত আকর্ষণ করিয়া, দামোদর নিমেষমধ্যেই তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন।

রাজা কংস ধ্রুবসেননামে পরিচারকের নিকট হইতে সেকথা শুনিয়া, তাহাকে আবার সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, ধ্রুবসেন তাঁহার

আজ্ঞাপালনে গমন করিয়া, কিছুপরে আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া জানাইল যে, দামোদর উৎসবোপলক্ষে ধ্বজপতাকা ও মাল্যে শোভিত, এবং ধূপাগুরুগন্ধে আমোদিত রাজপথে গমন করিতে করিতে, রাজকুলদ্বারে উপস্থিত হইয়া, গন্ধকৌটাহস্তে মদনিকানামে কুব্জিকাকে দেখিয়া, তাহার হস্ত হইতে গন্ধ দ্রব্য লইয়া, নিজ গাত্রে লেপন করিলেন, পরে সেই হস্ত দিয়া তাহার কুব্জস্থান মার্জ্জনা করিলে, তাহার কুব্জ অন্তর্হিত হইয়া গেল, অবশেষে মালাকারদিগের দোকান হইতে পুষ্পমালা লইয়া, তাহাতে ভূষিত হইয়া ধনুঃশালার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজা আবার তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য ধ্রুবসেনকে পাঠাইয়া দিলেন, অল্পক্ষণপরে ধ্রুবসেন আসিয়া, তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া, বলিতে লাগিল যে, ধনুঃশালারক্ষক সিংহবল দামোদরকে নিষেধ করায়, তিনি তাহার কর্ণমূলে প্রহার করিয়া, তাহাকে নিহত করেন, পরে ধনুঃশালা হইতে ধনুক লইয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন, এক্ষণে উপাসনাগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার শিরোভূষণ শিখিপুচ্ছে, বিচিত্রবেশ, পীতবসন, সজলজলদরাশির ন্যায় বর্ণ, এবং রোষে বিঘূর্ণিত বিশাল লোচন ও বলরামের সহিত তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ধ্রুবসেন প্রকাশ করিল।

তাহার কথা শুনিয়া কংসের হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, তিনি তখন ধ্রুবসেনকে যথানির্দ্দিষ্ট চাণূর ও মুষ্টিক নামে মল্লদ্বয়কে আনিতে এবং সামন্ত বৃষ্ণিকুমারকে সজ্জিত হওয়ার কথা বলিতে আদেশ দিলেন, ধ্রুবসেন তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল, তাহার পর রাজা প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া, চাণূর মুষ্টিকের যুদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন,

এবং মধুরিকানামে প্রতীহারীকে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বলিলেন, মধুরিকা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে, রাজা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

কিছু পরে চাণূর ও মুষ্টিক রাজার নিকটে আসিল, আসিতে আসিতে চাণূর বলিতেছিল,—"আমি এক্ষণে যুদ্ধসজ্জা করিয়া আসিয়াছি, দর্পে পূর্ণ মত্ত হস্তীর ন্যায় বালক দামোদরকে আজ রঙ্গভূমিতেই ভগ্ন করিয়া ফেলিব।"

মুষ্টিক বলিতে লাগিল,—"আমার হস্তে লৌহময় মুষ্টি, নামও আমার রুষ্ট মুষ্টিক, বজ্রের গিরিশিখরভঙ্গের ন্যায় আমি রামকে আজ মারিয়া ফেলিব।"

ধ্রুবসেন তাহাদিগকে রাজার নিকট অগ্রসর হইতে বলিলে, তাহারা রাজার নিকট গিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল।

রাজা তখন তাহাদিগকে কহিলেন,—"চাণূর ও মুষ্টিক, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।"

তাহারা উত্তর দিল,—"শুনুন, ভর্ত্তা, শরীরের সন্ধিস্থলে অঙ্গপ্রহার যুদ্ধবিশেষে সিদ্ধিলাভ করিব, আপনি দেখিতে থাকুন।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"আচ্ছা, সেইরূপই করিবে।"

তাহার পর তিনি ধ্রুবসেনকে দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে আনিবার জন্য আদেশ দিলে. ধ্রুবসেন আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে লইয়া ধ্রুবসেন উপস্থিত হইল, আসিতে আসিতে দামোদর সঙ্কর্ষণকে বলিতেছিলেন,—"আর্য্য, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জন্মান্তরাসুর হতভাগ্য কংসকে যুদ্ধে পাতিত করিয়া আকর্ষণ করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ বিফল বোধ হইতেছে, এবং ঘোষপল্লীতে ও মথুরানগরে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছি, তাহাও সন্তোষ প্রদান করিতে পারিতেছে না।"

সঙ্কর্ষণ বলিয়া উঠিলেন,—"আমিও রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া অন্তরীক্ষে লম্বমান মেঘপুঞ্জকে প্রচণ্ড বায়ুর ছিন্ন ভিন্ন করার মত মুষ্টি-প্রহারে লৌহমুষ্টিযুক্ত রুষ্টমুষ্টিককে নিহত করিয়া ফেলিব।"

ধ্রুবসেন তাঁহাদিগকে কহিল,—"এই যে মহারাজ রহিয়াছেন, তোমরা অগ্রসর হও।"

তাঁহারা উভয়েই বলিয়া উঠিলেন,—"কাহার মহারাজ?"

ধ্রুবসেন উত্তর দিল,—"সমস্ত জগতের, এবং আমাদেরও।"

শুনিয়া দামোদর বলিলেন,—"আজ হইতে আর তাহা ঘটিবে না।"

ধ্রুবসেন তখন রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া, দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে দেখাইয়া দিল, রাজা তাঁহাদিগকে দেখিয়া চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন, "—এই কি সেই দামোদর? আহা! ইহার সুন্দর শ্রী, মদান্ধ গজের স্থায় ধীর ও ললিত গতি, শ্যামবর্ণ, সুদৃঢ় স্কন্ধ ও বাহু, স্থূল ও বিস্তৃত বক্ষ দেখিয়া পূর্ব্বে ইহার যে সকল আচরণের কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, এ বালক নিশ্চয়ই ত্রিলোক পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। আর এই ললিত গম্ভীর আকৃতি বালকটিকে ইহার অগ্রজ বলিয়া শুনিয়াছি। আহা! অভিনব কমলের মত বিমল ও আয়ত লোচনে, চন্দ্রের স্থায় শুভ্র কান্তিতে, উদার নীলবসনে, রজতপরিঘের স্থায় সুগোল দীর্ঘ বাহুতে, এবং চঞ্চল বিচিত্র নীলোৎপল পত্রমালায় বালকটি কেমন শোভা পাইতেছে।"

চাণূর ও মুষ্টিককে দেখিয়া দামোদর সঙ্কর্ষণকে কহিলেন,—"আর্য্য, ইহারা দুইজনে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে বলিয়া সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে মনে হইতেছে।"

সঙ্কর্ষণ উত্তর দিলেন,—"হইতে পারে।"

রাজা ধ্রুবসেনকে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন।

ধ্রুবসেন তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য মালা নিক্ষেপ করিল, চাণূর ও মুষ্টিক রণবাদ্য বাজাইতে বলিল।

পরে চাণূর দামোদরকে বলিয়া উঠিল,—"এস, দামোদর, আজ আমার ভুজদ্বয়ের দ্বারা সিদ্ধি লাভ কর।"

দামোদর উত্তর দিলেন,—"এই ত আমি উপস্থিত হইয়াছি। ধাম, আমার এই বেগ সহ্য কর দেখি?"

মুষ্টিক সঙ্কর্ষণকে কহিল,—"অহে রাম, আজ আমার মুষ্টিপ্রহারে পিষ্ট হইয়া ক্ষরিত রুধিরধারায় সিক্ত হইয়া, প্রাণ পরিত্যাগ কর।"

সঙ্কর্ষণ বলিলেন,—"অহে মুষ্টিক, তোমায় আজ যমকে নিবেদন করিতেছি।"

তাহার পর পরস্পরে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে চাণূরকে নিহত করিয়া দামোদর বলিয়া উঠিলেন,—"ভগ্নাস্থি হইয়া এটা নিহত হইল।"

মুষ্টিককে বধ করিয়া সঙ্কর্ষণও কহিলেন,—"আমিও ইহাকে নিহত করিয়াছি।"

'এক্ষণে কংসাসুরকে যমলোকে পাঠাইতেছি' বলিয়া দামোদর প্রসাদশিখরে আরুঢ় হইয়া কংসের মস্তকে প্রহার করিয়া, তাহাকে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই দুরাত্মা বিশাল রক্তাক্ত বদনে, বিঘূর্ণিত নেত্রে, ভগ্ন স্কন্ধ, কণ্ঠ, কটি, জানু, হস্ত ও জঙ্ঘায়, বিচ্ছিন্ন মুক্তাহারে ও পতিত অঙ্গদসূত্রে, বজ্রে ভগ্নশিখর গিরির ন্যায় নিপতিত হইল। কংসের লোকসকল তাহাতে হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং তাহারা অনাবৃষ্টি, শিবক, হৃদিক্, পৃথুক, সোমদত্ত, অক্রূরপ্রভৃতি বৃষ্ণিযোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়া, ভর্ত্তৃঋণপরিশোধের জন্য শীঘ্র শীঘ্র আসিতে বলিল।

তাহা শুনিয়া দামোদর সঙ্কর্ষণকে সৈন্যসকল নিবারণ করিতে বলিলেন।

সঙ্কর্ষণ উত্তর দিয়া কহিলেন,—"এই যে আমি নিবারণ করিতেছি, বেগবান্ অশ্ব, রথ ও হস্তীতে আরোহী এবং পদাতিক যোদ্ধৃগণের উগ্রনাদেপূর্ণ, বিমল খড়্গ, প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি, কুন্তপ্রভৃতি অস্ত্রে সমুজ্জল, বায়ুবলে বিকীর্ণ ফেনজাল ও উর্ম্মিমালায় শোভিত সমুদ্রের ন্যায় এই সৈন্যসমষ্টিকে বাহুযুগে আলোড়ন করিতেছি।"

সহসা বসুদেব তথায় উপস্থিত হইয়া, লোকসকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অহে মথুরাবাসিগণ, সাহসপ্রকাশে ক্ষান্ত হও, এই জ্যেষ্ঠ রোহিণীনন্দন আমারই পুত্র, আর এই কনিষ্ঠ দেবকীতনয়কে কি জান না? ক্রোধ পরিত্যাগ কর, অস্ত্রশস্ত্রে প্রয়োজন কি? কংসবধের জন্য স্বয়ং বিষ্ণু যে এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

সঙ্কর্ষণ ও দামোদর বসুদেবকে দেখিয়া তাঁহাকে 'তাত' সম্বোধন করিয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন, বসুদেব তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"তোমরা দুজনে অক্ষয়বিজয়ী হও, আমি আজ সৎপুত্রজন্মের ফল লাভ করিলাম।"

শুনিয়া উভয় ভ্রাতায় বলিয়া উঠিলেন,—"অনুগৃহীত হইলাম।"

তাহার পর বসুদেব কে আছ জিজ্ঞাসা করিলে, একজন পরিচারক আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল, বসুদেব তাহাকে শবদেহসকল অপসারিত করিতে বলিলে, সে তাঁহার আজ্ঞাপালনে রত হইল। সে সময় গোপগণ আসিয়া বলিল যে, মথুরা এক্ষণে তাহাদের রাজ্য হইয়া উঠিল। বসুদেব তখন পরিচারককে শীঘ্র গিয়া অনাবৃষ্টিকে দামোদরের আজ্ঞা জানাইয়া বলিতে বলিলেন যে, মহারাজ উগ্রসেনকে

শৃঙ্খলমুক্ত ও অভিষিক্ত করিয়া সেখানে লইয়া আসে, পরিচারক তাঁহার আজ্ঞাপালনে তথা হইতে চলিয়া গেল।

সেই সময় দেবতাগণের তূর্য্যধ্বনি ও স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং দেবতারা প্রায় সকলে কংসান্তক দামোদরের পূজার জন্য আসিতে লাগিলেন, বসুদেব তাহা সকলকে জানাইয়া দিলেন।

তখন অদূরে শব্দ উঠিল,—"হে শ্রীমান্, কমলায়তাক্ষ, ত্রৈলোক্যজিৎ, সুরবর, ত্রিদশেন্দ্রনাথ, আপনি এই কনকচিত্রিত হর্ম্ম্যমালায় ভূষিতা, বিশাল প্রাসাদ, আপণ, পুরদ্বার ও অট্টালিকায় শোভিতা মথুরাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।"

বসুদেব তখন সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অহে মথুরাবাসিগণ, তোমরা সকলে শুন, মধুপুরীর অর্গল উৎপাটনে দক্ষ, সকল ক্ষত্রিয়ের পরাঙ্মুখতার দর্শক বাসুদেবের অনুগ্রহে পুনঃপ্রাপ্তরাজ্য উগ্রসেনের শাসন এক্ষণে ঘোষিত হইতেছে।"

তাহাতে সকলে বলিয়া উঠিল,—"এক্ষণে বৃষ্ণিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।"

তাহার পর বসুদেব মহারাজ উগ্রসেনকে লইয়া আসিতে বলিলে, পরিচারক তাঁহার আজ্ঞাপালনে গমন করিল, কিছু পরে উগ্রসেন তথায় আসিলেন, আসিতে আসিতে উগ্রসেন বলিতেছিলেন,—"দীর্ঘকাল অবরোধের পর বিষ্ণু স্ববীর্য্যে যেমন ইন্দ্রের ক্লেশ মোচন করিয়াছিলেন, কেশিসূদন আমারও সেইরূপ ঘটাইলেন, ভগবানের অনুগ্রহে আমি এক্ষণে বিপদসাগর হইতে উত্তোলিত হইলাম।"

সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ কংস নিহত হওয়ায়, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের সহিত দেবগণের আদেশে দেবলোক হইতে তথায় উপস্থিত হইলেন, দামোদর তাঁহাকে দেখিয়া স্বাগত সম্ভাষণ ও তাঁহার

পাদ্যার্ঘ্যের ব্যবস্থা করিলেন। নারদ তাহা গ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-গণের গান শুনিতে সকলকে বলিলেন। তাহার পর তিনি দামোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নারায়ণ, আপনাকে প্রণাম, দেবতারাও আপনাকে প্রণাম করিতেছেন, এই অসুরকে বিনাশ করিয়া আপনি পৃথিবী রক্ষা করিয়াছেন।"

শুনিয়া দামোদর কহিলেন,—"দেবর্ষি, আমি সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব ?"

নারদ উত্তর দিলেন,—"ভগবান্ যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইল, আমি এক্ষণে সকল দেবতার সহিত স্বর্গধামে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।"

দামোদর তাঁহার পুনর্দর্শন অভিলাষ করিয়া বিদায় দিলেন, দেবর্ষি তাঁহার আজ্ঞাপালনে সম্মত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মধ্যম।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অধিষ্ঠিত কুরুজাঙ্গলে কেশবদাস নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি মাতুলপুত্রের উপনয়নোপলক্ষে সপরিবারে মাতুলালয়ের দিকে যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে এক বনপ্রদেশে ভীমসেনাত্মজ হিড়িম্বারণিসম্ভূত ঘটোৎকচ নামে রাক্ষসাগ্নিকর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইয়া উঠেন। ব্যাঘ্রের সধেনু ও সবৎস বৃষভের অনুসরণের ন্যায় সেই রাক্ষস পত্নী ও শ্রান্ত যুবক পুত্রগণে বেষ্টিত বৃদ্ধব্রাহ্মণের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল।

যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ বলিতেছিলেন,—"অরুণবর্ণ রবিকরের তুল্য ও বিকীর্ণ কেশজালে, ভ্রূকুটিযুগলে, উজ্জ্বল পিঙ্গল ও বিশাল লোচনে, বিদ্যুল্লাঞ্ছিত মেঘের মত কণ্ঠলগ্নসূত্রে, সংহারকালীন মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় এ কে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে?"

তাঁহার প্রথমপুত্র বলিয়া উঠিলেন,—"তাত, গ্রহযুগলের ন্যায় নেত্রে, স্থূল ও বিশাল বক্ষে, কনককপিশ কেশে, পীত কৌশেয়বসনে, তিমিররাশির ন্যায় বর্ণে ও বিনির্গত শুভ্র দন্তপংক্তিতে, ইন্দুলেখা যাহাতে লীন হইয়া যায়, সেই নবজলধরের মত কে এ আমাদের অনুসরণ করিতেছে?"

দ্বিতীয় পুত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"করিশাবকের ন্যায় দন্তে, লাঙ্গলাকার নাসায়, গজশুণ্ডের ন্যায় বাহুতে, নীলমেঘের মত বর্ণে, আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিতে, ত্রিপুরপুরধ্বংসী শঙ্করের মূর্ত্তিমান। রোষের ন্যায় কে এই খানে অবস্থিত রহিয়াছে?"

তৃতীয় কহিলেন,—"তাত, কে আমাদিগকে পীড়িত করিয়া লতেছে? গিরীন্দ্রগণের পক্ষে বজ্রপাত, পক্ষিসকলের পক্ষে শ্যেন,

মৃগযূথের পক্ষে সিংহের ন্যায়, পুরুষশরীরে উহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, কে আমাদিগকে সন্ত্রাসিত করিতেছে।"

ঘটোৎকচ বলিতে লাগিল,—"অহে ব্রাহ্মণ, থাম, থাম, গরুড়ের পক্ষাগ্রপবনে বর্দ্ধিত রোষাগ্নিতে তীব্র, কলত্রসহিত পীড়িত ভুজঙ্গের ন্যায় কোথায় যাইতেছ? আমার ভয়ে দেখিতেছি, তোমার ধৈর্য্য ও সার বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তুমি বিত্রস্ত পত্নী ও পুত্রের রক্ষণে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছ, তুমি যাইও না, যাইও না।"

বৃদ্ধব্রাহ্মণ তখন সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ব্রাহ্মণি, ভয় করিও না, পুত্রগণ ভয় পাইও না. ইহার কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।"

ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"হায়! কি কষ্ট, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা একথা জানি যে, পৃথিবীতে সদ্‌ব্রাহ্মণগণ পূজ্যতম, তথাপি আমাকে আজ এই অকার্য্য করিতে হইতেছে, তবে মাতার নিয়োগে আমার শঙ্কাও দূরে যাইতেছে।"

ঘটোৎকচের কথায় বিভীষিকা উৎপন্ন হওয়ায়, ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ব্রাহ্মণি, মাননীয় জলকিন্ন মুনির কথা কি মনে নাই? তিনিত বলিয়াছিলেন যে, এই বনপ্রদেশ এখনও রাক্ষসশূন্য হয় নাই, সেই জন্য সাবধানে যাইতে হইবে। তাই দেখিতেছি, এই ভয়টা জন্মিতেছে।"

ব্রাহ্মণ তখনও পর্য্যন্ত রাক্ষসের নিকট অবস্থিতি করায়, তাঁহার নির্ভীকতা দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন,—"আপনাকে যে এখনও পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে।"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"হতভাগ্য আমি কি আর করিব ?"

শুনিয়া ব্রাহ্মণী কহিলেন,—"আমরা চীৎকার করিয়া ডাকি না কেন ?"

তাহাতে প্রথম পুত্র বলিতে লাগিলেন,—"মাতঃ, কাহাকেই বা ডাকিব ? এ বনপ্রদেশত শূন্য দেখিতেছি, তিমিররাশির প্রভার ন্যায় ঘনকৃষ্ণ বৃক্ষসমূহে চারিদিকের পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু অবকাশ আছে, তাহা পক্ষী ও মৃগকুলে পরিপূর্ণ, ইহা মনস্বিগণের অভিমত আবাস বটে।"

তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"ব্রাহ্মণি ভয় করিও না, মনস্বি-জনের আবাসযোগ্য এই কথা শুনিয়া,আমার ভয় দূরে গিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, অদূরেই পাণ্ডবদিগের আশ্রম আছে। পাণ্ডবেরা যুদ্ধপ্রিয়, শরণাগতবৎসল, দীনের প্রতি পক্ষপাতী এবং সাহসী, এইরূপ ভীষণ আকৃতি ও কর্ম্মীদিগের প্রতি তাঁহারা উপযুক্ত রূপই দণ্ড বিধান করিতে পারেন।"

সে কথায় প্রথমপুত্র কহিলেন,—"পিতঃ, পাণ্ডবেরা আশ্রমে নাই ইহা মনে হইতেছে।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কিরূপে জানিলে ?"

প্রথম উত্তর দিলেন,—"সেই আশ্রম হইতে আগত কোন ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রমে শতকুম্ভ নামে যজ্ঞদর্শনে গিয়াছেন।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলেত আমরা হত হইলাম।"

প্রথম কহিলেন,—"সকলে কিন্তু যান নাই, আশ্রমরক্ষার জন্য মধ্যম তথায় আছেন।"

সে কথায় ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সকল পাণ্ডবই নিকটে আছেন।”

তাহাতে প্রথম উত্তর দিলেন,—“তিনি কিন্তু এ সময়ে ব্যায়াম-পরিচর্য্যার জন্য আশ্রম হইতে দূরে গিয়া থাকেন শুনিয়াছি।”

তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—“তাহা হইলে আমরা নিরাশ হইলাম, আচ্ছা, ইহাকেই আশ্রয় করা যা’ক।”

প্রথম কহিলেন,—“আপনাকে আর পরিশ্রম করিতে হইবে না।”

সেকথা না শুনিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,—“পুত্রের জন্যই প্রার্থনা, আচ্ছা, আমি দেখিতেছি।”

তাহার পর তিনি ঘটোৎকচকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—“অহে পুরুষ, আমাদিগকে কি মুক্তি দিতেছ?”

ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—“দিতে পারি, যদি একটি প্রতিজ্ঞা কর।”

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি প্রতিজ্ঞা?”

ঘটোৎকচ বলিতে লাগিল,—“আমার জননী আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার উপবাসভঙ্গের জন্য এই বনপ্রদেশে কোন একটি মানুষ অন্বেষণ করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, তাই তোমাকে পাইয়া বসিয়াছি। যদি চরিত্রশালিনী পত্নীর সহিত তুমি স্বয়ং ও দুই পুত্রের মুক্তি চাও, তাহা হইলে বলাবল জ্ঞাত হইয়া একটি পুত্র বিসর্জ্জন কর।”

শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—“অরে রাক্ষসাধম, হায়! আমি কি শুনিলাম, চরিত্র ও গুণে ভূষিত পুত্রকে এই রাক্ষসহস্তে প্রদান করিয়া, আমি কিরূপেইবা শান্তি লাভ করিব?”

সে কথায় ঘটোৎকচ কহিল,—“প্রার্থিত হইয়া যদি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তুমি

একটি পুত্র পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে নিমেষমধ্যেই সমস্ত স্বজনের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি এইরূপ স্থির করিতেছি। আমার কৃতকৃত্য যে শরীর পরিণামে জীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, পুত্ররক্ষার জন্য তাহাকেই যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া, রাক্ষসাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, ওকথা বলিবেন না, যাহারা পতিমাত্রধর্ম্মিণী তাহারাই পতিব্রতা, লব্ধফল এই শরীরের দ্বারাই আর্য্যের সহিত এই বংশটি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।"

সে কথায় ঘটোৎকচ কহিল,—"আমার জননীর স্ত্রীজন অভিমত নহে।"

তখন বৃদ্ধ বলিলেন,—"আমিই তোমার অনুগমন করিতেছি।"

তাহাতে ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"তুমি বৃদ্ধ, সরিয়া যাও।"

তখন প্রথমপুত্র কহিল,—"পিতঃ, আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

ব্রাহ্মণ তাঁহার কি অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে, জ্যেষ্ঠপুত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার প্রাণ দিয়া গুরুজনের প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, এই বংশের রক্ষার জন্য আমাকেই আপনার পরিত্যাগ করা উচিত।"

দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, ওকথা বলিবেন না, লোকে কুলজ্যেষ্ঠই শ্রেষ্ঠ, এবং তিনি পিতৃগণেরও প্রিয়, সেই জন্য আমিই যাইতেছি, আপনি গুরুজনের প্রতি ব্যবহার স্মরণ করুন।"

তাহাতে তৃতীয়পুত্র কহিলেন,—"আর্য্য, আপনিও ওকথা বলিবেন না, শাস্ত্রবাদিগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃসম বলিয়া থাকেন, সেজন্য আমিই গুরুজনের প্রাণরক্ষার যোগ্য।"

কনিষ্ঠের কথায় বাধা দিয়া প্রথম বলিলেন,—"বৎস, ওকথা যথার্থ নহে, পিতার আপদ উপস্থিত হইলে, জ্যেষ্ঠই তাহা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে, সেজন্য গুরুজনের প্রাণরক্ষার জন্য আমিই যাইব।"

সে কথায় বৃদ্ধব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"জ্যেষ্ঠই আমার অভিলষিত, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

তাহাতে ব্রাহ্মণী কহিলেন,—"আর্য্য যেরূপ জ্যেষ্ঠের ইচ্ছা করিতেছেন, আমিও সেইরূপ কনিষ্ঠের অভিলাষ করি।"

তখন দ্বিতীয় বলিয়া উঠিলেন,—"আমি যখন মাতাপিতার অভিলাষিত নহি, তবে কাহার আর প্রিয় হইব ?"

তাহাতে ঘটোৎকচ কহিল,—"আমিই তোমার প্রতি প্রীত হইতেছি, শীঘ্র শীঘ্র এস।"

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র বলিতে লাগিলেন,—"আমিই ধন্য, কারণ, আমার নিজ প্রাণ দিয়া গুরুপ্রাণ রক্ষা করিতে পারিব, মহান্ বন্ধুস্নেহ অপেক্ষা কালস্নেহ কিন্তু দুর্লভ।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"এই ব্রাহ্মণকুমারের স্বজনবাৎসল্য বিস্ময়কর বটে।"

দ্বিতীয় পুত্র তখন পিতাকে অভিবাদন করিলেন, তিনি তাঁহাকে কহিলেন,—"এস পুত্র, গুরুবৎসল, তুমি নিজ প্রাণ দিয়া গুরু প্রাণ বিনিময় করিলে, তাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অকৃতাত্মাদিগের দুর্লভ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও।"

পিতাকে 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া দ্বিতীয় মাতাকে অভিবাদন করিলেন, মাতাও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"বৎস, চিরজীবী হও।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অভিবাদন

করিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এস বৎস, শুভগুণে আলিঙ্গিত তুমি আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর, বসুন্ধরা তোমার কীর্ত্তিতে আলিঙ্গিতা হইয়া উঠুন।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া দ্বিতীয় উত্তর দিলেন, তখন কনিষ্ঠ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। দ্বিতীয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন যে, 'তোমার মঙ্গল হউক' 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া কনিষ্ঠ উত্তর দিলেন।

তখন দ্বিতীয় পুত্র ঘটোৎকচকে বলিলেন,—"অহে পুরুষ, আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"শীঘ্র শীঘ্র বল।"

দ্বিতীয় বলিতে লাগিলেন,—"এই বনপ্রদেশে জলাশয় রহিয়াছে দেখিতেছি, তাই আমার পরলোকের পিপাসা প্রতিকারের ইচ্ছা করিতেছি।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ কহিল,—"অহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যাও, কিন্তু শীঘ্র করিয়া আসিও, আমার মাতার আহারকাল অতিক্রান্ত হইতেছে।"

'পিতঃ! আমি চলিলাম' বলিয়া দ্বিতীয় তখন তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! হায়! আমরা বঞ্চিত হইলাম, আমার মনোজ্ঞ বংশপর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ ছিল, তন্মধ্যে মধ্যমটি ভাঙ্গিয়া গেল, সেজন্য আমার মন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। হায়! পুত্র, তুমি চলিয়া গেলে কেন? তুমিত যুবক, যৌবনের অনুরূপ তোমার কান্তি, নিয়মিত অধ্যয়নে তোমার বুদ্ধি প্রসক্ত, গজরাজের দন্তে ভগ্ন পুষ্পিত তরুর ন্যায় কি জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছ?"

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমারের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, ঘটোৎকচ বলিতে লাগিল.—"ব্রাহ্মণকুমার বড়ই বিলম্ব করিতেছে দেখিতেছি, মাতার আহারকাল অতিক্রান্ত হইতেছে, আমি এক্ষণে কি করি? আচ্ছা, স্থির করিলাম। অহে ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্রকে আহ্বান কর।"

তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"অত্যন্ত নৃশংসের ন্যায় তোমার বাক্য।"

ঘটোৎকচ কহিল,—"রাগ করিতেছ কেন? ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ইহা আমার স্বভাবদোষ, আচ্ছা, তোমার পুত্রের নাম কি?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন,—"একথাও শুনিতে পারিতেছি না।"

তাহার পর সে প্রথম পুত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"অহে ব্রাহ্মণ-কুমার, তোমার ভ্রাতার নামটি কি?"

প্রথম কহিলেন,—"সে তপস্বীর নাম মধ্যম।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"মধ্যম নামটি তাহারই উপযুক্ত বটে, আমিই যাইতেছি।"

তাহার পর সে 'মধ্যম, মধ্যম, শীঘ্র এস' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ঘটোৎকচকে মধ্যম মধ্যম বলিয়া আহ্বান করিতে শুনিয়া, পাণ্ডবমধ্যম ভীমসেন তথায় উপস্থিত হইলেন। আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"এ স্বর কাহার? এই ক্রমগহন সুনিবিড় বন-প্রদেশে পক্ষিশতের রব অতিক্রম করিয়া ইহা উচ্চে উঠিতেছে। ইহাতে মনঃপীড়া জন্মিতেছে বটে, কিন্তু ধনঞ্জয়ের স্বরের সহিত ইহার সাদৃশ্যও রহিয়াছে।"

ঘটোৎকচ আবার বলিতে লাগিল,—"ব্রাহ্মণকুমার বড়ই বিলম্ব করিতেছে দেখিতেছি, মাতার আহারকাল অতিক্রান্ত হইতেছে,

আমি এক্ষণে কি করি? আচ্ছা, স্থির করিলাম, উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে আহ্বান করি, অহে মধ্যম, শীঘ্র এস।"

মধ্যমকে আহ্বান করিতে শুনিয়া, ভীমসেন তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে মনে করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কে এই বনপ্রদেশে আমার ব্যায়ামবিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, মধ্যম মধ্যম বলিয়া আমাকে আহ্বান করিতেছে? আচ্ছা, দেখাই যা'ক্।"

তাহার পর তিনি অগ্রসর হইয়া ঘটোৎকচকে দেখিতে পাইলেন, ও বলিয়া উঠিলেন,—"এ পুরুষটি দর্শনীয় বটে, ইহার সিংহের ন্যায় বদন ও দন্ত, মধুর মত চক্ষু, স্বর স্নিগ্ধ ও গম্ভীর, ভ্রূযুগল বিশাল, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নাসা, গজরাজের তুল্য হনু, কেশরাশি দীর্ঘ ও বিকীর্ণ, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, মধ্যভাগ বজ্রসম, হস্তী ও বৃষভের ন্যায় গতি, স্কন্ধ ও বাহু লম্বমান ও স্থূল, ইহাকে দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এ কোন রাক্ষসীগর্ভসম্ভূত ও লোকবীরের পুত্র, এবং নিজেও বিপুল বলশালী।"

ঘটোৎকচ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,—"ব্রাহ্মণকুমার বড়ই বিলম্ব করিতেছে, মাতার আহারকাল অতিক্রান্ত হইতে চলিল, এক্ষণে কি করা যায়? আচ্ছা, তাহাকে উচ্চৈঃস্বরেই আহ্বান করি, অহে মধ্যম, শীঘ্র এস।"

তখন ভীমসেন অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"অহে, এই ত আসিয়াছি।"

তাঁহাকে দেখিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"ইনিত সেই ব্রাহ্মণ-বালক নহেন, তবে পুরুষটি দর্শনীয় বটেন, ইঁহার আকৃতি সিংহের ন্যায়, কনকতালের ন্যায় লম্বমান বাহুযুগল, কটিদেশ কৃশ, যাঁহার পার্শ্বদ্বয় গরুড়পক্ষবিলগ্ন ও যিনি পদ্মপলাশলোচন, সেই বিষ্ণু হইতে পারেন,

আবার আত্মীয়ের ন্যায় এখানে উপস্থিত হইয়া, আমার নেত্রদ্বয় আকর্ষণ করিতেছেন।"

তাহার পর সে ব্রাহ্মণকুমারকে আহ্বান করিয়া কহিল,—"অহে মধ্যম, আমি তোমাকেই ডাকিতেছি।"

ভীমসেন উত্তর দিলেন,—"সেই জন্য ত আমি উপস্থিত হইয়াছি।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"কি, আপনি মধ্যম নাকি ?"

ভীমসেন কহিলেন,—"আর কেহ নহে, আমিই অবধ্যদিগের মধ্যম, গর্ব্বিতগণের মধ্যম, পৃথিবীতে একমাত্র মধ্যম, আর ভ্রাতাদিগেরও মধ্যম।"

'হইতে পারে' বলিয়া ঘটোৎকচ উত্তর দিল।

ভীমসেন আবার বলিতে লাগিলেন,—"আরও শুন, আমি পঞ্চভূতের মধ্যম, পার্থিবগণের মধ্যম, জন্মে মধ্যম, আর সংসারে সকল কার্য্যেই মধ্যম।"

তখন বৃদ্ধব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,--"ইনি মধ্যম এই কথা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে নিশ্চয়ই পাণ্ডবমধ্যম, আমাদের উদ্ধারের জন্য যমের দর্প হইতে যেন উত্থিত হইয়া আসিয়াছেন।"

সেই মধ্যম ব্রাহ্মণকুমার তথায় আসিতেছিলেন, আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"পদ্মপরিপূর্ণ সরোবরে আচমন করিয়া, আপনি আপনাকেই পদ্মপত্রের ন্যায় উজ্জ্বল জল প্রদান করিলাম।"

তাহার পর তিনি ঘটোৎকচের নিকট অগ্রসর হইতে হইতে কহিলেন,—"অহে পুরুষ, এই যে আমি আসিয়াছি।"

তখন ঘটোৎকচ বলিতে লাগিল,—"তুমি এতক্ষণে আসিলে বটে, অহে মধ্যম, এদিকে এস।"

বৃদ্ধব্রাহ্মণ তখন ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"অহে মধ্যম, এই ব্রাহ্মণবংশটি রক্ষা করুন।"

ভীমসেন উত্তর দিলেন,—"ভয় পাইবেন না, ভয় পাইবেন না, মধ্যম আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।"

আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তুমি বায়ুর ন্যায় দীর্ঘায়ু হও।"

'অনুগৃহীত হইলাম', বলিয়া ভীমসেন উত্তর দিলেন, ও তাঁহার ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুন তবে, আমি কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বাধিষ্ঠিত কুরুজাঙ্গলের যুপগ্রামে বাস করি, আমি মাঠর-গোত্রীয় কল্পশাখাধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, নাম কেশবদাস। উত্তরদিকে উত্থামক গ্রামে আমার মাতুল কৌশিকগোত্র যজ্ঞবন্ধু নামে ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহার পুত্রের উপনয়নোপলক্ষে আমি সপরিবারে তথায় যাইতেছি।"

শুনিয়া ভীমসেন কহিলেন,—"আপনার পথে মঙ্গল হউক, তাহার পর কি হইল বলুন।"

ব্রাহ্মণ আবার বলিতে লাগিলেন,—"পরে সজলজলদের ন্যায় শরীর, পদ্মপত্রের মত বিশাল চক্ষু, সিংহের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, উগ্রদন্ত, জগতে নির্ভীক এই রাক্ষসটা তোমার ন্যায় লোকের সমক্ষেও পুত্র-পরিজনের সহিত আমাকে বিনাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছে।"

তখন ভীমসেন বলিয়া উঠিলেন,—"এইরূপ নাকি, ও পুরুষটি তাহা হইলে ব্রাহ্মণের মার্গবিঘ্ন ঘটাইতেছে, আচ্ছা, আমি ইহার দণ্ডবিধান করিতেছি, অহে পুরুষ, থাম, থাম।"

ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—"এই যে আমি রহিয়াছি।"

ভীমসেন তাহাকে কহিলেন,—"কি জন্ম ব্রাহ্মণকে তাড়না করিতেছ ? পুত্ররূপ নক্ষত্রে বেষ্টিত, পত্নীরূপ রমণীয় প্রভাযুক্ত এই বিপ্রচন্দ্রের নিকট তুমি রাহুর ন্যায় উপস্থিত হইয়াছ দেখিতেছি।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিল,—"তাহাই বটে, আমি রাহুর ন্যায়ই উপস্থিত হইয়াছি।"

বিরক্তিসহকারে ভীমসেন কহিলেন,—"নিবৃত্তব্যবহার পত্নীপুত্র-সমন্বিত সর্ব্বাপরাধেও অবধ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠকে ছাড়িয়া দাও।"

ঘটোৎকচ বলিল—"না, ছাড়িব না।"

তাহাতে ভীমসেন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এ কাহার পুত্র এবং কে এই আমাদের সকল ভ্রাতারই গুণ অপহরণ করিল ? ইহার বালতেজস্বিতা দেখিয়া আমি অভিমন্যুকেই স্মরণ করিতেছি।"

তাহার পর তিনি আবার ঘটোৎকচকে কহিলেন,—"অহে পুরুষ, ছাড়িয়া দাও।"

ঘটোৎকচ আবার উত্তর দিল,—"না, ছাড়িব না, যদি আমার পিতা দৃঢ়ভাবে ইহাকে ছাড়িয়া দিতে বলেন, তথাপি ছাড়িতে পারিব না, কারণ, আমি মাতার আজ্ঞায় ইহাকে ধরিয়া বসিয়াছি।"

শুনিয়া ভীমসেন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কি, মাতার আজ্ঞা ? তাহা হইলে দেখিতেছি, এ তপস্বী গুরুসেবাপরায়ণ। মাতা মনুষ্যদিগের দেবতার ও দেবতা, মাতার আজ্ঞার জন্যইত আমাদের এই দশা ঘটিয়াছে।"

তাহার পর তিনি ঘটোৎকচকে বলিলেন,—"অহে পুরুষ, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

ঘটোৎকচ কহিল,—"শীঘ্র শীঘ্র বলুন।"

ভীমসেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মাতা কে ?"

ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—"হিড়িম্বা রাক্ষসী। পূর্ণচন্দ্রে আকাশস্থলীর ন্যায় সেই মহাভাগা কুরুকুলপ্রদীপ মহাত্মা পাণ্ডবকর্ত্তৃক সনাথা হইয়াছিলেন।"

শুনিয়া ভীমসেন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তাহাই নাকি? এটি হিড়িম্বার পুত্র, তাহা হইলে ইহার গর্ব্ব অনুরূপই বটে, পিতৃগণের ন্যায় অনেক পরিমাণে ইহার রূপ, সত্ব, বলপ্রভৃতি বটে, কিন্তু লোকের প্রতি মনটি করুণাশূন্য, ইহা কিরূপ?"

তাহার পর তিনি আবার ঘটোৎকচকে কহিলেন,—"অহে পুরুষ, ছাড়িয়া দাও।"

ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—"না, ছাড়িব না।"

তখন ভীমসেন বৃদ্ধকে বলিলেন,—"অহে ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্রকে গ্রহণ করুন, আমিই ইহার অনুগমন করিতেছি।"

তাহা শুনিয়া দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, আপনি এরূপ করিবেন না, গুরুপ্রাণরক্ষার জন্য আমি পূর্ব্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছি, রূপগুণযুত যুবা আপনি পৃথিবীতে অবস্থিতি করুন।"

সে কথায় ভীমসেন কহিলেন,—"আর্য্য, ওকথা বলিবেন না, আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছি, আপনি পূজ্যতম ব্রাহ্মণ, সেই জন্য আমার শরীর দিয়া ব্রাহ্মণশরীর বিনিময়ের ইচ্ছা করিতেছি।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিতে লাগিল,—"তাহাই নাকি, এ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, তাই এত গর্ব্ব, আচ্ছা, ইহাকেই বধ করিয়া লইয়া যাইব।"

তাহার পর সে বলিয়া উঠিল,—"কে ইহাকে নিবারণ করিতেছে?"

ভীমসেন উত্তর দিলেন,—"আমি।"

ঘটোৎকচ কহিল,—"কি, আপনি?"

ভীমসেন বলিলেন,—"হাঁ, তাহাই।"

তাহাতে ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"তাহা হইলে আপনিই আমার সহিত আসুন।"

ভীমসেন উত্তর করিলেন,—"তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমার বীর্য্যবল অতিক্রম না করিলে, আমি যাইতে পারিব না, যদি তোমার শক্তি থাকে, বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া চল।"

ঘটোৎকচ কহিল,—"আমাকে কি আপনি জানেন না?"

ভীমসেন উত্তর দিলেন,—"আমার পুত্র বলিয়াই জানি।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"কি, কি, আমি তোমার পুত্র?"

ভীমসেন বলিতে লাগিলেন,—"ক্রোধ করিতেছ কেন? ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, সকল প্রজাই ক্ষত্রিয়গণের পুত্রনামে অভিহিত হয়, সে জন্য আমি ও কথা বলিয়াছি।"

তাহাতে ঘটোৎকচ কহিল,—"এক্ষণে ভীতগণের অস্ত্র গ্রহণ করা হইতেছে দেখিতেছি।"

সে কথায় ভীমসেন বলিলেন,—"আমি সত্যের শপথ করিতেছি যে, ভয় কি তাহা জানি না, তোমারই নিকট তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, তুমিই যখন তাহার গুণাগুণজ্ঞ, তখন তাহা কিরূপ বল দেখি, তাহা হইলে তাহার অনুরূপ বুঝিতে পারিব।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"তোমাকে ভয়ের উপদেশ দিতেছি, আচ্ছা, তবে অস্ত্র গ্রহণ কর।"

ভীমসেন উত্তর দিলেন, "অস্ত্র! তাহা গ্রহণ করাই আছে।"

ঘটোৎকচ জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কিরূপ?"

ভীমসেন উত্তর দিলেন,—"কাঞ্চনস্তম্ভতুল্য শত্রুগণের নিগ্রহে তৎপর আমার দক্ষিণ বাহুই আমার অনুরূপ অস্ত্র।"

তাহাতে ঘটোৎকচ কহিল,—"ইহাত আমার পিতা ভীমসেনেরই উপযুক্ত।"

সে কথায় ভীমসেন বলিলেন,—"সেই ভীম কে? তিনি কি ব্রহ্মা, শিব, কৃষ্ণ, ইন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, অথবা যম? ইঁহাদের মধ্যে কাহার সদৃশ তোমার পিতা?"

ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—"সকলেরই।"

তাহাতে ভীমসেন বলিয়া উঠিলেন,—"ধিক্, ইহা মিথ্যাকথা।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিতে লাগিল,—"কি, কি, মিথ্যাকথা বলিতেছি? আমার গুরুর নিন্দা করিতেছ? আচ্ছা, এই স্থূল বৃক্ষটি উৎপাটন করিয়া প্রহার করিতেছি।"

এই বলিয়া সে ভীমসেনের প্রতি বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল, তাহাতে তাঁহার কিছুই হইল না দেখিয়া, ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"কি, ইহাকে বধ করিতে পারিলাম না! এক্ষণে কি করা যায়, আচ্ছা, স্থির করিলাম, এই গিরিশিখর উৎপাটন করিয়া প্রহার করিতেছি। গিরিশিখর নিক্ষেপ করিলে, ইহা তোমার প্রাণ গ্রহণ করিবে।"

ভীমসেন উত্তর দিলেন,—"বনমধ্যে রুষ্ট বন্যহস্তী ব্যাঘ্রকে পরাভূত করিতে পারে না।"

ঘটোৎকচ দেখিল যে, গিরিশিখরেও ভীমসেনের কিছুই হইল না, তখন সে বলিতে লাগিল,—"কি, ইহাতেও ইহাকে নিহত করিতে পারিলাম না? তাহা হইলে কি করি, আচ্ছা স্থির করিলাম, আমি যখন ভীমসেনের পুত্র ও বায়ুর পৌত্র, তখন যুদ্ধই আরম্ভ করি, তুমি সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াও, যুদ্ধে আমার সমান কেহই নাই।"

এই বলিয়া ঘটোৎকচ ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া ফেলিল, পরে বলিয়া উঠিল,—"গজের দৃঢ়পাশে

বদ্ধ হওয়ার ন্যায় আমার ভুজযুগলে পীড়িত হইয়া, বাহুবীর্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া, তুমি এক্ষণে কিরূপে যাইবে?”

ভীমসেন তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“কি, আমাকে ধরিয়া ফেলিল?”

পরে দুর্য্যোধনকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিলেন,—“অহে দুর্য্যোধন, তোমার শত্রুপক্ষ বাড়িয়াই চলিল, আত্মরক্ষার চেষ্টা কর।”

অবশেষে ঘটোৎকচকে বলিয়া উঠিলেন,—“অহে পুরুষ, সাবধান হও।”

ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—“আমি সাবধানই আছি।”

তখন ভীমসেন যুদ্ধবন্ধ মোচন করিয়া, ঘটোৎকচকে কহিলেন,—“তামার বলদর্প পরিহার কর, অহে বীর, তোমার সার পরীক্ষা করিলাম, বাহুযুদ্ধে আমার কিছুমাত্র খেদ নাই।”

তাহাতে ঘটোৎকচ বলিতে লাগিল,—“কি, ইহাতেও ইহাকে বধ করিতে পারিলাম না? এক্ষণে কি করা যায়! আচ্ছা, স্থির করিলাম, মাতার অনুগ্রহে যে মায়াপাশ লাভ করিয়াছি, তাহাতেই বাঁধিয়া ইহাকে লইয়া যাইব। এক্ষণে জল কোথায়? অহে পর্ব্বত, জল প্রদান কর।”

তখন পর্ব্বত হইতে জলধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল, ঘটোৎকচ তাহাতে আচমন করিয়া, মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিল, পরে ভীমসেনকে কহিল,—“অহে পুরুষ, এই মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া তুমি বিবশ হইয়া পড়িবে, যাইবার শক্তি থাকিবে না, উৎসবে রজ্জুবদ্ধ শক্রধ্বজের ন্যায় তাহা হইলে শোভা পাইতে থাক।”

এই বলিয়া তাঁহাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিল, ভীম মহাসঙ্কটে পড়িলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন,—“কি, আমি মায়াপাশে বদ্ধ

হইলাম! হাঁ, মহেশ্বরের অনুগ্রহে লব্ধ মায়াপাশমোক্ষ মন্ত্র আমার নিকটে আছে বটে, তাহাই জপ করিব, এক্ষণে জল কোথায় পাই? আচ্ছা, অহে ব্রাহ্মণকুমার, কমণ্ডলুর জল প্রদান করুন।"

বৃদ্ধব্রাহ্মণ তখন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন। ভীমসেন আচমন করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, ক্রমে মায়াপাশ খুলিয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"পাশত পড়িয়া গেল, এক্ষণে কি করি? আচ্ছা, অহে পুরুষ, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।"

ভীমসেন উত্তর দিলেন,—"প্রতিজ্ঞা, আচ্ছা স্মরণ করিতেছি, অগ্রে চল।"

তাহার পর দুইজনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"পুত্রগণ, কি করা যায়, ভীমসেন ত চলিয়া গেলেন। জলদুগ্ররূপ রাক্ষসটাকে উপযুক্তরূপে উগ্র বাহুবলবীর্য্যে আক্রমণ ও পরাভূত করিয়া, ক্রীড়াশীল বৃষভের ধারাপাতের প্রতি ধাবিত হওয়ার ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন।"

তখন তাঁহারা তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, হিড়িম্বার আশ্রম-দ্বারের নিকট গিয়া ঘটোৎকচ ভীমসেনকে কহিল,—"এখানে থাক, মাতাকে তোমার আগমনসংবাদ জানাই।"

ভীমসেন সম্মত হইয়া তাহাকে যাইতে বলিলেন, আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘটোৎকচ হিড়িম্বাকে বলিতে লাগিল,—"মাতঃ, অভিবাদন করিতেছি, আমি ঘটোৎকচ, তোমার আহারের জন্য চিরাভিলষিত মানুষ আনিয়াছি।"

আশীর্ব্বাদ করিয়া হিড়িম্বা কহিল,—"বৎস, চিরজীবী হও, কিরূপ মানুষ আনিয়াছ?"

ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—"নামে মানুষ বটে, কিন্তু বীর্য্যে নহে।"

শুনিয়া হিড়িম্বা বলিয়া উঠিল,—"তবে কি ব্রাহ্মণ ?"

ঘটোৎকচ বলিল,—"ব্রাহ্মণ নহে।"

হিড়িম্বা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি স্থবির ?"

ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—"বৃদ্ধ নহে।"

হিড়িম্বা আবার বলিল,—"তবে কি বালক ?"

ঘটোৎকচ কহিল,—"বালকও নহে।"

তখন হিড়িম্বা বলিয়া উঠিল,—"তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে হইবে।"

তাহার পর উভয়ে আশ্রমদ্বারের নিকটে আসিলে, হিড়িম্বা ভীমসেনকে দেখিয়া কহিল,—"কি, এই মানুষটি আনিয়াছ ?"

ঘটোৎকচ জিজ্ঞাসা করিল,—"মাতঃ, ইনি কে ?"

হিড়িম্বা উত্তর দিল,—"উন্মত্ত, ইনি যে দেবতা।"

বিরক্তিসহকারে ঘটোৎকচ বলিল,—"কাহার দেবতা ?"

হিড়িম্বা বলিয়া উঠিল,—"তোমার ও আমার।"

ঘটোৎকচ কহিল,—"প্রত্যয় কি ?"

'এই প্রত্যয়' বলিয়া হিড়িম্বা অগ্রসর হইয়া ভীমসেনকে বলিয়া উঠিল,—"আর্য্যপুত্রের জয় হউক।"

ভীমসেন তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন,—"এ আবার কে ? এযে দেখিতেছি দেবী হিড়িম্বা। আমরা যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া গহনবনে ভ্রমণ করিতাম, তখন দেবি, তুমিইত করুণাপরবশ হইয়া আমাদের সন্তাপ দূর করিয়াছিলে।"

তাহার পর ভীমসেন হিড়িম্বাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, সে

তাহার কাণে কাণে সমস্তই বলিল। শুনিয়া ভীমসেন কহিলেন,—"তুমি জাতিতে রাক্ষসী বট, কিন্তু শিষ্টাচারে নহে।"

হিড়িম্বা তখন ঘটোৎকচকে বলিল,—"উন্মত্ত, পিতাকে অভিবাদন কর।"

ঘটোৎকচ ভীমসেনকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,—"তাত, ধার্ত্তরাষ্ট্রবনের দাবাগ্নি ঘটোৎকচ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে, পুত্রচাপল্য ক্ষমা করিবেন।"

ভীমসেন আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"এস পুত্র, তোমার যাহা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা রমণীয়ই বটে।"

তাহার পর ঘটোৎকচকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, —"পিতৃগণের হৃদয় ধৃতরাষ্ট্রবনের দাবাগ্নিস্বরূপ পুত্রের অপেক্ষা করিতেছে। বৎস, অতিবলপরাক্রম হও।"

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"তাহাই নাকি? এটি ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ!"

ভীমসেন তখন ঘটোৎকচকে কেশবদাসের বন্দনা করিতে বলিলে, ঘটোৎকচ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। কেশবদাস 'পিতার ন্যায় গুণকীর্ত্তিশালী হও' বলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া ঘটোৎকচ উত্তর দিল।

তাহার পর বৃদ্ধব্রাহ্মণ ভীমসেনকে কহিলেন,—"অহে বৃকোদর, তুমি আমাদের কুলরক্ষা ও নিজ কুলেরও উদ্ধার সাধন করিলে। এক্ষণে আমরা যাইতেছি।"

শুনিয়া ভীমসেন বলিতে লাগিলেন,—"আপনার অনুগ্রহে আমাদের সমস্তই মঙ্গল। অদূরেই আমাদের আশ্রম, তাই সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"জীবনপ্রদানেই আমাদের আতিথ্য করা হইয়াছে, সেজন্য আমরা যাইতেছি।"

তাহাতে ভীমসেন কহিলেন,—"তাহা হইলে আপনি সপরিবারে যাইতে পারেন, আবার যেন দর্শন পাই।"

ব্রাহ্মণ তাহাতেই সম্মত হইয়া সপরিবারে তথা হইতে অগ্রসর হইলেন।

ভীমসেন তখন হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"চল, আমরা পূজনীয় কেশবদাসকে আশ্রমদ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সম্মান দেখাইয়া আসি। মনে রাখিও, সমুদ্র যেমন নদীর, অগ্নি যেমন আহুতির, মন যেমন ইন্দ্রিয়গণের প্রভব, ভগবান কেশবও সেইরূপ আমাদের সকলের প্রভু।"

পঞ্চরাত্র

(১)

বনবাসের পর পাণ্ডবেরা এক্ষণে বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাস পালন করিতেছেন। ওদিকে কুরুরাজ দুর্য্যোধন মহাসমারোহে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সমস্ত রাজগণ সপরিবারে সেই যজ্ঞদর্শনে উপস্থিত হইলেন।

নদীতীরে বৃক্ষপর্ব্বতসমাকীর্ণ এক বনপ্রদেশে যজ্ঞের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণভোজন হইতে লাগিল, দ্বিজগণের উচ্ছিষ্ট অন্নে মনে হইতেছিল যেন চারিদিকে কাশকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তরুগণের পুষ্পগন্ধ ঘৃতধূমে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, ব্যাঘ্রসকল মৃগযূথের ন্যায় বিচরণ করিতেছিল, সিংহগণ হিংসাশূন্য হইয়া, পর্ব্বতসকলে আশ্রয় লইতেছিল, রাজা দীক্ষা গ্রহণ করায়, সমস্ত জগৎই যেন দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবগণের মুখস্বরূপ অগ্নি আহুতিসঞ্চারে, ব্রাহ্মণসকল ধনরাশিতে, অন্যান্য লোক গোগণে, এমন কি, পক্ষিগণ পর্য্যন্তও তৃপ্তিলাভ করিতে-ছিল। হৃষ্ট জগৎ সকল দিকেই রাজার সদ্গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া, গুণরাশিতে দেবাবাসভূত সকল লোককেই যেন অতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল।

ব্রাহ্মণগণের চরণে রাজগণ প্রণত হইয়া উষ্ণীষ স্পর্শ করায়, তাঁহারা হৃষ্ট হইতেছিলেন, সেই শ্লাঘ্য ও সুবিখ্যাত বার্দ্ধক্যেও অধিক পরিমাণে সংযত বেদপাঠে পটু বিপ্রসকল ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, বয়সের আধিক্যে তাঁহাদের শরীর শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যষ্টিপাত

তৃতীয় চরণক্ষেপের ন্যায় দেখাইতেছিল, শিষ্যস্কন্ধে নিবেশিত আকুঞ্চিত হস্তে তাঁহাদিগকে জীর্ণ গজেন্দ্রের ন্যায়ই বোধ হইতেছিল।

যজ্ঞ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত রাজা দুর্য্যোধনের যজ্ঞানুষ্ঠান না হওয়ায়, সকলে ব্রাহ্মণকুমারদিগকে অগ্নি পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কাহারও কাহারও নিকট তাহা বালচাপল্য প্রদর্শন বলিয়া বোধ হইতেছিল, তখনও পর্য্যন্ত অগ্নি সমভাবেই জ্বলিতেছিল।

একটি উজ্জ্বল যূপকাষ্ঠ দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন পৃথিবী তাঁহার কনকময় ভুজ উত্তোলন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ যেমন পার্শ্বে শূদ্রের অবস্থিতি সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ বেদীস্থিত যজ্ঞাগ্নিও লৌকিকাগ্নি সহ্য করিতে পারিতেছিল না, হরিত কুশসমূহে বেদী পরিবৃত থাকায়, তাহার পৃষ্ঠদেশ অধিক পরিমাণে দগ্ধ হইতে পারে নাই, তাই হস্তীর প্রফুল্ল পদ্মবনে প্রবেশ করার ন্যায় ধূমরাশিও যজ্ঞবেদীর সম্মুখস্থ গৃহে প্রবেশ করিতেছিল।

কুল দূষিত হইলে, জ্ঞাতিকে যেমন জ্ঞাতিভয়ে নির্ব্বাসিত করিতে হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণও অগ্নিভয়ে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতেছিলেন। মৃতপুত্রা নারী বালস্নেহবশে যেমন দগ্ধ হয়, সেইরূপ ঘৃতপূর্ণা শকটী জলসিক্তা হইলেও দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। শুষ্ককুশ আশ্রয় করিয়া-অগ্নিদেব রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধনের ধর্ম্মশকটীকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নবতৃণে আচ্ছাদিত থাকায়, তিনি ক্রমে খর্ব্ব হইয়া পড়েন, পরে আবার বায়ুবেগে প্রজ্বলিত হইয়া, শিখা বিস্তার করিতে করিতে, ক্রমশঃ চক্রপর্য্যন্ত আগমন করেন, অবশেষে নেমীমণ্ডলে মণ্ডলাকার হইয়া, সূর্য্যের ন্যায় হইয়া উঠিলেন।

একস্থানে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ভয়ে বল্মীকমুখ হইতে কোটরপথে

একসঙ্গে পাঁচটি ভুজঙ্গ মৃতব্যক্তির দেহ হইতে যুগপৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের নির্গমনের ন্যায় বাহির হইয়া গেল। বায়ুচালিত অগ্নিতে কোন একটি অর্দ্ধদগ্ধ বৃক্ষের কোটররূপ দেহ হইতে প্রাণের ন্যায় পক্ষীগুলি উড়িয়া পলায়ন করিল, চরিত্রহীন ব্যক্তির জন্য কুল যেমন নষ্ট হয়, সেইরূপ একটি শুষ্কবৃক্ষের নিমিত্ত সমস্ত পুষ্পিত বনটি দগ্ধ হইতে লাগিল।

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং গুল্মে পরিপূর্ণ সমস্ত বনটিকে যথেষ্ট পরিমাণ আহারের ন্যায় উপভোগ, পরে কুশ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া, অগ্নিদেব অবশেষে আচমনের জন্য নদীতে অবতরণ করিলেন।

হুতাশন ক্রমে বিস্তৃত কুশরাশি ও বল্কলসমূহ দগ্ধ করিতে করিতে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তর আশ্রয় করিতে লাগিলেন, কদলীবৃক্ষের ফলসকল দগ্ধ হইয়া পক্কফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে আরম্ভ করিল, মধুচক্র-সহিত একটি তালবৃক্ষ মূলে দগ্ধ হইয়া মহাদেবের পরশুর ন্যায় পড়িয়া গেল।

ক্রমে সৎপুরুষের রোষের মত অগ্নিদেব প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন, ধননাশে সাধুব্যক্তির দানশক্তি হ্রাস হওয়ার ন্যায় ইন্ধনক্ষয়ে অগ্নিদেবও বলহীন হইতে লাগিলেন, বিপদে ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, লোকে যেমন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত বিক্রয় করে, অগ্নিদেব শেষে সেইরূপ স্রুক্, ভাণ্ড, অরণি, কুশপ্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণগুলি ভোজন করিতে লাগিলেন।

একটি বৃক্ষের শাখা অবনত হওয়ায়, তাহার পত্ররাশি নদীজল স্পর্শ করিতেছিল, বায়ুবেগে তাহার একটি পত্র চালিত হওয়ায়, তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন সে দাবানলে বিপন্নজীবন বৃক্ষ-সকলকে জলসিঞ্চন করিতেছে।

যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ এই সকল দেখিয়া, নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন, ভোজনের পর তাঁহারাও আচমনের জন্য নদীকূলে গমন

করিলেন। আচমন করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীষ্মদ্রোণকে অগ্রে করিয়া, সমস্ত রাজমণ্ডলীর সহিত সেই দিকে আসিতেছেন। সকলে দুর্য্যোধনকে 'যজ্ঞ করিয়া ভোজন করাও, বিক্রমে পৃথিবী জয় করিতে থাক, রোষ পরিহার কর, স্বজনে দয়াবান্ হও,' এইরূপ উত্থাপিত বাক্যপ্রসঙ্গে মধুর আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, ব্রাহ্মণেরা তাহাতে মনে করিলেন যে, পৌরবর্গ পাণ্ডবগণকেই পরিগ্রহ করার জন্য দুর্য্যোধনকে বলিতেছিলেন।

তাহার পর তাঁহারা কুরুরাজকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য অগ্রসর হইয়া, তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন। পরে সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

প্রথমেই দ্রোণ ও ভীষ্ম দেখা দিলেন, আসিতে আসিতে দ্রোণ বলিতেছিলেন,—"দুর্য্যোধন এক্ষণে ধর্ম্ম অবলম্বন করায়, আমিই অনুগৃহীত হইলাম। কারণ, আত্মীয়দিগকে অতিক্রম ও মিত্রগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, শিষ্যদোষ আচার্য্যকেই আশ্রয় করে, গুরুর হস্তে শিশুসন্তান সমর্পণ করিলে, পিতামাতার আর কোন অপরাধ থাকে না।"

ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন,—"অর্থপ্রাপ্তিতে উন্নতি লাভ করিয়া, দুর্য্যোধন যুদ্ধপ্রিয়তার জন্য অযশ অর্জ্জন করিয়াছিল, এক্ষণে ধর্ম্মসেবা করিয়া পুণ্যভাজন হইয়া উঠিয়াছে, এবং সুন্দর বলিয়াও প্রতিপন্ন হইতেছে।"

এই সময়ে দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনির সহিত তথায় আসিলেন, এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আমার আত্মা এক্ষণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, গুরুজনেরাও সন্তুষ্ট হইয়াছেন, জগৎ আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়ায়, আমার গুণরাশি প্রতিষ্ঠিত ও অযশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যদি

বল, মরণেই স্বর্গলাভ হয়, তাহা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হইতেছে, স্বর্গ পরোক্ষ নহে, এই সংসারেই তাহা বহুগুণ প্রসব করে।"

কর্ণ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"গান্ধারীতনয়, ন্যায়লব্ধ অর্থ দান করিয়া,তুমি ন্যায্য কার্য্যই করিয়াছ, কারণ, ক্ষত্রিয়দিগের সমৃদ্ধি বাণেরই অধীন, পুত্রের জন্য যে সঞ্চয় করে, সে বঞ্চিত হয়, রাজা সমস্ত বিত্ত বিপ্রসাৎ করিয়া, পুত্রদিগকে কেবল ধনুর্মাত্রই প্রদান করিবেন।"

শকুনি তাহাতে কহিলেন,—"গঙ্গাস্নানে তোমার পাপ ধৌত হওয়ায়, অঙ্গরাজ, তুমি যথার্থই বলিয়াছ।"

কর্ণ উত্তর দিলেন,—"ইক্ষ্বাকু, শর্য্যাতি, যযাতি, রাম, মান্ধাতা, নাভাগ, নৃগ, অম্বরীষপ্রভৃতি রাজগণের যথেষ্ট ধন ও রাজ্য ছিল, তাঁহারা শরীরে বিনষ্ট হইলেও, যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।"

তখন সকলে দুর্য্যোধনকে বলিয়া উঠিলেন,—"গান্ধারীপুত্র, ভাগ্যক্রমে আপনার যজ্ঞশেষ হওয়ায়, আপনার গৌরব বর্দ্ধিত হইল।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন। তাহার পর তিনি দ্রোণকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—"আচার্য্য, অভিবাদন করিতেছি।"

তাহাতে দ্রোণাচার্য্য বলিয়া উঠিলেন,—"এস বৎস, কিন্তু ইহা প্রকৃত ক্রম নহে।"

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে কিরূপ ক্রম হইবে?"

দ্রোণ উত্তর দিলেন,—"তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, এই যে মানুষীভূত দেবতা সম্মুখে রহিয়াছেন, অগ্রে তাঁহাকেই প্রণাম করিতে হইবে, ভীষ্মকে অতিক্রম করিয়া বন্দনা করা অন্যায়াচরণ বলিয়াই বোধ হয়।"

সে কথায় ভীষ্ম বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, ওকথা বলিবেন না, অনেক কারণে আমি আপনার অপেক্ষা অপকৃষ্ট। কারণ, আমি মাতৃগর্ভসম্ভূত, আর আপনি স্বয়ম্ভু, অস্ত্রধারণ আমার জীবিকা, আপনার তাহা গুপ্ত কার্য্য, আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা ক্ষত্রিয়, আপনি গুরু, আমরা আপনার শিষ্য অপেক্ষা মহত্তরমাত্র।"

শুনিয়া দ্রোণ কহিলেন,—"মহাত্মারা কখনও আত্মপ্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না।"

তাহার পর তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—"এস পুত্র, আমাকেই প্রণাম কর।"

'আচার্য্য অভিবাদন করিতেছি' বলিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—"এস পুত্র, এইরূপ যজ্ঞান্তস্নানে তুমি খিন্ন হইতে থাক।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন, তাহার পর তিনি ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"পিতামহ, অভিবাদন করিতেছি।"

আশীর্ব্বাদ করিয়া ভীষ্ম বলিলেন,—"এস পৌত্র, এইরূপে তোমার বুদ্ধিশান্তি হউক।"

'অনুগৃহীত হইলাম' এই উত্তর দিয়া, দুর্য্যোধন 'মাতুল অভিবাদন করি' বলিয়া, শকুনিকে প্রণাম করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শকুনি বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, এইরূপে দক্ষিণা দান করিয়া সমস্ত যজ্ঞই শেষ কর, তাহার পর জরাসন্ধের ন্যায় সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে আনয়ন কর।"

শুনিয়া দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! আশীর্ব্বাদবাক্যেও শকুনি উৎসাহ জন্মাইতেছে, এই ক্ষত্রিয়কুমারের বিরোধই প্রিয়।"

তাহার পর দুর্য্যোধন কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“বয়স্য, গুরুজনের প্রণামাবসানে ক্রমানুযায়ী সখাপ্রণয় উপভোগ কর।

সেকথায় কর্ণ বলিয়া উঠিলেন,—“গান্ধারীতনয়, যজ্ঞনিয়মপালনে তোমার শরীর কৃশ হইয়া উঠিয়াছে, যদি আমার বল সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে আলিঙ্গন করিতেছি, মনে মনে বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া, আমি ধৃষ্টতাচরণ করিব না, রাজর্ষির উপযোগী তোমার ধীরবচনে আমার ভয় হইতেছে।”

শুনিয়া দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—“এইরূপই তোমার বুদ্ধি হউক।”

তখন রাজমণ্ডলী তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে আরম্ভ করিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণপ্রভৃতি তাঁহাদের পরিচয় দিতে লাগিলেন। ভীষ্মক রাজার পরিচয় দিয়া, দ্রোণ বলিলেন,—“পুত্র দুর্য্যোধন, মহেন্দ্রসখা ভীষ্মক তোমার সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।”

‘আর্য্যের স্বাগত হউক, আপনাকে অভিবাদন করি’ বলিয়া দুর্য্যোধন ভীষ্মককে প্রণাম করিলেন। ভূরিশ্রবার পরিচয় দিয়া ভীষ্ম কহিলেন,—“পৌত্র দুর্য্যোধন, দক্ষিণাপথের অর্গলস্বরূপ রাজা ভূরিশ্রবা তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।”

‘আর্য্যের স্বাগত হউক,’ বলিয়া দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন। তখন আবার দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—“পুত্র দুর্য্যোধন, তোমার যজ্ঞের সম্বর্দ্ধনা করার জন্য বাসুদেব অভিমন্যুকে পাঠাইয়াছেন, সে তোমার সম্বর্দ্ধনা করিতেছে।”

দুর্য্যোধন কোন উত্তর দিতে না দিতে, শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—“বৎস দুর্য্যোধন, জরাসন্ধতনয় সহদেব তোমাকে প্রণাম করিতেছে।”

আশীর্ব্বাদ করিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন,—“এস বৎস, পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী হও।”

তখন আর আর সকলে বলিয়া উঠিলেন,—"সকল রাজমণ্ডলীই আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।"

'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন। তাহার পর তিনি কহিলেন,—"সকল রাজমণ্ডলী আগত হইয়াছেন দেখিতেছি, কিন্তু বিরাট আসেন নাই কেন?"

তাহাতে শকুনি বলিলেন—"আমি তাঁহার নিকট দূত পঠাইয়াছি, বোধ হয় পথিমধ্যেই আছেন।"

তখন দুর্য্যোধন দ্রোণকে কহিলেন,—"আচার্য্য, ধর্ম্ম ও ধনুতে আপনি আচার্য্য, দক্ষিণা গ্রহণ করুন।"

শুনিয়া দ্রোণ বলিলেন,—"কি, দক্ষিণা? আচ্ছা, তোমাকে অগ্রে বিশ্রাম করাই।"

তাহাতে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন.—"কি, আচার্য্যও আমাকে বিগতশ্রম করাইবেন?"

সে কথায় ভীষ্ম কহিলেন,—"তাহার কি প্রয়োজন, তুমি যখন যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বাল্যদত্ত সোম পান করিয়াছে, রাজছত্রের ছায়া উপভোগ করিতেছ, এবং তোমার খ্যাতিও আছে। যেখানে ক্ষত্রাচার্য্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সেখানে দ্রব্য, ফল বা বিশিষ্টতাই বা কি?"

তখন দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন,—"আপনি কি ইচ্ছা করেন আজ্ঞা করুন, বলুন, আমাকে কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে?"

দ্রোণ উত্তর দিলেন;—"পুত্র দুর্য্যোধন, বলিতেছি।"

দ্রোণকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন—"আপনি এক্ষণে কি বিচার করিতেছেন? আমি আপনার প্রাণাধিক, এবং আপনার উপদেশ গ্রহণও করিয়াছি, আমি বীরগণের মধ্যে গণিত হইতেছি, সাহসীও বটে, আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, আপনি কি ইচ্ছা

করিতেছেন, আপনাকে কি প্রদান করিব? গদাহস্তে করিয়া বলিতেছি সমস্তই আপনার।"

শুনিয়া দ্রোণ কহিলেন,—"পুত্র, বলিতেছি, অশ্রুবেগ আমাকে বাধা দিতেছে।"

তাহাতে সকলে বলিয়া উঠিলেন,—"কি, আচার্য্যও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন?"

তখন ভীষ্ম বলিলেন,—"পৌত্র দুর্য্যোধন, তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল হইল।"

সে কথায় দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"কে এখানে আছে?"

একজন পরিচারক আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল, দুর্য্যোধন তাহাকে জল আনিতে বলিলেন, সে তাঁহার আজ্ঞাপালনে গমন করিয়া জল লইয়া আসিল। দুর্য্যোধন তাহার নিকট হইতে জলকলস লইয়া দ্রোণকে কহিলেন,—"আচার্য্য, অশ্রুপাতোচ্ছিষ্ট মুখের শৌচ সম্পাদন করুন।"

তাহাতে দ্রোণ বলিলেন,—"থাক, আমার কার্য্যক্রিয়াই মুখোদক হইবে।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"হা ধিক্, আমার পূর্ব্বকুটিলতার কথা যদি বিবেচনা করেন, আর যদি মনে করেন, আমি কিছুই দিব না, তাহা হইলে শরশতে কঠিন আপনার হস্ত প্রদান করুন, এই সলিল প্রতিগ্রহের সাধন হউক।"

দ্রোণ তখন উত্তর দিলেন,—"আমার হৃদয় আশ্বস্ত হইল। শুন পুত্র, যে নিরাশ্রয়গণ কোথায় আছে দ্বাদশ বৎসরেও অবগত হওয়া যায় নাই, সেই পাণ্ডবদিগকে তুমি রাজ্য বিভাগ করিয়া দাও, এই আমার ভিক্ষা, এবং দক্ষিণাও বটে।"

শুনিয়া উদ্বেগসহকারে শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—"ও কথা বলিবেন না, যে শিষ্য আপনার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, এবং আপনার গুরুত্বে যাহার বিশ্বাস আছে, একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়া তাহার সঙ্গে এরূপ ধর্ম্মবঞ্চনা কি উচিত?"

দ্রোণ কহিলেন,—"ধর্ম্মবঞ্চনা কিরূপে হইল? ওকথা বলিও না, গান্ধারদেশেই তোমার গর্ব্ব শোভা পায়, নিজে অনার্য্য বলিয়া সকল লোককেই তুমি অনার্য্য মনে করিতেছ? ভ্রাতৃগণের পৈতৃক রাজ্য প্রদান কর, ইহা বঞ্চনা হইল? তোমরা প্রার্থিত হইয়া দান করিবে, না তাহারা বলপ্রকাশে অপহরণ করিবে? কোন্‌টি ভাল।"

তাহাতে সকলে বলিয়া উঠিলেন,—"বলপ্রকাশে অপহরণ করিবে কেন?"

ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন,—"পৌত্র দুর্য্যোধন, মনে রাখিও, যজ্ঞান্তে স্নানমাত্র করিয়া তুমি আসিয়াছ, মুখে মিত্র কার্য্যে শত্রু এমন শকুনির কথা শুনা উচিত নহে। দেখ পৌত্র, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সঙ্গে বন-ধূলিতে ধূসরিত হইয়া যে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে, এবং তুমি যে তাহাদের প্রতি বিমুখ ও তাহারা তোমার প্রতিকূল, এসমস্তের কারণই শকুনির কর্কশ গর্ব্ব।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন,—"আচ্ছা, আচার্য্যকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

দ্রোণ উত্তর দিলেন,—"পুত্র, কি বলিতে চাহ, বল।"

দুর্য্যোধন তখন বলিলেন,—"যাহারা পূর্ব্বে সভামধ্যে রাজ্যে ও মানে পরাভূত ও অবজ্ঞাত হইয়াছিল, তাহারা যদি বলপ্রকাশেই সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে সময়ে রোষ সম্বরণ করিয়াছিল কেন?"

তাহাতে দ্রোণ কহিলেন,—"দ্যূতাশ্রয় করিয়া ধর্ম্মচ্ছলে যে যুধিষ্ঠির

বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাকেই ও কথা জিজ্ঞাসা কর। ভীম যখন সভাস্তম্ভ তুলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহাকে যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিল, যদি সে স্তম্ভ একজনের উপর পতিত হইত, তাহা হইলে শকুনি আমাদিগকে আর তিরস্কার করিতে পারিত না।"

ভীষ্ম দেখিলেন যে, সমস্ত কার্য্যই নষ্ট হয়, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আরম্ভ হইল এক, শেষ হইয়া উঠিল অন্য।"

তাহার পর তিনি দ্রোণকে কহিলেন,—"আচার্য্য, কার্য্যটি গুরুতর বলিয়াই জানিবেন, কলহ করিবেন না।"

শুনিয়া দ্রোণ বলিলেন,—"দোষ দিবেন না, কলহই হউক।"

তখন ভীষ্ম উভয়কেই বলিতে লাগিলেন,—"আচার্য্য প্রসন্ন হউন, পৌত্র দেখ, যাহারা দুর্ব্বল, দীন ও নিরাশ্রয় এবং তোমার নিকট হইতে সুখই অন্বেষণ করিতেছে, কোনরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে না, জ্যেষ্ঠ তোমার প্রতি যাহারা অনুরক্ত, তাহাদিগকে তুমি আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে, না তাহারা পশুগণের সহিত বাস করিতে থাকিবে?"

সে কথায় শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—"পশুগণের সহিতই বাস করুক।"

তখন কর্ণ দ্রোণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আচার্য্য, ক্রোধ করিবেন না, দুর্য্যোধন কর্কশ হিতবাক্য শুনিলে রুষ্ট হইয়া উঠে, শ্রেষ্ঠ পুরুষের স্তব ইচ্ছা করে না। এ সমস্ত এক্ষণে শেষ হইল, শিষ্য-কার্য্য রক্ষা করুন, দুষ্টহস্তীর ন্যায় ইহাকে মৃদু ব্যবহারেই চালিত করিতে হইবে।"

শুনিয়া দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস কর্ণ, ব্রাহ্মণ্য তেজঃপূর্ণ, যথাসময়েই আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি তোমারই অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিব।"

তাহার পর তিনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"পুত্র দুর্য্যোধন, আমি তোমার প্রভু কিনা?"

সে কথায় ভীষ্ম মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে পথে আসিয়াছে, প্রিয়বাক্যই দুর্বিনীতদিগের ঔষধ।"

আচার্য্যের কথায় দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"কেবল আমার নহেন, আপনি আমাদের কুলেরই প্রভু।"

তাহাতে দ্রোণ বলিলেন,—"একথা তোমারই উপযুক্ত বটে, তাই বলিতেছি, তোমাকে আমি যদি বঞ্চনাও করি, তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না, আর যদি তোমাকে পীড়ন করি, তাহা তোমার লাভ বলিয়াই জানিবে। মহাবংশজাতদিগের পরস্পরের ভেদ ধর্ম্মাধিকারের বাক্যেই শান্ত হইয়া থাকে।"

সেকথায় দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"তাহা হইলে পরামর্শ করিয়া দেখিতে হইবে।"

শুনিয়া দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—"পুত্র, কাহার সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছা কর? ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ অথবা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সঙ্গে, কিম্বা অশ্বত্থামা বা বিদুরের সহিত, অথবা পিতা বা নিজ মাতার সহিত, কাহার সঙ্গে পরামর্শ করিবে, বল?"

দুর্য্যোধন উত্তর করিলেন,—"ইঁহাদের কাহারও সহিত নহে, মাতুলের সঙ্গে।"

শুনিয়া দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—"শকুনির সঙ্গে?"

পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে ত দেখিতেছি, সমস্ত কার্য্যই নষ্ট হইল।"

দুর্য্যোধন তখন শকুনি ও কর্ণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"মাতুল ও বয়স্য কর্ণ এদিকে এস।"

ওদিকে দ্রোণাচার্য্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা, এইরূপ করা যাক।"

তাহার পর তিনি শকুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস গান্ধাররাজ, এদিকে এস।"

শকুনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, আচার্য্য বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, এই জীর্ণ বয়সে প্রায়ই ক্রোধ হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণের চপলতা ক্ষমা করিবে, আলিঙ্গনই এইরূপ বাক্যের শান্তিকার্য্য।"

ভীষ্ম তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"শিষ্যবাৎসল্যের জন্য গুরু শকুনিকেই প্রার্থনা করিতেছেন দেখিতেছি, উহাকে শান্ত করিলেও কখন কুটিলতা পরিত্যাগ করিবে না।"

শকুনিও মনে মনে বলিতেছিলেন,—"আচার্য্য অত্যন্ত শঠ, স্বকার্য্য-সিদ্ধির জন্য আমাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।"

তাহার পর সকলে অগ্রসর হইয়া উপবেশন করিলেন, দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণ একস্থানে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধন শকুনিকে কহিলেন,—"মাতুল, পাণ্ডবদিগের রাজ্যার্দ্ধের বিষয়ে কি স্থির করিতেছেন ?"

শকুনি উত্তর দিলেন,—"দেওয়া হইবে না ইহাই স্থির।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"দিতে হইবে ইহাই আপনার বলা উচিত।"

শকুনি কহিলেন,—"যদি রাজ্য দান করিতেই হয়, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন কি ? সমস্তই দিয়া ফেল।"

দুর্য্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বয়স্য অঙ্গরাজ, তুমি যে কিছুই বলিতেছ না।"

কর্ণ উত্তর দিলেন,—"আমি এক্ষণে কি আর বলিব ? রামচন্দ্র

যে সৌভ্রাত্র উপভোগ ও পরিপালন করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিষেধ করিতে চাহি না, ক্ষমা বা অক্ষমায় তুমি নিজেই প্রমাণ, যুদ্ধকালে আমরা তোমার সহায় আছি।”

দুর্য্যোধন তখন শকুনিকে বলিলেন,—“মাতুল, যেখানে বলবান্ শত্রু আছে, ও যাহা জীবিকার অনুপযোগী, এমন কোন দেশের বিষয় চিন্তা করুন যে, আমি সেখানে পাণ্ডবদিগকে বাস করাইতে পারি।”

শুনিয়া শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—“সেরূপ স্থান নাই আমি বলিব। কারণ, পার্থ অপেক্ষা কে আর বলবান্ আছে? আর যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির বাস করিবেন, তাহা উষরভূমি হইলেও তথায় শস্য জন্মিবে।”

তখন দুর্য্যোধন বলিতে লাগিলেন,—“আমি এখন গুরুকরতলমধ্যে জলদান করিয়াছি, কুলবৃদ্ধেরা তাহা শ্রবণও করিয়াছেন, এবং যাহা পৃথিবীতে প্রমাণস্বরূপ, তাহা অপনীতি, বঞ্চনা বা যাহা কিছু হউক না কেন, সেই জলদানকে আমি সত্য করিতেই ইচ্ছা করি।”

তাহাতে শকুনি কহিলেন,—“মিথ্যাবাক্য হইতে তোমাকে মুক্ত করিতে হইবে দেখিতেছি।”

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—“বেশ।”

‘তাহা হইলে এদিকে এস’ বলিয়া শকুনি অগ্রসর হইলেন, ও দ্রোণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“আচার্য্য, কুরুরাজ আপনাকে এইরূপ জানাইতেছেন।”

দ্রোণ বলিলেন,—“বৎস গান্ধাররাজ, কি বলিতেছ?”

তখন শকুনি বলিতে লাগিলেন,—“যদি পঞ্চরাত্রের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনিতে পারেন, তাহা হইলে অর্দ্ধরাজ্য দান করা হইবে, এক্ষণে তাহা আনিবার চেষ্টা করুন।”

শুনিয়া দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—"ছলনাবলম্বী তোমরা দ্বাদশ বৎসরেও যাহাদিগকে দেখিতে পাও নাই, পঞ্চরাত্রের মধ্যে আমি তাহাদিগকে লইয়া আসিব, ইহার অপেক্ষা স্পষ্টাক্ষরে বল যে, রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিব না।"

ভীষ্ম তখন দুর্য্যোধনকে কহিলেন,—"পৌত্র দুর্য্যোধন, ধর্ম্মে কোন ছল থাকে না, আমরাও ইহাতে প্রীত হইতেছি, দেখ পৌত্র, এক-বর্ষে বা শতবর্ষেও তুমি পাণ্ডবদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দাও, তাই বলিতেছি, বীর তুমি সত্য প্রতিজ্ঞা কর, কৌরবদিগের প্রতিজ্ঞা সত্যই হইয়া থাকে।"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"উহাই আমি স্থির করিয়াছি।"

তখন দ্রোণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"যে হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়া অপহৃতা সীতার সংবাদ আনিয়াছিল, কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার অভিলাষও অদ্য তাহারই ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। তাহা হইলে এক্ষণে কোথা হইতে পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনা যায়।"

সহসা একজন পরিচারক তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিল,—"বিরাটনগর হইতে দূত আসিয়াছে।"

সকলে তাহাকে আনিতে বলিলে, সে আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল। কিছু পরে দূত তথায় আসিয়া দুর্য্যোধনের জয় উচ্চারণ করিল, তখন সকলে বলিয়া উঠিলেন যে, বিরাটেশ্বর আসিয়াছেন কিনা, তাহাতে দূত বলিতে লাগিল,—"তিনি দুঃখিত থাকায় আসিতে পারেন নাই, তাঁহার কুটুম্ব শতভ্রাতা কীচকগণকে কেহ রাত্রিতে গুপ্তভাবে হস্তদ্বারা হত্যা করিয়া গিয়াছে, শরীর দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, কোন অস্ত্রের দ্বারা বধ হয় নাই।"

শুনিয়া ভীষ্ম বলিয়া উঠিলেন,—"কি, অস্ত্রের দ্বারা বধ নহে?"

তাহার পর তিনি গোপনে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন,—"আচার্য্য, পঞ্চরাত্রই স্বীকার করুন।"

দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য ?"

ভীষ্ম উত্তর দিলেন,—"ইহা বাহুবলশালী ভীমসেনের লীলা বলিয়া সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, দুর্য্যোধন প্রভৃতি শতভ্রাতার প্রতি তাহার রোষ কীচকদিগের শতভ্রাতাতেই ফলিত হইয়াছে।"

সে কথায় দ্রোণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি করিয়া জানিলেন ?"

ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন,—"অহে পণ্ডিত, গোবৃষ কি কূলে বিচরণশীল বৎসগণের বালচাপল্য শৃঙ্গস্থান জানে না ?"

শুনিয়া দ্রোণ চুপে চুপে বলিয়া উঠিলেন,—"গোবৃষ বটে, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধ হইল।"

তাহার পর তিনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন,—"পুত্র দুর্য্যোধন, আচ্ছা পঞ্চরাত্রই হউক।"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"বেশ।"

তখন দ্রোণাচার্য্য রাজমণ্ডলীকে বলিতে লাগিলেন,—"অহে, যজ্ঞদর্শনে আগত রাজগণ, আপনারা সকলে শুনুন, সম্মানাস্পদ কুরুরাজ দুর্য্যোধন না, না, তিনি একাকী নহেন, মাতুলের সহিত, পঞ্চরাত্রের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনিলে, রাজার্দ্ধ প্রদান করিবেন। কেমন পুত্র ?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"তাহাই বটে।"

দ্রোণ বলিলেন,—"দুই, তিন বার বল।"

শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—"যথা কালে জানিতে পারিব।"

দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মকে বলিলেন,—"কেমন গাঙ্গেয়।"

ভীষ্ম তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আচার্য্যের আনন্দ যখন ধৈর্য্য অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তখন আশঙ্কা হইতেছে, পাছে তিনি দুর্য্যোধনকে বঞ্চিত করিতে গিয়া নিজেই বঞ্চিত হইয়া পড়েন।"

পরে তিনি দুর্য্যোধনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পৌত্র দুর্য্যোধন, বিরাটের সহিত আমার গুপ্ত শত্রুতা আছে, আবার তোমার যজ্ঞদর্শনেও সে আসে নাই, সেইজন্য তাহার গোগ্রহণের অনুষ্ঠান কর।"

অবশেষে তিনি চুপে চুপে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন,—"অহে সরল-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ, রথশব্দ শুনিয়া পাণ্ডবেরা অবজ্ঞাত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, বিরাটের প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতাও আছে, কাজেই গোগ্রহণই আমাদের অভীষ্ট কার্য্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে।"

সেই সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া কহিল,—"রথ ও অশ্বসকল পথের অভিমুখে সজ্জিত হইয়াছে।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"এইসকল রথের দ্বারাই শীঘ্রই তাহার গো গ্রহণ করিতে হইবে, যজ্ঞের জন্য যে গদা এতদিন প্রশান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে সে আবার আমার হস্তে আগমন করুক।"

তখন দ্রোণ কহিলেন,—"তাহা হইলে আমারও রথ লইয়া আসুক।"

শকুনি বলিলেন,—"আমার হস্তীও আনীত হউক।"

কর্ণ কহিলেন,—"ভারবহনে যার পর নাই উদ্ধত অশ্বগণযুক্ত আমারও রথ স্থাপিত হউক।"

ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন,—"আমার বুদ্ধি বিরাটনগরের দিকে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতেছে, ধনুও তাহাই করিতে থাকুক।"

তখন সকল রাজমণ্ডলী ভীষ্মকে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি ধনু পরিত্যাগ করিয়া এইখানেই অবস্থিতি করুন, আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি।"

তাহার পর দ্রোণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন,—"পুত্র দুর্য্যোধন, আমি ও ভীষ্ম যুদ্ধে তোমার পরাক্রম দেখিতে ইচ্ছা করি।"

'আপনার যাহা অভিরুচি' বলিয়া দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন।

তখন আচার্য্য আবার শকুনিকে বলিলেন,—"বৎস, গান্ধাররাজ এই গোগ্রহণব্যাপারে তোমারই রথ প্রথমে যাইবে।"

শকুনি উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই ভাল,।"

তখন সকলে যজ্ঞভূমি হইতে রথারোহণের জন্য ধাবিত হইলেন।

(২)

বিরাটরাজের জন্মোৎসবোপলক্ষে অদ্য গোদান করিতে হইবে। একজন বৃদ্ধগোপালক তাহারই ব্যবস্থা করিতেছিল, সে গাভীসকল বৎসহীনা না হয়, গোপযুবতীগণ বিধবা হইয়া না উঠে, বিরাট পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হন, ইত্যাদি দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া, রাজার জন্মদিবসে গোদানের নিমিত্ত গোপবালক ও বালিকাদিগকে মঙ্গলাচরণের সহিত হৃষ্ট হইয়া, গোধনসহ নগরোপবনের বৃক্ষসমাকীর্ণ পথে আসিবার জন্য আহ্বান করিতে গেল। সে তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ হওয়ায়, তাহাদিগকে আহ্বান করিতে ও সেই সকল দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সেই সময়ে একটি কাক শুষ্কবৃক্ষে বসিয়া শুষ্কশাখায় চঞ্চু ঘর্ষণ করিতে করিতে, সূর্য্যের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত বিকৃত শব্দ করিতেছিল, বৃদ্ধ গোপালক তাহাকে অমঙ্গল মনে করিয়া, তাহাদের ও গোধনসকলের শান্তি হউক বলিয়া উঠিল। তাহার পরে সে গোপবালক ও বালিকা-

দিগকে আহ্বান করিতে গিয়া প্রথমে গোমিত্রক নামে গোপবালককে ডাকিল।

গোমিত্রক আসিয়া তাহাকে মাতুল সম্বোধন করিয়া বন্দনা করিলে, বৃদ্ধ আপনাদের ও গোধনসকলের শান্তি প্রার্থনা করিয়া, গোমিত্রককে অন্যান্য গোপবালক ও বালিকাকে ডাকিতে বলিল। গোমিত্রক তখন গোরক্ষিণী, ঘৃতপিণ্ড, স্বামিনী, বৃষভদত্ত, কুম্ভদত্ত, মহিষদত্ত, প্রভৃতি গোপবালকবালিকাকে আহ্বান করিতে লাগিল, তাহারা সকলে আসিয়া বৃদ্ধকে মাতুল সম্বোধন করিয়া বন্দনা করিল। বৃদ্ধ তাহাদের শান্তি কামনা করিয়া, রাজার জন্মদিবসে নগরোপবনের পথে গোধনসকলকে আনিতে এবং তাহাদিগকে নৃত্যগীত করিতে বলিল।

সকলে নাচিতে আরম্ভ করিলে, বৃদ্ধ বলিতে লাগিল যে, বেশ নাচগান হইতেছে, তখন সেও নাচিতে লাগিল। সহসা ধূলিসম্পাত দেখিয়া ও শঙ্খদুন্দুভির ধ্বনি শুনিয়া, তাহারা চমকিত হইয়া উঠিল। শস্ত্রমণ্ডলবেষ্টিত সূর্য্যদেব দিবাভাগে পাণ্ডুবর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আছেন কিম্বা নাই, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। ধনিবহুল ছত্র ও ঘোটকসহিত রথসকল দেখিয়া, তাহারা মনে করিতে লাগিল যে, তস্করগণ ঘোষপল্লী বিপর্য্যস্ত করিতে আসিতেছে, কিন্তু কুরুরাজ ও তাঁহার সহচর রাজমণ্ডলী যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখনও পর্য্যন্ত তাহারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। ক্রমে শরপতন আরব্ধ হইলে, বৃদ্ধগোপালক গোপবালকবালিকাদিগকে তাহাদের কুটীরে প্রবেশ করিতে বলিল, তাহারাও তাহার আজ্ঞা পালন করিল। বৃদ্ধগোপালক পরে থাম, থাম, মার, মার, ধর, ধর, ইত্যাদি বলিতে বলিতে, রাজার নিকট সংবাদ দিতে চলিয়া গেল।

এই গোগ্রহণব্যাপার অবিলম্বেই নগরমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল,

চারিদিক্ হইতে লোকে রাজাকে সংবাদ দিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল, একজন পরিচারক আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"অহে, মহারাজ বিরাটেশ্বরকে অবগত করাও যে, দস্যুকর্ম্মে প্রচ্ছন্নবিক্রম ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ তাঁহার গোধন হরণের চেষ্টা করিতেছে। দ্রুতগামী বৎসসকলের, ব্যথিত গোগণের এবং নিরীক্ষণত্রস্তমুখ বৃষসমূহের আর্ত্তনাদে আকুলিত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত তাহাদের দল আকুল হইতেও আকুলের ন্যায় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"

সেকথা শুনিয়া কাঞ্চুকীয় আসিতে আসিতে বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা ?"

পরিচারক 'তাহারাই বটে' বলিলে, কাঞ্চুকীয় বলিতে লাগিলেন,—"ভ্রাতৃদ্রোহিগণের অনুরূপ কার্য্যই বটে। সুসজ্জিত ধনুর্ধারী গোধা-চর্ম্মের অঙ্গুলিত্রে বদ্ধ বর্ম্মাচ্ছাদিত সজ্জিতরথ বীর্য্যগর্ব্বিত যুদ্ধসজ্জায় ভূষিত অস্ত্রধারী তাহারা শেষে কিনা গোসকলকে নির্য্যাতন করিয়া, রাজার প্রতি শত্রুতা দেখাইতে আরম্ভ করিল ?"

তাহার পর তিনি পরিচারককে কহিলেন,—"জয়সেন, রাজা এক্ষণে জন্মতিথির ক্রিয়ায় ব্যাপৃত আছেন, এরূপ অসময়ে এ সংবাদ দিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, সেইজন্য বলিতেছি পুণ্যসময়ের অবসানে নিবেদন করা যাইবে।"

সেকথায় পরিচারক বলিয়া উঠিল,—"আর্য্য, কার্য্যটি বড়ই গুরুতর, শীঘ্রই জানাইতে হইবে।"

'তবে জানাইতেছি' বলিয়া কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন, ও রাজাকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেলেন ।

তাহার পর বিরাটরাজ আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন,—"রথরবের ভয়ে যে গাভীগণের শিশুবৎসসকল ব্যথিত ও বিকীর্ণ

হইয়া পড়িতেছে, তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, আর আমার স্থূলস্কন্ধযুক্ত চঞ্চলবলয়ভূষিত চন্দনলিপ্ত নির্লজ্জ কর অন্ন ভক্ষণ করিতে থাকিবে? না, তাহা কখনও হইবে না।"

এই বলিয়া তিনি পরিচারক জয়সেনকে আহ্বান করিলেন, জয়সেন আসিয়া তাঁহাকে মহারাজ সম্বোধন করিয়া জয় উচ্চারণ করিলে, রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"আর মহারাজ শব্দ বলিতে হইবে না, আমার ক্ষত্রিয়ত্বের অবমাননা ঘটিয়াছে, বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ সংবাদ বল।"

শুনিয়া পরিচারক কহিল,—"অপ্রিয়কথা বিস্তৃতভাবে বলিতে নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি। একবর্ণ গোসকলের কশাহত গাত্রে রথ-ধূলি পড়িয়া তাহাদিগকে নানাবর্ণে বিভক্তের ন্যায় দেখাইতেছে।"

তাহাতে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"তাহা হইলে শীঘ্রই আমার ধনুক লইয়া এস, রথও সজ্জিত কর। আর যাহার ভক্তি আছে, সে নিজ অভিপ্রায়ানুসারে আমার গতির অনুসরণ করিতে পারে। গো-সকলের জন্য যুদ্ধে আমার প্রযত্ন অবশ্যই হইবে, তাহাতে নিহত হইলেও যশ আছে, আর যদি তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে ধর্ম্মও হইবে।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া পরিচারক চলিয়া গেল। তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা, কি জন্য দুর্য্যোধন আমার সহিত শত্রুতা করিতেছে? বুঝিয়াছি, তাহার যজ্ঞ দেখিতে যাই নাই। কি করিয়াইবা যাইব? কীচকদিগের বিনাশে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। অথবা আমরা পরোক্ষে পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকি। এই দুই কারণে যুদ্ধ ঘোষণা হইতে পারে! ভগবানের নিবাস হস্তিনাপুরে, তিনি দুর্য্যোধনের চরিত্র জানিতে পারেন, অথবা তিনি সম্যগ্‌রূপে দুর্য্যোধনের দোষের কথা না বলিতেও

পারেন। যাহারা কার্য্যবান্ প্রয়োজনবশতঃ তাহাদিগকে অপরিশ্রান্ত হইয়াই জিজ্ঞাস্য করিতে হইবে।"

তাহার পর তিনি 'কে আছ' বলিয়া আহ্বান করিলে, পরিচারক আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল। রাজা তাহাকে ভগবান্‌কে ডাকিয়া দিতে বলিলেন, পরিচারক তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল। এই ভগবান্ আর কেহই নহেন, ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির।

আসিতে আসিতে ভগবান্ চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন যে,বিরাট-রাজের সৈন্যসকল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়াছে, তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এ সকল কি ? হস্তিসকল সজ্জিত হইয়াছে, অশ্বারোহিগণ বর্ম্ম ধারণ করিয়াছে, রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠখণ্ডও রথে যুক্ত দেখিতেছি, যোদ্ধারাও বদ্ধপরিকর। এই সমস্ত উদ্যোগ দেখিয়া আমার অননুভূত ভয় জন্মিয়াছে, যদিও তাহা আমার নিজের জন্য নহে। কারণ, আমার মতি স্থিরই আছে, কিন্তু আমার ভ্রাতারা চপল।"

ভগবান্‌কে দেখিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবানের জয় হউক, বিরাট আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।"

'মঙ্গল হউক' বলিয়া ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিলেন, রাজা তখন তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলে, ভগবান্ উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্, এ উদ্যোগ কিসের জন্য ? রাজলক্ষ্মী কি এখনও পর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন নাই, অথবা গর্ব্বিতদিগকে পীড়িত করিতে হইবে, কিম্বা পীড়িতরা মুক্তি লাভ করিবে ?"

শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"গোগ্রহণের জন্য আমি অবমানিত হইয়াছি।"

ভগবান্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহারা এরূপ করিল ?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা।"

তখন ভগবান্ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, এ সংসারে সম্মানোদকত্ব মনস্বিগণেরও চিত্তকে কম্পিত করিয়া তুলে, বিরোধপ্রিয় তাহারা অপরাধ করায়, আমরাই যেন সত্য সত্য তাহা করিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবান্ এক্ষণে কি বিচার করিতেছেন ?"

ভগবান্ উত্তর দিলেন,—"অন্য কিছু নহে, তাহাদের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইতেছি।"

তাহাতে রাজা কহিলেন,—"আজ হইতে তাহারা লুপ্ত হইবে। শক্তিশালী হইয়াও যুধিষ্ঠির ক্ষমা করিতে পারেন, আমি কিছুতেই করিব না।"

শুনিয়া ভগবান্ মনে মনে বলিলেন,—"আজ পর্য্যন্তও ভূমিতে পর্ণশয্যা, রাজ্যভ্রংশ, দ্রৌপদীর অবমাননা, অন্যবেশপরিগ্রহ, আশ্রিতগণের বাসাবলম্বন, সমস্তই শ্লাঘনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ, লোকে আমার ক্ষমার কথা বিদিত আছে।"

সহসা পরিচারক প্রবেশ করিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিল, রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহার পর দুর্য্যোধন কিরূপ চেষ্টা করিতেছে ?"

পরিচারক উত্তর দিল,—"কেবল দুর্য্যোধন নহেন, পৃথিবীর সমস্ত রাজাই উপস্থিত হইয়াছেন। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, শল্য, কর্ণ, শকুনি, কৃপপ্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন। তাঁহাদের রথসমূহের চঞ্চল পতাকাশোভিত ধ্বজেই আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি, বাণের কোন কথাই নাই।"

শুনিয়া রাজা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কি মানাস্পদ ভীষ্মও আসিয়াছেন ?"

তাহাতে ভগবান্ কহিলেন,—"সাধু, আপনি অবজ্ঞাত হইয়াও শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিতেছেন না।"

তাহার পর মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কৌরবগণের গুরুশ্রেষ্ঠ কি কারণে আসিলেন ? আমার মনে হয়, আমার প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হওয়ায়, তাহাই স্মরণ করাইতে উপস্থিত হইয়াছেন।"

এদিকে রাজা বিরাট 'কে আছে' বলিয়া উঠিলে, পরিচারক আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল, তিনি সারথিকে আহ্বান করিবার জন্য আদেশ দিলেন, পরিচারক তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল। কিছুপরে সারথি আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল। বিরাট তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—"শীঘ্র আমার রথ লইয়া এস, শ্লাঘ্য রণাতিথি আজ উপস্থিত হইয়াছেন, ভীষ্মকে শরপাতে সন্তুষ্ট করিব, জয় করিতে পারিব এরূপ মনোরথ করিতে পারি না।"

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া সারথি উত্তর দিল,—"আয়ুষ্মন্, শত্রুপক্ষের সৈন্যভঙ্গে আপনার যে রথ পরিচিত, রথকৌশল দেখাইবার জন্য তাহাতেই আরোহণ করিয়া, কুমার উত্তর অগ্রসর হইয়াছেন।"

শুনিয়া বিরাট বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কুমার গমন করিয়াছে ?"

তখন ভগবান্ বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্, কুমারকে নিবারণ করুন, নিবারণ করুন। রণাগ্নি অগণিত গুণদোষে পূর্ণ ও অত্যন্ত উগ্র, নিকটবর্ত্তী হইলে তাহা বালক বলিয়া দগ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না, আবার ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণও কিছুই পরিত্যাগ করে না, আমি পরাজয়ের

কথা বলিতেছি না, কিন্তু আপনার নিকট যুদ্ধদোষই কীর্ত্তন করিতেছি।"

সে কথায় রাজা সারথিকে কহিলেন,—"তাহা হইলে অন্য রথ লইয়া এস।"

সারথি তাঁহার আজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলে, রাজা আবার তাহাকে আহ্বান করিলেন, সারথি নিকটে আসিলে রাজা তাহাকে বলিলেন,—"তুমি কি জন্য কুমারের রথ চালনা কর নাই, তিনি কি তোমাকে আজ্ঞা প্রদান করেন নাই, এবং তুমি কি রাজসারথি নহ?"

শুনিয়া সারথি বলিতে লাগিল,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, আমি রথ সজ্জিত করিয়া সারথির আচারে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহা পরিহাস করিবার জন্য অথবা কোন কৌশলের নিমিত্ত আমাকে অতিক্রম করিয়া বৃহন্নলাকে কুমার সারথি নিযুক্ত করিলেন।"

তখন ভগবান্ বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ, ব্যস্ত হইবেন না, স্বচক্রে উত্থিত ধূলিতে দুর্দ্দিনের ন্যায় রথে আরোহণ করিয়া, বৃহন্নলা যদি গমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিনা শরসম্পাতে ক্ষণমধ্যেই সেই রথ নেমিরবেই শত্রুপক্ষ নিবারণ করিয়া জয় লাভ করিবে।"

তাহাতে রাজা সারথিকে কহিলেন,—"তাহা হইলে অন্য রথ সজ্জিত কর।"

সারথি তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল, সহসা একজন পরিচারক আসিয়া বলিল,—"কুমারের রথ ভগ্ন হইয়াছে।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ভগ্ন হইল?"

পরিচারক বলিতে লাগিল,—"মহারাজের শুনিতে আজ্ঞা হয়। শত্রুপক্ষের অনেক রণাভিজ্ঞ ব্যক্তি অশ্বপথ আচ্ছন্ন করায়, চালনার লোভে শ্মশানের অভিমুখে গমন করিয়া, রথ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

সে কথায় ভগবান্ মনে মনে বলিলেন,—"হাঁ, সেখানে যে গাণ্ডীব রহিয়াছে।"

তাহার পর তিনি বিরাটকে কহিলেন,—"রাজন্, শ্মশানাভিমুখে রথ চালিত হওয়ায়, তাহাতে ভবিষ্যতের শুভচিহ্নই প্রকাশিত হইয়াছে। যেখানে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অবস্থিতি করিতেছে, তাহা শ্মশানই হইবে।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবন্, অসময়ে সন্তোষকর বাক্য বলিলে তাহাতে ক্রোধই জন্মে।"

ভগবান্ উত্তর দিলেন,—"ক্রোধ করিবেন না, আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই।"

'হাঁ তাহাই বটে' বলিয়া, রাজা পরিচারককে আবার সংবাদ লইয়া আসিতে বলিলেন, পরিচারকও তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল।

সহসা বেগশীল স্রোত বদ্ধ হইলে যেরূপ ধ্বনি উত্থিত হয়, মেদিনী কম্পিত করিয়া, ক্ষণমধ্যে সেইরূপ এক ভীষণ শব্দ উঠিল, রাজা তাহা জানিবার জন্য আদেশ দিলেন।

কিছু পরে পরিচারক আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"মুহূর্ত্তমাত্র অশ্বগণকে বিশ্রাম করাইয়া শ্মশান হইতে কুমার—"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে ভগবান্ বলিয়া উঠিলেন,—"আশা করি, এ ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া তুলিবে না।"

তখন পরিচারক আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"কুমার অগ্রসর হইয়া শরসম্পাতে নীলহস্তীদিগকে কপিলবর্ণ করিয়া তুলিলেন, প্রত্যেক অশ্ব ও যোদ্ধা শতশর বহন করিতে লাগিল, শরবেষ্টিত হইয়া রথসমূহ

স্তম্ভীভূত হইয়া উঠিল। পথসকল শরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, ধনুক হইতে শরনদী প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল।”

শুনিয়া ভগবান্ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“ইহাতে ত অক্ষয়-তূণীরের কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে, খাণ্ডববনে ইন্দ্র যে পরিমাণ ধারা-পাত করিয়াছিলেন, উহা হইতে সেই পরিমাণেই শরবর্ষণ হইয়াছিল।”

রাজা পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ইহার পর শত্রুপক্ষের সংবাদ কি?”

পরিচারক উত্তর দিল,—“আমি তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই, তবে বীরগণ বলাবলি করিতেছেন যে, ধনুষ্টঙ্কার শুনিয়া দ্রোণ তাহাই বটে বিবেচনা করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, বাণ দেখিয়া কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, ভীষ্ম নিজ বংশজের উপর আর শরবর্ষণ করেন নাই, কর্ণ শরাঘাতে পলায়িত, অন্য রাজাদের আর কথা কি? কেবল বালক বলিয়া ভয়সত্ত্বেও একমাত্র অভিমন্যু ভীত হইয়া উঠিতেছেন না।”

শুনিয়া ভগবান্ বলিয়া উঠিলেন,—“কি, অভিমন্যুও আসিয়াছে?”

তাহার পর তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—“রাজন্, দুই বংশের তেজোগ্নিস্বরূপ অভিমন্যু যদি যুদ্ধ করিতে থাকে, তাহা হইলে অন্য সারথি প্রেরণ করুন, বৃহন্নলা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন।”

সে কথায় রাজা কহিলেন,—“না, না, ওকথা বলিবেন না, পরশু-রামের শরে অভিন্নকবচ ভীষ্ম, মন্ত্রায়ুধ দ্রোণ এবং কর্ণ, জয়দ্রথপ্রভৃতি সমস্ত রাজাকে বিমুখ করিয়া, শরবর্ষণে যে কুমার অভিমন্যুকে আক্রমণ করিতেছে না, তাহা কি অভিমন্যুর পিতার বীরত্বে বিশ্বাস করিয়া? তাহা নহে, উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিলেও বয়স্কের ন্যায় সমবয়স্ককে রক্ষা করিতেছে।”

তখন পরিচারক আবার বলিতে লাগিল,—“কুমারের রথ ধৃত হইলে, পরিভ্রমণ করিতে থাকে, মুক্ত হইলে আবার ধাবিত হয়, অভিমন্যুর রথ ধরিলেও আক্রমণ বা অপকার করিতে ইচ্ছা করে না, নিকটস্থ ভূমিতে চঞ্চল হইয়া পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, তাঁহার রথ যেন যোগ্য উপদেশ প্রদান করিতেছে।”

রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার সংবাদ আনিতে আদেশ দিলেন, পরিচারক তাঁহার আজ্ঞাপালনে গমন করিয়া, অল্পক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিল, এবং রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—“বিরাটেশ্বর মহারাজকে প্রিয়সংবাদই জানাইতেছি, গোগ্রহণে শত্রুপক্ষের পরাজয়ই ঘটিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পলায়ন করিয়াছে।”

শুনিয়া ভগবান্ রাজাকে কহিলেন,—“সৌভাগ্যক্রমে আপনার গৌরব বর্দ্ধিত হইল।”

রাজা উত্তর দিলেন,—“না, না, ইহা ভগবানেরই মাহাত্ম্য।”

তাহার পর রাজা কুমার কোথায় পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর দিল,—“তিনি শত্রুপক্ষের যে সকল যোদ্ধপুরুষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।”

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“কুমারের ব্যাপার শ্লাঘনীয় বটে, এই শ্লাঘনীয় কর্ম্মের দ্বারা আহত যোদ্ধগণের অকালপূজা তাহাদের বেদনা নাশ করিবে।”

তাহার পর তিনি বৃহন্নলা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, পরিচারক উত্তর দিল,—“প্রিয়সংবাদ দিবার জন্য তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন।”

রাজা তখন বৃহন্নলাকে আহ্বান করিবার জন্য পরিচারককে আদেশ দিলেন, সে তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল।

কিছু পরে বৃহন্নলারূপধারী অর্জ্জুন তথায় আসিলেন, বিতর্ক করিতে করিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"মুহূর্ত্তমধ্যে গাণ্ডীব গুণযুক্ত হওয়ায়, প্রতিপক্ষের প্রতি স্পর্দ্ধা জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু অসরল মুষ্টি বাণ-পরিবর্ত্তনে সম্পূর্ণ রূপ বদ্ধ হইতে পারে নাই, চর্ম্মাবৃত বাম প্রকোষ্ঠে পটুতাও ঘটিতেছিল না, মধ্যে মধ্যে ক্ষিপ্রতাও নষ্ট হইতেছিল, আমার আত্মা স্ত্রীভাবে শিথিলীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষে অভ্যাসবশে সে আপনাকে স্মরণও করিয়াছিল। এই স্ত্রীবেশে লজ্জিত ভাবে আমি রাজগণমধ্যে ধনুরাকর্ষণ করিয়াছিলাম, শরসম্পাতে দুর্দ্দিনের স্থায় হইয়া উঠিলেও, আমাকে তাহার মধ্যেই যাত্রা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু আবিল ধূলিরাশি শীঘ্রই নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, গোসকল জয় ও রাজার বিজয় লাভ করিয়াও আমার মনে হর্ষ জন্মে নাই, কারণ, যুদ্ধে দুঃশাসনকে ধৃত ও বন্দী করিয়া, অদ্য বিরাটপুরে আনিতে পারিলাম না। উত্তরার প্রীতিপ্রদত্ত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, রাজাকে দর্শন করিতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। এক্ষণে বিরাটেশ্বরের নিকটেই যাই। এই যে আর্য্য যুধিষ্ঠিরও রহিয়াছেন, তিনি যুবা হইয়াও তপোবন আশ্রয় এবং রাজা হইয়াও ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, রাজ্যচ্যুত হইলেও লক্ষ্মীর অনুগ্রহে বৃদ্ধিই লাভ করিতেছেন, তিনি এক্ষণে দণ্ডধর নহেন, কিন্তু ত্রিদণ্ডধারী।"

তাহার পর তিনি অগ্রসর হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিলেন, 'মঙ্গল হউক' বলিয়া ভগবান্ উত্তর দিলেন। বৃহন্নলা রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, বিরাট বলিতে লাগিলেন,—"রূপ বা কুল কোনই কারণ নহে, একমাত্র কর্ম্মই মহত্ত্ব ও নীচত্বের সূচক। বৃহন্নলার রূপকে পূর্ব্বে নিন্দা করা গিয়াছে, এক্ষণে আবার তাহার প্রতি সম্মান দেখাইতে হইতেছে।"

তাহার পর তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৃহন্নলা, তুমি পরিশ্রান্ত হইলেও আবার তোমাকে পরিশ্রম করিতে হইবে, যুদ্ধ-সংবাদ সবিস্তর বল।"

বৃহন্নলা উত্তর দিলেন,—"শুনুন, ভর্ত্তা।"

রাজা তাহাতে বলিয়া উঠিলেন,—"তেজস্বিগণের কর্ম্ম তোমাকে বলিতে হইবে, স্ত্রীজনের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত বাক্য বল।"

বৃহন্নলা কহিলেন,—"মহারাজের শুনিতে আজ্ঞা হয়।"

সহসা পরিচারক প্রবেশ করিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিল, তাহাকে অত্যন্ত প্রসন্ন দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার হর্ষ অপূর্ব্ব বলিয়াই বোধ হইতেছে, কি জন্য তুমি বিস্মিত হইয়াছ, বল।"

পরিচারক উত্তর দিল,—"একটি অবিশ্বাস্য প্রিয়সংবাদ পাইয়াছি, অভিমন্যু ধৃত হইয়াছেন।"

শুনিয়া বৃহন্নলা বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ধৃত হইয়াছে?"

তাহার পর তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমি অন্য সমস্ত সৈন্যের পরিমাণ ও পরিগণনা করিয়াছি, এবং অভিমন্যুকে যুদ্ধে দেখিয়াছি, কৈ, তাহার সমানত কাহাকেও লক্ষ্য করি নাই, তাহা হইলে কীচকেরা নিহত হওয়ায় কে তাহাকে ধৃত করিল?"

ভগবান্ একটু কটাক্ষ করিয়া কহিলেন,—"বৃহন্নলা, একি?"

বৃহন্নলা উত্তর দিলেন,—"ভগবন্, তাহাকে যে কে জয় করিল তাহা জানি না, সে ত বলবান্ ও শিক্ষিত, তবে তাহার পিতৃগণের ভাগ্যদোষে সে পরাভূত হইতে পারে।"

রাজা পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এক্ষণে সে কিরূপে ধৃত হইল?"

পরিচারক কহিল,—"রথ ধরিয়া ফেলিয়া নিঃশঙ্কভাবে তাহাকে অবতারিত করা হইয়াছে।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কে তাহা করিল?"

পরিচারক উত্তর দিল,—"যাহাকে মহারাজ পাকশালায় নিযুক্ত করিয়াছেন।"

বৃহন্নলা তখন চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য ভীম এইরূপে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, ধৃত করেন নাই। আমরা তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম, তিনি সুস্পষ্টভাবেই পুত্রস্নেহ উপভোগ করিয়াছেন।"

রাজা পরিচারককে কহিলেন,—"তাহা হইলে সসম্মানে অভিমন্যুকে লইয়া এস।"

শুনিয়া ভগবান্ বলিয়া উঠিলেন,—"রাজন্, বৃষ্ণি ও পাণ্ডববংশ-সম্ভূত অভিমন্যুর পূজা করিলে, লোকে বুঝিবে যে ভয়প্রযুক্তই তাহা করা হইয়াছে। সেজন্য বলিতেছি, ইহার অবমাননাই ন্যায্য।"

তাহাতে রাজা উত্তর দিলেন,—"যাদবীপুত্রের অবমাননা করা উচিত নহে। কারণ, অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরেরই পুত্রস্থানীয় এবং উত্তরেরও সমবয়স্ক, আর দ্রুপদের সহিত আমাদের কুলগত সম্বন্ধও আছে, তাহা হইলে সে সম্পর্কে দৌহিত্রও হইতেছে। আমি যখন কন্যার পিতা, তখন অতিনিকটে তাহার সহিত জামাতৃসম্বন্ধও ঘটিতে পারে। এই সমস্ত কারণে সে পূজনীয় অতিথি, এবং স্বীয় বিভবানুসারে পাণ্ডবেরাও আমাদের প্রিয়।"

সে কথায় ভগবান্ কহিলেন,—"ইহাই বলা উচিত বটে, আমি আমার কথা পরিহার করিতেছি।"

তাহার পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে কে তাহাকে লইয়া আসিবে?"

ভগবান্ উত্তর দিলেন,—"বৃহন্নলাই লইয়া আসুন।"

রাজা বৃহন্নলাকে সেইরূপ আদেশ দিলে, বৃহন্নলা বলিলেন,—"মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য।"

পরে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমি অনেকক্ষণ হইতেই এই নিয়োগের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, সে যাহা হউক, এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হইলাম।"

বৃহন্নলা কিছুদূর অগ্রসর হইলে, ভগবান্ মনে মনে বলিতেছিলেন,—"অর্জ্জুন এক্ষণে ভাল করিয়া পুত্রকে দর্শন অথবা নির্জ্জন স্থানে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন, কিম্বা স্বচ্ছন্দে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুক, আমার সম্মুখে তাহার লজ্জা হইতে পারে।"

রাজা ভগবান্‌কে কহিলেন,—"কুমারের কর্ম্ম দেখুন, ভীষ্মপ্রভৃতি রাজগণ পলায়িত, এবং অভিমন্যুও ধৃত হইয়াছে, ফলতঃ সংক্ষেপেই উত্তর আজ সমস্ত পৃথিবীই জয় করিয়াছে।"

সেই সময়ে ভীমসেন অভিমন্যুকে লইয়া তথায় আসিতেছিলেন, আসিতে আসিতে ভীমসেন বলিতেছিলেন,—"প্রজ্বালিত জতুগৃহ হইতে আমার নিজ ভুজলগ্ন করিয়া জননী ও ভ্রাতাদিগকে লইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু একাকী বালক অভিমন্যুকে রথ হইতে অবতারিত করিতে আমার যে শ্রম জন্মিয়াছিল, তাহা প্রথম শ্রমের তুল্যই মনে করিতেছি।"

তাহার পর তিনি কুমার অভিমন্যুকে অগ্রসর হইতে বলিলে, কুমার অগ্রসর হইতে হইতে বলিতে লাগিলেন,—"এ ব্যক্তি কে? ইঁহার বক্ষ বিশাল, উদর কৃশ, স্কন্ধ এবং উরু সুদৃঢ় ও উন্নত, কটি ক্ষীণ,

আকার মহান্, যদিও এই বলবান্ পুরুষ আমাকে ভুজবদ্ধ করিয়া এখানে আনয়ন করিয়াছেন, তথাপি আমি কিছুমাত্র পীড়িত হই নাই।"

বৃহন্নলাও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া অভিমন্যুকে আহ্বান করিলেন, অভিমন্যু তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ আবার কে? প্রমদাগণের বিভূষণসকল ধারণ করিলেও, তাহাদিগকে ইহার অঙ্গের উপযোগী বলিয়া বোধ হইতেছে না, যেন গজেন্দ্র করেণুর শোভা ধারণ করিয়াছে, ইহার বেশটি লঘু হইলেও তেজস্বিতায় মহান্ বলিয়াই মনে হয়, তজ্জন্য উমাবেশধারী মহেশ্বরের ন্যায় প্রতীতি জন্মিতেছে।"

এদিকে অর্জ্জুন চুপে চুপে ভীমসেনকে বলিতে লাগিলেন,—"ইহাকে আনিয়া আর্য্য একি করিলেন? প্রথমযুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, এ দূষিত হইয়া উঠিয়াছে, স্বামীপুত্রবিয়োগবিধুরা সুভদ্রার শোচনীয় দশা ঘটিবে, আবার ইহার বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া বাসুভদ্র ক্রুদ্ধ হইবেন, আর অধিক কি বলিব, আপনার হস্ত কলুষিত হইয়াছে।"

ভীমসেন একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"অর্জ্জুন।"

পাছে অভিমন্যু তাঁহাদিগের পরিচয় জানিতে পারেন, অর্জ্জুন তখন তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়া বলিলেন,—"হাঁ, অর্জ্জুনপুত্রই বটে।"

ভীমসেনও বুঝিতে পারিয়া চুপে চুপে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ইহার নিগ্রহে যে এই সকল দোষ ঘটিবে, আমি তাহা জানি, কিন্তু কে পুত্রকে শত্রুহস্তে ন্যস্ত দেখিয়া সহ্য করিতে পারে? কিন্তু দুঃখময়া দ্রৌপদী ইষ্ট লাভ করিয়া, ইহাকে দর্শন করুন, ইহাই মনে হওয়ায়, পুত্রকে আনিয়াছি।"

অর্জ্জুন তখন ভীমসেনকে চুপে চুপে কহিলেন,—"আর্য্য, আমার অত্যন্ত অভিভাষণকৌতূহল জন্মিতেছে, ইহাকে কথা কহান।"

ভীমসেন তাহাতে সম্মত হইয়া কুমারকে ডাকিলেন,—"অভিমন্যু।"

বিরক্তিসহকারে অভিমন্যু বলিয়া উঠিলেন,—"কি, অভিমন্যু?"

ভীমসেন তাহাতে অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"আমার উপর এ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তুমিই ইহাকে অভিভাষণ কর।"

তখন বৃহন্নলা ডাকিলেন,—"অভিমন্যু।"

অভিমন্যু বলিতে লাগিলেন,—"কি, কি, আমাকে অভিমন্যু বলিয়া সম্ভাষণ করা হইতেছে? ক্ষত্রিয়বংশীয়দিগকে নাম ধরিয়া নীচ লোকেই অভিভাষণ করিয়া থাকে, এখানে দেখিতেছি ইহাই শিষ্টাচার! আমার বন্দী হওয়াই সমস্ত পরাভাবেরই কারণ।"

অর্জ্জুন আবার বলিলেন,—"তোমার জননী ভাল আছেন ত?"

শুনিয়া অভিমন্যু বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, আবার জননীর কথা? আপনি কি ধর্ম্মরাজ, না ভীমসেন, অথবা ধনঞ্জয়, যে আমাকে পিতার ন্যায় আক্রমণ করিয়া স্ত্রীগত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

অর্জ্জুন পুনঃর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অভিমন্যু, দেবকীপুত্র কেশব কুশলে আছেন ত?"

অভিমন্যু বলিতে লাগিলেন,—"কি? পূজনীয় মাতুলদেবের সম্বন্ধেও নাম ধরিয়া কথা।"

পরে তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ, হাঁ, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় তিনি কুশলেই আছেন।"

তখন উভয়ে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন, অভিমন্যু আবার বলিয়া উঠিলেন,—"কি? আমাকে অবজ্ঞার সহিত উপহাস করা হইতেছে?"

অর্জ্জুন কহিলেন,—"এমন কিছু নহে, তবে যাহার পিতা পার্থ ও

মাতুল জনার্দ্দন, এবং যে নিজেও তরুণবয়স্ক ও অস্ত্রদক্ষ, তাহার এরূপ পরাজয় উপযুক্তই বটে।"

শুনিয়া অভিমন্যু বলিয়া উঠিলেন,—"নিজের গৌরব করিতে হয় না, আমাদের বংশে তাহা উচিতও নহে, তবুও বলিতেছি, হত ব্যক্তিগণের অঙ্গবিদ্ধ শরে এই নামই দেখিতে পাইবেন, আর কাহারও নাই।"

সে কথায় অর্জ্জুন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কুমার যথার্থই বলিয়াছে, রথারোহী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতির মধ্যে প্রত্যেককেই এই শরনিপুণ বিদ্ধ করিয়াছে, আমি যদি রথ পরিবর্তন না কারতাম, তাহা হইলে নিজেও পরিক্ষত হইয়া উঠিতাম।"

তাহার পর তিনি অভিমন্যুকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন,—"হঁা বাক্‌-তেজস্বিতা এইরূপই বটে,তবে কি জন্য এই পদাতিককর্ত্তৃক ধৃত হইলে?"

অভিমন্যু উত্তর দিলেন,—"অশস্ত্র হইয়া আমার সম্মুখে আগমন করায় আমি ধৃত হইয়াছি। পিতা অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া কে অশস্ত্রকে বধ করিতে পারে?"

শুনিয়া ভীমসেন উত্তর করিলেন,—"অর্জ্জুনই ধন্য, কারণ, সে পিতা-পুত্রের শ্লাঘা ও যুদ্ধপরাক্রম উভয়ই স্বকর্ণে শ্রবণ করিল।"

সেই সময়ে রাজা বলিতে লাগিলেন,—"অভিমন্যুকে শীঘ্র শীঘ্র লইয়া এস।"

বৃহন্নলা কুমারকে অগ্রসর হইতে বলিয়া কহিলেন,—"এই মহারাজ রহিয়াছেন, অগ্রসর হও।"

বিরক্তিসহকারে অভিমন্যু বলিয়া উঠিলেন,—"কাহার মহারাজ?"

বৃহন্নলা বলিলেন,—"না, না, ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনি উপবিষ্ট আছেন।"

তখন অভিমন্যু কহিলেন,—"ব্রাহ্মণের সঙ্গে? ভগবন্, অভিবাদন করি।"

এই বলিয়া তিনি ভগবানকে প্রণাম করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন,—"এস, বৎস! তেজস্বিতা, ধৈর্য্য, বিনয়, দয়া, স্বপক্ষে মাধুর্য্য, ধনুর্যুদ্ধে জয় ও পরাক্রম এই সমস্ত পিতৃগুণ লাভ কর, অবশিষ্ট চারি পাণ্ডবের যাহা অভিরুচি হয়, তাহাও প্রাপ্ত হও।"

অভিমন্যু বিরাটেশ্বরকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন না দেখিয়া রাজা কহিলেন,—"এস, বৎস, আমাকে অভিবাদন করিতেছ না কেন? এ ক্ষত্রিয়কুমার কিছু গর্ব্বিতই দেখিতেছি, আচ্ছা, আমি ইহার দর্প শান্তি করিতেছি। কে ইহাকে বন্দী করিয়াছে?"

ভীমসেন উত্তর দিলেন,—"মহারাজ, আমি।"

তাহাতে অভিমন্যু বলিয়া উঠিলেন,—"অশস্ত্র হইয়া ধৃত করিয়াছেন, তাহাও বলুন।"

শুনিয়া ভীমসেন বলিতে লাগিলেন,—"না, না, ওকথা বলিও না, স্থূলস্কন্ধদেশে সংলগ্ন এই কোমল ভুজদ্বয়ই আমার স্বাভাবিক অস্ত্র, আমি তাহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকি, দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই ধনুর্গ্রহণ করে।"

সে কথায় অভিমন্যু উত্তর দিলেন,—"ওকথা বলিবেন না, যাঁহার বাহুই অক্ষৌহিণী এবং বিক্রম অকপট, আপনি কি আমার সেই মধ্যম তাত? একথা তাঁহারই উপযুক্ত।"

তখন ভগবান্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পুত্র, সে মধ্যম কে?"

অভিমন্যু উত্তর দিলেন,—"শুনুন, আমরা ব্রাহ্মণের নিকট নিরুত্তরই থাকি, অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

তাহাতে রাজা বলিলেন,—"আচ্ছা, আমিই জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল দেখি, কে সে মধ্যম।"

অভিমন্যু বলিতে লাগিলেন,—"জরাসন্ধের কণ্ঠদেশে বাহুপ্রদানে যিনি তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া দুঃসহ কর্ম্ম সাধন করিয়া, কৃষ্ণ যাহা করিতে পারেন নাই. তাহাই সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারই কথা বলিতেছি।"

তখন রাজা অভিমন্যুকে বলিলেন,—"তোমার কর্ম্মে আমি রুষ্ট হইতেছি না, তোমাকে কিছু রুষ্ট দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিতেছি, অধিক কি আর বলিব, আমি অপরাধী নহি, তুমি আর কি জন্য থাকিবে? যাইতে পার।"

শুনিয়া অভিমন্যু উত্তর দিলেন,—"যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া আমার পদ-দ্বয়ের নিগ্রহোচিত শিষ্টাচার করুন। আমি বাহুদ্বারা আনীত হইয়াছি, ভীমসেন আমাকে আবার বাহুর দ্বারাই লইয়া যাইবেন।"

সেই সময়ে কুমার উত্তর তথায় আসিলেন, আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"মিথ্যাপ্রশংসায় কষ্টই জন্মে, যাহাদের মিথ্যাবাক্যে ভক্তি আছে, তাহারাই যুদ্ধসম্বন্ধে আমার কথাই বলিতেছে, সে কথানুসারে আমার হৃদয় লজ্জিত হইয়া উঠিতেছে।"

তাহার পর তিনি অগ্রসর হইয়া প্রথমে ভগবান্‌কে বন্দনা করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে 'মঙ্গল হউক' বলিলেন। উত্তর তাহার পর তাঁহার পিতাকে অভিবাদন করিলেন, বিরাট আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"এস পুত্র, আয়ুষ্মান্ হও। কৃত-কর্ম্মা যোদ্ধপুরুষদিগের পূজা করা হইল কি?"

উত্তর উত্তর দিলেন,—"তাঁহাদের পূজা হইয়াছে, কিন্তু পূজ্য-তমের পূজা আপনাকেই করিতে হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, কাহার পূজা করিতে হইবে?

উত্তর কহিলেন,—"এই সম্মানাস্পদ ধনঞ্জয়ের।"

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ধনঞ্জয়ের?"

উত্তর বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ, ইনিই শ্মশান হইতে ধনুক ও অক্ষয়শায়কে পূর্ণ তূণিদ্বয় গ্রহণ করিয়া, ভীষ্মপ্রভৃতি নৃপতিবৃন্দকে বিতাড়িত ও আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

তখন বৃহন্নলা বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, বালকত্ব-প্রযুক্ত চঞ্চল হওয়ায়, নিজে বাণ বর্ষণ করিয়াও, কুমার বুঝিতে পারেন নাই, স্বয়ং সমস্ত কার্য্য করিয়াই, পরে করিয়াছে মনে করিতেছেন।"

উত্তর বলিলেন,—"আপনি শঙ্কা দূর করুন, দ্বাদশ বৎসর পরেও যাহা সমানবর্ণ হইয়া উঠে নাই, প্রকোষ্ঠমধ্যে গুপ্ত গাণ্ডীবের জ্যাঘাতে জাত এই চিহ্নই সমস্ত বলিয়া দিতেছে।"

তাহাতে বৃহন্নলা উত্তর দিলেন,—"আমার করভূষণের ব্যাবর্ত্তনে এই চিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে, প্রকোষ্ঠ সর্ব্বদা আবৃত থাকায়, বিবর্ণতা-প্রযুক্ত এই আকারে পরিণত হইয়াছে।"

তখন রাজা কহিলেন,—"হাঁ সমস্তই বুঝিলাম।"

তাহাতে বৃহন্নলা বলিয়া উঠিলেন,—"রুদ্রবাণে ক্ষত অঙ্গে যদি আমি ভারতবংশীয় অর্জ্জুনই হই, তাহা হইলে ইনি অব্যক্ত ভীমসেন, আর ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির।"

এই বলিয়া অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে দেখাইয়া দিলেন, তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—"ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, আপনারা আমায় বিশ্বাস করিতেছেন না কেন?"

তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয় নাই মনে করিয়া

রাজা আবার বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা, যথাসময়ে হইবে, বৃহন্নলা অভ্যন্তরে গমন কর।"

বৃহন্নলা তাঁহার আজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলে, যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"অর্জ্জুন, অভ্যন্তরে যাইতে হইবে না, আমাদের প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

অর্জ্জুন তখন যুধিষ্ঠিরেরই আদেশ পালন করিলেন, রাজা বলিতে লাগিলেন,—"প্রতিজ্ঞাপালক সত্যসন্ধ বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের নিবাসে আমার গৃহ পবিত্র হইয়া উঠিল।"

তখন অভিমন্যু বলিয়া উঠিলেন,—"এই খানেই আমার পূজনীয় পিতৃদেবেরা রহিয়াছেন, তাই আমার নিন্দায় তাঁহারা রুষ্ট হইতেছেন না, এবং হাসিতে হাসিতে আমাকেই নিন্দা করিতেছেন। ভাগ্যক্রমে গোগ্রহণের শেষ ভালই হইল, কারণ, তাহাই পিতৃগণকে দেখাইয়া দিল।"

তাহার পর তিনি ভীমসেনের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন,—"তাত, অজ্ঞানবশে আপনাকে যে পূর্ব্বে অভিবাদন করি নাই, পুত্রের সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

তাহাতে ভীমসেন বলিলেন,—"এস পুত্র, পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী হও, বৎস, পিতাকে অভিবাদন কর।"

অভিমন্যু অর্জ্জুনকে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এস পুত্র, দ্বাদশ বৎসর পরে আবার সেই হৃদয়ের আহ্লাদকর পুত্রাঙ্গ স্পর্শ ফিরিয়া আসিল, এতদিন তাহা প্রবাসগতই ছিল।"

তাহার পর তিনি অভিমন্যুকে কহিলেন,—"পুত্র, বিরাটেশ্বরকে অভিবাদন কর।"

অভিমন্যু রাজাকে প্রণাম করিলে, রাজা বলিতে লাগিলেন,— "এস বৎস, তুমি যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, ভীমের বল, অর্জ্জুনের নৈপুণ্য, নকুল-সহদেবের, কান্তি ও পাণ্ডিত্য এবং জগৎপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি লাভ কর।"

পরে মনে মনে বলিলেন,—"উত্তরার বিষয়েই আমাকে পীড়া দিতেছে, এক্ষণে কি করা যায়? আচ্ছা, স্থির করিলাম।"

তাহার পর কে আছ বলিয়া উঠিলে, পরিচারক আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিল। রাজা তাহাকে জল আনিতে বলিলে, সে তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে আবার জল লইয়া আসিল, রাজা তখন জল লইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন,—"অর্জ্জুন, গোগ্রহণের বিজয়শুল্কের স্বরূপ উত্তরাকে গ্রহণ কর।"

শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়া উঠিলেন,—"আমার মস্তক অবনত হইল।"

তখন অর্জ্জুন বলিলেন,—"কি? আমার চরিত্র পরীক্ষা করা হইতেছে?"

তাহার পর তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,— "রাজন্, প্রীতির পাত্রী অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে আমি মাতার সমান পূজা করিয়াছি, তাই আপনার প্রদত্ত উত্তরাকে বধূরূপেই গ্রহণ করিলাম।"

সে কথায় যুধিষ্ঠির বলিয়া উঠিলেন,—"আমার মস্তক উন্নত হইল।"

অবশেষে রাজা বলিলেন,—"এক্ষণে পিতামহ ভীষ্মের নিকট উত্তরকে পাঠাইতে হইবে।"

এই বলিয়া তিনি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন, আর আর সকলেও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

(৩)

গোগ্রহণে পরাজিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন, ক্রমে অভিমন্যুর বন্দী হওয়ার কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। একজন যোদ্ধা আসিয়া আচার্য্যের সহিত সমস্ত রাজগণকে জানাইতে বলিল যে, নারায়ণচক্রের ভয় অগ্রাহ্য, এবং চিরনষ্ট স্বজনদিগকে পরাভব করিয়া, ধনুঃসহায় কৌরবগণের অরক্ষিত অভিমন্যুকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে, বড়ই লজ্জার কথা।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই ভীষ্মদ্রোণ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আসিতেছিলেন, প্রথমে দ্রোণ বলিতেছিলেন,—"সারথি, বল দেখি, শুনি, রণস্থল হইতে কে আমার শিষ্যপুত্রকে লইয়া গেল? কে আমার দৈবশরের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে? সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কে বল, তাহার যত অস্ত্রবল থাকুক না কেন, আমি তাহার নিকট বলবান্ দূতসকলই প্রেরণ করিব।"

ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন,—"সারথি বল, বল, ছত্রভঙ্গে ও পলায়নে অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সের জন্য বিলম্বমান অভিমন্যুকে হস্তিগ্রহণে উদ্যত কে দলভঙ্গে করিশাবকের ন্যায় ধৃত করিল?"

তাহার পর দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি তথায় আসিলেন, দুর্য্যোধন সারথিকে বলিয়া উঠিলেন,—"সারথি, বল, শুনি, কে অভিমন্যুকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল? আমিই তাহাকে মুক্ত করিব। তাহার পিতৃগণের সহিত আমার জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সে জন্য এ বিষয়ে লোকে আমাকেই দোষ দিবে, অথচ সে এক্ষণে আমারই পুত্র, শেষে পাণ্ডবদিগের হইতে পারে। কুলবিরোধে বালকদিগের কখনও অপরাধ হইতে পারে না।"

তাহাতে কর্ণ কহিলেন,—"অতিস্নেহপূর্ণ অনুরূপ কথাই তুমি

বলিয়াছ, গান্ধারীপুত্র, স্বজন বলিয়াই যে ইহা কর্ত্তব্য তাহা নহে, সে বালভাবপ্রযুক্ত তোমারই প্রিয়কার্য্যের জন্য যুদ্ধে বিপন্ন হইয়াছে, আমরা তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই, এক্ষণে আমাদের ধনু পরিত্যাগ করিয়া বল্কল গ্রহণ করাই উচিত।"

শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—"অভিমন্যুর অনেক রক্ষক আছে, সে মুক্ত হইয়াই আছে মনে কর, কারণ, রাজা বিরাট তাহাকে অর্জ্জুনের পুত্র জানিয়াই মুক্তি প্রদান করিবে, আর দামোদরকে স্মরণ করিয়াও রণস্থল হইতে আনীত তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবে, কিম্বা ক্রোধে উজ্জ্বল প্রলম্বসূদন বলদেবের ভয়েও রাখিতে পারিবে না, অথবা ভীমই তেজস্বী শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া লইয়া আসিবে।"

দ্রোণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সারথি, বল দেখি, এক্ষণে সে কিরূপে ধৃত হইল? অভিমন্যুর রথ পতিত, অশ্বগণ চঞ্চল, অথবা চক্র কি মেদিনীতে প্রোথিত হইয়াছিল? কিম্বা তূণিদ্বয় শরশূন্য বা ধনুকের গুণ ছিন্ন হওয়ায়, তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিল, আর তুমি কি তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছিলে? যুদ্ধে রথিগণের এইরূপ দৈব আপদ অনেক ঘটিয়া থাকে, শত্রুগণ কি তাহা হইলে তাহাকে বাণের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল? কিন্তু সে যে আজন্মশিক্ষিত।"

সারথি উত্তর দিল,—"আয়ুষ্মন্, ধনুর্ব্বেদ বড়ই কর্কশ, আপনি কি তাহা জানেন না? আর আপনি যে সকল দোষের কথা বলিতেছেন, তাহার কিছুই ঘটে নাই, অভিমন্যু বাণরাশির সমষ্টিস্বরূপ ও মহারথ, আমার রথও বায়ুহীন প্রদেশে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল, একজন পদাতি অকস্মাৎ আগত হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া ফেলিল।"

শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিলেন,—"কি, পদাতি ধৃত করিল? সে কিরূপ পদাতি?"

সারথি জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহার রূপের বা পরাক্রমের কথা বলিব?"

ভীষ্ম উত্তর দিলেন,—"রূপে স্ত্রীলোকদিগেরই পরিচয় হইয়া থাকে, পুরুষের পরিচয় পরাক্রমেই হয়, তাহার পরাক্রমেরই কথা বল।"

সারথি তাহা বলিতে উদ্যত হইলে, দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি গর্ব্বিতাক্ষরে কি জন্য তাহার গৌরব প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? আচ্ছা বল, যদি তাহার পবনের সমানও বেগ হয়, আমি তাহাতে ভীত হইব না।"

তখন সারথি বলিতে লাগিল,—"মহারাজের শুনিতে আজ্ঞা হয়, সেই পদাতি বেগে অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া রথমূলে করন্যাস করায়, অশ্বসকল গ্রীবা প্রসারিত করিয়া রথকে নিশ্চল করিয়া তুলিল।"

সে কথায় ভীষ্ম কহিলেন,—"তাহা হইলে সকলে অস্ত্র পরিত্যাগ কর।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য?"

ভীষ্ম আবার বলিতে লাগিলেন,—"রথ যদি বেগহীন হইয়া বা না হইয়াও থাকে, অভিমন্যু বৃকোদরের অঙ্কগত হইয়াছে, ইহাই মনে কর। পূর্ব্বেও যখন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া রথে লইয়া যাইতেছিল, ভীমসেন তাহাকে তখন পদাতিবেশেই পরাজিত করিয়াছিল।"

শুনিয়া দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—"ভীষ্ম যথার্থই বলিয়াছেন, বাল্যকালের উপদেশ হইতে আমি তাহার বেগের কথা অবগত আছি, অস্ত্রশালায় সে কর্ণপর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া শর বিমুক্ত করিলে, তাহার মস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল, আমার আদেশে সে তখন বাণতুল্য বেগে ধাবিত হইয়া লক্ষ্যে শর পতিত হইতে না হইতেই সেই শর ধরিয়া ফেলিল।"

সে কথায় শকুনি কহিলেন,—"এ সকল হাস্যজনক কথা, এ সংসারে আর কেহ কি বলবান্ নাই? প্রিয়ব্যক্তিগণ সমস্তই করিতে পারে, ইহাই কেবল বলা হইতেছে, আপনারা সকলে কি পাণ্ডবদিগকে জগদ্ব্যাপ্ত দেখিতেছেন?"

শুনিয়া ভীষ্ম উত্তর দিলেন,—"গান্ধাররাজ, এ সকল আমরা অনুমান করিয়াই বলিতেছি, আমরা রথারূঢ় হইয়া শস্ত্রচাপপ্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে যাইয়া থাকি, কেবল দুইজন মাত্র বাহুসহায় যুদ্ধে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলদেব, দ্বিতীয় ভীমসেন।"

শকুনি তখন কহিলেন,—"একজনই সাহসপ্রিয় আমাদিগকে সহসা বিতাড়িত করিয়াছে, সেই উত্তরকে কেহ কেহ অর্জ্জুন বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।"

তাহাতে দ্রোণ বলিয়া উঠিলেন,—"অহে গান্ধাররাজ, ইহাতেও তোমার সন্দেহ? বিনামেঘে পতিত অশনির গর্জ্জনের ন্যায় উত্তর কি কখনও যুদ্ধে ধনুষ্টঙ্কার উৎপাদন করিতে পারে? তাহার শর-সম্পাতে কি আতপ অপহৃত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য দিবাকর অস্তমিত হইতে পারেন?"

ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন,—"গান্ধারীতনয়, আমি স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, তুমি সমস্তই জান, বাণপুঙ্খে স্থিত অক্ষর ও জ্যাজিহ্বার পরিবর্ত্তনশব্দে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, অর্জ্জুনই ধনু আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত করিতেছ না।"

সহসা ভীষ্মের সারথি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল,—"আয়ুষ্মন্, শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।"

ভীষ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য?"

সারথি উত্তর দিল,—"ধ্বজে বাণ লগ্ন হইলে প্রথমেই শান্তিকর্ম্ম

করিতে হয়। এই দেখুন, সেই বাণ, ইহার পুঙ্খে কাহার নামও লিখিত আছে।"

ভীষ্ম তখন সারথিকে বাণ প্রদান করিতে বলিলে, সে তাঁহার হস্তে দিল, বাণ দেখিয়া ভীষ্ম শকুনিকে কহিলেন,—"বৎস গান্ধাররাজ, আমার চক্ষু জরায় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কাহার এই শর পড়িয়া বল।"

শর লইয়া শকুনি নামাক্ষর পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অর্জ্জুনের।"

পরে তাহা নিক্ষেপ করিলেন, বাণটি দ্রোণের পাদমূলে গিয়া পড়িল, বাণটি লইয়া দ্রোণ বলিতে লাগিলেন,—"এস বৎস, ভীষ্মকে বন্দনা করার জন্য এই শর প্রথমে আমার শিষ্য নিক্ষেপ করিয়াছিল, পরে আমাকে বন্দনা করিতে আমার পাদমূলের নিকট ভূমিতে পতিত হইয়াছে।"

শকুনি তখন কহিলেন,—"অর্জ্জুন যোদ্ধা হইতেও বাণ নিক্ষেপ করিতে পারে, আবার উত্তরেরও অর্জ্জুনের নাম লিখন সম্ভব, এ সন্দেহ সকলে দূর করুন।"

দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"পাণ্ডবদিগকে রাজ্যদানের জন্য যদি মিথ্যাকথার অবতারণা হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ যুধিষ্ঠিরকে না দেখিতে পাইব, ততক্ষণ রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিতে পারিব না।"

সহসা একজন যোদ্ধা উপস্থিত হইয়া কহিল যে, বিরাটনগর হইতে দূত উপস্থিত হইয়াছে, দুর্য্যোধন তাহাকে আনিতে বলিলে, যোদ্ধা চলিয়া গেল। এ দূত আর কেহ নহেন, স্বয়ং কুমার উত্তর।

উত্তর তথায় আসিতে আসিতে বলিতেছিলেন,—"পথ অল্প, রশ্মি শিথিল করায় অশ্বগণও বেগে ধাবিত হইতেছে, তথাপি পথিমধ্যে রথের

বিলম্ব ঘটিয়াছে। কারণ, পার্থের বাণহত হস্তিসমূহে ভূমিতল বিষম হওয়ায়, অশ্বসকল অতি কষ্টেই আসিয়াছে।"

তাহার পর তিনি সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়া উঠিলেন,—"আচার্য্য ও পিতামহপ্রমুখ রাজমণ্ডলীকে অভিবাদন করিতেছি।"

আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে কহিলেন,—"আয়ুষ্মান্ হও।"

পরে দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সম্মানাস্পদ বিরাটেশ্বর কি বলিয়া পাঠাইয়াছেন ?"

উত্তর উত্তর দিলেন,—"তিনি আমাকে পাঠান নাই।"

দ্রোণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তোমাকে পাঠাইয়াছেন ?"

এবার উত্তর বলিলেন,—"সম্মানাস্পদ যুধিষ্ঠির।"

দ্রোণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্মরাজ কি বলিয়াছেন ?"

উত্তর বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন তবে, তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, 'আমি উত্তরাকে বধূরূপে গ্রহণ করিয়াছি, সেই জন্য রাজমণ্ডলীর প্রতীক্ষা করিতেছি যে, কোথায় বিবাহ হইবে, সেখানে বা এখানে' ?"

তাহাতে শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—"সেইখানেই, সেইখানেই।"

তখন দ্রোণ বলিলেন,—"এই জন্যই আমরা আনীত হইয়াছি, পঞ্চরাত্র এখনও আছে, ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই ভিক্ষা চাহিয়াছি, ধর্ম্মাবলম্বনে তাহা প্রদান কর।"

সে কথায় দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"আমি সম্মত হইলাম, পূর্ব্বে যেরূপ পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণেও সেইরূপ দিতেছি, সত্য থাকিলে মানবগণ মরিয়াও বাঁচিয়া থাকে।"

অবশেষে দ্রোণ কহিলেন,—"বর্দ্ধনশীলকুল আমরা সকলেই প্রসন্ন হইলাম। এই সমগ্র পৃথিবী রাজসিংহ শাসন করিতে থাকুন।"

দূতবাক্য।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস শেষ হইয়াছে, তাঁহারা কৌরবগণের নিকট আপনাদের হৃতরাজ্য ফিরিয়া চাহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ তাহাতে অসম্মত হইলেন, কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটিল। কুরুরাজ দুর্য্যোধনের আদেশে তাঁহার ভৃত্যগণ মন্ত্রশালা সজ্জিত করিতে লাগিল, কাঞ্চুকীয় আসিয়া দ্বাররক্ষিগণকে জানাইয়া দিলেন যে, মহারাজ দুর্য্যোধন সকল রাজগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, সেই সময়ে দুর্য্যোধনও মন্ত্রশালার দিকে আসিতেছিলেন। সেই শ্যামবর্ণ যুবক শুভ্রপট্টবস্ত্রের উত্তরীয়ধারী ছত্রচামরসমন্বিত রচিতাঙ্গরাগ কান্তিমান্ ভূষণমণিদ্যুতিতে উজ্জ্বলাঙ্গ রাজাকে দেখিয়া, কাঞ্চুকীয় তাঁহাকে নক্ষত্রমধ্যস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনে করিতেছিলেন।

মন্ত্রশালার দিকে আসিতে আসিতে দুর্য্যোধন বলিতেছিলেন,—"এই উপস্থিত রণোৎসবের কথা চিন্তা করিয়া, আমার সহর্ষ হৃদয় যেন রোষশূন্য হইয়া উঠিয়াছে, পাণ্ডবসৈন্যের প্রধান হস্তিগণের মুখ হইতে মুষলস্বরূপ দন্তগুলি উৎপাটন করিতেই এক্ষণে আমার ইচ্ছা হইতেছে।"

এদিকে অল্পক্ষণের মধ্যেই কুরুরাজের আদেশে অন্যান্য রাজগণ আসিয়াও উপস্থিত হইলেন, কাঞ্চুকীয় রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া সে সংবাদ জানাইলেন। রাজা 'ভালই হইয়াছে' বলিয়া কাঞ্চুকীয়কে অন্তঃপুরে গমন করিতে বলিলেন, তিনিও তাঁহার আদেশ পালন করিলেন।

তখন দুর্য্যোধন প্রথমে রাজা বৈকর্ণ ও বর্ষদেবকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন যে, তাঁহার একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্তের কে সেনাপতি হইবেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া সেই গুরুতর কথার উত্তর দিবেন বলিলে, দুর্য্যোধন তাহা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া, সকলকে লইয়া মন্ত্রশালার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, এবং দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও শকুনিকে প্রণাম করিয়া বৈকর্ণ, বর্ষদেব ও অন্যান্য রাজগণের সহিত তাঁহাদিগকে মন্ত্রশালায় প্রবেশ করিতে বলিলেন, পরে কর্ণকে লইয়া নিজে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজা আচার্য্যকে কূর্ম্মাসনে, ভীষ্মকে সিংহাসনে, শকুনিকে চর্ম্মাসনে এবং বৈকর্ণ, বর্ষদেবপ্রভৃতি অন্যান্য রাজাকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজারা উপবেশন করিতে করিতে মহারাজ দুর্য্যোধনকেও বসিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহাদের সেবাধর্ম্মে প্রীত হইয়া বয়স্য কর্ণকে লইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

তাহার পর আবার বৈকর্ণ ও বর্ষদেবকে একাদশ অক্ষৌহিণীর কে সেনাপতি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে,তাঁহারা শকুনির নিকট তাহা জানিতে অনুরোধ করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন যে, ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে আর কেহ সেনাপতি হইবার যোগ্য নহেন, দুর্য্যোধন তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং তাহাই তাঁহার অভি-প্রেতও ছিল।

ভীষ্মকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া, দুর্য্যোধন তখন আনন্দসহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"প্রচণ্ডপবনাহত মহাসাগরের শব্দের ন্যায় সৈন্যগণের কোলাহল, পটহধ্বনি ও শঙ্খরবমিশ্রিত তুমুল নিনাদের মধ্যে পিতা-মহের মস্তকে পতিত অভিষেকতোয়ের সহিত শত্রুপক্ষের রাজগণের হৃদয়ও নিপতিত হউক।"

সেই সময়ে বাদরায়ণ নামে কাঞ্চুকীয় আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, পাণ্ডবশিবির হইতে পুরুষোত্তম নারায়ণ দূত হইয়া আসিয়াছেন।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"বাদরায়ণ, ও কথা বলিও না, কি, কি, কংসভৃত্য দামোদর তোমার পুরুষোত্তম, সেই গোপালক তোমার পুরুষোত্তম, জরাসন্ধ যাহার বিষয়, কীর্ত্তি ও ভোগ অপহরণ করিয়াছিলেন, সে তোমার পুরুষোত্তম, রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া ভৃত্যজনের এইরূপ শিষ্টাচার ? ইহার কথাগুলি গর্ব্বপূর্ণ, অরে নীচ!"

দুর্য্যোধনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, কাঞ্চুকীয় কহিলেন,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, সম্ভ্রমে আমি শিষ্টাচার বিস্মৃত হইয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি রাজার পাদমূলে পতিত হইলেন, রাজা তাহাকে বলিলেন,—"সম্ভ্রম বটে, মনুষ্যগণের এইরূপ সম্ভ্রমই হইয়া থাকে, উঠ, উঠ।"

কাঞ্চুকীয় উত্থিত হইয়া কহিলেন,—"অনুগৃহীত হইলাম।"

দুর্য্যোধন তখন বলিয়া উঠিলেন,—"আমি প্রসন্ন হইয়াছি, কে দূত হইয়া আসিয়াছে ?"

কাঞ্চুকীয় বলিলেন,—"কেশব দূত হইয়া আসিয়াছেন।"

সে কথায় দুর্য্যোধন কহিলেন,—"কেশব বটে, ইহাই আমার অভি-প্রেত, ইহাই শিষ্টাচার।"

তাহার পর তিনি দূতস্বরূপ কেশবের কি করা উচিত রাজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদানে পূজা করিতে পরামর্শ দিলেন।

তাহাতে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"ইহা আমার রুচিকর নহে, আমি তাহাকে ধৃত করাই মঙ্গল মনে করিতেছি, বাসুভদ্রাকে ধৃত

করিতে পারিলে, পাণ্ডবেরা চক্ষুহীন হইয়া পড়িবে, পাণ্ডবেরা গতিমতি-রহিত হইলে, নিখিল ভূমণ্ডল আমার শত্রুশূন্য হইয়া উঠিবে।"

অবশেষে তিনি রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যদি কেহ কেশবের আগমনে আসন হইতে উত্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বাদশ সুবর্ণভার দণ্ড করিব, সেইজন্য সকলে সাবধান হউন। আচ্ছা, আমার প্রত্যুত্থান না করার উপায় কি? ভাল, স্থির করিলাম, বাদরায়ণ, যে চিত্রপটে দ্রৌপদীর কেশবস্ত্রাকর্ষণ লিখিত হইয়াছে, তাহা লইয়া এস।"

পরে চুপে চুপে বলিলেন,—"তাহাতে দৃষ্টি বিন্যাস করিয়া, কেশব আসিলে উত্থিত হইব না।"

কাঞ্চুকীয় তাঁহার আদেশপালনের জন্য গমন করিয়া, চিত্রপট লইয়া আসিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহাকে চিত্রপট প্রসারিত করিতে বলিলে, কাঞ্চুকীয় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন।

চিত্রপটখানি অতীব দর্শনীয় ছিল; দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করায়, তাহার স্পর্শনে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া লোচনযুগল প্রসারিত করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন চন্দ্রলেখা রাহুগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বরাজসমক্ষে দ্রৌপদীকে অবমানিতা দেখিয়া, ক্রুদ্ধ ভীমসেন সভাস্তম্ভ উত্তোলন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, দ্যূতক্রীড়ায় হতজ্ঞান সত্যধর্ম্মদয়াযুক্ত যুধিষ্ঠির অপাঙ্গবিক্ষেপে বৃকোদরকে শান্ত করিয়াছিলেন। এদিকে অর্জ্জুন রোষাকুললোচনে প্রস্ফুটিত অধরোষ্ঠে রিপুসকলকে তৃণতুল্য গণনা করিয়া, রাজমণ্ডলীকে যেন উৎসাহিত করিবার জন্য ধীরে ধীরে গাণ্ডীবের গুণ আকর্ষণ করিতেছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহাকেও নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার নকুলসহদেব বদ্ধপরিকর হইয়া, খড়্গচর্ম্ম হস্তে

লইয়া, কর্কশ মুখরাগে অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে, নিঃশঙ্কভাবে দ্রুতগতিতে মৃগশাবকের সিংহের নিকট গমনের ন্যায় তেজোভরে দুঃশাসনের সমীপে অগ্রসর হইতেছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকেও নিষেধ করিতেছিলেন।

দ্রৌপদীর অবমাননাসময়ে যুধিষ্ঠির নকুলসহদেবকে বলিয়াছিলেন, 'আমি নীচ, নতুবা আমার এরূপ বিপরীত মতি হইবে কেন? নয়ানয়জ্ঞ তোমরা এক্ষণে রোষ পরিত্যাগ কর, দ্যূতক্রীড়ায় অবমান অসহ্য বোধ করিয়া, যাহারা বলবানের প্রতি পরাক্রম, প্রকাশ করিতে যায়, তাহাদের সে পরাক্রম নিন্দনীয় হইয়াই উঠে।' দুর্য্যোধন চিত্রপট দেখিতে দেখিতে সে কথা স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

চিত্রপটের অন্য দিকে কুনীতিজ্ঞ শকুনি কপটভাবে অক্ষক্ষেপণের পর হাসিতে হাসিতে, সগর্ব্বে নিজ কুকীর্ত্তিভরে শত্রুপক্ষের আনন্দ সঙ্কুচিত করিয়া, রোদনরতা দ্রৌপদীকে কুৎসিত চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম দ্রৌপদীকে দেখিয়া লজ্জায় আপনাপন বদন বস্ত্রপ্রান্তে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। চিত্রপট আলোচনা করিতে করিতে দুর্য্যোধন তাহার বর্ণের সম্পূর্ণতা, চিত্রিত ব্যক্তিগণের ভাব-ভঙ্গি প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট অঙ্কন দেখিয়া, তাহার প্রশংসা করিতেছিলেন, এবং তাহা দেখিয়া প্রীত হইয়া উঠিতেছিলেন।

তাহার পর তিনি 'কে আছ' জিজ্ঞাসা করিলে, কাঞ্চুকীয় বাদরায়ণ আসিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ করিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহাকে কহিলেন,—"এক্ষণে সেই পক্ষিবাহনমাত্রে গর্ব্বিত দূতকে লইয়া এস!"

কাঞ্চুকীয় তাঁহার আদেশপালনে গমন করিলে, দুর্য্যোধন কর্ণকে বলিতে লাগিলেন,—"বয়স্য, অদ্য পাণ্ডবদিগের বচনে সেই কৃষ্ণমতি

কৃষ্ণ ভৃত্যের ন্যায় দূত হইয়া আসিয়াছে, তুমিও সখে, যুধিষ্ঠিরের নারীমৃদু বচন শুনিতে কর্ণ স্থির কর।"

কিছু পরে কাঞ্চুকীয়ের সহিত বাসুদেব মন্ত্রশালার দিকে আসিতে লাগিলেন, আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"অদ্য ধর্ম্মরাজের বাক্যে ও ধনঞ্জয়ের অকৃত্রিম মিত্রতায় রণদর্পে গর্ব্বিত সৎকথায় বিমুখ সুযোধনের নিকট আমাকেও অনুচিত দৌত্যানুষ্ঠান করিতে হইতেছে। অথচ, পার্থশরের প্রচণ্ডানিলের সহিত কৃষ্ণার অবমাননা হইতে উদ্ভূত রিপুবাহিনীর হস্তিকুম্ভদলনে উগ্র গদাধর ভীমসেনের কোপাগ্নিতে কুরুবংশবন বিনষ্টই হইয়াছে বলিতে হইবে।"

তাহার পর দুর্য্যোধনের শিবির দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এই শিবিরস্থ রাজগণের সুরপুরসদৃশ স্বচ্ছন্দবিহিত আবাসসকল, নানাশস্ত্রে সজ্জিত বিস্তীর্ণ শস্ত্রশালা, অশ্বশালাস্থিত যে সমস্ত তুরগবর হ্রেষারব ও যে সকল গজরাজ বৃংহিতধ্বনি করিতেছে, তাহাদের সহিত সমস্ত স্ফীত ঐশ্বর্য্য স্বজনপরিভবের জন্য শীঘ্রই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। দুষ্টবাদী, গুণদ্বেষী, শঠ, স্বজনে নির্দ্দয় সুযোধন আমাকে দেখিয়া কোন কার্য্যই করিবে না।"

তাহার পর তিনি কাঞ্চুকীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অহে বাদরায়ণ, এক্ষণে প্রবেশ করিব কি?"

কাঞ্চুকীয় উত্তর দিলেন,—"হাঁ, পদ্মনাভ, আপনি প্রবেশ করিতে পারেন।"

অবশেষে বাসুদেব মন্ত্রশালার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রাজমণ্ডলী সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলে, বাসুদেব তাঁহাদিগকে উঠিতে নিষেধ করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইতে বলিলেন।

তখন দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, কেশবকে দেখিয়া

রাজগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছেন? সম্ভ্রমে প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে যে দণ্ডের কথা শুনান হইয়াছে, তাহা সকলে স্মরণ করুন, আমি কি আদেশ করি নাই?"

বাসুদেব দুর্য্যোধনকে কহিলেন,—"কি সুযোধন, বসিয়া আছ?"

আসন হইতে পতিত হইয়া দুর্য্যোধন মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"উৎসাহসহকারে মতি স্থির করিয়া আসনে স্থির ভাবেই উপবিষ্ট ছিলাম, কিন্তু কেশবের প্রভাবে তাহা হইতে যে বিচলিত হইয়া পড়িলাম! এ যে মায়াবী দূত দেখিতেছি।"

তাহার পর তিনি বাসুদেবকে কহিলেন,—"অহে দূত, এই আসনে উপবেশন কর।"

এখনও পর্য্যন্ত দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মপ্রভৃতি রাজমণ্ডলী দণ্ডায়মান ছিলেন, বাসুদেব তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দভাবে বসিতে বলিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন। তাহার পর চিত্রপটখানি দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ব্যাপার অঙ্কিত দেখিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন। পরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মূর্খতাবশে সুযোধন দেখিতেছি স্বজনাবমানকে পরাক্রম জ্ঞান করিতেছে। এ সংসারে কে আর সভামধ্যে নির্লজ্জভাবে স্বয়ং আত্মদোষ উদ্‌ঘাটন করিতে পারে?"

তাহার পর তিনি বিরক্তিসহকারে চিত্রপট অপসারিত করিতে বলিলে, দুর্য্যোধন কাঞ্চুকীয়কে তাহাই করিতে আদেশ দিলেন, কাঞ্চুকীয় তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেলেন।

তখন দুর্য্যোধন বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"অহে দূত, আমার ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মজ, বায়ুতনয় ভীম, ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন, অশ্বিনী-

কুমারের যমজ সুতদ্বয় বিনীত নকুলসহদেব সকলে সপরিবারে কুশলে আছেন ত ?"

বাসুদেব উত্তর দিলেন,—"ইহা গান্ধারীপুত্রের অনুরূপই বটে। হাঁ, হাঁ, সকলেই কুশলে আছেন, আর তোমার রাজ্যের ও শরীরের, বাহিরের ও অন্তরের কুশল ও সুস্থতা জিজ্ঞাসা করিয়া, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবেরা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা মহৎ দুঃখ অনুভব করিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদের ধর্ম্মানুসারে উত্তরাধিকারি-সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির বিভাগ করিয়া দেওয়া হউক।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, উত্তরাধিকারিসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি ? মৃগয়া-উপলক্ষে পিতৃব্য বনে গমন করিয়া, অপরাধবশে মুনিশাপ পাইয়াছিলেন, তদবধি দারস্পৃহাশূন্য হন, তাহা হইলে তিনি পরাত্মজদিগের কিরূপে পিতা হইলেন ?"

তাহাতে বাসুদেব উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা তুমি ত পুরাবিদ্, ভাল, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। বিষয়ী বিচিত্রবীর্য্য ক্ষয়রোগে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নীতে ব্যাসকর্ত্তৃক উৎপন্ন তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে বিষয় প্রাপ্ত হইলেন ? ওসব কথা বলিও না, এইরূপ পরস্পরের বিরোধবুদ্ধিতে শীঘ্রই কুরুকুল বিনষ্ট হইবে। সেইজন্য যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তুমি রোষ পরিত্যাগ করিয়া তাহাই কর।"

সে কথায় দুর্য্যোধন বলিতে লাগিলেন,—"অহে দূত, তুমি রাজ্যব্যবহার কি তাহা জান না। পরিপক্কবুদ্ধি রাজপুত্রেরা শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য ভোগ করিয়া থাকে, সেজন্য এ সংসারে কেহ তাহা যাচ্ঞা করে না, কিম্বা দীন ব্যক্তিকে তাহা প্রদত্ত হয় না। যদি রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাহারা সাহস অবলম্বন করুক,

নতুবা স্থিরচিত্তদিগের অধ্যুষিত তপোবনে শান্তিলাভের জন্য স্বচ্ছন্দে প্রবিষ্ট হউক।"

শুনিয়া বাসুদেব কহিলেন,—"অহে সুযোধন, আত্মীয়জনের প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ উচিত নহে, পুণ্যসঞ্চয়ে প্রাপ্ত রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া, সুহৃৎস্বজনকে যে বঞ্চনা করে, তাহার শ্রম বিফলই হয়।"

তাহাতে দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"তোমার মাতুল কংসের প্রতি তোমার দয়া হয় নাই, আর যাহারা আমাদের নিত্যাপকারী তাহাদের প্রতি হইল কেন?"

বাসুদেব কহিলেন,—"তাহা আমার দোষ বলিয়া জানিও না, আমার জননীকে বহুবার পুত্রশোকে ব্যথিতা ও তাহার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া, সে স্বয়ং মৃত্যুকর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছিল।"

সে কথায় দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি সর্ব্বপ্রকারেই কংসকে বঞ্চনা করিয়াছ, নিজের গৌরবপ্রকাশে ক্ষান্ত হও। আচ্ছা, বল দেখি, জামাতৃবধের দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ মগধেশ্বর যখন তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, ভয়ে পলায়নপর তোমার শৌর্য্য তখন কোথায় ছিল?"

বাসুদেব উত্তর দিলেন,—"অহে সুযোধন, নীতিজ্ঞদিগের শৌর্য্য দেশ, কাল ও অবস্থাকে অপেক্ষা করে। এইখানেই আমার সম্বন্ধে পরিহাস থাকুক, এক্ষণে নিজ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহপ্রকাশই কর্ত্তব্য, দোষসকল বিস্মৃত হও, স্বজনের সহিত সম্বন্ধ উভয় লোকেই মঙ্গলকর।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"দেবজদিগের সহিত মনুষ্য-গণের কিরূপে আত্মীয়তা হইবে? এতক্ষণ পর্য্যন্ত যথেষ্ট পিষ্টপেষণ হইয়াছে, ও কথা পরিত্যাগ কর।"

তখন বাসুদেব মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়বাক্যে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিলে, দুর্য্যোধন কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিবে না, ইহাকে কর্কশ বচনেই ভয়চকিত করিতে হইবে।"

তাহার পর তিনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"অহে সুযোধন, তুমি কি অর্জ্জুনের বলপরাক্রম জান না?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"জানি না।"

বাসুদেব বলিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে শুন। অর্জ্জুন কিরাত-বেশধারী পশুপতিকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিয়াছিল, অগ্নি যখন খাণ্ডববন দগ্ধ করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্রের বর্ষিত জলধারা তাহার শরে আচ্ছাদিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর সে অবলীলাক্রমে দেবেন্দ্রের পীড়াকর নিবাতকবচগণের বিনাশ ঘটাইয়াছিল, এবং একাকীই বিরাটনগরে ভীষ্মপ্রভৃতিকে পরাজিত করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তোমার প্রত্যক্ষীকৃত অন্য বিষয়ও বলিতেছি। ঘোষযাত্রায় তুমি যখন চিত্রসেন গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক আকাশমণ্ডলে নীত হইয়া চীৎকার করিতেছিলে, তখন অর্জ্জুনই তোমাকে মুক্ত করে। অধিক কি আর বলিব, আমার কথায় পাণ্ডব-দিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান কর, নতুবা তাহারা সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া লইবে।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, পাণ্ডবেরা জয় করিয়া লইবে? যদি যুদ্ধে ভীমরূপী পবন প্রহার করিতে থাকেন, অর্জ্জুনরূপে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও যদি প্রহারে প্রবৃত্ত হন, অহে কর্কশভাষিণ্, তাহা হইলে তোমার কথায় পিতৃভুক্ত বীর্য্যবলে রক্ষিত স্বরাজ্যের একটি তৃণও প্রদান করিব না।

বাসুদেব উত্তর দিলেন,—"অরে, কুরুকুলকলঙ্ক, অযশোলুব্ধ, আমরাও একটা তৃণের সহিতই কথা বলিতেছি।"

দুর্য্যোধনও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"অহে গোপালক, তোমাকেও তৃণ-জ্ঞানে কথা বলিতে হইবে। অবধ্যা প্রমদা, হয়, বৃষপ্রভৃতি হত্যা করিয়া, তুমি নিলর্জ্জের ন্যায় সাধুদিগের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছ ?"

বাসুদেব বলিলেন,—"সুযোধন, আমার নিন্দা করিওনা।"

দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার সহিত কথা কহা উচিত নহে। যাহার মস্তকে শ্বেতছত্র ধৃত ও দ্বিজবরগণের হস্তনিঃসৃত জল-ধারা বর্ষিত হইয়াছে, সে কখনও অবনত রাজগণের অনুচর তোমার ন্যায় ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে পারে না।"

শুনিয়া বাসুদেব কহিলেন,—"কি, সুযোধন আমার সহিত কথা কহিবে না ? শঠ, আত্মীয়জনে স্নেহশূন্য, কাকের ন্যায় দুশ্চপল, বক্র-দৃষ্টিযুক্ত, মার্জ্জারবৃত্তিধারী, তোমারই জন্য এই কুরুবংশ অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

তাহার পর তিনি রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"অহে রাজগণ, আমি এক্ষণে চলিলাম।"

তাহাতে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কেশব চলিয়া যাইতেছে ? দুঃশাসন, দুমর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুর্বুদ্ধে, দুষ্টেশ্বর কেশব দূতের শিষ্টাচার অতিক্রম করিয়াছে, অতএব উহাকে বন্ধন কর।"

তাহার পর আবার বলিলেন,—"কি, তোমরা অশক্ত ? দুঃশাসন, তুমিও সমর্থ হইতেছ না ? গজাশ্বনিহন্তা, কংসহন্তা, এই কৃষ্ণ গোপাল-কুলে নিবাসের জন্য দৌত্যক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, ইহার ভুজবলবীর্য্য হরণ করিয়া, রাজগণের সমক্ষে স্ববচনদোষে শীঘ্রই বন্ধন কর।"

তাঁহাকেও অশক্ত জানিয়া পরে শকুনিকে আদেশ দিলেন, তিনিও পরাঙ্মুখ হইয়া নিপতিত হইলেন, পরে নিজেই পাশদ্বারা বাসুদেবকে বন্ধন করার জন্য অগ্রসর হইলেন।

বাসুদেব তখন কহিলেন,—"কি, সুযোধন, আমাকে বন্ধন করার ইচ্ছা করিতেছ ? আচ্ছা, তাহার সামর্থ্য দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"অহে দুত, যদি চারিদিকে নিজ মায়া দেবমায়া সৃজন কর, আর দুর্নিবার সুরাস্ত্রে যদি প্রহারও করিতে প্রবৃত্ত হও, গজাশ্ববৃষনিপাতে দর্পশালী তোমাকে রাজগণমধ্যে অদ্য বন্ধন করিতেছি। এক্ষণে থাম। একি কেশবকে যে দেখিতে পাইতেছি না। এই যে কেশব, আহা, কেশব কত ক্ষুদ্র। থাম, আবার যে কেশবকে দেখিতেছি না, এই যে কেশব, আহা, কেশব কত দীর্ঘ। আবার যে দেখা নাই, এই যে আবার। সমস্ত মন্ত্রশালায় যে কেশবকে দেখিতেছি। এক্ষণে কি করি ? আচ্ছা স্থির করিলাম। অহে রাজগণ, সকলে এক একটি কেশবকে বন্ধন কর, একি রাজারা নিজেই পাশবদ্ধ হইয়া পতিত হইতেছে ? সাধু, অহে মায়াবী, সাধু, এক্ষণে তবে আমার কার্ম্মুকোদর হইতে নিঃসৃত বাণজালে বিদ্ধ হইয়া, রক্তাক্ত গাত্রে পাণ্ডবশিবিরে গমন কর, তোমাকে দেখিয়া তাহারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকুক।"

এই বলিয়া তিনি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দুর্য্যোধনকে এইরূপ ক্রুদ্ধ দেখিয়া বাসুদেব বলিলেন,—"আচ্ছা, আমিই তবে পাণ্ডবদিগের কার্য্য সাধন করিতেছি।"

তাহার পর তিনি সুদর্শনচক্রকে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন, ভগবানের স্মরণে সুদর্শন অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বিপুল অনুগ্রহেরই জন্য ভগবান্ আমাকে আহ্বান করায়, আমি মেঘমণ্ডলে নিবারিত হইয়াও নির্ধাবিত হইতেছি। না জানি কাহার প্রতি কমললোচন কুপিত হইয়াছেন, আমিও বা অদ্য কাহার

মস্তকে বিলসিত হইয়া উঠিব। এক্ষণে সেই অনাদি অচিন্ত্য লোকরক্ষার উদ্যত এক হইয়াও বহু কান্তিমান্ শত্রুনিসূদন ভগবান্ নারায়ণ কোথায় ?”

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন সুদর্শন দেখিতে পাইলেন যে, হস্তিনাপুরদ্বারে দৌত্যকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান্ উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার পর তিনি আচমনের জন্য জলের অনুসন্ধান করিলে, ভগবতী আকাশগঙ্গা ক্ষরিত হইতে লাগিলেন, সুদর্শন তখন আচমন করিয়া, ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার জয় উচ্চারণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

আশীর্ব্বাদ করিয়া বাসুদেব বলিলেন,—“সুদর্শন, অপ্রতিহত-পরাক্রম হও।”

‘অনুগৃহীত হইলাম’ বলিয়া সুদর্শন উত্তর দিলেন।

বাসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—“ভাগ্যক্রমে তুমি কর্ম্মকালেই উপস্থিত হইয়াছ।”

শুনিয়া সুদর্শন বলিতে লাগিলেন,—“কি, কি, কর্ম্মকাল ? আজ্ঞা করুন, ভগবন্, আজ্ঞা করুন, আমি কি মেরু, মন্দর ও কুলপর্ব্বতসকল বিঘূর্ণিত করিব, অথবা সমস্ত সমুদ্রকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিব, কিম্বা নিখিল নক্ষত্রপুঞ্জ ভূতলে পাতিত করিয়া ফেলিব ? আপনার অনুগ্রহে আমার অসাধ্য কিছুই নাই।”

বাসুদেব তখন সুদর্শনকে হস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“অহে সুযোধন, যদি সমুদ্রগর্ভে অথবা গিরিকন্দরে প্রবেশ কর, কিম্বা গ্রহগণের বিচরণস্থল বায়ুমার্গে চলিয়া যাও, আমার ভুজবলযোগে জাতবেগ এই চক্র অদ্য তোমার কালচক্র হইয়া উঠিবে।”

সুদর্শনও বলিয়া উঠিলেন,—“অরে, হতভাগ্য সুযোধন।”

তাহার পর তিনি বিবেচনা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন,—"ভগবান্ নারায়ণ, প্রসন্ন হউন, আপনি ভূভারহরণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এরূপ কার্য্য ঘটিলে, আপনার শ্রম বিফল হইবে।"

তখন বাসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—"সুদর্শন, রোষভরে প্রকৃতাচার লক্ষ্য করি নাই, তুমি তবে নিজ আলয়েই যাও।"

সুদর্শন যাইতে যাইতে শুনিলেন যে, দুর্যোধনপক্ষীয়েরা বাসুদেবকে গোপালক বলিতেছে, তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, যিনি ত্রিলোকে ত্রিপাদ অর্পণ করিয়াছিলেন, বাসুদেব সেই নারায়ণ, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার শরণ লইতেও বলিলেন।

তাহার পর যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, আকাশপথে ভগবানের আয়ুধবর শার্ঙ্গধনু উপস্থিত হইয়াছেন। এই শার্ঙ্গের অঙ্গ তনু মৃদু ও ললিত হওয়ায়, তাঁহাকে স্ত্রীস্বভাবযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, হরি ইঁহার মধ্যদেশ করে ধারণ করিয়া থাকেন, ইনি শত্রুগণের যমস্বরূপ, ইঁহার পৃষ্ঠদেশ কনকখচিত, তাই যখন কৃষ্ণের পার্শ্বে শোভিত হন, তখন ইঁহাকে নবজলধরের পার্শ্বে মনোহরা বিদ্যুল্লেখার ন্যায় বোধ হয়। সুদর্শন ভগবান্ নারায়ণ প্রশান্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নিজ বাসে যাইতে বলিলেন।

তাহার পর তিনি যাইতে যাইতে নারায়ণের কৌমোদকী নামে গদাকে আবিভূর্ত হইতে দেখিলেন। কনকে খচিতা উত্তরীয়ের ন্যায় বিচিত্র মালাধারিণী অসুরাঙ্গদলনে জাততৃষ্ণা গিরিবরতটরূপিণী দুর্ণিবারা বীর্য্যশালিনী সেই কৌমোদকী মেঘবৃন্দানুসারিণী হইয়া, দ্রুতবেগে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সুদর্শন ভগবানের রোষশান্তির কথা বলিয়া তাঁহাকেও প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কৌমোদকী তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তখন আবার সুদর্শন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার পর দেখিতে পাইলেন যে, পাঞ্চজন্য শঙ্খ আবিভূত হইয়াছেন। পূর্ণেন্দু, কুন্দ, কুমুদ ও মুক্তাহারের ন্যায় শুভ্র এই শঙ্খবর নারায়ণের মুখপদ্মের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন। প্রলয়কালীন সাগরের মহাগর্জ্জনের ন্যায় ইঁহার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অসুরাঙ্গনাগণের গর্ভপাত হইয়া যায়। সুদর্শন তাঁহাকেও যাইতে বলিলেন, এবং তিনিও চলিয়া গেলেন।

অগ্রসর হইয়া সুদর্শন আবার নন্দকাসিকে দেখিতে পাইলেন। নন্দকের শরীর বনিতার ন্যায় কৃশ হইলেও, যুদ্ধে তিনি অসুরগণের পক্ষে অতি ভয়ঙ্করই হইয়া উঠেন। তিনি তখন গগনতলে মহোল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। সুদর্শন তাঁহাকে জানাইলেন যে, ভগবানের ক্রোধনিবৃত্তি হইয়াছে, ও তাঁহাকে ফিরিতে বলিলেন। নন্দকও তথা হইতে তিরোহিত হইলেন।

তীক্ষ্ণধার নন্দকাসি নিজ কিরণেই উজ্জ্বল হইয়া উঠেন, গদা কৌমোদকী অসুরগণের বক্ষোবিদলনে সম্পূর্ণরূপে দক্ষা, শার্ঙ্গধনুর জ্যারবও প্রলয়কালীন মেঘের গর্জ্জনের ন্যায়, জ্যোৎস্নাধবল শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্যের ধ্বনিও অতি গম্ভীর। ইঁহারা যাহাতে একেবারেই স্ব স্ব স্থানে গমন করেন, সুদর্শন তখন সেই দৈত্যান্তক শক্রবহ্নিস্বরূপ আয়ুধগণকে আবার আহ্বান করিয়া যাইতে বলিলেন, এবং তাঁহারাও একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

অগ্রসর হইতে হইতে সুদর্শন দেখিলেন যে, বায়ু অদ্ভুতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, আদিত্য অত্যন্ত তাপ প্রদান করিতেছেন, পর্ব্বতসকল বিচলিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘসকল পরিভ্রমণ করিতেছে, বাসুকিপ্রভৃতি সর্পগণ লীন হইয়া যাইতেছে, ব্যাপার কি জানিতে ইচ্ছা করিয়া, সুদর্শন বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবানের বাহন

গরুড় আসিতেছেন। এই গরুড় মাতার মোচনের জন্য সুরাসুরগণের পরিশ্রমলব্ধ অমৃত শক্রহস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এবং মুরারিকে বরও দিয়াছিলেন, 'আমি তোমার বাহন হইব'।

সুদর্শন সেই কাশ্যপের প্রিয় পুত্রকে ভগবানের রোষশান্তির কথা জানাইয়া বিদায় লইতে বলিলেন, গরুড়ও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন সুদর্শনও যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, যে রাজগণের মস্তকে সম্ভ্রমের জন্য মুকুটসকল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অচ্যুত রুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া, যাঁহাদের কান্তিগুণ দূরে গিয়াছিল, ভগবান্ প্রশান্ত হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহারা তখন তাপহীন হইয়া নিজ নিজ সদন আশ্রয় করিতেছেন। তাহার পরে সুদর্শন রমনীয় মেরু গুহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

তখন বাসুদেবও কহিলেন,—"আমিও তবে এক্ষণে পাণ্ডবশিবিরে গমন করি।"

তাহা শুনিয়া অদূরে কে বলিয়া উঠিলেন,—"যাইবেন না, যাইবেন না।"

বাসুদেব বুঝিতে পারিলেন যে, উহা বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্বর, তখন তিনি বলিলেন,—"অহে রাজন্, আমি রহিলাম।"

বাসুদেবের নিকট আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিতে লাগিলেন,—"কোথায় ভগবান্ নারায়ণ, কোথায় ভগবান্ পাণ্ডবহিতাকাঙ্ক্ষী, কোথায় ভগবান বিপ্রপ্রিয়, কোথায় ভগবান্ দেবকীনন্দন? অহে শার্ঙ্গপাণি, ত্রিদশাধ্যক্ষ, আমার পুত্রের অপরাধের জন্য আমিই এক্ষণে আপনার পদযুগলে মস্তক লুণ্ঠিত করিতেছি।"

এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবের পাদমূলে নিপতিত হইলেন, বাসুদেব তাহাতে বলিয়া উঠিলেন,—"হা ধিক, সম্মানাস্পদ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন!"

তাহার পর বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রকে উঠিতে বলিলেন। 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া তিনি উত্থিত হইলেন, এবং বাসুদেবকে পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করিয়া বাসুদেব কহিলেন,—"আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব ?"

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন,—"যদি ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার পর আর কি ইচ্ছা করিব ?"

বাসুদেব তখন বলিলেন.—"তাহা হইলে আপনি গমন করুন, আবার যেন সাক্ষাৎলাভ ঘটে।"

'ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র গমন করিলেন, বাসুদেবও পাণ্ডবশিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দূতঘটোৎকচ।

মহাবীর ভীষ্ম শর-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে, দ্রোণাচার্য্য কৌরব-পক্ষের সেনাপতিপদে বৃত হইলেন, তখন সংশপ্তকগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া, অর্জ্জুন জনার্দ্দনের সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে গমন করিলেন, এদিকে অভিমন্যু সপ্তরথিগণে বেষ্টিত হইয়া, জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। দুর্য্যোধনপক্ষীয় রাজগণ অভিমন্যুর বাণাঘাতে হতচেতন হইয়া, অর্জ্জুনের আক্রমণভয়ে তাঁহার আগমনপথের দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, নিজ নিজ আবাসে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অভিমন্যুবধের সংবাদ দিবার জন্য একজন দূতও ছুটিয়া চলিল, সে শতপুত্রের পিতা বিজ্ঞানে বিস্তারিত বিনয়াচারে দীর্ঘচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইতে বলিয়া, কহিতে লাগিল যে, রাজগণের চতুরঙ্গবল হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসকলকে বিক্ষোভিত করিয়া, যে বালক যুদ্ধে ক্রীড়াচ্ছলে অর্জ্জুনের কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, সেই অভিমন্যু বেগাগত নরাধিপশতের আক্রমণে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া, স্বর্গগত পিতামহের অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও দুঃশলার সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, নিকটে প্রতিহারী অপেক্ষা করিতেছিল। দূতের কথা শুনিয়া বৃদ্ধরাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কে আমার শ্রবণপথ দূষিত করিয়া তুলিল, কে প্রিয়সংবাদ বলিয়া অপ্রিয়সংবাদের কথা বলিতেছে, কে নির্ভীক ভাবে শিশুবধপাতকে অঙ্কিত আমাদের বংশের ক্ষয় ঘোষণা করিতেছে?"

গান্ধারী কহিলেন,—"মহারাজ, আরও আছে, জানিতে পারিতেছি যে, এই কুলবিরোধ কেবল পুত্রক্ষয়েই পরিণত হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"গান্ধারি, জানিতে পারিতেছ ?"

গান্ধারী উত্তর দিলেন,—"কখন নয়, মহারাজ।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিতে লাগিলেন,—"শুন তবে। অদ্যই অভিমন্যুর নিধনে রুষ্ট হইয়া, রশ্মিপ্রতোদধারী ক্রুদ্ধ কৃষ্ণের চালিত রথে আরোহণ করিয়া, গাণ্ডীবহস্তে অর্জ্জুন সংসারক্ষয়ের পর শান্তি স্থাপিত করিবে।"

তাহাতে গান্ধারী বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! পৌত্র অভিমন্যু, এই-রূপ উত্তমপুরুষক্ষয়কর কুলবিরোধে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বালভাব নিমগ্ন করিয়া, তুমি কোথায় গমন করিলে ?"

দুঃশলা কহিলেন,—"যে বধূ উত্তরার বৈধব্য আনয়ন করিয়াছে, সে আপনার যুবস্ত্রীজনেরও তাহাই ঘটাইবে।"

তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"কে বিপদসাগরে এই বাঁধ দিল ?"

দূত উত্তর দিল,—"মহারাজ, আমিই সংবাদ আনিয়াছি।"

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ?"

দূত বলিল,—"আমি জয়ত্রাত।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"জয়ত্রাত, কে অভিমন্যুকে বধ করিল, কাহার জীবন অপ্রিয় হইয়া উঠিল, কে আপনাকে পঞ্চপাণ্ডবাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ করিয়া তুলিল ?"

দূত উত্তর দিল,—"মহারাজ, অনেক রাজা মিলিত হইয়া অভিমন্যুকে বধ করিয়াছেন, জয়দ্রথ ইহার কারণ হওয়ারই সম্ভাবনা।"

শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, জয়দ্রথ ইহার কারণ ?"

দূত বলিল,—"হাঁ, মহারাজ।"

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"তাহা হইলে জয়দ্রথ নিহত হইল।"

দুঃশলা তখন রোদন করিয়া উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে রোদন করিতেছে ?"

প্রতিহারী উত্তর দিল,—"মহারাজ, ভর্ত্তৃদারিকা দুঃশলা।"

শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"বৎসে, রোদন করিও না, দেখ, তোমার স্বামীর তোমার নিরন্তর অবৈধব্য রুচিকর নহে, কারণ, সে আপনাকে অর্জ্জুনের বাণরাশির লক্ষ্যস্থল করিয়া তুলিয়াছে।"

সে কথায় দুঃশলা কহিলেন,—"তাত, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমিও বধূ উত্তরার নিকটে যাই।"

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন,—"বৎসে, তুমি কি বলিবে ?"

দুঃশলা বলিতে লাগিলেন,—"আমি গিয়া তাহাকে বলিব যে, তোমার এখনকার বেশ আমিও ধারণ করিব।"

শুনিয়া গান্ধারী বলিয়া উঠিলেন,—"পুত্রিকে, অমঙ্গলের কথা বলিও না, তোমার স্বামী জীবিতই আছেন।"

দুঃশলা উত্তর দিলেন,—"মাতঃ, আমার সে ভাগ্য কৈ ? জনার্দ্দন-সহায় ধনঞ্জয়ের অপ্রিয় কার্য্য করিয়া কে জীবিত থাকিতে পারে ?"

সে কথায় ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"তপস্বিনী দুঃশলা যথার্থই বলিয়াছে, কারণ, যে কৃষ্ণের অষ্টভুজোপধানরচিত অঙ্কে অনেক দিন ধরিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, যে মত্ত হলায়ুধের প্রীতিবশে দ্বিতীয় মদস্বরূপ, এবং সুরতুল্য বিক্রমশালী পাণ্ডবদিগের যে স্নেহপাত্র, তাহাকে বধ করিয়া, আপন দুষ্কৃতিবশে কে এ সংসারে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারে ?"

তাহার পর তিনি দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জয়ত্রাত, পুত্রের সেরূপ অবস্থা দেখিয়া অর্জ্জুন কি করিতেছেন ?"

দূত উত্তর দিল,—"মহারাজ, অর্জ্জুনের সম্মুখে কি এ ব্যাপার ঘটিয়াছে ?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, অর্জ্জুন সেখানে ছিল না?"

দূত বলিল,—"মহারাজ, তিনি ছিলেন না।"

ধৃতরাষ্ট্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে কিরূপে এ ব্যাপার ঘটিল?"

দূত বলিতে লাগিল,—"শুনুন, মহারাজ, সংশপ্তকসৈন্যগণ কর্তৃক আহুত হইয়া জনার্দ্দনসহায় অর্জ্জুন তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলে, বালভাবপ্রযুক্ত দোষ বিবেচনা না করিয়াই, কুমার অভিমন্যু সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"বুঝিলাম, ইহার বধ উপযুক্তই হইয়াছে, কারণ, শার্দ্দূল নিকটে থাকিতে কে কন্দর আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়? তাহা হইলে অন্যান্য পাণ্ডবেরা কি করিতেছে?"

দূত বলিতে আরম্ভ করিল,—"শুনুন, মহারাজ, তাঁহার দেহ অর্জ্জুনকে দেখাইবার জন্য এখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহা চিতায় আরোপিত করেন নাই। কুমারের গাত্রে যে সকল রাজা আঘাত করিযাছেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাদের নাম অবধারণ করিতেছেন।"

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"গান্ধারি, চল, এক্ষণে গঙ্গাতীরে যাই।"

গান্ধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা কি গঙ্গাস্নানে যাইব?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিতে লাগিলেন,—"শুন, গান্ধারি, আমার নিজের অপরাধ প্রযুক্ত অদ্যই তোমার নিহত পুত্রগণকে জল প্রদান করিব, জলদানে রাজগণের শিবির রক্ষা করিতে আমার শক্তি নাই।"

সেই সময়ে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি রণক্ষেত্র হইতে তথায় আসিতেছিলেন, আসিতে আসিতে দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বলিতেছিলেন,—"বৎস দুঃশাসন, অভিমন্যুর বধে বিরোধ শান্ত হইল, জয়লাভ

ঘটিল, চঞ্চল শত্রুগণ নিরস্ত্র হইয়া পড়িল, মধুসূদনের গর্ব্ব উন্মূলিত হইয়া গেল, যুগপৎ এই সমস্তের সহিত আমি আজ অভ্যুদয়ও লাভ করিলাম।”

দুঃশাসন উত্তর দিলেন,—“ইহা যে প্রশংসার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়দ্রথ শত্রুসৈন্য আক্রমণ ও পাণ্ডবদিগকে রোধ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় অর্জ্জুন অভিমন্যুও শতশরসম্পাতে নিহত হইয়াছে, ভীষ্মের পতনে আমাদের যে দুঃখ ঘটিয়াছিল, অভিমন্যুর যুদ্ধে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া, আমরাই আবার পাণ্ডবদিগের মনে তীব্র শোক-শর বিদ্ধ করিয়াছি।”

শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—“অদ্য জয়দ্রথ যুদ্ধে রাজগণের অসম্ভাবিত মহৎ আত্মপৌরুষ প্রকাশ করিয়াছে, সে বলপূর্ব্বকই পুত্রের সহিত পাণ্ডবদিগের অপ্রতিম যশ হরণ করিয়া লইয়াছে।”

তাহার পর দুর্য্যোধন শকুনি ও দুঃশাসনকে লইয়া পিতার চরণ-বন্দনার অভিলাষ করিলেন, শকুনি কিন্তু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“বৎস দুর্য্যোধন, ওরূপ করিও না, এই কুল-বিরোধ তাঁহার একেবারেই রুচিকর নহে, পাণ্ডবদিগকে ভালবাসেন বলিয়া তিনি আমাদিগকে তিরস্কার করিয়াও থাকেন. উপযুক্ত রূপ জয়লাভ করিয়া, যুদ্ধনিবৃত্ত আমাদিগের প্রহৃষ্টবদনে তাঁহার নিকট যাওয়া উচিত নহে।”

শুনিয়া দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—“মাতুল, ও কথা বলিবেন না, যাহাই হউক না কেন, পিতৃদেবকে অভিবাদন করিতেই হইবে।”

এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“তাত, দুর্য্যোধন আপনাকে প্রণাম করিতেছে।”

তখন দুঃশাসন এবং শকুনি প্রণাম করিলেন, ধৃতরাষ্ট্র কোন উত্তর

না দেওয়ায়, তাঁহারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—"কৈ আপনি ত কোনই আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেন না?"

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন,—"পুত্র, কি আশীর্ব্বাক্য বলিব? কৃষ্ণ ও পার্থের হৃদয়স্বরূপ বালক অভিমন্যু নিহত হওয়ায়, জীবনে নিরপেক্ষ তোমাদের প্রতি কি আশীর্ব্বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে?"

সে কথায় দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার এরূপ আবেগের কারণ কি?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিতে লাগিলেন,—"কি কারণ? শুন তবে। বহুপুত্রযুক্ত আমার বংশে শতপুত্র হইতে বিলক্ষণা একটি কন্যা লাভ করিয়াছিলাম, তোমাদের ন্যায় আত্মীয়ের অনুগ্রহে তাহার ভাগ্যে কি না অশ্লাঘ্য বৈধব্য ঘটিল?"

দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাতে জয়দ্রথ কি করিয়াছে?"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"বরলাভজনিত নিপুণতার জন্যই সে পাণ্ডবদিগকে রোধ করিয়াছে।"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"সে একা করিবে কেন? অনেকেই তাহা করিয়াছে।"

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, অনেকে যুগপৎ সমাগত হইয়া, একটি বালকপুত্রকে নির্দ্দয়ভাবে নিহত করায়, তাহাদের হস্তসকল পতিত হইল না কেন?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"পিতঃ, বৃদ্ধ ভীষ্মকে ছলে বধ করিয়া, তাহাদের হস্ত পতিত হইল না কেন? সেই অবালকের ন্যায় পরাক্রমশালীকে নিধন করিয়া, আমাদের হস্ত পতিত হইবে?"

শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"পুত্র, ভীষ্মের মৃত্যু কি অভিমন্যুর বধের সমান?"

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন নয় ?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিতে লাগিলেন,—"শুন তবে। আত্মতুষ্ট স্বচ্ছন্দমৃত্যুর অভিলাষী ভীষ্ম নিজোপদেশেই মরণ আলিঙ্গন করিয়াছেন, আর কুরুবংশের গৌরব ও অর্জ্জুনের প্রথম প্রবাল এই বালককে ছিন্ন করা হইয়াছে।"

তখন দুঃশাসন বলিলেন, "পিতঃ, সে বালক বালক নহে, অভিমন্যু—"

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, দুঃশাসন কথা বলিতেছে ?"

দুঃশাসন উত্তর দিলেন,—"হাঁ। যখন আমরা সকলে দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ করিতেছিলাম, তখন সে বজ্রসম উগ্রধনু হস্তে লইয়া সূর্য্যের অংশুজালপাতনের ন্যায় শরসম্পাতে সকল রাজাকেই বিদ্ধ করিয়া ফেলিল।"

শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কষ্টের কথা। একাকী বালক অভিমন্যু যখন এরূপ ব্যাপার ঘটাইয়াছে, পুত্রদুঃখে সন্তপ্ত অর্জ্জুন না জানি কি করিবে ?"

দুর্য্যোধন বলিলেন,—"কি করিবে ?"

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন,—"তোমরা বাঁচিয়া থাকিলে তাহা দেখিতে পাইবে।"

তাহাতে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"পিতঃ, সে অর্জ্জুন কে ?"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"অর্জ্জুন কে তুমি জান না ?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"জানি না।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"তাহা হইলে আমিও জানি না, কিন্তু অর্জ্জুনের বলবীর্য্য অনেকেই জানেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অর্জ্জুনের বলবীর্য্য জানে এমন কাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব ?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিতে লাগিলেন,—"শুন, তবে। যিনি পূর্ব্বে নিবাতকবচের প্রাণোপহারে অর্চ্চিত হইয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর, নানাবিধ অস্ত্রে পরিতুষ্ট সেই কিরাতরূপধারী মহাদেবকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আর ভুজঙ্গাহুতির অভিলাষী হইয়া যিনি খাণ্ডবে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিদেবকেও জিজ্ঞাসা করিতে পার, অধিক কি, যিনি সম্প্রতি তোমাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাধর চিত্রাঙ্গদকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন,—"যদি অর্জ্জুনের এইরূপ বীর্য্যই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে কি কেহই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই ?"

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে বল দেখি ?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"কেন, কর্ণ।"

সে কথায় ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"তপস্বী কর্ণত হাস্যের পাত্র।"

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কারণে ?"

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন,—"শুন, তবে। ইন্দ্র তাহার কবচ অপহরণ করিয়াছেন, সে আবার অর্দ্ধরথ, অসাবধান, ছলে সে যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিল, তাহাত বিফল হইয়াছে, আর সে নিন্দার যোগ্য, যদি অগ্নি, ইন্দ্র ও রুদ্র তাহার অস্ত্রগুরু হন, তাহা হইলে কর্ণ অর্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারে।"

তাহাতে শকুনি বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি যখন প্রভু, তখন আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"এ যে শকুনি কথা বলিতেছে। অহে শকুনি, সতত দ্যূতক্রীড়াসক্ত তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা দ্বারা প্রজ্বালিত কুলবিরোধাগ্নি বালকেও প্রশমিত হইতেছে না।"

সহসা মহাশব্দে ভূমিকম্প হইতে লাগিল, এবং উল্কাপাতে আকাশ যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, দুর্য্যোধন তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"পুত্র, আমার মনে হইতেছে, পৌত্রের নিধন দেখিয়া মহেন্দ্র উল্কারূপে অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতেছেন।"

সেই সময়ে পাণ্ডবশিবির হইতে শঙ্খপটহধ্বনি ও কোলাহলমিশ্রিত এক তুমুল শব্দ উঠিল, দুর্য্যোধন তাহা জানিয়া আসার জন্য জয়দ্রথকে আদেশ দিলেন, সে তাঁহার আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া জানাইল যে, সংশপ্তকগণের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অর্জ্জুন হতপুত্রকে অঙ্কে লইয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, জনার্দ্দন তাহাতে তাঁহাকে ভৎর্সনা করায়, অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া উঠিলেন।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে দুর্য্যোধন কহিলেন,—"কি, কি ?"

দূত আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"তাঁহার নিশ্চয়ে তুষ্টহৃদয় ও বিক্রমে উৎসাহিত হইয়া, পাণ্ডবপক্ষীয়গণ জয়লাভ হইল মনে করিয়া, হৃষ্টমুখে সহসা অত্যধিক হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।"

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"প্রতিজ্ঞাবাক্যে যখন বসুন্ধরা কম্পিতা হইয়া উঠিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অর্জ্জুন ধনুস্পর্শ করিলে ত্রিভুবন বিচলিত হইবে।"

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি প্রতিজ্ঞা করিল ?"

দূত উত্তর দিল,—"যে আমার পুত্রকে নিহত এবং তাহার মৃত্যুতে

যাহারা তুষ্টি লাভ করিয়াছে, আগামী কল্য সূর্য্যাস্ত হইতে না হইতে আমিও তাহাদিগকে নিধন করিব।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন,—"তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাব্যাঘাতের জন্য যত্ন করিতে হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পুত্র, কি করিবে ?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"সমস্ত অক্ষৌহিণী মিলিত করিয়া, জয়দ্রথকে আচ্ছাদন করিব, আরও আচার্য্যের উপদেশানুসারে পূর্ব্বে যেরূপ অভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই করিব। ইচ্ছার পূরণ না হইলে, তখন তাহারা হতাশ হইয়া হস্তী ও যোদ্ধৃগণসহ অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিবে।"

সে কথায় ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"তোমরা ধরণীগর্ভে প্রবেশ কর, বা নভস্তলে আরূঢ় হও, কৃষ্ণ যাহার চক্ষুস্বরূপ সেই অর্জ্জুনের শরনিকর সর্ব্বত্রই অনুসরণ করিবে।"

তাহাতে দূত চুপে চুপে বলিতে লাগিল,—"নিত্য উদ্যতশাসন এই ক্রূর রাজাকে আর কেহ কথা বলিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত।"

সেই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে ঘটোৎকচ পৃথিবীতে অবতরণ করিতে-ছিল, অঙ্কুশশঙ্কিত গজেন্দ্র যেমন খাদ্যের কথা চিন্তা করে, সেও সেইরূপ চক্রধরের শাসন ভাবিতে ভাবিতে অভিমন্যুর বিনাশপ্রেরক অনার্য্যচেতা শত্রুকে দেখিতে আসিতেছিল।

তাহার পর সে উর্দ্ধ হইতে কৌরবশিবিরে অন্যের প্রবেশদ্বার দেখিতে পাইয়া তথায় অবতীর্ণ হইল, ও আপনিই আপনার আগমন জানাইতে উদ্যত হইয়া কহিল,—"আমি হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ, যদুপতির বাক্য লইয়া এখানে আসিয়াছি, তাই যিনি স্বচরিতদোষে

শক্রতা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই গুরুজনকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

তাহাতে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"এস, স্বশক্রভবনে প্রবেশ কর। আমার অত্যন্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে, এই আমি দুর্য্যোধন রহিয়াছি, এক্ষণে সেই জনার্দ্দিনের ধৃষ্টবচনগুলি শুনাও দেখি।"

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, ঘটোৎকচ বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিল। রাজার ললিতগম্ভীর আকৃতিই তাহার বিস্ময় জন্মাইয়াছিল, বৃদ্ধ হইয়াও তাঁহার স্কন্ধদেশ অপ্রসারিত তরঙ্গিত মাংসে সুদৃঢ়ই ছিল, শতপুত্রের পিতা বলিয়া তাঁহাকে ঘটোৎকচ শ্রদ্ধেয় রূপের ন্যায় মনে করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল, স্বর্গরক্ষার আশঙ্কায় দেবগণ যেন তাঁহাকে নিমীলিতলোচন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তাহার পর সে অগ্রসর হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"পিতামহ, ঘটোৎক—না, না, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি গুরুজন প্রথমে আপনাকে প্রণাম করিতেছেন, পরে আমি ঘটোৎকচ প্রণত হইতেছি।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"এস পৌত্র, তোমার ভ্রাতৃনাশে আমারও আত্মা ব্যথিত, ইহা আমার প্রিয়বাক্য নহে। আমার পুত্রদোষে আমি নীচ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া, তোমার এ বিষয় অভিমতও হইতেছে না।"

ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"আপনি কল্যাণস্বরূপ, কল্যাণপ্রসূতি পিতামহকে ভগবান্ চক্রায়ুধ বলিয়া পাঠাইয়াছেন।"

শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবান্ চক্রায়ুধ কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

তাহাতে ঘটোৎকচ বলিল,—"না, না, আপনি আসনে উপবিষ্ট হইয়াই জনার্দ্দনের আদেশ শ্রবণ করুন।"

'যাহা ভগবান্ চক্রায়ুধ আদেশ করেন,' বলিয়া বৃদ্ধরাজা আবার আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

তাহার পর ঘটোৎকচ বলিতে আরম্ভ করিল,—"পিতামহ, শুনুন। 'হা বৎস অভিমন্যু, হা বৎস কুরুকুল-প্রদীপ, হা বৎস যদুকুল-প্রবাল, তোমার জননী, ভ্রাতা, জনার্দ্দন এবং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, পিতামহকে দেখিবার জন্য স্বর্গগত হইলে?' পিতৃব্যের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া জনার্দ্দন আপনাকে বলিয়া পাঠাইতেছেন যে, এক পুত্রবিনাশে অর্জ্জুনের যখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তখন আপনার কিরূপ হইবে বুঝিতে পারিতেছেন। সেজন্য শীঘ্র আত্মবলাধান করুন, পুত্রশোকসমুত্থিত অগ্নিতে যেন আপনার প্রাণকে আহুতিস্বরূপ করিয়া না তুলে।"

শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"ক্রুদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ যখন এ কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আমি যেন সর্ব্বক্ষত্রবধের জন্য অর্জ্জুনকে অবস্থিত দেখিতেছি।"

তখন দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"একথা হাস্যকর সন্দেহ নাই।"

ঘটোৎকচ কহিল,—"কি, ইহা হাস্যকর?"

দুর্য্যোধন উত্তর করিলেন,—"ইহা হাস্যকরই বটে। অর্জ্জুন রাজমণ্ডলকে নিহত করিবে, যে কৃষ্ণ ইহা অবগত আছে, মাৎসর্য্যপূর্ণ হইয়া সে কি না আবার দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।"

তাহাতে ঘটোৎকচ বলিল,—"তুমি হাসিতে পার, আমি চক্রপাণিকর্ত্তৃক দূতস্বরূপে প্রেরিত হইয়া পার্থকর্ম্ম শুনাইয়া দিলাম, ইহা তোমার উপযুক্ত বটে, আর তুমিও জনার্দ্দনের আদেশ শুন।"

সে কথায় দুঃশাসন বলিয়া উঠিলেন,—"ক্ষত্রিয়াবমানিন্, ওকথা বলিও না, পৃথিবীতে সকল রাজাই যাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহার সমক্ষে অন্য কাহারও আদেশ শুনা যাইতে পারে না।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিতে লাগিল,—"কি, কি, ভগবান্ চক্রায়ুধ তোমাদের নিকট রাজা নহেন? যিনি জরাসন্ধপুরে অবমানিত রাজগণকে মুক্তি দিয়াছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণের সমক্ষে ভীষ্মের হস্ত হইতে অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীবৎসশয্যাগৃহে লক্ষ্মী যাঁহার আজ্ঞাপালন করিয়া অনুরক্তা রহেন, সেই শ্লাঘ্য রাজরাজ চক্রায়ুধ কি রাজা নহেন?"

তখন দুর্য্যোধন কহিলেন,—"দুঃশাসন, বিবাদে ক্ষান্ত হও।"

তাহার পর তিনি ঘটোৎকচকে বলিলেন.—"তিনি রাজা বা অরাজা, বলী বা অবলী, যাহাই হউন না কেন, অধিক বলার প্রয়োজন নাই, তোমায় প্রভু কি বলিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাই বল।"

তাহাতে ঘটোৎকচ উত্তর দিল,—"হাঁ, ত্রৈলোক্যনাথ নারায়ণ প্রভুইত বটেন, বিশেষতঃ আমাদের। আরও শুন। ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া জানিও, শত শত নৃপতিক্ষয়ে পৃথিবীও লঘু হইয়া উঠিবেন, তনয়নাশের জন্য উগ্রাস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত ফাল্গুনির সমকক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে কাহাকেও দেখা যাইবে না।"

সে কথায় শকুনি কহিলেন,—"যদি কথাতেই বসুন্ধরা জয় হয়, তাহা হইলে কেবল বাক্যেই সর্ব্বক্ষত্রবধও হইতে পারে।"

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—"রে, রে, শকুনি এই কথা বলিতেছে! অহে শকুনি, অক্ষ পরিত্যাগ কর, ছকগুলিকে এক্ষণে যুদ্ধ

কার্য্যের উপযোগী বাণে পরিণত করিয়া তুল, এখানে দারহরণ বা রাজ্যতন্ত্র নাই, প্রাণই এখানে পণ ও উগ্রফলক বাণনিকরই আনন্দের কারণ।”

ঘটোৎকচের কথায় একটু ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃশাসন বলিতে লাগিলেন,—“তোমার রে, রে, সম্বোধনে মনে হইতেছে, তুমি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে রুক্ষ বাক্য বলিতেছ, এবং নিন্দাও করিতেছ, তুমি দীর্ঘহস্ত বলিয়া কিছুই গণনা না করিয়া যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতেছ, মাতৃপক্ষের জন্য উগ্ররূপ বলিয়া যদি তোমার দর্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকেও রুদ্রমূর্ত্তি ও রাক্ষসের ন্যায় উগ্রস্বভাব বলিয়াই জানিবে।”

সে কথায় ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—“ও কথা বলিও না, রাক্ষসদিগের হইতেও তোমরা ক্রূর। কারণ, রাক্ষসেরা জতুগৃহে সুপ্ত ভ্রাতৃগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলে না, কিংবা ভ্রাতৃপত্নীর কেশাকর্ষণে প্রবৃত্ত হয় না, অথবা যুদ্ধে পুত্রবধকে হিতানুষ্ঠান বলিয়া স্মরণ করে না। তাহাদের শরীর বিকৃত ও আকার উগ্র হইলেও, নিশাচরেরা কখনও দয়া বিসর্জ্জন দেয় না।”

তখন দুর্য্যোধন বলিলেন,—“তুমি দূত হইয়াই আসিয়াছ, যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হও নাই, আমাদের সংবাদ লইয়া যাও, আমরা দূতঘাতক নহি।”

শুনিয়া ঘটোৎকচ বলিয়া উঠিল,—“কি, কি, আমাকে দূত বলিয়া অবজ্ঞা করা হইতেছে? আমি দূত নাহি, তোমাদের নিশ্চয়ের প্রয়োজন নাই, সকলে মিলিত হইয়া আমাকে প্রহার করিতে আরম্ভ কর, তবে জানিও, আমি জ্যাচ্ছেদে দুর্ব্বল অভিমন্যু নহি, আমার কিশোর বয়সের এই মনোরথ। আরও শুন। ওষ্ঠদংশন করিতে করিতে মুষ্টি

উগ্যত করিয়া এই ঘটোৎকচ অবস্থিতি করিতেছে, যদি কোন পুরুষ যমালয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় করিয়া থাকে, তবে সে উথিত হউক।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিতে লাগিলেন,—"পৌত্র ঘটোৎকচ, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমার কথা শুন।"

ঘটোৎকচ কহিল,—"আমি রোষ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তথাপি পিতামহের কথায় আমি দূতই হইলাম, তাহা হইলে ভগবান্ নারায়ণকে কি জানাইব?"

সে কথায় দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"কে জানাইতে বলিবে? আমার এই কথা তাহাকে জানাইবে, বৃথা অধিক বলার প্রয়োজন নাই। আমরা তোমার পৌরুষসাধ্য নহি, কোন কথাই দূর করা উচিত নহে, যখন যুদ্ধ দান করিবে, তখন আমি নৃপশতের ছত্রাবলীতে বেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইব, তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত থাকিও, তথায় বাণ-দ্বারা উত্তর প্রদান করিব।"

ঘটোৎকচ তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিল,—"পিতামহ, তাহা হইলে আমি যাইতেছি।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"আচ্ছা, পৌত্র, এস।"

ঘটোৎকচ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"অহে রাজগণ, জনার্দ্দনের শেষ আদেশ শুন। ধর্ম্ম আচরণ করিয়া লও, স্বজনের অপেক্ষা কর, যে যে অভিলাষ আছে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, শ্রেষ্ঠ উপদেশের ন্যায় পাণ্ডবরূপধারী তোমাদের কৃতান্ত সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আগমন করিবেন।"

এই বলিয়া ঘটোৎকচ তথা হইতে অপসৃত হইল।

কর্ণভার।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন তুমুলভাবে আরব্ধ হইল, তখন কর্ণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দুর্য্যোধন সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন। একজন যোদ্ধা আসিয়া অঙ্গেশ্বরকে জানাইবার জন্য বলিতে লাগিল যে, যুদ্ধসময় উপস্থিত হইয়াছে, এবং পার্থধ্বজের সম্মুখে করী, তুরগ ও রথে অবস্থিত হৃষ্ট রাজগণের সিংহনাদ শুনিয়া, লোকবীর নাগকেতু মহারাজ দুর্য্যোধন দুঃসহ সমরের অভিমুখে গমন করিয়াছেন।

সেই সময়ে কর্ণ সমরপরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া শল্যরাজের সহিত স্বভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই দিকে আসিতেছিলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধোৎসবপ্রধান পরাক্রমশালী অঙ্গরাজ যেন হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব পরিতাপ পোষণ করিতেছিলেন, অত্যুগ্র দীপ্তিতে উজ্জ্বল, সমরে ও শৌর্য্যে অগ্রণী সেই ধীমান্ শোকভরে অগ্রসর হইতেছিলেন, নিদাঘকালে মেঘরাশিতে রুদ্ধ স্বভাবরুচিমান্ সূর্য্যের ন্যায় তখন তাঁহাকে বোধ হইতেছিল, যোদ্ধা তাহা লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইল।

কর্ণ ও শল্য সেই সময়ে তথায় আসিলেন। কর্ণ বলিতেছিলেন,—"জীবনাবশেষ ক্ষিতিপতিগণের আমার শরপথের লক্ষ্যস্বরূপ হইয়া কাজ নাই, যদি সমরাগ্রে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে কৌরবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিব।"

তাহার পর তিনি শল্যরাজকে অর্জ্জুনের নিকট রথ চালনা করিতে বলিলে, শল্যরাজ সম্মত হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিলেন। যাইতে যাইতে কর্ণ বলিতে লাগিলেন,—"পরস্পরশস্ত্রসম্পাতে ছিন্নগাত্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণে পরিপূর্ণ মহাসমরে ক্রুদ্ধ যমসমবিক্রমী আমারও চিত্ত যুদ্ধকালে কাতরতা অবলম্বন করিতেছে।"

পরে মনে মনে কহিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, আমি পূর্ব্বে কুন্তী হইতে উৎপন্ন হইয়া, শেষে রাধেয় বলিয়া খ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবেরা আমারই কনিষ্ঠ। এইত সেই ক্রমলব্ধ শোভনকাল উপস্থিত, গুণবত্তর দিবসও আগত, আমি কিন্তু নিষ্ফল অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি, আবার মাতৃবচনে নিবারিতও হইয়াছি।"

তাহার পর শল্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অহে মদ্ররাজ, আমার অস্ত্রশিক্ষার বৃত্তান্ত শুনুন।"

শল্য উত্তর দিলেন,—"এ বৃত্তান্ত শুনিতে আমারও অত্যন্ত কৌতুহল আছে।"

তখন কর্ণ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পূর্ব্বে আমি পরশুরামের সমীপে গিয়াছিলাম।"

শল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর?"

কর্ণ বলিতে লাগিলেন,—"তাহার পর বিদ্যুল্লতার ন্যায় কপিল জটামালায় ভূষিত প্রভাবেষ্টিতপরশুধারী ক্ষত্রান্তক ভৃগুবংশকেতু সেই মুনিবরকে প্রণাম করিয়া, নিকটে নিভৃতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।"

শল্য কহিলেন,—"তাহার পর কি হইল শুনি।"

কর্ণ বলিলেন,—"জামদগ্ন্য তখন আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, এবং কি জন্যই বা আসিয়াছ? আমি উত্তর দিলাম, ভগবানের নিকট অখিলাস্ত্রের উপদেশগ্রহণের ইচ্ছা করিতেছি। তাহাতে ভগবান্ বলিয়া উঠিলেন, আমি ব্রাহ্মণদিগকেই উপদেশ দিয়া থাকি, ক্ষত্রিয়দিগকে নহে।"

শুনিয়া শল্য কহিলেন,—"ভগবানের ক্ষত্রিয়বংশীয়গণের সহিত পূর্ব্ব হইতেই বিরোধ আছে, তাহার পর।"

কর্ণ উত্তর দিলেন,—"তাহার পর আমি ক্ষত্রিয় নহি বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়. তিনি অস্ত্রোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।"

শল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পরে কি হইল ?"

কর্ণ বলিতে লাগিলেন,—"অবশেষে কতক কাল গত হইলে, একদিন ভগবান্ গুরুদেব যখন ফল, মূল, সমিধ, কুশ ও পুষ্প আহরণের জন্য বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন,আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, বন-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হওয়ায় গুরুদেব আমার অঙ্কে নিদ্রাগত হইয়া পড়েন।"

শল্য তাহার পর কি হইল জানিতে চাহিলে, কর্ণ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পরে দৈবাৎ বজ্রমুখনামে কীট আমার উরুদ্বয় ক্ষত করায়, গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে আমি ধৈর্য্যসহকারে বেদনা সহ্য করিতে লাগিলাম, কিন্তু রুধিরে সিক্ত হইয়া সহসা তিনি জাগরিত হইয়া পড়িলেন, ও রোষানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং আমাকে জানিতে পারিয়া এই অভিশাপ দিলেন যে, আমার অস্ত্রশিক্ষা কার্য্য-কালে নিষ্ফল হইবে।"

শুনিয়া শল্য বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি কষ্টকর বৃত্তান্তই বলিলেন।"

তাহার পর কর্ণ কহিলেন,—"আচ্ছা, এক্ষণে অস্ত্রবৃত্তান্ত পরীক্ষা করা যা'ক।"

এই বলিয়া তিনি তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে কর্ণ বলিতে লাগিলেন,—"অস্ত্রসকলকে সত্য সত্যই নির্বীর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। আবার দীনতায় নিমীলিতলোচন পুনঃ পুনঃ স্খলিত ও বিবশ অশ্বগণ এবং সপ্তপর্ণের ন্যায় মদগন্ধী গজসমূহও রণগমন-নিবারণের কথাই জ্ঞাপন করিতেছে। শঙ্খদুন্দুভিসকলও নিঃশব্দ বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

শুনিয়া শল্য বলিলেন,—"ইহা কষ্টকর সন্দেহ নাই।"

তাহাতে কর্ণ উত্তর দিলেন,—"শল্যরাজ দুঃখ করিবেন না, যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি, অথবা জয় ঘটিলে যশোলাভ হইয়া থাকে, এই দুইটিই সংসারে আদরের বিষয়, কাজেই যুদ্ধে নিষ্ফলতা নাই। আর যুদ্ধে অনিবর্ত্তিতাশ গরুড়ের সমানবেগ কাম্বোজকুলে জাত শ্রীমান্ এই অশ্বগণ যদি আমাকে রক্ষা করিতে পারে।"

তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন,—"গোব্রাহ্মণগণের অক্ষয় হউক, পতিব্রতাদিগের অক্ষয় হউক, রণে অপরাঙ্মুখ যোদ্ধৃপুরুষ-সমূহের অক্ষয় হউক, আমার প্রাপ্তকালেরও অক্ষয় হউক, আমি এক্ষণে প্রসন্ন হইলাম। তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের অসহ্য সমরে প্রথিত-গুণশালী যুধিষ্ঠিরকে বন্দী ও শরবেগে অর্জ্জুনকে পাতিত করিয়া হতসিংহ বনের ন্যায় তাহাতে সুপ্রবেশ করিতেছি।"

অবশেষে কর্ণ শল্যরাজের সহিত রথারোহণের ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন উভয়ে রথারোহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কর্ণ শল্যকে অর্জ্জুনের নিকটেই রথচালনা করিতে বলিলেন।

সহসা অদূরে কে শব্দ করিয়া উঠিল,—"অহে কর্ণ, আমি মহত্তরা ভিক্ষা চাহিতেছি।"

সেই বীর্য্যবান্ শব্দ শুনিয়া কর্ণ চাহিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিতেছেন। দ্বিজবর কেবলই শ্রীমান্ নহেন, তাঁহার প্রভাবও মহান্, ব্রাহ্মণের ধীরমধুর স্বর শুনিয়া, কর্ণের অশ্বগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া উঠিল, উৎকর্ণ ও স্তব্ধ হইয়া কুঞ্চিত লোচনে, ভঙ্গীযুক্ত গ্রীবায় আননার্পণ করিয়া, অবশ অঙ্গযষ্টি বহন করিতে করিতে তাহারা

কর্ণ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিতে বলিলেন, পরিশেষে নিজেই আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্, এদিকে আসুন।"

তখন ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র কর্ণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে তিনি মেঘসকলকে বলিতেছিলেন,—"অহে মেঘগণ, সূর্য্যকর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায় এক্ষণে তোমরা গমন কর।"

তাহার পর তিনি কর্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অহে কর্ণ, আমি মহত্তরা ভিক্ষা চাহিতেছি।"

কর্ণ উত্তর দিলেন,—"ভগবন্, অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম, আমি আজ লোকে কৃতার্থগণের মধ্যে গণিত হইলাম, রাজেন্দ্রগণের মুকুটমণিতে যাহার পাদপদ্ম রঞ্জিত হইয়া উঠে, বিপ্রেন্দ্রচরণধূলিতে মস্তক পবিত্র করিয়া, সেই কর্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছে।"

ইন্দ্র মহাসঙ্কটে পড়িলেন, তিনি কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, যদি দীর্ঘায়ু হও বলেন, তাহা হইলে ত কর্ণ দীর্ঘায়ু হইয়া উঠিবেন, আর যদি তাহা না বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা হইলে কর্ণ তাঁহাকে মূর্খ মনে করিতে পারেন, কাজেই এই দুইটি পরিহার করিয়া কি বলিবেন, তিনি তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহার পর স্থির করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অহে কর্ণ, সূর্য্যের ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায়, হিমবানের ন্যায়, মহাসাগরের ন্যায় তোমার যশ অক্ষয় হউক।"

শুনিয়া কর্ণ কহিলেন,—"ভগবন্, আপনার 'দীর্ঘায়ু হও', বলা কি উচিত ছিল না? অথবা ইহাই ভাল বটে, কারণ, ধর্ম্মই পুরুষের যত্নসাধ্য, রাজলক্ষ্মী ভুজঙ্গজিহ্বার ন্যায় চঞ্চলা, সেই জন্য প্রজাপালন-বুদ্ধির নিমিত্ত দেহ নষ্ট হইলে, তাহার গুণবত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে।"

তাহার পর তিনি ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভগবন্, আপনি কি ইচ্ছা করিতেছেন, এবং আপনাকে কি প্রদান করিব ?"

ইন্দ্র উত্তর দিলেন,—"আমি মহত্তরা ভিক্ষা চাহিতেছি।"

কর্ণ বলিলেন,—"আমি আপনাকে মহত্তরা ভিক্ষাই দিব, আমার বিভবের কথা শুনুন, গুণশালিনী অমৃতকল্পক্ষীরধারাবর্ষিণী, তৃপ্ত-বৎসানুগামিনী, আপনার অভিমতা নবীনা অর্থিগণের অধিকতর-প্রার্থনীয়া পবিত্রা কনকখচিতশৃঙ্গশোভনা সহস্র গাভী আপনাকে প্রদান করিব।"

ইন্দ্র কহিলেন,—"সহস্র গাভী? মুহূর্ত্তমাত্রে তাহাদের ক্ষীরপান শেষ হইবে, আমি তাহার ইচ্ছা করি না।"

শুনিয়া কর্ণ বলিয়া উঠিলেন,—"কি, ভগবান্ তাহা ইচ্ছা করেন না? তাহা হইলে শুনুন, সূর্য্যাশ্বের তুল্য রাজলক্ষ্মীর সাধনস্বরূপ সকল নৃপতিরই আদরণীয়, প্রসিদ্ধ কাম্বোজদেশে জাত, গুণশালী, পবন-প্রতিম, সমরে পরাক্রমী বহুসহস্র অশ্ব এখনই আপনাকে দিতেছি।"

ইন্দ্র উত্তর দিলেন,—"অশ্ব? তাহাতেও মুহূর্ত্তমাত্রই আরোহণ করিব! আমি তাহাও চাহি না।"

কর্ণ কহিলেন,—"কি, ভগবান্ তাহারও ইচ্ছা করেন না? তবে আরও শুনুন, মদধারার রেখাঙ্কিত কপোলে ভ্রমরসেবিত, পর্ব্বতপ্রভ, মেঘগম্ভীরঘোষযুক্ত, শুভ্রক্ষুরদশনসমন্বিত, রিপুসমরমর্দ্দনকারী বহুবৃন্দ হস্তী দিব।"

শুনিয়া ইন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"হস্তী? তাহাতে মুহূর্ত্তমাত্রই আরোহণ হইবে, ইহাও ইচ্ছা করি না।"

তখন কর্ণ কহিলেন,—"কি, ইহাতেও ভগবানের ইচ্ছা নাই? আচ্ছা শুনুন, অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ প্রদান করিতেছি।"

ইন্দ্র বলিলেন,—"লইয়া যাইতেছি।"

পরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"না, কর্ণ, তাহাও চাহি না।"

তাহাতে কর্ণ কহিলেন,—"তাহা হইলে পৃথিবী জয় করিয়া দান করিব।"

ইন্দ্র উত্তর দিলেন,—"পৃথিবী লইয়া কি করিব ?"

তখন কর্ণ বলিলেন,—"অগ্নিষ্টোমফল প্রদান করিব।"

ইন্দ্র কহিলেন,—"অগ্নিষ্টোমফলে কি কাজ ?"

অবশেষে কর্ণ বলিয়া উঠিলেন,—"আমার মস্তক প্রদান করিতেছি।"

শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন,—"কি ভয়ানক !"

কর্ণ উত্তর দিলেন,—"ভয় পাইবেন না, ভগবান্ প্রসন্ন হউন, তাহা হইলে শুনুন, আমার অঙ্গসকলের সঙ্গে জাত দেহরক্ষাকর দেবাসুরের সমর্থ অস্ত্রনিকরে অভেদ্য আমার এই কবচ কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত দিতেছি, ইহাতে যদি ভগবানের রুচি হয়।"

সহর্ষে ইন্দ্র তখন কহিলেন,—"তাহাই দাও।"

শুনিয়া কর্ণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কি ? ইহাই ইঁহার অভিলাষ ? ইহা কি তবে সেই কপটবুদ্ধি কৃষ্ণের কৌশল ? যদি তাহাই হয়, হউক, অযুক্ত অনুশোচনায় ধিক্, ইহাতে সংশয় নাই।"

তাহার পর তিনি ইন্দ্রকে বলিলেন,—"তবে গ্রহণ করুন।"

শল্যরাজ তাহাতে বলিয়া উঠিলেন,—"অঙ্গরাজ, কদাচ উহা দিবেন না।"

কর্ণ উত্তর দিলেন,—"শল্যরাজ, আপনি নিষেধ করিবেন না, দেখুন, কালক্রমে শিক্ষা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বদ্ধমূল পাদপসকলও নিপতিত

হইয়া যায়, জলাশয়ের জলও শুষ্ক হইয়া উঠে, কিন্তু যজ্ঞের ও দানের ফলই চিরদিন অবস্থিতি করে।"

পরে তিনি নিজ অঙ্গ হইতে ছিন্ন করিয়া কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করিলেন, গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এ সকলত লইলাম, পূর্ব্বে অর্জ্জুনের বিজয়লাভের জন্য দেবতাগণের সহিত যে কার্য্যের পরামর্শ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহাই অনুষ্ঠিত হইল, এক্ষণে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ দর্শন করিব।"

এই বলিয়া ইন্দ্র তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, শল্য তখন কর্ণকে বলিয়া উঠিলেন,—"অঙ্গরাজ, আপনি বঞ্চিত হইলেন।"

কর্ণ কে বঞ্চনা করিল, জিজ্ঞাসা করিলে,শল্য উত্তর দিলেন যে,ইন্দ্রই তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। তাহাতে কর্ণ কহিলেন,—"তাহা নহে, আমিই ইন্দ্রকে বঞ্চনা করিয়াছি, কারণ, দ্বিজগণের প্রদত্ত অনেক যজ্ঞাহুতিতে তৃপ্ত, অর্জ্জুনসহায়, দানবদলদলনকারী, ঐরাবতের চালনায় কর্কশাঙ্গুলি পাকশাসন অদ্য আমার দ্বারাই কৃতার্থ হইয়াছেন।"

সহসা ব্রাহ্মণবেশে দেবদূত তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ণকে বলিয়া উঠিলেন,—"অহে কর্ণ, কবচ ও কুণ্ডলগ্রহণে অনুতপ্ত হইয়া পুরন্দর তোমাকে এইরূপ অনুগ্রহ করিতেছেন যে, পাণ্ডবদিগের একপুরুষ-বধের জন্য তুমি অমোঘাস্ত্র বিমলা নামে শক্তি গ্রহণ কর।"

শুনিয়া কর্ণ উত্তর দিলেন,—"ধিক্‌, আমি দানের প্রতিগ্রহ করি না।"

দেবদূত বলিলেন,—"তুমি ব্রাহ্মণবাক্যে গ্রহণ কর।"

কর্ণ কহিলেন,—"ব্রাহ্মণবাক্য, আমি পূর্ব্বে তাহা লঙ্ঘন করি নাই, তাহা হইলে কখন তাহা লাভ করিব?"



কবচদান—৪৯৪ পৃঃ।

Mohila Press, Cal.

দেবদূত উত্তর দিলেন,—"যে সময়ে স্মরণ করিবে, সেই সময়েই তাহার লাভ ঘটিবে।"

সম্মত হইয়া কর্ণ বলিলেন,—"আচ্ছা, অনুগৃহীত হইলাম, আপনি যাইতে পারেন।"

দেবদূত সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কর্ণ তখন শল্যরাজের সহিত রথারোহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শল্য তাহাতে সম্মত হইলেন, পরে উভয়ে রথে আরোহণ করিলেন।

সেই সময়ে এক মহান্ শব্দ উত্থিত হইল, তাহা নির্ণয় করিতে করিতে কর্ণ বলিতে লাগিলেন,—"প্রলয়কালীন সাগরগর্জ্জনের ন্যায় শঙ্খধ্বনি কাহার? ইহা সম্ভবতঃ কৃষ্ণের নহে, অর্জ্জুনেরই হইবে, যুধিষ্ঠিরপরাজয়ে কোপিতাত্মা পার্থ নিশ্চয়ই অদ্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবে।"

তাহার পর তিনি শল্যরাজকে অর্জ্জুনের নিকট রথ চালনা করিতে বলিলে, শল্য সম্মত হইয়া তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঊরুভঙ্গ।

ভীষ্মদ্রোণ যাহার তটস্বরূপ, জয়দ্রথ জল, শকুনি হ্রদ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, তরঙ্গ, নক্র ও মকর, দুর্য্যোধন স্রোত, কার্ম্মুকসকল সিকতারাশি, অর্জ্জুন কেশবরূপ ভেলার সাহায্যে সেই শক্রনদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং সেই ভগবান্ কেশবই সকলের পক্ষে শত্রুনদীতরণের ভেলা-স্বরূপ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে তাঁহার শতপুত্রমধ্যে কেবল দুর্য্যোধনই জীবিত রহিয়াছেন, পাণ্ডবগণের পক্ষে তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা ও জনার্দ্দনমাত্র অবশিষ্ট আছেন, তথাপি স্বর্গকামনায় যুদ্ধযজ্ঞে যাহারা আপনাদের দেহ আহুতিপ্রদানে অভিলাষ করিয়াছে, শত শত নারাচ ও তোমরে যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষম হইয়া উঠিয়াছে, মত্তদ্বিপেন্দ্রদশনে যাহাদের শরীর অঙ্কিত হইয়াছে, পরস্পরবীর্য্যের নিকষস্বরূপ সেই যোদ্ধৃপুরুষগণ তখনও পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছিল।

সে সময় ভীম ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ আরব্ধ হওয়ায়, রাজগণের শরীর-সমাকীর্ণ, সমন্তপঞ্চকহ্রদে শোভিত, রণাহতগজাশ্বনরেন্দ্রযোধসমন্বিত, নানাচিত্রে পূর্ণ সুলিখিত আলেখ্যের ন্যায়, রাজনিধনের একমাত্র স্থল-স্বরূপ সেই সমরক্ষেত্রে যোদ্ধৃগণ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। শত্রুতার পরিপাকস্থান, বলের নিকষপাষাণ, মান ও প্রতিষ্ঠার গৃহ, অপ্সরাগণের স্বয়ম্বরসভা, মনুষ্যসকলের শৌর্য্যপ্রতিষ্ঠার ভূমি, রাজা-দিগের শেষকালের বীরশয্যা, প্রাণাগ্নিহোমের যজ্ঞ এবং নৃপতিগণের স্বর্গগমনের সোপান সেই সমরসংজ্ঞ আশ্রমপদে তাহারা উপস্থিত হইল।

সেই রণভূমি তখন গজেন্দ্রগণের শরীরে উপলবিষমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার চারিদিকে গৃধ্রগণ বাস করিতেছিল, হতাতিরথ রথসকল পড়িয়াছিল, রাজারাও ক্রিয়ামরণ রণে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, আর সৈনিক পুরুষেরা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাপন কার্য্য করিয়া নিহত ও আহত হইয়া রহিয়াছিল।

এই মহাযুদ্ধকে একটি যজ্ঞের ন্যায় বোধ হইতেছিল, হস্তিশুণ্ড তাহার যূপকাষ্ঠ, বাণনিকর বিন্যস্ত কুশরাশি, হতগজসকল উচ্চবেদী, শক্রতা প্রদীপ্ত অগ্নি, ধ্বজসমূহ প্রসারিত মণ্ডপ, সিংহনাদ উচ্চমন্ত্র ও পতিত মনুষ্যগণ তাহার পশুস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

পরস্পরশরে হতজীবন রাজগণ রণাঙ্গনে আশ্রয় গ্রহণ করায়, মাংসাশী পক্ষিনিকর তাহাদের শরীর হইতে ভূষণসকল শিথিল করিয়া ফেলিতেছিল। অনবরত নারাচক্ষেপে পাতিত যুদ্ধোন্মত্ত সজ্জিত গজ এবং বিশীর্ণবর্ম্মা সশর সকার্ম্মুক তাহার আরোহী রাজার অস্ত্রাগারের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

ধ্বজাগ্র হইতে নিপতিত মাল্যে মস্তক ভূষিত হওয়ায়, হস্তমুষ্টিতে শায়কধারী কোন বিপন্ন রথীকে শিবাগণ কুটুম্বনারীসকলের জামাতাকে যান হইতে অবতরণের ন্যায় নিম্নে আনয়ন করিতেছিল।

নিহত পতিত গজ, তুরগ, নরগণের রুধিরধারায় গহন ভূপ্রদেশ, বিক্ষিপ্ত বর্ম্ম, চর্ম্ম, ছত্র, চামর, তোমর, শর, কুন্ত, কবচ ও কবন্ধাদিতে পর্য্যাকুল, শক্তি, প্রাস, হাটক, ভিন্দিপাল, শূল, মুসল, মুদ্গর, বরাহ, কর্ণ, কণয়, কর্পণ, শঙ্কু, অসি ও গদাদি অস্ত্রে সমাকীর্ণ সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্র তখন অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল।

নৃপতিগণ বিনষ্ট হওয়ায়, রথভ্রষ্ট সারথিসকল হত হস্তী হইতে নিঃসৃত রক্তনদী পার হইয়া যাইতেছিল, অশ্বগণ শূন্যরথ বহন করিতে-

ছিল, ছিন্নমুণ্ড কবন্ধগণ পূর্ব্বাভ্যাসবশে ধাবিত হইতেছিল, আরোহিহীন করিসকল যেখানে সেখানে বেড়াইতেছিল।

সেই রণক্ষেত্রের উর্দ্ধস্থিত আকাশতলে মধুকমুকুলের ন্যায় উন্নতপিঙ্গলাক্ষিযুক্ত দৈত্যেন্দ্রকুঞ্জরে বিদ্ধ অঙ্কুশের মত তীক্ষ্ণচঞ্চুবিশিষ্ট বিস্তৃত লম্বমান বিকীর্ণপক্ষসমন্বিত গৃধ সকল মাংসমুখে প্রবালরচিত তালবৃন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

দিনকরের উগ্র কিরণে চারিদিকে প্রকাশিত নিক্ষিপ্ত হয়নাগনরেন্দ্রযোধে পূর্ণা ও নারাচ, কুন্ত, শর, তোমর, খড়্গে সমাকীর্ণা ভূমি যেন পতিত তারাগণ বক্ষে ধারণ করিতেছিলেন।

সেরূপ অবস্থাতেও ক্ষত্রিয়গণের শোভা বিনষ্ট হয় নাই, তাঁহাদের নির্ভীক বদনরাজি নিষ্কম্প স্থলপদ্মিনীর ন্যায় দেখাইতেছিল, তাহাতে নেত্রচয় নিদাঘসলিলোত্থিত ভ্রমরপঙ্‌ক্তি, তাম্রবর্ণ ওষ্ঠসকল পত্ররাশি, কুঞ্চিত ভ্রূসমূহ কেশর, মুকুটনিচয় কেশরসমীপস্থ কুটিল দল, এবং বিদ্ধ নারাচাগ্র নালস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, বীর্য্যাদিত্য তাহাদিগকে বিকাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সমরক্ষেত্রে আগত সৈনিকগণ এই সমস্ত দেখিয়া, মৃত রাজগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, এ প্রকার ক্ষত্রিয়গণের প্রতি মৃত্যুর প্রভাববিস্তারে তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিস্ময় জন্মিল, এবং অপ্রকৃতিস্থ পুরুষেরা যে রাজগণের বলাধান করিতে সমর্থ হয় না, তাহাও তাহারা বুঝিতে পারিল, কিন্তু ক্ষত্রিয়সকলেরই প্রতি মৃত্যু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে কিনা, ইহা লইয়া তাহারা তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। কাহারও মতে তাহাতে কোনই সংশয় ছিল না, আবার অপরের পক্ষে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই বোধ হইতেছিল, কারণ, খাণ্ডবধূমে রঞ্জিতগুণ সংশপ্তকগণের উৎসাদনকর স্বর্গের

ক্রন্দনহর এবং নিবাতকবচের প্রাণ যাহার উপহারস্বরূপ সেই গাণ্ডীব স্পর্শ করিয়া, মহেশ্বরের রণক্ষেপাবশিষ্ট শরসমূহে পার্থ সবলেই যুদ্ধে দর্পী ও গর্ব্বিত রাজগণকেই মৃত্যুমুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে এক ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, প্রথমে কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। মেঘনিনাদ, বজ্রপাতে পর্ব্বতসকল চূর্ণ হওয়ার ন্যায় নির্ঘোষ, বায়ুতে বায়ুতে অভিঘাতের তুমুল শব্দে মহীবিদারণের ধ্বনিসম, অথবা পবনকম্পিত চঞ্চল ক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালায় আকুল মহাসাগরের মন্দরকন্দরে প্রতিহত গর্জ্জনের মত সেই শব্দ সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।

তখন সকলে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, দ্রৌপদীকেশাকর্ষণে অসহিষ্ণু মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সহিত ভ্রাতৃশতবধে ক্রুদ্ধ রাজা দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে। দ্বৈপায়ন, হলায়ুধ, কৃষ্ণ ও বিদুরপ্রভৃতি কুরুযদুকুলদেবতারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

ভীমসেনের তপ্তকাঞ্চনশিলার ন্যায় স্থূল বক্ষোদেশ তাড়িত, ঐরাবতকরকঠিন দুর্য্যোধনের অংসস্থল ভিন্ন ও পরস্পরের ভুজদ্বয়ের অবকাশপ্রাপ্ত সংঘৃষ্ট করিয়া, সেই প্রচণ্ড গদাদ্বয়ের অভিঘাতে ঐ মহান্ শব্দ উত্থিত হইতেছিল।

বিশেষ বিশেষ উৎকম্পে চঞ্চলমুকুটে শোভিত ক্রোধে বিস্ফারিত লোচন স্থানাক্রমণে বামনীকৃত দেহ নব নব হস্তোন্নতিতে তৎপর দুর্য্যোধনের রিপুশোণিতসিক্তগহন গদাস্ত্র যেন কৈলাসগিরির উদ্ধৃত অগ্রশিখরের মত শোভা পাইতেছিল, অথবা তাহাকে মহেন্দ্রের অশনির ন্যায় বোধ হইতেছিল।

গদাঘাতে ভীমসেন রুধিরাক্তকলেবর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার ললাটপ্রদেশ ভিন্ন হওয়ায়, রক্ত মোক্ষণ করিতেছিল, লৌহপিণ্ডের

স্থায় অংসদ্বয় ভগ্ন হইয়াছিল, প্রহারজনিত গাঢ় বিগলিত শোণিত-ধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া উঠিতেছিল, ক্ষতস্থানসকল রক্তে আর্দ্র ও স্নাত দেখাইতেছিল, তখন তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে-ছিল, যেন ধাতুসলিলাসারে বিলিপ্ত উপলে শোভিত মেরুপর্ব্বত অবস্থিতি করিতেছে।

দুর্য্যোধন লম্ফ প্রদান ও গর্জ্জন করিতে করিতে ভীমগদানিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভীমসেনের আঘাত প্রতিহত করিয়া, তিনি ভুজ-সংহার করিতেছিলেন, নৃত্যাদির গতি অবলম্বন করিয়া. কুরুরাজ বারংবার প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হন, যদিও তিনি গদাযুদ্ধে সুশিক্ষিত, তথাপি ভীমসেন তাঁহার অপেক্ষা বলবান্ ছিলেন।

যুদ্ধে অতুলনীয় বৃকোদর মস্তকের গাঢ়ক্ষত হইতে বিগলিত রুধির-ধারায় সিক্ত হইয়া, বজ্রদগ্ধ মেদিনীপ্রাবিষ্ট হিমালয়ের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন শিথিল গলিত ধাতুতে ভূষিত হেমকূট পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রগাঢ় প্রহারে অঙ্গ শিথিল হওয়ায়, ভীমসেনকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া, ব্যাসদেব বদন উন্নত ও তাহাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থাপন করিয়া, বিস্মিতভাবে রহিলেন, যুধিষ্ঠির কাতর হইয়া উঠিলেন, বিদুরের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, অর্জ্জুন গাণ্ডীবস্পর্শে প্রবৃত্ত হইলেন, কৃষ্ণ গগনমার্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, আর শিষ্যপ্রীতির জন্য যুদ্ধদর্শক বলদেব লাঙ্গল ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তখন বীর্য্যানিলয় বিবিধ রত্নে বিচিত্র মুকুটে শোভিত অভিমান, বিনয়, তেজ ও সাহসে পূর্ণ কুরুরাজ ভীমসেনকে উপহাস করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, কাতর ব্যক্তিকে বীরপুরুষ কখনও যুদ্ধে নিহত করে না, সেজন্য তাঁহাকে ভয় পরিত্যাগ করিতে বলিলেন।

উপহসিত ভীমসেনকে দেখিয়া জনার্দ্দন নিজ উরুতে আঘাত করিয়া

তাঁহাকে একটি সঙ্কেত করিলেন, তাহাতে সমাশ্বাসিত হইয়া ভীম-বদন, সিংহবৃষেক্ষণ বৃকোদর ললাটবিবরে ভ্রূকুটি সংহার, করদ্বারা স্বেদজল নিক্ষেপ ও বাহুযুগলে কনকখচিত গদা ধারণ করিয়া, গর্জ্জন করিতে করিতে ক্ষিতিতল হইতে উত্থিত হইলেন, কাতর পুত্রকে দেখিয়া পবনদেব যেন তাঁহার বলাধান করিয়াছিলেন।

উভয়ের মধ্যে আবার গদাযুদ্ধ আরব্ধ হইল, ভীমসেন তখন ভূতলে পাণিতল ঘর্ষণ, শীঘ্র শীঘ্র বাহু অধিকতর মার্জ্জন, অধরোষ্ঠ দংশন, বিক্রমবলের জন্য অত্যন্ত গর্জ্জন এবং ধর্ম্ম, লজ্জা ও যুদ্ধাচার পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণের সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্য্যোধনের উরুদ্বয়ে গদা নিক্ষেপ করিলেন, তাহার গুরুতর আঘাতে দুর্য্যোধন ভূতলে নিপতিত হইলেন।

শোণিতসিক্তকলেবর নিপতিত কুরুরাজকে দেখিয়া, ভগবান্ দ্বৈপায়ন আকাশমার্গে উত্থিত হইতে লাগিলেন, অবজ্ঞাভরে বলদেব চক্ষু আবৃত করিয়া মুদ্রিত করিলেন, দুর্য্যোধনের জন্য ক্রোধে নিস্পন্দ হলায়ুধকে দেখিয়া, ব্যাসদেব তাহা ভীমসেনকে জানাইয়া গেলেন, ভীমসেন তখন কৃষ্ণের কর ধারণ করিলেন, এবং সম্ভ্রান্ত পাণ্ডবগণ তাঁহাকে করপঞ্জরের মধ্যে লইয়া, রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ভীমসেনের অপহরণে ক্রোধে উন্মীলিতলোচন বলদেব দুর্য্যোধনের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার ললিত মুকুট চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, রোষে নেত্রযুগল তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, ভ্রমরচুম্বিত মাল্য ও শরীরে লম্বমান নীলাম্বর আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহাকে ভূতলে অবতীর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায়ই বোধ হইতেছিল, সৈনিকেরাও তখন কুরুরাজের নিকট অগ্রসর হইল।

দুর্য্যোধনের নিকট যাইতে যাইতে বলদেব রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন,—"অহে পার্থিবসকল, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, রিপুবলের কালস্বরূপ আমার লাঙ্গল উল্লঙ্ঘন এবং রণক্ষেত্রে উপস্থিত ও সন্নিহিত আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া, ভীম কিনা সমরে কুলবিনয়সমৃদ্ধি-শালী দুর্য্যোধনের উরুদেশে গদানিক্ষেপে তাহাকে পাতিত করিল ?"

তাহার পর তিনি দুর্য্যোধনকে বলিয়া উঠিলেন,—"অহে দুর্য্যোধন, মুহূর্ত্তমাত্র আশ্বস্থ হও, সৌভরাজনাশে যাহার মুখ উচ্ছিষ্ট হইয়াছিল, অসুরগণের পুরপ্রকারের যে অঙ্কুশস্বরূপ, কালিন্দীজলরাশির গুরুসম, রিপুসৈন্যের প্রাণোপহারে যে অর্চ্চিত হয়, সেই লাঙ্গল উত্তোলন করিয়া, রুধিরস্বেদসিক্ত ভীমের বিশাল বক্ষঃস্থলে কেদারমার্গের ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছি।"

তাহাতে অদূরে শব্দ হইল,—"ভগবান্ হলায়ুধ প্রসন্ন হউন।"

বলদেব চাহিয়া দেখিলেন যে, তপস্বী দুর্য্যোধন তাঁহার নিকটে আসিতেছেন। সেই শ্রীমানের ছবি যুদ্ধচন্দনরুধিরে আর্দ্র ও অনুলিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভূলুণ্ঠনে তাঁহার ভুজদ্বয় ধূলিধূসরিত হওয়ায়, তাঁহাকে বালকের ন্যায় দেখাইতেছিল, সে সময়ে কুরুরাজকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন অমৃতমন্থনের পর সমুদ্রজলে সুরাসুরত্যক্ত শ্রান্ত ও মুক্ত বাসুকি ফণা আকর্ষণ করিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে।

ক্ষণপরে দুর্য্যোধন বলদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, আসিতে আসিতে তিনি বলিতেছিলেন,—"যুদ্ধাচার লঙ্ঘন করিয়া ভীম গদা-ঘাতে আমার উরু ক্ষতবিক্ষত ও জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, আমি ভূমিতলে ভুজদ্বয়ে আকর্ষণ করিতে করিতে কোনরূপে এই অর্দ্ধমৃত দেহটাকে বহন করিতেছি।"

তাহার পর তিনি অতিকষ্টে বলদেবের নিকট আসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবন্ হলায়ুধ, প্রসন্ন হউন, ভূতলে পতিত আমার এই মস্তক আপনার পাদদ্বয়ে নিপতিত হইতেছে,আপনার এই প্রথম ক্রোধ ত্যাগ করুন, যাহারা এক্ষণে কুরুকুলের নিবাপমেঘস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, শত্রুতা, বিগ্রহকথা এবং আমরাত নষ্টই হইয়াছি।"

শুনিয়া বলদেব কহিলেন,—"দুর্য্যোধন, তুমি মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্থ হও।"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"আপনি কি করিবেন?"

বলদেব বলিতে লাগিলেন,—"শুন তবে। লাঙ্গলক্ষেপে শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও মুসলপ্রহারে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, রথাশ্বগজসহিত যুদ্ধে হত পাণ্ডবদিগকে তোমার স্বর্গগমনের অনুযাত্রী করিয়া দিতেছি।"

তাহাতে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, আপনি এরূপ বলিবেন না, ভীম প্রতিজ্ঞাবসান ও আমার শতভ্রাতা স্বর্গে গমন করায়, এবং আমারও এরূপ অবস্থা ঘটায়, যুদ্ধে আর কি ফল হইবে?"

বলদেব বলিলেন,—"আমার সম্মুখে তুমি বঞ্চিত হওয়ায় আমার ক্রোধ জন্মিয়াছে।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন,—"আপনি আমাকে বঞ্চিত মনে করিতেছেন?"

বলদেব উত্তর দিলেন,—"তাহাতে সন্দেহ নাই।"

হর্ষসহকারে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাতেও আমার প্রাণের মূল্য দান করা হইয়াছে দেখিতেছি, কারণ, প্রজ্বালিত অনলে দারুণ জতুগৃহ হইতে বুদ্ধিবলে যে আপনাদিগকে অপসারিত করিয়াছিল, কুবেরালয়ে যে যুদ্ধে অচলশিলার বেগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া

উঠিয়াছিল, রাক্ষসপতি হিড়িম্ব যাহার হস্তে নিহত হইয়াছিল, সেই ভীম যদি আমাকে ছলে জয় করিয়াছে আপনি মনে করেন, তাহা হইলেত আমার পরাজয় ঘটে নাই।"

বলদেব কহিলেন,—"ভীমসেন তোমাকে যুদ্ধে বঞ্চনা করিয়া এখানে অবস্থিতি করিবে?"

দুর্য্যোধন আবার উত্তর দিলেন,—"সত্য সত্যই কি ভীমসেন আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে?"

শুনিয়া বলদেব কহিলেন,—"তাহা হইলে কে তোমার এরূপ দশা ঘটাইল?"

কুরুরাজ বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন তবে। যিনি ইন্দ্রের সম্মানের সহিত পারিজাত তরু হরণ করিয়াছিলেন, দিব্য সহস্রবৎসর লীলাভরে যিনি সমুদ্রজলে নিদ্রিত ছিলেন, সেই জগৎপ্রিয় হরি ভীমের তীব্র গদা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অকপটযুদ্ধপ্রিয় আমাকে মৃত্যুমুখে অর্পণ করিয়াছেন।"

সেই সময়ে শব্দ হইল, 'আর্য্যগণ পথ ছাড়িয়া দিন'। তাহা শুনিয়া বলদেব দেখিতে পাইলেন যে, গান্ধারী ও দুর্য্যোধনপুত্র দুর্জ্জয়ের নিদে-শিত মার্গে অন্তঃপুরবাসিনীগণে অনুসৃত হইয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকাভি-ভূত হৃদয়ে সেই দিকে আসিতেছেন। সেই বীর্য্যাকর শতপুত্রে বিভক্তচক্ষু দর্পোন্নত কনকযূপের ন্যায় লম্বমান বাহুদ্বয়যুক্ত রাজাকে দেখিয়া, বলদেবের মনে হইল, যেন স্বর্গরক্ষার ভয়ে দেবগণ শক্রর তিমিরাঞ্জলির দ্বারা তাঁহার নেত্রদ্বয় আবৃত করিয়া দিয়াছেন।

ক্রমে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী, দুর্য্যোধনের পত্নীদ্বয় ও দুর্জ্জয়ের সহিত তথায় আসিলেন, আসিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"পুত্র, তুমি কোথায়?"

গান্ধারীও তাহাই বলিলেন, রাণীরাও কহিলেন,—"মহারাজ, কোথায় রহিয়াছেন?"

ধৃতরাষ্ট্র আবার বলিতে লাগিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, অদ্য যুদ্ধে পুত্রকে বঞ্চনানিহত শুনিয়া, অন্তর্গত-অশ্রুপূর্ণ-লোচনযুক্ত আমার অন্ধমুখ অন্ধতর হইয়া উঠিল।"

তাহার পর তিনি গান্ধারীকে কহিলেন,—"গান্ধারি, তুমি কি বাঁচিয়া আছ?"

গান্ধারী উত্তর দিলেন,—"মন্দভাগিনী আছে বৈ কি।"

রাণীরা দুর্য্যোধনকে উদ্দেশ করিয়া 'মহারাজ, মহারাজ' বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন।

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিতেছিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, আমার পত্নীরা রোদন করিতেছেন, পূর্ব্বে আমি গদাঘাতের বেদনা জানিতে পারি নাই, এক্ষণে তাহা অনুভব করিতেছি, কারণ, আলুলায়িত কুন্তলে আমার অন্তঃপুরবাসিনীরা রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে।"

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে কহিলেন,—"গান্ধারি, দুর্য্যোধননামে কুল-মানীকে কি দেখিতে পাইতেছ?"

গান্ধারী উত্তর দিলেন,—"কৈ মহারাজ, দেখিতে পাইতেছি না।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"কেন দেখিতে পাইতেছ না? আজই আমি আপনাকে অন্ধ বলিয়া বুঝিতেছি, কারণ, অন্বেষণসময়ে পুত্রকে দেখিতে পাইতেছি না। অরে কৃতান্তহতক, রিপুসমরমর্দ্দনকারী মানবীর্য্যে প্রদীপ্ত অতি ধীর ও বীর সুতশতের জন্ম প্রদান করিয়া, এই মানী ধৃতরাষ্ট্র কি একবারও পৃথিবীতে পুত্রদত্ত নিবাপ ভোগ করার যোগ্য নহে?"

গান্ধারী বলিয়া উঠিলেন,—"বৎস সুযোধন, আমার কথার উত্তর

দাও, পুত্রশতবিনাশদুঃখিত মন্দভাগ্য মহারাজকেও বন্দনা কর।"

গান্ধারীকে দেখিয়া বলদেব বলিতে লাগিলেন,—"এই যে মাননীয়া গান্ধারীকে দেখিতেছি, পুত্রপৌত্রবদনে যাঁহার অক্ষির আর কৌতূহল ছিল না, দুর্য্যোধনের অস্তগমনে শোকে ধৈর্য্য বিলুপ্ত হওয়ায়, অজস্র অশ্রুপতনে তাঁহার পতিধর্ম্মচিহ্ন নয়নবন্ধ এক্ষণে আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে।"

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিতে করিতে আবার কহিলেন,—"পুত্র দুর্য্যোধন, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মহারাজ, তুমি কোথায়?"

তাহাতে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"অদ্যই আমি মহারাজ হইলাম।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"পুত্রশতজ্যেষ্ঠ, আমার কথার উত্তর দাও।"

দুর্য্যোধন বলিতে লাগিলেন,—"আমাকে অন্য বৃত্তান্তই বলিতে হইবে, এ বৃত্তান্তে আমি লজ্জিত হইতেছি।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছিলেন,—"এস পুত্র, আমাকে অভিবাদন কর।"

দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"এই আমি যাইতেছি।"

তাহার পর তিনি উঠিতে চেষ্টা করিয়া আবার নিপতিত হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,—"হা ধিক্, ইহা আমার দ্বিতীয় প্রহার, কি কষ্ট! গদাপাতরূপ কেশাকর্ষণে ভীমসেন আমার উরুদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুজনের পাদবন্দনাও হরণ করিয়াছে দেখিতেছি।"

গান্ধারী রাণীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বৎসাদ্বয়, এখানে আছ কি?"

তাঁহারা উত্তর দিলেন,—"আমরা আছি।"

গান্ধারী তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন,—"স্বামীর অন্বেষণ কর।"

তাঁহারা বলিলেন,—"মন্দভাগিনীরা যাইতেছে।"

সেই সময়ে দুর্জ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বস্ত্র আকর্ষণ করায়, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এ কে, আমার বস্ত্রপ্রান্ত আকর্ষণ করিয়া পথ দেখাইতেছে?"

দুর্জ্জয় উত্তর দিলেন,—"তাত, আমি দুর্জ্জয়।"

শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কহিলেন,—"পৌত্র দুর্জ্জয়, পিতাকে অন্বেষণ কর।"

দুর্জ্জয় বলিলেন,—"আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

ধৃতরাষ্ট্র তখন কহিলেন,—"যাও, পিতার অঙ্কে বিশ্রাম করিবে।"

'আমি তবে যাইতেছি' বলিয়া দুর্জ্জয় অগ্রসর হইলেন, ও দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তাত, তুমি কোথায়?"

তাঁহাকে দেখিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"এ বালকও আসিয়াছে দেখিতেছি, সকল অবস্থাতেই হৃদয়সন্নিহিত পুত্রস্নেহ আমাকে দগ্ধ করিতেছে, কারণ, দুঃখে যে অনভিজ্ঞ এবং আমার অঙ্ক-শয়ন যাহার পরিচিত, সেই দুর্জ্জয় আমাকে নির্জ্জিত দেখিয়া না জানি কি বলিয়া উঠিবে।"

দুর্জ্জয় দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলেন ও বলিয়া উঠিলেন,—"একি! মহারাজকে যে ভূমিতে উপবিষ্ট দেখিতেছি।"

দুর্য্যোধন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, তুমি কি জন্য আসিয়াছ?"

দুর্জ্জয় উত্তর দিলেন,—"তোমার বিলম্ব দেখিয়া।"

দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! এ অবস্থায় পুত্রস্নেহ হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।"

দুর্জ্জয় পিতাকে কহিলেন,—"আমি তোমার অঙ্কে উপবেশন করিব।"

দুর্য্যোধন নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয়, হায়! কি কষ্ট, যে আমার হৃদয়ের প্রীতিজনক ও সাক্ষাৎ নেত্রোৎসব, কালবিপর্য্যয়ে সেই চন্দ্র এক্ষণে কিনা বহ্নি হইয়া উঠিল।"

দুর্য্যোধনের নিষেধ শুনিয়া দুর্জ্জয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অঙ্কে উপবেশন করিতে তুমি নিষেধ করিতেছ কেন?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন;—"তোমার পরিচিত আসন পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে যেখানে সেখানে উপবেশন করিতে থাক, আজ হইতে তোমার পূর্ব্বোপভুক্ত আসন নাই বলিয়া জানিবে।"

শুনিয়া দুর্জ্জয় বলিয়া উঠিলেন,—"কোথায় যাইবে মহারাজ?"

দুর্য্যোধন কহিলেন,—"ভ্রাতৃশতের অনুগমন করিব।"

দুর্জ্জয় বলিলেন,—"আমাকেও সেখানে লইয়া চল।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"যাও পুত্র, তাহা হইলে বৃকোদরকে গিয়া বল।"

দুর্জ্জয় তখন কহিলেন,—"এস মহারাজ, তোমাকে অন্বেষণ করিতেছেন।"

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে?"

দুর্জ্জয় উত্তর দিলেন,—"পিতামহী, পিতামহ ও অন্তঃপুরবাসিনী-সকল।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন,—"যাও পুত্র, আমি যাইতে সমর্থ নহি।"

দুর্জ্জয় বলিয়া উঠিলেন,—"আমি তোমাকে লইয়া যাইব।"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"তুমি যে বালক।"

দুর্জ্জয় তখন মাতাদের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—"আর্য্যাসকল, এই যে মহারাজ।"

তাহা শুনিয়া রাণীরা 'হা, হা, মহারাজ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় মহারাজ ?"

গান্ধারীও বলিলেন,—"আমার পুত্র কোথায় ?"

দুর্য্যোধনকে দেখাইয়া দুর্জ্জয় উত্তর দিলেন,—"এই যে মহারাজ ভূমিতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।"

শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! এই কি মহারাজ? কাঞ্চনস্তম্ভপ্রমাণ যে লোকে বসুধাধিপেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সে কিনা এক্ষণে দ্বারের অর্দ্ধার্গলের সমান ভূমিগত তপস্বী হইয়া উঠিয়াছে।"

গান্ধারী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস সুযোধন, তুমি কি পরিশ্রান্ত হইয়াছ ?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"আমি আপনারই পুত্র।"

গান্ধারীকে উদ্দেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে কথা বলিতেছে ?"

গান্ধারী উত্তর দিলেন,—"আমি নির্ভীক পুত্রের প্রসবিনী।"

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"অদ্যই আমি আপনাকে উৎপন্ন বলিয়া জানিতেছি।"

তাহার পর তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—"তাত, এক্ষণে আপনার কাতরতায় কি হইবে ?"

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন,—"পুত্র, কাতর হইব কেন? যাহার বীর্য্য-বলে গর্ব্বিত যুদ্ধযজ্ঞে দীক্ষিত ভ্রাতৃশত পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট তাহারও নাশে আমি যে হতই হইয়াছি।"

এই বলিয়া অন্ধ রাজা ভূতলে নিপতিত হইলেন, তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"হা, ধিক্, পিতৃদেব পতিত হইলেন ?"

তাহার পর পিতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন,—"তাত, মাতৃদেবীকে আশ্বস্ত করুন।"

উঠিতে উঠিতে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছিলেন,—"বৎস, কি বলিয়া আশ্বস্ত করিব ?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"তাঁহার পুত্র যুদ্ধে অপরাঙমুখ হইয়া হত হইয়াছে, আর আপনি শোক নিগ্রহ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমি একমাত্র আপনার পাদমূলেই মস্তক অবনত করিয়াছি, এমন কি গৃহাগ্নির পর্য্যন্ত আরাধনা করি নাই, যে মানের সহিত আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহারই সহিত স্বর্গে যাইতেছি।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিতে লাগিলেন,—"স্বভাবান্ধ জীবনে নিস্পৃহ বৃদ্ধ আমার আত্মাকে ধৈর্য্য নিগ্রহ করিয়া তীব্র পুত্রশোক আক্রমণ করিতেছে।"

শুনিয়া বলদেব বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! কি কষ্ট, দুর্য্যোধনে নিরাশ স্বভাবান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমি আত্মনিবেদন করিতে পারিতেছি না।"

এদিকে দুর্য্যোধন মাতাকে বলিতেছিলেন,—"আপনাকে একটি কথা জানাইতে ইচ্ছা করি।"

গান্ধারী উত্তর দিলেন,—"বল, পুত্র, বল।"

দুর্য্যোধন তখন বলিতে লাগিলেন,—"আপনাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছি যে. যদি আমি কিছু পুণ্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে অন্য জন্মেও যেন আপনি আমার জননী হন।"

শুনিয়া গান্ধারী বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি আমারই মনের কথা বলিয়াছ।"

তখন দুর্য্যোধন আবার পত্নী মালবীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, —"মালবি, তুমিও শুন। যুদ্ধকালে উত্থিত গদাঘাতে আমার ভ্রূকুটি

ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, বক্ষোনিঃসৃত প্রহাররুধিরে হারাবকাশ অপহৃত হইয়াছে, আর আমায় এই ব্রণকাঞ্চনাঙ্গদধর শোভাশালী ভুজদ্বয়ও দেখ, ইহাতে বুঝিতে পারিবে যে, তোমার স্বামী যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন নাই, তবে ক্ষত্রিয়া হইয়া তুমি রোদন করিতেছ কেন ?"

মালবী উত্তর দিলেন,—"এই বালা আপনার সহধর্ম্মচারিণী, সেই জন্য রোদন করিতেছি।"

তাহার পর দুর্য্যোধন তাঁহার অপরা পত্নী পৌরবীকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পৌরবি, তুমিও শুন। বেদোক্ত অভিমত বিবিধ যজ্ঞে আত্মীয় স্বজনকে যথেষ্ট ভাবে পোষণ করিয়াছি, এবং আমি শত্রুর উপরিস্থ, আমার আশ্রিতগণ প্রিয়শত হইতে বঞ্চিত হয় নাই, আমার জন্য অষ্টাদশ বাহিনীর নৃপতিগণ সন্তাপিত হইয়াছেন, স্বামীর এরূপ মান দেখিয়া মানিনি, তোমার শোক করা উচিত নহে, নিগ্রহকালে এ প্রকার লোকের পত্নীরা কখনও রোদন করে না।"

শুনিয়া পৌরবী উত্তর দিলেন,—"একত্র প্রবেশে নিশ্চয় করিয়া আমি রোদন করি নাই।"

দুর্য্যোধন তখন আবার পুত্রকে কহিলেন,—"দুর্জ্জয়, তুমিও শুন।"

সেই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বলিয়া উঠিলেন,—"গান্ধারি, তুমি কি বলিবে ?"

গান্ধারী উত্তর দিলেন,—"আমিও তাহাই ভাবিতেছি।"

দুর্য্যোধন দুর্জ্জয়কে বলিতে লাগিলেন,—"আমার ন্যায় পাণ্ডবদিগকে শুশ্রূষা করিবে, পূজনীয়া কুন্তীদেবীর আদেশপালনে রত রহিবে, অভিমন্যুজননী ও দ্রৌপদী উভয়কেই মাতার ন্যায় পূজা করিতে থাকিবে। দেখ পুত্র, শ্লাঘনীয়শ্রী ও অভিমানে দীপ্তহৃদয় দুর্য্যোধন তোমার পিতা, তিনি সমকক্ষের অভিমুখী হইয়াই রণে হত হইয়াছেন,

ইহা মনে করিয়া তুমি এরূপ শোক পরিত্যাগ কর, যুধিষ্ঠিরের শগো-পবীতজড়িত বিপুল দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া, আমার নামাবসানে পাণ্ডবগণের সহিত জল দান করিবে।"

শুনিয়া বলদেব বলিয়া উঠিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! শত্রুতা শেষে পশ্চাত্তাপে পরিণত হইল?"

সহসা এক শব্দ উত্থিত হইল, শেষে তাহা ধনুষ্টঙ্কার বলিয়া বুঝা গেল। যুদ্ধোদ্‌যোগের দুন্দুভিনিনাদ নিস্তব্ধ হইলে, বাণ, কবচ, চামর, ছত্রপ্রভৃতি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে, এবং সারথি ও যোদ্ধৃগণের বিনাশ ঘটিলে, কাহার কার্ম্মুকরব সে সময়ে গগনতলে বায়সগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল, বলদেব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে অদূরে কে যেন বলিতেছিলেন,—"দুর্য্যোধন কার্ম্মুক বিস্তার করিয়া, পূর্ব্বে যে হিতকর যুদ্ধযজ্ঞে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার অধ্বর্য্যুযুক্ত অনুষ্ঠিত অশ্বমেধের ন্যায় আমি তাহাতেই প্রবেশ করিতেছি।"

কে এ কথা বলিতেছেন লক্ষ্য করিয়া, বলদেব বুঝিতে পারিলেন যে, আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা সেই দিকে আসিতেছেন। প্রস্ফুটিত কমলদলের ন্যায় তাঁহার প্রসারিত লোচন, মনোরম কনকযূপের মত বিশাল লম্বমান বাহু ও তাহাকে সবেগে উগ্রকার্ম্মুক আকর্ষণ করিতে দেখিয়া, বলদেবের বোধ হইতেছিল, যেন ইন্দ্রচাপে ভূষিত প্রজ্জ্বলিত মেরুপর্ব্বত অবস্থিতি করিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্বত্থামা পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতে বলিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহার পর তিনি রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অহে, সমরোৎসাহযুক্ত উভয় পক্ষের সৈন্যসাগরের সঙ্গম-সময়ে উত্থিত শস্ত্ররূপনক্রে ছিন্নশরীর, অল্পাবশেষ, শ্বাসমাত্রে বদ্ধ মন্দ-

প্রাণ, যুদ্ধে শ্লাঘনীয় রাজগণ, আপনারা শুনুন। আমি ছলবলে দলিতোরু কৌরবেন্দ্র, অথবা শিথিলবিকলশস্ত্র সূতপুত্র নহি, বিজয়ভূমিতে কি হয় দেখিবার জন্য বেগভরে এই একক দ্রোণপুত্র অবস্থিত রহিল।"

পরে কিছু চিন্তা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এই নিষ্ফল বিজয়শ্লাঘায় পূর্ণা সমরলক্ষ্মীর লাভে আমারই বা কি হইবে?"

এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ও আবার বলিলেন,—"তাহাতে প্রয়োজন নাই। আমি পিতৃকৃত্য করিতে ব্যগ্র থাকায়, কুরুকুলতিলক দুর্য্যোধন বঞ্চিত হইয়াছেন, কেই বা ইহা বিশ্বাস করিবে? কারণ, অঞ্জলিবদ্ধ রথগজারোহী ধনুর্দ্ধর একাদশ বাহিনীর নৃপতিগণ যাঁহার বাক্যোন্মুখ হইয়া অবস্থিতি করিতেন, পরশুরামের শরে বিদ্ধকবচ ভীষ্ম ও পিতৃদেব সংগ্রামে যাঁহার যোদ্ধা ছিলেন, এবং যিনি নিজেও অতিরথ, সেই দুর্য্যোধনকে যে কালই নির্জ্জিত করিয়াছে, ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে।"

তাহার পর তিনি দুর্য্যোধন কোথায় অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, আহত গজতুরগনর ও ভগ্ন রথপ্রাকারের মধ্যে সমরসাগর উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। মুকুটশূন্য মস্তকে শিথিল কেশরাশিতে, গদাঘাতে ক্ষতস্থান হইতে নিঃসৃত রুধিরসিক্ত কলেবরে তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া, অশ্বত্থামার মনে হইতেছিল, যেন অস্তাচলে সন্নিবিষ্ট সান্ধ্যসূর্য্য কিরণ বিকিরণ করিতে করিতে অস্ত যাইতেছেন।"

দুর্য্যোধনের নিকট অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"কুরুরাজ, একি?"

দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন,—"গুরুপুত্র, ইহা অসন্তোষের ফল।"

শুনিয়া অশ্বথামা বলিয়া উঠিলেন,—“কুরুরাজ দেখুন, আমি সৎকারের মূল উৎপাটন করিতেছি।”

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কি করিবেন?”

অশ্বথামা বলিতে লাগিলেন,—“শুনুন তবে। গরুড়পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ভীমাষ্টভুজ শার্ঙ্গচক্রধারী যুদ্ধোদ্যত কৃষ্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত নানা চিত্রে অঙ্কিত আলেখ্যের মত নিক্ষেপ করিব।”

তাহাতে দুর্য্যোধন কহিলেন,—“আপনি এরূপ বলিবেন না। পৃথিবীর ক্রোড়ে অভিষিক্ত সকল রাজাই আশ্রয় লইয়াছেন, কর্ণ স্বর্গে গিয়াছেন, পিতামহেরও শরীরপাত ঘটিয়াছে, সম্মুখসমরে আমার শতভ্রাতা নিহত হইয়াছে, আমারও এরূপ অবস্থা উপস্থিত, তাই বলিতেছি গুরুপুত্র, আপনি কার্ম্মুক ত্যাগ করুন।”

সে কথার উত্তরে অশ্বথামা বলিলেন,—“অহে কুরুরাজ, গদাপাতযুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র দেখিতেছি, আপনার উরুদ্বয়ের সহিত দর্পও অপহরণ করিয়াছে”।

শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—“ওকথা বলিবেন না, রাজগণ মানশরীরই হইয়া থাকেন, সেই মানের জন্যই আমার এরূপ নিগ্রহ। দেখুন গুরুপুত্র, করতাড়নে কুঞ্চিতকেশী দ্রৌপদীকে যে দ্যূতক্রীড়ার সময় আকর্ষণ করিয়াছিলাম, আবার পুত্র অভিমন্যু বালক হইয়াও যে যুদ্ধে হত হইয়াছে, অক্ষক্রীড়ার ছলে পাণ্ডবগণ যে অরণ্যে বন্যপশুর সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই রণদীক্ষিতগণ আমার অল্পই দর্প অপহরণ করিয়াছে কি না বিবেচনা করিয়া দেখুন।”

তাহাতেও শান্ত না হইয়া অশ্বথামা কহিলেন,—আমি সর্ব্বপ্রকারে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি, আপনার, আমার ও বীরলোকের দিব্য দিয়া

বলিতেছি যে, নিশারণের সৃষ্টি করিয়া, আমি পাণ্ডবদিগকে মহাযুদ্ধে দগ্ধ করিয়া ফেলিব"।

সে কথায় বলদেব বলিলেন,—"গুরুপুত্র যাহা বলিতেছেন, তাহা ঘটিবে বটে।"

বলদেবকে দেখিয়া অশ্বত্থামা বলিয়া উঠিলেন,—"একি, মাননীয় হলায়ুধকে দেখিতেছি যে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"এ বঞ্চনারও সাক্ষী আছে?"

তখন অশ্বত্থামা দুর্জ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দুর্জ্জয়, এদিকে এস। পিতৃবিক্রমের উত্তরাধিকারিসূত্রে প্রাপ্য ও তাঁহার ভুজবলার্জ্জিত রাজ্যে বিনাভিষেকে তুমি ব্রাহ্মণবাক্যেই রাজা হও।"

শুনিয়া হর্ষসহকারে দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"আমার হৃদয়ের আদেশই প্রতিপালিত হইল, কিন্তু প্রাণ আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিল।"

তাহার পর তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন যে, শান্তনুপ্রভৃতি তাঁহার পূজনীয় পিতৃপিতামহগণ আসিয়াছেন, কর্ণের সহিত তাঁহার শতভ্রাতাও উপস্থিত হইয়াছেন, ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ ও মহেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া, কাকপক্ষধর ক্রুদ্ধ অভিমন্যু তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, উর্ব্বশীপ্রভৃতি অপ্সরাগণও তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছেন, মূর্ত্তিমান্ মহাসাগরসকল ও গঙ্গাপ্রভৃতি মূর্ত্তিমতী মহানদীগণও রহিয়াছেন, এবং কাল তাঁহার জন্য সহস্রহংসযুক্ত বীরবাহী বিমান পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এই সকল দর্শনের কথা বলিতে বলিতে, দুর্য্যোধন বলিয়া উঠিলেন,—"তবে আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া তিনি স্বর্গে গমন করিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তখন বলিতে

লাগিলেন,—"সজ্জনে পূর্ণ তপোবনে এক্ষণে আমি যাইতেছি, পুত্রনাশে বিফল রাজ্যে ধিক্।"

অশ্বত্থামা কিন্তু বলিয়া উঠিলেন,—"উদ্যতবাণহস্তে আমি এক্ষণে সৌপ্তিকবধে চলিলাম, অরিপক্ষ শান্ত করিয়া, আমাদের রাজা পৃথিবী পালন করিতে থাকুন।"

তাহার পর সকলে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কবিকথা।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীহর্ষপ্রভৃতি

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় খণ্ডে প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী, নাগানন্দ এবং চণ্ডকৌশিক, বেণীসংহার, মুদ্রারাক্ষস ও মৃচ্ছকটিক গল্পাকারে লিখিত ও নানাবিধ চিত্রে শোভিত।

অন্যান্য গ্রন্থ।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী (চতুর্থ সংস্করণ)	... ...	২॥•
ইতিকথা	... ...	১॥•
চুনার	... ...	॥৵•
মরণরহস্য	... ...	॥•
বারই ডিসেম্বর	... ...	৵•

অবশিষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত নাই, শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

গুরুদাস লাইব্রেরী ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

